সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—সং ৭৬

কৌলমার্গ-রহস্য

[অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সহ কৌলোপনিষৎ এবং
আংশিক পরশুরাম-কল্পসূত্র সমেত]

৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে—১৷৹, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে—১৷৵৹, সাধারণের পক্ষে—১॥৹।

ভূমিকা

সিদ্ধকাম সাধক মহাত্মা ৺পূর্ণানন্দের বংশধর নানাতন্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিতপ্রবর ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে তাঁহার বহু গবেষণার ফল এই "কৌলমার্গরহস্য" প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিলে সভার নিয়মানুসারে জনৈক সভ্য এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে, কবিসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে তিনিও তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সেইরূপই ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। কথাটা তখন আমার মনে একটা বড় আঘাত করিয়াছিল, তাই দুঃখের সহিত প্রথমেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদিগের আধুনিক শিক্ষার ফল এইরূপই হইয়াছে যে, বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হইয়া আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রের অধিকার-বিচার ও তাৎপর্য্য নির্ণয়ে শাস্ত্রানুসারে কোন যত্ন না করিয়া পাশ্চাত্ত্যভাবেই অসংকোচে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন না। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ে যে উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি উপায় নির্দ্ধারিত আছে[১], তাহাও অনেকেই জানেন না এবং তদনুসারে বিচার করিয়া শাস্ত্রার্থনির্ণয়েও তাঁহারা সমর্থ নহেন। সুতরাং শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পূর্ব্বাচার্য্য-গণের পাণ্ডিত্য এবং ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যও তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম হইয়া একেবারে শাস্ত্রের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হন। বিশেষতঃ আমাদিগের আলোচ্য তন্ত্রশাস্ত্র যে তর্কশাস্ত্রের ন্যায় মানুষের লৌকিক বুদ্ধিগম্য কোন বিচারশাস্ত্র নহে, ইহা সাধনশাস্ত্র,—সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত ইহার কোন তত্ত্বই কেহ বুঝিতে পারে না, সুতরাং আমাদিগের লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা ইহার উপরে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না, ইহাও অনেকেই ভুলিয়া যান। তাই তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, উহাতে নানা প্রকার অনাচার ও ব্যভিচারের

১। উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, যত প্রকার জঘন্য বৃত্তি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে, তাহাই তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উহা অশ্রদ্ধেয় অগ্রাহ্য। কেহ কেহ আবার আমাদিগের পুরুষপরম্পরা-সেবিত তন্ত্রশাস্ত্রকে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের রচিত ব্যভিচার-শাস্ত্র বলিয়াই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদিগের তন্ত্রশাস্ত্র যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অনেকে জানেন না এবং জানিবার জন্য কোন প্রযত্নও করেন না। আমাদিগের এই তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু আমাদিগের শ্রুতিরই প্রকারবিশেষ। মহর্ষি হারীত বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকীতি চ।" মহামনীষী কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতিও ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই তন্ত্রশাস্ত্রানুসারেই অধিকারি-ভেদে সাধনার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "প্রপঞ্চসার" তন্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ। তিনি সর্ব্বপ্রকার উপাসকদিগেরই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তার জন্য ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। কারণ, সমস্ত উপাসকেরই উপাস্য সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। কিন্তু এখন অনেকে ঐ "প্রপঞ্চসার" গ্রন্থকে আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কোন পাশ্চাত্ত্য লেখক আচার্য্য শঙ্করকৃত ঐ "প্রপঞ্চসার" গ্রন্থের আর্থার এভেলন-লিখিত মুখবন্ধ মাত্র পড়িয়াছিলেন। ভক্তিতে ভক্ত কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে, আর্থার এভেলন সেইটী অতি সহৃদয়তার সহিত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থকার সেই বর্ণনাটী পড়িয়া লিখিয়াছেন যে, প্রপঞ্চসার ভ্রষ্ট (foul) গ্রন্থ। তিনি আমাদের অনেক ধর্ম্ম পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ঐ পুস্তকের সমালোচনা করিয়া কোন দোষই দেখিতে পান নাই এবং উহা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, রেভারেণ্ড হলাণ্ড সাহেব যে দাবী করেন, শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই মিসনরীদিগের পালিত পুত্র (foster-child), তাহা সত্য। আমাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, বিদেশী লোকে আমাদিগের নিন্দা করিলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস বা সামর্থ্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পাঠ্য পুস্তক আছে, উহা একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক

কথা বলিয়াছেন, যাহা বিদেশী বিরুদ্ধবাদী যাজকদিগের মুখেই শোভা পায়। আর তাঁহার জ্ঞানে সকল তন্ত্রের মধ্যে তোড়লতন্ত্রই অতিপ্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ। তোড়লতন্ত্রখানি যদি তিনি বুঝিতেন, তাহা হইলে জানিতেন যে, উহা একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমাত্র। এ সব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে পাঠককে বিব্রত করা হয় আর নিজেও মনঃকষ্ট পাইতে হয়।

কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে, আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ গ্রন্থ রচনা অসম্ভব। অতএব ঐ গ্রন্থ তাঁহার রচিত নহে, উহা পরবর্ত্তী তান্ত্রিক, আমাদের শঙ্করাচার্য্যের রচিত। ইহাঁর মতে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতজ্ঞান লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; তাঁহার সাধনার কোন আবশ্যক হয় নাই। আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু রাঘব ভট্ট, ভাস্কর রায়, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভাষ্যকারগণ প্রপঞ্চসার যে শঙ্করাচার্য্যকৃত, তাহা প্রতিপদে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা আছে। তাহার মধ্যে একটী শঙ্করশিষ্য শঙ্করপাদাচার্য্যকৃত। অপরটী বিদ্যারণ্যমুনি-প্রণীত। আর শঙ্কর নিজে ইহা যে তাঁহার প্রণীত, তাহা বলিয়া গিয়াছেন। একজন পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকারের মতে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশেষ চিন্তাশীল (Serious) এবং তাঁহাদের কথাই তিনি গ্রহণ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল করিবার জন্যই কি আমাদের বালকদিগকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে (Scientific method ?) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিদেশে যাইতে হয়? এই শ্রেণীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণব তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুটা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি বহু দেবতার উপাসনার বিধি আছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলেন যে, যে ব্যক্তি ইহার গ্রন্থকার, তিনি আপনাকে আচার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার দুইটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি আর্থার এভেলনের তান্ত্রিক টেক্সট্ ও অপরখানি মাদ্রাজে প্রকাশিত। কিন্তু কোথাও গ্রন্থকার নিজের পরিচয় দেন নাই। তবে এ কথা সকলেই জানেন যে, আচার্য্যোক্তি বলিলে শঙ্করাচার্য্যের বচন বুঝায়। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত প্রপঞ্চসার তন্ত্র আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও তন্ত্রশাস্ত্র যে আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বে ছিল না অথবা শঙ্কর

উহা অপ্রমাণ বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চোপাসক সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপাস্য সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তন্ত্রশাস্ত্র সেই ব্রহ্ম-দর্শনের পরম সহায়। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব শব্দ ব্রহ্মবাচক, কুল শব্দ ব্রহ্মবাচক—"কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।" ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ, তন্ত্রশাস্ত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে—"সগুণো নির্গুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ শিব বা ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে জানা যায়। নির্গুণ শিবকে সারদাতিলক বলিতেছেন,—"নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ।" নির্গুণ শিব বা নির্গুণ ব্রহ্মকে নিষ্কল শিব বা নিষ্কল ব্রহ্মও বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, শিব যে অবস্থায় নিরুপাধিক, যে অবস্থায় তাঁহাকে উপনিষদে 'তৎ'শব্দে অভিহিত করে, যখন শক্তি বা প্রকৃতির বিকাশ হয় নাই, উহাই নিষ্কল বা নির্গুণ শিব। যখন ঐ নির্গুণ শিবের সিসৃক্ষা হইল, তখনই কলা বা প্রকৃতির উদ্ভব। ঐ কলা বা প্রকৃতি সত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থা। ঐ প্রকৃতি বা কলার সহিত মিলিত শিব বা ব্রহ্ম সগুণ বা সকল বলিয়া অভিহিত হন। এই অবস্থায় তিনি 'সঃ' শব্দে অভিহিত হন। শ্রুতির প্রথমে "তদৈক্ষত", পরে "স ঐক্ষত" ও "সা ঐক্ষত" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই সকল শিব না জানিলে নিষ্কল শিবকে জানিবার বিবেক উদ্ভব হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন,—

"অস্তি দেবঃ পরব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ।
সকলঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোদয়ঃ॥
অনাদ্যবিদ্যোপহিতাঃ যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
সর্ব্বেপ্যুপাধিসংভিন্নাস্তে কর্ম্মভিরনাদিভিঃ॥
চতুর্ব্বিধশরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতৈর্ম্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ব্রহ্ম এবং মানব জ্ঞানী হইলে তাঁহাতে লীন হন এবং এইরূপে তাঁহার মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। তন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, মানবজীবন না পাইলে তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না।

ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।

এই তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহারই বিধান তন্ত্রশাস্ত্রে

নিহিত আছে। তবে তন্ত্রোক্ত সাধনা কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, তন্ত্রের বচনের গূঢ়তত্ত্ব গুরূপদেশ বিনা বুঝিতে পারা যায় না আর বুঝিতে পারিলেও ঐ সাধনাতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার আছে কি না, তাহা সদ্‌গুরুর বিচারসাপেক্ষ। আরও তন্ত্রোক্ত বচনের অধিক কোন কোন তথ্য গুরূপদেশ বিনা সংগ্রহ হয় না। এই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন জ্ঞেয়ং শাস্ত্রকোটিভিঃ।"

মানুষের প্রকৃতি ও চিত্তবৃত্তি এক রকম নহে। কাহার পক্ষে কোন্ বিধান মঙ্গলদায়ক হইবে, তাহা গুরুই বিচার করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে মূলতঃ মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে,—"ভাবস্তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।" দিব্য, বীর ও পশুভেদে মানুষ ত্রিবিধ। শাস্ত্র আরও বলিতেছেন যে,—

"দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।"

দিব্য ও বীরের পার্থক্য সম্বন্ধে এই শাস্ত্রে বিচার আছে। তাহার বিবরণ এখানে দিবার স্থান নাই। আর যাঁহারা পশু, তাঁহারা পশুবৎ জীবন যাপন করেন। পশুশব্দে পশুভাবগ্রস্ত মানুষ বলিলে কাহারও নিন্দা করা হয় না। পশু বলিলে কেহ বলিবেন যে, আমাকে Beast বলিতেছে, নরাধম বলিতেছে—তাহা নহে। পশুভাবাপন্ন মনুষ্য বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বৃত্তির উন্মেষ হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে সপ্তবিধ আচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। কাহারও মতে বেদ, বৈষ্ণব ও শৈবাচার পশুভাবের অন্তর্গত এবং দক্ষিণ, বাম ও সিদ্ধান্ত বীরভাবের অন্তর্গত। আবার কেহ বলেন যে, প্রথম চারিটী পশুভাবের অন্তর্গত এবং বাম ও সিদ্ধান্ত বীরভাবের অন্তর্গত। ইহাঁরা সভাববীর বলিয়া কোন শ্রেণী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বীর দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন। এবং যিনি কৌল, তিনি দিব্য, জীবন্মুক্ত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সপ্ত আচার আবার তন্ত্রশাস্ত্রে আধ্যাত্মিকতার সপ্ত অবস্থার সহিত মিলান হইয়াছে। ঐ সপ্ত অবস্থার নাম আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনী ও অনবস্থ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই সাত অবস্থাকে সপ্ত জ্ঞানভূমিকা বলা হইয়াছে। যথা—শুভেচ্ছা বা বিবিদিষা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুর্য্যগা। এখানে তন্ত্র ও বেদান্তে এই

প্রভেদ যে, তন্ত্রে ভক্তিমার্গ দিয়া জ্ঞান পাইবার ব্যবস্থা এবং যোগবাশিষ্ঠ মতে জ্ঞানমার্গ দিয়া ভক্তি পাইবার ব্যবস্থা। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই বলিতে পারিলাম, ইহার অধিক বলিবার অবসর নাই। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ।
স জনঃ সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তঃ স এব হি॥"

যাঁহারা ইহার মর্ম্ম না বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চ ম-কার-তত্ত্ব লইয়া নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন। এই পঞ্চতত্ত্ববিষয়ক বিচার এই প্রবন্ধমধ্যে অতি সামান্যরূপেও আলোচনা করা অসম্ভব; তবে কিছু না বলিলেও নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। এই পঞ্চ তত্ত্বকে, তন্ত্রশাস্ত্র স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর, এই তিন ভাবে দেখিয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাধক এই পঞ্চতত্ত্ব শোধিত না হইলে কদাচিৎ গ্রহণ করেন না। আজকালকার কালে প্রথম চারিটী স্থূল ভাবে অশোধিত অবস্থাতে সকলেই যে গ্রহণ করেন,তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। হোটেলে যাইয়া বা কোন প্রীতি-সম্মিলনীতে এ চারিটীরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাধ্য নাই। কেন না, উহা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে অত্যধিক প্রচলিত হইয়াছে। ইহা যে পাশববৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ স্বীকার করিবেন। এমন কি, পিতৃশ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার বিবাহ উপলক্ষেও মাংস ও মৎস্য না হইলে কর্ম্মকর্ত্তাকে নিন্দাভাজন হইতে হয়। সে মাংস মিউনিসিপালিটীর কশাইখানা হইতে আনা হয়। কিন্তু তাহার উপর কোন কথাই চলে না। শেষ তত্ত্ব অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্ব—এইটী লইয়াই এখন অনেকেই তন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র অবৈধ মৈথুন ও যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এই বিষয়ে তন্ত্রের চরম উক্তি এই,—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবিতং বিন্দুধারণাৎ।"

যে শাস্ত্রে এই ব্যবস্থা আছে, উহাতে যে অবৈধ যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় হইতে পারে, উহা বোধ হয়, চেষ্টা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (৭—১০৮) মৈথুনতত্ত্বের লক্ষণ এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্।
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্॥"

এবং তাহার পর আবার উক্ত হইয়াছে, (৯—২৮৩)—

"নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্॥"

এই হইল তন্ত্রশাস্ত্রের স্থূল পঞ্চতত্ত্বের নিয়ম। স্থূল পঞ্চতত্ত্বই আপামর সাধারণের বোধগম্য এবং উহাই শৈবধর্ম্মে উক্তরূপে নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্ব আর একভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। মোক্ষমার্গের যিনি পথিক, তাঁহার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দেহ, উভয়ই নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। এই ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দেহে যত রোগ আছে, তাহার একমাত্র বৈদ্য তাঁহার গুরু। এই কারণে তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহাকে শ্রীনাথ বৈদ্য বলা হয়। গীতায় (৩।৬) উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাতে সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সকল হইতে সাধকের মন প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহারই ব্যবস্থা আছে। এই শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মৈথুন অষ্টবিধ।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥

এই অষ্টপ্রকার মৈথুন হইতে সাধকের মনকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস কুলগুরু করিয়া থাকেন। উহার প্রশ্রয় দিবার নহে। তবে কিরূপে তাহা করা যাইবে, তাহার বিচার তিনি করিতে পারেন ও সেইরূপই তিনি ব্যবস্থা দেন। এই ত স্থূল পঞ্চতত্ত্বের কথা বলা হইল। সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তি-সামরস্যসুখোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে মদ্যপায়িনঃ॥
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে॥
মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ॥

অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ।
শক্তিং তাং সেবয়েৎ যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ॥

পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে॥"

এই পঞ্চতত্ত্বের যে পর বা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, তাহা গুরূপদেশগম্য ও সাধনালভ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান। উহা কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা হইতে পারে না। সকলেই যে এক পথে যাইতে পারিবে না, তাহা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যাজকেরা বলিয়া থাকেন যে, আমি যে পথে যাইতেছি, তুমি যদি সে পথে না যাও ত নরকে যাইবে। এই জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতর কতকগুলি যে সম্প্রদায় আছে,তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতরও সেইরূপ। ইহাদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কিন্তু আমাদিগের তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু সাধারণতঃ নিজের মন্ত্র শিষ্যকে দেন না। শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া তদুপযুক্ত সাধনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন ঃ—

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথ-জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

যিনি যে পথে যাইতে সমর্থ, তিনি সেই পথে যাইবেন। তবে সাধারণতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় ছয়টী—উহাকে 'ষড়ধ্বা' বলে। বর্ণ, পদ, কলা, তত্ত্ব, মন্ত্র ও ভুবন, ইহার সম্যক্ জ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বর্ণ অর্থে একপঞ্চাশদাত্মক অক্ষমালা। কলা শব্দে নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চ কলা। তত্ত্ব শব্দে শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ শৈবতত্ত্ব, সাধকের নিজের মন্ত্র এবং চতুর্দ্দশ ভুবন। এই চতুর্দ্দশ ভুবন বেদান্তদর্শনের সপ্ত অজ্ঞান ও সপ্ত জ্ঞানভূমিকা। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা এতদ্ভিন্ন মূলাধারাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত ষোড়শাধার দেহস্থিত ইতরাদি

লিঙ্গত্রয় ও ব্যোমাদি পঞ্চভূত সম্বন্ধে সাধনার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"ষড়ধ্বষোড়শাধারং ত্রিলিঙ্গং ব্যোমপঞ্চকম্।
তত্ত্বতো যো বিজানাতি স যাতি পরমাং গতিম্॥"

অবশ্য যোগমার্গ সকলের জন্য নহে। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতেও সকলের সামর্থ্য নাই। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের মনের গতি দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে। যাঁহাদের হস্তে এই অমূল্য রত্ন নিহিত ছিল, পাশ্চাত্ত্য জগতের ঐহিকতাকে অবলম্বন করিবার জন্য উহা তাঁহারা কাচবৎ পরিত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তন্ত্রশাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার আধার। এই ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে—ইহার রহস্য অনধিকারীর নিকট প্রকটিত হয় না এবং প্রকাশ করাও নিষেধ। শ্রুতি ইহার সমর্থন করিতেছেন,—'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম। গোপায় মা শেবধিষ্টে নিধিরহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্'। এই কথাই আবার আত্মপুরাণে বিস্তারিত ভাবে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মবিদ্যাঽতিসংখিন্না ব্রক্ষিষ্ঠং ব্রাহ্মণং যযৌ।
বারাঙ্গনাসমাং মা হি মা কৃথাঃ সর্ব্বসেবিতাম্॥

গোপায় মাং সহৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্।
শেবধিস্ত্বক্ষয়স্তেঽহমিহ লোকে পরত্র চ॥" ইত্যাদি

এই কথাই তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো নাস্তিকানাং ন চেশ্বরি।
ন শুশ্রূষালসানাঞ্চ নৈবানর্থপ্রদায়িনাম্॥"

প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে যথাবিধি সাধনার চরম অবস্থায় যে চরম মার্গ উপস্থিত হয়—তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কৌলমার্গ। তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারী হইলেও সমস্ত সাধকই উহার অধিকারী নহেন। কৌলমার্গে উপস্থিত হইলে সাধক দিব্যভাবে উপনীত হন। দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে তখন সাধারণ বিধি নিষেধ কিছুই নাই। তাই কথিত হইয়াছে,—"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

"ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কুলধর্ম্মে মহেশ্বরি॥"

পূর্ব্বকথিত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে, এবং সারদাতিলকতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনার কথা বলিয়াছেন—তাহা কেবল অধিকার-ভেদে। কিন্তু সকলের পক্ষেই ব্রহ্মই একমাত্র গম্য পদার্থ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই বিবিধ প্রকার উপাসনার কারণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ শিবে।
কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং ক্বচিৎ॥
জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি।
দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে॥"

উপসংহারে দেবী বা শক্তিপূজা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। তাহার কারণ এই যে, শাক্ত বলিলেই সাধারণতঃ লোকের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা বলেন যে, আমরা যে শক্তির সাধনা করি, তাহার কারণ এই যে, নির্গুণ বা নিষ্কল ব্রহ্ম বা শিব কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। 'শিবো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন'। শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরীর প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥"

শ্রুতির প্রমাণ এই যে, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'। শক্তি স্বীকার না করিলে সৃষ্টি হয় না। যিনি অসঙ্গ, তিনি কারণ হইতে পারেন না। পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

'শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥
ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
কারণং সৈব কার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥"

তবে ব্রহ্মশক্তি সাধারণ বোধের অতীত। শ্রীপাদ বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন,—

"নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাঽস্য শক্তির্মায়াঽগ্নিশক্তিবৎ।
নহি শক্তিং কচিৎ কশ্চিদ্‌বুধ্যাতে কার্য্যতঃ পুরা॥"

এই শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে জীবমাত্রেই আছেন। ইঁহার অবর্ত্তমানে শিবও শবতুল্য,—

"শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ।
শক্তিহীনো হি যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥"

এই পরা শক্তি যখন পরিণতি প্রাপ্ত হন, তখন পর অর্থাৎ শিব বা ব্রহ্মকে কে চায়? তাই শিব বলিতেছেন, প্রলয়কালে সমস্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মক জগৎ তাঁহাতেই নিহিত থাকে—

"কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।
তস্যাং পরিণতায়াং তু ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে॥"

বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক বলেন, চিদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি মায়া; তিনি জড় ও জগতের পরিণামী উপাদান। ব্রহ্ম বিবর্ত্তোপাদান; অতএব জগৎ জড় ও মিথ্যা। তান্ত্রিক বলেন,—পরচিন্নিষ্ঠা চিচ্ছক্তি উপনিষদে মানিত হইয়াছে। "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। "মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।" উপনিষদে এইরূপ অনেক উক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তির পরিণামই প্রপঞ্চ। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,—'চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়ম্', অতএব তন্ত্রের সহিত অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ নাই।

তন্ত্রের সাধনার উদ্দেশ্য এই যে, সাধক গুরু, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবতার সহিত আপনার একত্ব জ্ঞান লাভ করিবেন। এই কথাই তন্ত্ররাজতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"জ্ঞাতা স্বাত্মা ভবেজ্‌জ্ঞানমর্ঘ্যং জ্ঞেয়ং বহিঃস্থিতম্।
শ্রীচক্রং পূজনং তেষামেকীকরণমীরিতম্॥"

শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ

৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ও তাঁহার কৌলমার্গরহস্য

বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই পরলোকগত হন।* তাই পরিষৎকর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহার এই গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করিতে হইবে। সেই জীবনকথা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। এই ভার সম্যক্ বহন করিতে আমি সমর্থ হইব কি না, বলিতে পারি না। তবে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শেষ জীবনে কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার অবসর আমার হইয়াছিল। তিনি তখন সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে থাকিতেন। তাঁহার কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিবার এবং তাঁহার জীবনের অনেক কথা তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি তাঁহার জীবনের কয়েকটী কথা লিখিলাম। এ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটও অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এই জীবনকথায় আমি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পারিবারিক বৃত্তান্তের দীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করি নাই। ইহাতে আমি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুতঃ, এই কৌলমার্গরহস্য তাঁহার যে সাহিত্যসাধনার ফল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রদান করিতেছি।

১২৮১ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আশুজিয়া গ্রামে স্বীয় পৈতৃক ভবনে বঙ্গের এক অতি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বংশে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পণ্ডিত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ছিলেন। খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বা পূর্ণানন্দ গিরির সময় হইতেই এই বংশ বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পূর্ণানন্দ গিরির রচিত বিবিধ তান্ত্রিক নিবন্ধ আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ আদরের সহিত আলোচিত হয় এবং সেই নিবন্ধনির্দ্দিষ্ট রীতিতেই আজ

* ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কাশীপ্রাপ্তি হয়।

পর্য্যন্ত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তন্ত্র-নিবন্ধের রচয়িতা ব্রহ্মানন্দ গিরি একাধারে পূর্ণানন্দের পালক পিতা, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু ছিলেন। পূর্ণানন্দের রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে শ্যামারহস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ এই দুই তান্ত্রিক পণ্ডিতের বিষয়ে 'আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীজাতি' আজ আর বিশেষ কোনও খবরই রাখে না। তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত ভালরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

সতীশচন্দ্র পূর্ণানন্দ হইতে দশম পুরুষ ছিলেন। এই স্থলে সতীশচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য-প্রেরিত সতীশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের তালিকা প্রদান করা যাইতে পারে।

পূর্ণানন্দ গিরি
|
কাশীনাথ শিরোমণি
|
কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম
|
কামদেব তর্কবাগীশ
|
রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
|
কৃষ্ণবল্লভ তর্করত্ন
|
কৃষ্ণকান্ত বিশারদ
|
কৃষ্ণমঙ্গল তর্কভূষণ
|
রামদাস তর্কপঞ্চানন
|
সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

পূর্ণানন্দ ছাড়া সতীশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে আর কেহ তন্ত্রাদি বিষয়ে কোনও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন কি না, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এই বংশেরই অপর এক ধারায় রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি 'শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যার্চ্চনপদ্ধতিঃ' নামে একখানি সুন্দর পদ্ধতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সতীশ-চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক ছিলেন।

সতীশচন্দ্র বাল্যে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ সমাপ্ত করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নসমাপ্তির পর কলিকাতায় আসিয়া জ্যোতিষের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নানারূপ সাংসারিক কারণে তিনি স্থায়িভাবে এই কার্য্য চালাইতে সমর্থ হন নাই। দুই তিন বার কার্য্য আরম্ভ করিয়া কিছুদিন কার্য্য করিবার পরই ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। অবশেষে তিনি এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

ইহাতে সতীশচন্দ্রকে বিশেষ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ইহারই ফলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্বিবহ আর্থিক কষ্টে তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষের ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে সতীশচন্দ্রের বিশেষ অনিষ্ট হইলেও সাহিত্যিক জগৎ ইহাতে সবিশেষ উপকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্যবসায় ছাড়ার পর হইতেই তিনি সাহিত্যালোচনায় তাঁহার সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেন। সংসারের বিশেষ চাপ বা ভাবনা চিন্তা তাঁহার ছিল না। তাহার কারণ, এই সময়ই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আত্মীয়স্বজনের বহু অনুরোধসত্বেও তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। একমাত্র নাবালক পুত্রই তাঁহার সংসারের বন্ধন ছিল।

কিছুদিন তিনি রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রাচীন পুথির বিভাগে কার্য্য করেন। এই কার্য্যোপলক্ষে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাহার ফলে বিশাল সংস্কৃতসাহিত্যের নানাবিষয়ে তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। প্রাচীন পুথির আলোচনার ফলে বহু নূতন তথ্য তিনি অবগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল-সম্পন্ন শুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ 'টোলের পণ্ডিত' সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মত খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়।* তবে তন্ত্র ও জ্যোতিষেই তাঁহার জ্ঞান অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা বেশী ছিল। রাজসাহীতে শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় তিনি তত্রত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং আনুমানিক ১৩২৮ সালে কলিকাতায় আসেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের বিশাল গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থের আলোচনা

---

* সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য অগ্রজ রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয়েরও এইরূপ বহুদর্শিতা আছে।

করিতে ভালবাসিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর আয়োজনে Theosophical Society হলে তিনি তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি বক্তৃতারূপেই প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার দ্বারা বর্ণিত হয়। কলিকাতার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা বা ঐ বিষয় তাঁহার নিকট নিয়মমত অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্-এ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্রালোচনার প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল। বৃদ্ধবয়সে রুগ্ণদেহে তাঁহাকে দিবারাত্রি শাস্ত্রালোচনায় যেরূপ ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি, তাহা সত্য সত্যই আমার গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে। তন্ত্রবিষয়ে দুর্লভ পুথি যখনই যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাহা নিজের জন্য নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে তিনি নিজের জন্য বিস্তর পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। অনেক বড় বড় পুথি তিনি লিখিয়াছিলেন—তাহাদের লিপি সর্ব্বত্র একই রূপ—কোন স্থলে কোনরূপ বৈষম্য সহসা লক্ষিত হয় না। তিনি যে কেবল বই লিখিতেন, তাহা নহে। সম্পাদন করিবার আশায় তিনি অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তকের টীকা, টিপ্পনী, পাঠান্তর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তিনি তাহাদের মধ্যে বেশী অংশই প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদেরও অতি অল্পই তিনি প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমি যতদূর সম্ভব, তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার মধ্যে কোথাও কোনও অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তবে আমি ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

সম্পাদিত পুস্তক

১। **কালীতন্ত্র** (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থমালা) স্বরচিত সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ।

ব্রহ্মানন্দকৃত দুর্গোৎসবতত্ত্ব (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ-

গ্রন্থমালা) ইহাতে বঙ্গে দুর্গোৎসবের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক দীর্ঘ এবং অতি উপাদেয় তাঁহার একটী ভূমিকা আছে।

৩। **দুর্গোৎসব-নিবন্ধকদম্ব** (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থমালা)। ইহাতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে পাঁচখানি প্রাচীন নিবন্ধ গ্রন্থ রহিয়াছে।

৪। **রঘুনন্দনকৃত গ্রহযাগতত্ত্ব** (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থমালা)।

৫। **মহিম্নঃ স্তোত্র** মহিম্নঃ স্তোত্রের দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা-পূর্ণ একটী স্বরচিত টীকা ও বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল।

৬। **মুহূর্ত্তবিবেক**—এখানি বঙ্গভাষায় রচিত সাধারণের উপযোগী জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পুত্রের নিকট শুনিলাম, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই এবং অর্থের অভাবে ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত অংশের উদ্ধার করা যাইতেছে না।

প্রবন্ধ

সংস্কৃত

১। **প্রপঞ্চসারকৃচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ**—(সংস্কৃতসাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম বর্ষ)। এই প্রবন্ধে নানা প্রমাণ-সহযোগে 'প্রপঞ্চসার' নামক তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২। **তন্ত্রেষু আত্মচতুষ্টয়ম্** (ঐ, ৭ম বর্ষ)।

বাঙ্গালা

১। **তন্ত্রসাহিত্যে শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈতবাদ**—(সৌরভ—১ম বর্ষ)।

২। **তন্ত্রসাহিত্যে জ্যামিতির প্রভাব**—(সৌরভ—২য় বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২০—পৃঃ ৯—১০)।

৩। **তান্ত্রিক উপাসনা**—(সৌরভ—৩য় বর্ষ—ভাদ্র ১৩২২—পৃঃ ৩৫০—১)।

৪। **ভাস্কর রায়**—(তত্ত্ববোধিনী, ১৮৩৪ শক, পৃঃ ৪৫, ৮০, ১৫১ ও ১৮৪৫ পৃঃ ১৫৭, ১৯৮) প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত ভাস্কর রায়ের জীবনচরিত। এই প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই।

৫। মহিম্নঃ স্তোত্র—(তত্ত্ববোধিনী—১৮৪৫ শক, পৃঃ ২১৩, ৩১৭, ৩৪৭)। ইহাই পরে তাঁহার মহিম্নঃ স্তোত্রগ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধ ছাড়া তাঁহার হস্তলিখিত, সম্পাদিত ও রচিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের এক দীর্ঘ তালিকা তাঁহার পুত্র আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তন্ত্রবিষয়ক বহু প্রবন্ধের নাম রহিয়াছে।* এই সকলগুলির মধ্যে 'তন্ত্রে দার্শনিক-তত্ত্ব', 'তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত', 'শ্রীযন্ত্র-রহস্য' প্রভৃতি অপ্রকাশিত অথচ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্পাদিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রাঘব ভট্টের টীকা সহিত 'শারদাতিলক' নামক প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ শ্রীযুক্ত অটল বাবুর চেষ্টায় Arthur Avalon সম্পাদিত Tantric Text Seriesএ প্রকাশিত হইবে। ইহা বিশেষ সুখের বিষয়।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শাস্ত্রালোচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার আজীবন শাস্ত্রালোচনার ফল এই 'কৌলমার্গ-রহস্য'। এই গ্রন্থ যাহাতে শেষ করিয়া যাইতে পারেন, সে জন্য সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে রুগ্ণ অক্ষম দেহে কয়েক মাস যাবৎ দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, এই গ্রন্থখানিকে প্রকাশিত দেখিয়া যাইবেন, কিন্তু ভগবান্ তাহার অন্যথা করিলেন।

পরিশেষে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শেষ গ্রন্থ—তাঁহার আজীবন তন্ত্রালোচনার ফলস্বরূপ এই কৌলমার্গ-রহস্যের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে গ্রন্থের ভূমিকায় ইহা তিনিই বলিতেন। হয় ত এতদতিরিক্ত আরও অনেক কথা তাহাতে থাকিত। আমাদিগকে কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতির অন্যতম কৌলমার্গের আচারাদি সাধারণের দৃষ্টিতে

---

* এইগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পুত্রকেও আমি সে কথা বলিয়াছি। তিনি প্রবন্ধগুলি পাঠাইলে তাহাদের প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলিও কোন সাধারণ সভায় রক্ষিত হওয়া উচিত। জীবিতকালে তাঁহার অনেকগুলি পুথি তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়া গিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলিও দিবেন বলিয়াছিলেন।

বিশেষ দূষণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার পঞ্চমকার-বিধান ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচারেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকে—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। এ সাধনায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ দূরের কথা—ঘোর অবনতি ঘটিবারই বিশেষ সম্ভাবনা —ইহাই লোকের দৃঢ় ধারণা। তন্ত্রোক্ত কৌলমার্গের বিধিনিষেধ যাঁহারা পূর্ণভাবে আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের এরূপ ধারণা উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নানা প্রামাণিক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, কুলাচারের বিধিনিষেধগুলি এই গ্রন্থে সরল ভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুলাচার যে সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠানের বিষয় নহে—এই আচার অনুষ্ঠান করিবার উপযোগী অধিকারী হইতে হইলে যে সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া চাই—শাস্ত্রের উক্তি আলোচনা করিয়া অধিকারি-নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। এ আচার যে অতি কঠোর—অতি দুঃসাধ্য—পতনের সম্ভাবনা যে ইহাতে প্রচুর, শাস্ত্রকারগণ তাহা বুঝিয়াই চারি দিকে বন্ধনের বিধান দিয়াছেন। কুলার্ণবতন্ত্রে এ বিষয়ে সকলকে সজাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—ব্যাঘ্রের কণ্ঠাবলম্বন সুকর—ক্ষুর-ধারার উপর শয়নও সুকর; কিন্তু কুলাচার বিশেষ দুষ্কর। মদ্যসেবন ও কামুকতাই যে কুলসাধনা নহে, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুলাচারের এই রহস্য বর্ণন করিবার পূর্ব্বে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তন্ত্রের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কৌলমার্গ, তথা সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা যে বেদবাহ্য নহে—বরং বেদানুগত, বিবিধ গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। যে সকল মূল অথবা নিবন্ধ-গ্রন্থে কুলমার্গ আলোচিত হইয়াছে, তাহাদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়াছেন।

নিজে সমস্ত কথা না বলিয়া, তিনি তিনখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে অনুবাদ ও টীকাদির সহিত ইহার মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথম কৌলোপনিষৎ। এখানি সমগ্র বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, পরশুরামকল্পসূত্র। রামেশ্বরকৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্রসমূহ ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কৌলমার্গ যে বেদবাহ্য নহে, এই উপনিষৎ ও যজ্ঞবিধাননির্দ্দেশক বৈদিক কল্পসূত্রসদৃশ এই তান্ত্রিক কল্পসূত্র তাহার প্রমাণ। অন্ততঃ তন্ত্রসাধকগণের এই মত।

তৃতীয়, উমানন্দকৃত নিত্যোৎসব। এই গ্রন্থে তন্ত্ররাজতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গুরু ও শিষ্যের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাহারই বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

পাদটীকায় এবং গ্রন্থমধ্যে নানা তন্ত্রগ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কোনও স্থলেই গায়ের জোরে নিজের মত জাহির করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন নাই। প্রাচীন অভিযুক্ত-গণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগ্রহ করিয়া, তিনি সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রমাণ ছাড়া কোনও কথা তিনি কোথাও বলেন নাই।

তন্ত্রসম্বন্ধে সাধারণের মনে যে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার এই গ্রন্থ অন্ততঃ আংশিকভাবে তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবে আশা করা যায়। ইহার ফলে যদি তন্ত্রগুলি সম্যক্ আলোচিত হয়, তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য কৌলমার্গের যে আদর্শ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে অনুসরণ করিয়া চলা আদৌ সম্ভবপর কি না—ভোগের বস্তুসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভোগের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সংযম রক্ষা করা কত দূর সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ থাকিতে পারে। তবে এই আদর্শ হইতে এইটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই—তাঁহাদের দৃষ্টি ঊর্দ্ধেই নিবদ্ধ ছিল। তবে হইতে পারে যে, কালক্রমে তাঁহাদের আদর্শ হইতে অনেকে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য সমগ্র শাস্ত্রকে দোষ দেওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিবেচনার বিষয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বিষয়-সূচী

কৌলমার্গ-রহস্য *

কৌলমার্গ সম্বন্ধে অনেকের মনে বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল আছে। কৌলমার্গে পঞ্চমকারের অবতারণাই এই বিরুদ্ধ ধারণার মূলীভূত কারণ। স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে" এই মার্গের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে কেহই কৌলমার্গানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পথে বিচরণ করিবার সুযোগ পান নাই, কাজেই ইহার বহিরাবরণ দর্শনে ইহাকে নিতান্ত অনার্য্য এবং কুৎসিত মনে করিয়াই এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণ পাঠক এই সকল লেখা পাঠ করিয়াই ইহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা মনে পোষণ করিতেছেন। এই সকল পাঠকের মধ্যে বোধ হয়, কেহই অবসরের অভাবে অথবা অবহেলায় প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পান না। তাঁহাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কৌলমার্গ অতিশয় গোপনীয়; ইহা সাধারণে প্রকাশ করা শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই জন্য এই প্রবন্ধে কৌলমার্গের বহু বিষয়েরই আলোচনা করা যাইবে না। যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব এবং যতটুকু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারাই পাঠকের মনে একটা স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তন্ত্রশাস্ত্র, বিশেষতঃ কৌলমার্গ বেদসম্মত এবং প্রামাণিক কি না, এই সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই সংশয় চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

অনেকে মনে করেন, কৌলমার্গ আধুনিক এবং বঙ্গদেশেই ইহার আবির্ভাব। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ-বাক্যও শোনা যায়। তাহা এই,—

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥"

অর্থাৎ এই বিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া মিথিলায় প্রকটিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশ লাভ করিয়া, গুজরাটে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উক্তি ভিত্তিহীন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র এই কৌলমার্গ

---

* ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে লেখককর্তৃক পঠিত।

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছে, তাহার বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে দুই একটি নিদর্শন উক্ত হইতেছে।

বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত "যশস্তিলকচম্পূ" নামক জৈন কাব্যের পঞ্চম আশ্বাসে উক্ত হইয়াছে—"ইমমেব চ মার্গং [বামমার্গং] আশ্রিত্যাভাষি ভাসেন মহাকবিনা—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং
গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গং
দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিণাকপাণিঃ॥" *

ভাসের যে কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অধুনালুপ্ত তাঁহার কোন নাটকে এই শ্লোক ছিল। ভাসের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাঁহার সময়ে বামমার্গ বা কৌলমার্গ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাস কোন্ সময়ে কোন দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বিবাদরূপে নির্ণীত হয় নাই; তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। কালিদাসাদির গ্রন্থে ভাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কোর গবর্ণমেণ্ট "মত্তবিলাস" নামক একখানি সংস্কৃত প্রহসন প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা পহ্লববংশীয় রাজা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা। এই গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী প্রমাণ করিয়াছেন—রাজা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রহসনের আখ্যানবস্তু—কাঞ্চী নগরে কোন বামমার্গী কাপালিক মত্ত অবস্থায় শক্তির সহিত ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার কপাল (নরকপাল-নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র ও পানপাত্র) হারাইয়া যায়। কোন কপটাচারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে কপালচোর মনে করিয়া তাহার সহিত বিরোধ, পরে কুক্কুরাপহৃত কপাল কোনও উন্মত্তের নিকট প্রাপ্ত হওয়ায় বিরোধভঞ্জন। এই গল্পটি বেশ রঙ্গরসের সহিত উক্ত প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এই ভাব প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে এইরূপ গল্প রচিত হইতে পারিত না।

---

* এই শ্লোকটি মত্তবিলাসেও দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মত্তবিলাসকার ভাসের গ্রন্থ হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে বীজাপুর নগরে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্কর রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শৃঙ্গেরি মঠের তাৎকালীন প্রধান অধ্যাপক নৃসিংহ যজ্বার নিকট তিনি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, সমস্ত দর্শন, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, নব্যন্যায় প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সুরাটে শিবদত্ত শুক্লের নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সাধনমার্গে আরোহণ করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের বহু নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় নানা স্থান হইতে তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার নিজের উক্তিতেই পূর্ব্বোক্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।* ইনি বৈদিকাচারপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ হইয়া কৌলমার্গের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ক্ষেমরাজকৃত টীকা সহ স্বচ্ছন্দতন্ত্র কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রথম খণ্ডে তিন পটল মাত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে শিবমূর্ত্তির প্রকারভেদ স্বচ্ছন্দভৈরবের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রেও ভৈরবের উপাসনায় মদ্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"পশ্চাদর্ঘঃ প্রদাতব্যঃ সুরয়া সুসুগন্ধয়া।" (২।১৩৬)

ইহার টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন, "সুরায়া আনন্দহেতুত্বাদেবমুক্তম্। যে তু জাত্যন্ধারপরভৈরবরূপত্বোন্মীলকেঽপ্যস্মিন্ ভৈরবনয়ে সুরাশব্দং জলবাচিনমপি ব্যাচক্ষতে, তে জাতি-গ্রহগ্রস্তাঃ।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যানন্যানি চ বরাননে।
সাচারাংশ্চ নিরাচারাঁল্লিঙ্গিনো ন জুগুপ্সয়েৎ॥" (৫।৪৫)

ইতি ভাবিসময়োল্লিঙ্গিনঃ পশব এব।" আরও উক্ত হইয়াছে,—

"তর্পয়েন্মৎস্যমাংসাদ্যৈরাসবৈর্ব্বিবিধৈস্তথা।" (২।১৮০)

ইহার টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন,—"এবমুগ্রত্বাদাদৌ মৎস্যাদিভিস্তর্পণং ততঃ পূজা, এতানি যতিবিষয়াণ্যেব।"

স্বচ্ছন্দতন্ত্রে স্বচ্ছন্দভৈরবের উপাসনা যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা কৌলমার্গেরই অনুরূপ শৈবমার্গের উপাসনা।

ক্ষেমরাজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের

* আমি ভাস্কর রায়ের বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

মধ্যে কাশ্মীর দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বিশ্রুতকীর্ত্তি কাশ্মীরীয় শৈবাচার্য্য অভিনব গুপ্তের শিষ্য। উক্ত তন্ত্রের সম্পাদক মধুসূদন কৌল এম, এ, মহোদয় স্বচ্ছন্দতন্ত্রের ভূমিকায় ক্ষেমরাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শারদাতিলককার কান্যকুব্জদেশীয় লক্ষ্মণদেশিক তারাপ্রদীপ নামক নিবন্ধে * তারার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। তারাপ্রদীপেও পঞ্চমকারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়েও বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে কৌলমার্গপরায়ণ বহু ব্রাহ্মণ আছেন, ইহা কাশী অবস্থানকালীন জানিতে পারিয়াছি। এই সকল প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশেও বামমার্গ বা কৌলমার্গের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। কত কাল পূর্ব্বে এই সাধনার প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল, এখন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মুখে শুনিতে পাই, অতি প্রাচীনকালে ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও যে এই প্রকারের সাধনা প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন নাকি বাহির হইতেছে।

যদিও আমরা সাধনমার্গের ঐতিহাসিক চর্চ্চার বিরোধী, তথাপি আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের তৃপ্তির জন্য কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক চর্চ্চা করিতে হইল।

এখন প্রকৃত বিষয় উপন্যস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ "কৌলমার্গ" শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। মহামতি ভাস্কর রায় স্বপ্রণীত সৌভাগ্যভাস্করে † (১১২ পৃঃ) বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়ানাং মাতৃ-মান-মেয়ানাং সমূহঃ কুলম্।"

তথায় অন্যত্র (২ পৃঃ) বলিয়াছেন,

"কুলস্য সজাতীয়সমূহস্য * * * মাতৃ-মান-মেয়রূপত্রিপুট্যা একজ্ঞান-বিষয়ত্বেন সাজাত্যাং। ঘটমহং জানামীত্যেব জ্ঞানাকারাৎ।

'জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ'

ইতি শ্রীমদাচার্য্যভগবৎপাদোক্তেঃ। তদেব হি কুলম্। 'সজাতীয়ৈঃ কুলং যূথম্' ইতি কোষাৎ।"

---

* তারাপ্রদীপ মুদ্রিত হয় নাই। হস্তলিখিত পুথি আমার নিকট আছে।

† ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ডান্তর্গত ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যের নাম "সৌভাগ্যভাস্কর"। ইহা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

অন্যত্র [৫২ পৃঃ] বলিয়াছেন,—

"কুলং সজাতীয়সমূহঃ। স চৈকজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ-সাজাত্যাপন্ন-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপত্রয়াত্মকঃ। ঘটমহং জানামীত্যেব জ্ঞানাকারাৎ। জ্ঞানভাসনায়ানু-ব্যবসায়াপেক্ষায়াং দীপভাসনায়াং দীপান্তরাপেক্ষাপত্তেঃ। উক্তঞ্চাচার্য্যভগবৎ-পাদৈঃ—'জানামীতি তমেব' ইত্যাদি। ততশ্চ সা ত্রিপুটী কুলমুচ্যতে। তদুক্তং চিদ্‌গগনচন্দ্রিকায়াম্—

'মেয়-মাতৃ-মিতিলক্ষণং কুলং প্রান্ততো ব্রজতি যত্র বিশ্রমম্।' ইতি।"

এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই —জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সেই সমস্তই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই তিন ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম জ্ঞেয়, জ্ঞানক্রিয়ার নাম জ্ঞান। জগতের যাবতীয় পদার্থই আমার জ্ঞানের বিষয়, "আমি" জ্ঞানের কর্ত্তা এবং "জানি" ইহা জ্ঞানক্রিয়া। এইরূপে এক জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞাতায়, বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞেয়ে, এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জ্ঞানক্রিয়ায় অবস্থান করে। "ঘটকে জানি" এই স্থলে ঘটকে প্রকাশ করিবার জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু "জ্ঞানকে জানি" এই-রূপে জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; কেন না—জ্ঞান স্বপ্রকাশ। যেমন দ্রব্যান্তরের প্রকাশের জন্য দীপের প্রয়োজন, কিন্তু স্বপ্রকাশ দীপকে প্রকাশিত করিবার জন্য দীপান্তরের প্রয়োজন হয় না। * এই-রূপে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে ত্রিপুটীকৃত জগতের যাবতীয় পদার্থ এক জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের দ্বারা সজাতীয়। এই ত্রিপুটীকৃত সজাতীয় পদার্থসমূহের নাম কুল। গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যও তারারহস্যবৃত্তিকায় [১ম পটলে] † বলিয়াছেন,—

"কুলং মাতৃ-মান-মেয়ম্। মাতা জীবঃ, মানং প্রমাণং জ্ঞানমিতি যাবৎ, মেয়ং ঘট-পটাদিরূপং বিশ্বমিতি যাবৎ।"

জ্ঞাতা ও মাতা [প্রমাতা], জ্ঞান ও মান [প্রমাণ], এবং জ্ঞেয় ও মেয় [প্রমেয়], তুল্যার্থক। এই কুল সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্থাৎ জাগতিক পদার্থনিচয়ের উক্ত ত্রিপুটীভাবে যে জ্ঞান, তাহার নাম কৌলজ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জগৎ

* বেদান্তমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। আমরাও বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায় বলিতে পারি—"জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশত্বমনঙ্গীকুর্ব্বতামুপরি বেদান্তিভিরের নিপাতনীয়ো দণ্ডঃ।" [সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ]।

† তারারহস্যবৃত্তিকা মুদ্রিত হয় নাই। রাজসাহি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুস্তকালয়ে ইহার অনেকগুলি পুথি আছে। আমার নিকট তাহার প্রতিলিপি আছে।

ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে, ইত্যাকার অদ্বৈত জ্ঞানই কৌলজ্ঞান। ইত্যাকার কৌলজ্ঞানের সাধকগণও কৌলনামে আখ্যাত হন।

কৌলমার্গ—"কৌলৈর্ম্মৃগ্যতে ইত্যর্থে কর্ম্মণি ঘঞ্" [সৌভাগ্যভাস্কর, ১১৩ পৃঃ]

কৌল সাধক যে পন্থার অন্বেষণ করেন অর্থাৎ যে পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সাধনা করেন, সেই পন্থার নাম কৌল মার্গ। সৌভাগ্যভাস্করে অন্যত্র [১১২ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"স্বস্ববংশপরম্পরাপ্রাপ্তো মার্গঃ কুলসম্বন্ধিত্বাৎ কৌলঃ। তদুক্তং ব্রতখণ্ডে—

'যস্য যস্য হি যা দেবী কুলমার্গেণ সংস্থিতা।
তেন তেন চ সা পূজ্যা বলি-গন্ধানুলেপনৈঃ॥' ইতি।
'নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চৈব পূজয়েৎ কুলমার্গতঃ।' ইতি চ।"

তথায় অন্যত্র [২ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"পরমশিবাদি-স্বগুরুপর্য্যন্তো বংশো বা কুলম্। 'সংখ্যা বংশ্যেন' ইতি পাণিনি-সূত্রে 'বংশো দ্বিধা বিদ্যয়া জন্মনা চ' ইতি মহাভাষ্যাৎ। আচারো বা কুলম্।

'ন কুলং কুলমিত্যাহুরাচারঃ কুলমুচ্যতে।'

ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণাৎ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—স্ব স্ব বংশপরম্পরাগত মার্গের নাম কৌল। বিদ্যা ও জন্মের দ্বারা বংশ দ্বিবিধ। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের দ্বারা গুরু, পরমগুরু হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত যে গুরুপরম্পরা, তাহা বিদ্যাগত বংশ, এবং জন্মের দ্বারা পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পুরুষপরম্পরা, তাহা জন্মগত বংশ। অতএব পরমশিব হইতে স্বগুরু পর্য্যন্ত বংশের নাম কুল। আবার আচারের নামও কুল। অতএব অদ্বৈত জ্ঞানার্থী মুমুক্ষু সাধক গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত যে আচার অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন, তাহার নাম কুল বা কৌল [স্বার্থে তদ্ধিত]। সেই আচাররূপ যে মার্গ বা পন্থা, তাহার নাম কৌলমার্গ।

সৌভাগ্যভাস্করে অন্যত্র [৫৩ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"কুঃ পৃথ্বীতত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলম্ আধারচক্রম্, তৎসম্বন্ধাল্লক্ষণয়া সুষুম্নামার্গোঽপি। অতঃ সহস্রারাৎ স্রবদমৃতং কুলামৃতম্।"

"কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী, পৃথ্বীতত্ত্ব যাহাতে লীন হয়, তাহার নাম কুল; মূলাধার চক্রে পৃথ্বীতত্ত্বের অবস্থিতি, অতএব মূলাধারচক্রের নাম কুল। মূলাধারের সহিত সুষুম্নানাড়ীর সম্বন্ধ আছে, এই জন্য লক্ষণার দ্বারা কুলশব্দে সুষুম্নাকেও

বুঝায়। সুষুম্না সহস্রারে মিলিত হইয়াছে, এই হেতু সহস্রার হইতে চ্যুত অমৃতের নাম কুলামৃত। তথায় [৫৩ পৃঃ] আরও উক্ত হইয়াছে,—

"কুলং নাম পাতিব্রত্যাদিগুণরাশিশীলো বংশঃ, তৎসম্বন্ধিন্যঙ্গনা যথা গুপ্তা তথেয়মপি অবিদ্যাজবনিকয়া গুপ্তত্বাৎ কুলাঙ্গনা।

'কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যতে।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে॥'

ইতি তন্ত্রোক্তং শিবশক্তিসামরস্যং বা কৌলম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—যে বংশের রমণীগণ পাতিব্রত্যাদিগুণশালিনী, সেই বংশের নাম কুল। সেইরূপ বংশের রমণীগণ যেমন গুপ্তা, তেমন উপাস্যা শক্তিও অবিদ্যারূপ জবনিকার আচ্ছাদনে গুপ্তা, এই জন্য তাঁহার নাম কুলাঙ্গনা। শক্তির নাম কুল এবং শিবের নাম অকুল, কুলে যে অকুলের সম্বন্ধ অর্থাৎ শিবশক্তিসামরস্য, তাহার নাম কৌল। কুলার্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে॥"

এই বচনে শিবশক্তিসামরস্যের অনুসন্ধাননিপুণ সাধক কৌলিক নামে আখ্যাত হইয়াছেন। অতএব যে পথে গমন করিলে শিবশক্তিসামরস্য[illegible]নজনিত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার নাম কৌলমার্গ।

যে সকল অর্থ উপরে লিখিত হইল, কুল বা কৌল শব্দ সেই সকল অর্থেরই দ্যোতক। অতএব "কৌলমার্গ" শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ—অদ্বৈতজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষু সাধক যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করত সর্ব্বজগৎ শিবশক্তিময় ধারণা করিয়া, শিবশক্তিসামরস্যসম্পাদনে বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমার্গ। এই হেতু কৌলশব্দ অদ্বৈতজ্ঞানের বাচক হইলেও বেদান্তাদিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত জ্ঞানকে বুঝায় না।

কুলজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্রও কুলশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই বিষয়ে সৌভাগ্যভাস্করে [৫৩ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"উপাস্যোপাসকবস্তুজাতস্য চিত্ত্বেন সাজাত্যাৎ তৎসমুদায়প্রতিপাদকং শাস্ত্রমপি কুলম্। তথা চ কল্পসূত্রে প্রয়োগঃ—'কুলপুস্তকানিচ গোপয়েৎ' [পরশুরামকৃত কল্পসূত্র] ইতি।

'দর্শনানি চ সর্ব্বাণি কুলমেব বিশন্তি হি।'

ইত্যাগমে চ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—উপাস্য চেতন, উপাসকও চেতন, এই চেতনত্বধর্ম্মের দ্বারা উভয় সজাতীয়, এই সজাতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রও "কুল" নামে অভিহিত হয়। কুলসাধনের উপযোগী পদার্থসমূহও "কুল" নামে কথিত হয়। যেমন কুলবৃক্ষ, কুলপীঠ, কুলশক্তি, কুলবার, কুলতিথি প্রভৃতি।

কৌলসাধকের প্রথম কর্ত্তব্য জীবশক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ। জীবাত্মা পরম-শিব বা পরমব্রহ্মের অংশস্বরূপ। সহস্রারে পরমশিব, হৃৎপদ্মে জীবাত্মা এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত আছেন। জীবাত্মা পরমশিব হইতে চৈতন্য ও কুণ্ডলিনী হইতে শক্তিলাভ করেন। এই জন্য কুণ্ডলিনী জীবশক্তি। কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা, তাঁহার জাগরণ না হইলে জীবাত্মা পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারে না। সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। এই সাধনায় ক্রমে গুরুদত্ত মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতায় অভেদভাবনা, দেবতার সহিত অভিন্ন কুণ্ডলিনী ও জীবাত্মার অভেদভাবনা, গুরুর সহিত অভেদভাবনা এবং মূলাধার হইতে সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনীর উত্তোলনপূর্ব্বক সহস্রারে পরমশিবের সহিত সামরস্য অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে একীভাব সম্পাদন করিতে হয়। প্রথমতঃ এই সামরস্য স্থায়ী হয় না, দীর্ঘকালের সাধনায় স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয়। তখন জগৎ ও জীবাত্মার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া যায়। ইহাতেই সাধনার সমাপ্তি এবং কৃতকৃত্যতালাভ। এই সাধনার প্রণালী একমাত্র গুরু-মুখবেদ্য, পুস্তক পাঠে উপদেশ লাভ অসম্ভব।

পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব, এই তিনটি ভাব; এবং বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার, এই সাতটি আচার।* এই ভাব ও আচার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না হইলে কৌলমার্গ হৃদয়ঙ্গম হইবে না; অতএব ভাব ও আচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

ভাব মানসিক অবস্থা, এবং আচার বাহ্য আচরণ। যাহার অবিদ্যার আবরণ কিঞ্চিন্মাত্রও অপসারিত হয় নাই, যে দ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ, "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার পুত্র, আমার ধন," এই প্রকার অহঙ্কারে আত্মহারা, অদ্বৈতজ্ঞানের লেশমাত্রও লাভ করিতে পারে নাই; এই প্রকার জীব পশুসংজ্ঞায়

*"ভাবাস্ত্রয়ো মহাদেব দিব্যবীর-পশুক্রমাৎ।" [ভাবচূড়ামণি তন্ত্র]
"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্ দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি।" [কুলার্ণব তন্ত্র ২।৭,৮]

অভিহিত। রজ্জুদ্বারা পশুকে বাঁধিয়া রাখা হয়, এবম্বিধ জীবও অবিদ্যারূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ, এই জন্য পশু। ইত্যাকার জীবের যে মানসিক অবস্থা, তাহার নাম পশুভাব। পশু দ্বিবিধ। যে মানব সংসারমোহে আচ্ছন্ন, যে কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পরমার্থ তত্ত্বের ধারেও যায় না, সে অধম পশু। যে মানব শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন, সৎকর্ম্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত এবং পরমার্থতত্ত্বান্বেষী, সে উত্তম পশু।

যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত অবিদ্যারজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতহ্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর। বীরসাধকের মানসিক অবস্থার নাম বীরভাব। এই অবস্থায় দ্বৈতভাব কিঞ্চিৎ অপসারিত হয়, অদ্বৈতভাব ভাসা ভাসারূপে দেখা দেয়; কিন্তু স্থায়িভাবে পরিণত হয় না। সাধক তখন জাগতিক সমস্ত পদার্থে শিব-শক্তির মিথুনীকৃত বিভূতি ক্রমে ধারণা করিবার অধিকার লাভ করেন। সাধক বীরভাবের সাধনার দ্বারা দ্বৈতভাব অপসারিত করিয়া দিব্যভাবে উন্নতি লাভ করেন। এই ভাবে সাধনার দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া, উপাস্যদেবতার সত্তায় নিজের সত্তা ডুবাইয়া দিয়া নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করেন; এই জন্য এইরূপ সাধকের নাম দিব্য এবং এই অবস্থার নাম দিব্যভাব।

(১) বেদাচার—সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদিতে উক্ত আচার অবলম্বন করিয়া কামনাপূর্ব্বক উপাস্যদেবতার উপাসনা করিবে, ইহার নাম বেদাচার বা পশ্বাচার। বেদাচারপরায়ণ সাধক পূর্ব্বাহ্নে দেবতা পূজা করিবে, পরস্ত্রীগমন করিবে না, ঋতুকাল ভিন্ন স্বস্ত্রীতেও উপগত হইবে না, পঞ্চপর্ব্বে মাংসাদি ভক্ষণ করিবে না, পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করিবে না, তাহার নিন্দাও করিবে না, বেদ ও স্মৃতির বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিবে।

(২) বৈষ্ণবাচার—সাধক এই আচারে বেদাচারোক্ত নিয়মসকল প্রতিপালন করিবে, মাংসভোজন ও অষ্টাঙ্গ মৈথুন একেবারে পরিত্যাগ করিবে, রাত্রিতে জপ ও পূজা করিবে না, হিংসা, পরনিন্দা এবং কৌটিল্য বর্জ্জন করিবে। সর্ব্বদা কামনারহিত হইয়া ইষ্টদেবতার আরাধনা করিবে।

(৩) শৈবাচার—এই আচারেও বেদাচারক্রমে শিব ও শক্তির আরাধনা করিবে, বৈধ পশুহিংসা করিবে; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ইষ্টদেবতার আরাধনা করিবে।*

* শৈব সাধক অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবেন। কৌলমার্গগমনেচ্ছু শাক্ত সাধকের শরীর পীড়ার দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন নাই।

(৪) দক্ষিণাচার—এই আচারেও বেদাচারক্রমে উপাসনা করিবে। বিশেষ এই—রাত্রিতে বিজয়া (সিদ্ধি, ভাঙ,) পান করিয়া একাগ্রমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। এই আচারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করতঃ "দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ" আত্মাকে দেবীরূপে চিন্তা করিয়া দেবীর পূজা করিবে।

দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের সংযোজক, অর্থাৎ দক্ষিণাচার পর্য্যন্তই পশুভাবের সাধনার শেষ, ইহার পরে বীরভাবের সাধনা।

(৫) বামাচার—দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবীর আরাধনা করিবে, রাত্রিতে ভোজন করিয়া পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে, বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে, তন্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবে, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুনাম উচ্চারণ ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না। আত্মাকে বামা অর্থাৎ শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, এই জন্য এই আচারের নাম বামাচার।

(৬) সিদ্ধান্তাচার—সাধক এই আচারে বামাচারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবেন, পরন্তু অন্তর্যাগের মাত্রা বাড়াইতে হইবে, প্রধানরূপে অন্তর্যাগ এবং তাহার অঙ্গরূপে বহির্যাগ করিতে হইবে। আত্মাকে সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র মনে করিতে হইবে। শোধনের দ্বারায় সকল দ্রব্যই শুদ্ধ হয়, কোন দ্রব্যই অশুদ্ধ থাকে না, এইরূপ সংস্কার মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে।

(৭) কৌলাচার—এই আচার সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ হর্ত্তা কর্ত্তা সদাশিবঃ॥
দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদিনিয়মঃ প্রিয়ে।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিচ্ছিষ্টঃ ক্বচিন্নষ্টঃ ক্বচিদ্ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগমমহোদধী॥
সার এব মহাদেবি কৌলাচারঃ প্রকল্পিতঃ।"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে দেবি, কৌলাচারবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক কৌলজ্ঞান লাভ করিলে জগতের বিধাতা ও সংহর্ত্তা হইয়া

সদাশিবতুল্য হইতে পারে। এই আচারে উপাসনায় দিক্‌, কাল, আসন প্রভৃতির কোনরূপ নিয়ম নাই। কৌলসাধকগণ কোন সময়ে শিষ্ট, কোন সময়ে নষ্ট অর্থাৎ উন্মত্তবৎ, কোন সময় ভূতপিশাচের মত নানা বেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। যিনি কর্দ্দমে ও চন্দনে, পুত্রে ও শত্রুতে, শ্মশানে ও ভবনে এবং স্বর্ণে ও তৃণে অভেদ মনে করেন, তিনিই কৌল। আমি জ্ঞানরূপ দণ্ডের দ্বারা বেদ ও তন্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া কৌলাচাররূপ সার উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই আচারসপ্তকের মধ্যে পশুভাবে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচার, বীরভাবে বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার এবং দিব্যভাবে কৌলাচার অবলম্বনীয়। এই সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণিতন্ত্র বলিতেছেন,—

"চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারা দিব্য-বীরব্যবস্থিতাঃ॥"

এই বচনে বামাদি আচারত্রয় বীর দিব্য উভয়ের সম্বন্ধে উক্ত হইলেও কৌলাচার এক দিব্যের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বকথিত ভাবচূড়ামণিতন্ত্রোক্ত কৌলাচারের লক্ষণের সহিত দিব্যভাবের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলেই ইহা বোধগম্য হইবে।

বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণভেদতঃ।
পঞ্চমুদ্রাদিসংযুক্তো বামাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পঞ্চমুদ্রাদিরহিতো দক্ষিণাচারসংজ্ঞকঃ।"

বাম ও দক্ষিণভেদে আচার দ্বিবিধ। পঞ্চমকারাদিযুক্ত আচারের নাম বামাচার এবং পঞ্চমকাররহিত আচার দক্ষিণাচার নামে অভিহিত হয়। এই মতে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার, এই চারিটি আচার দক্ষিণাচারের অন্তর্গত এবং বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার, এই তিনটি আচার বামাচারের অন্তর্গত।

দ্বিজমাত্রেরই সাধনার প্রথম অবস্থায় বেদাচার অবলম্বন করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাচার এবং শৈবগণ শৈবাচারেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। একমাত্র শক্তিসাধক দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারে অধিকারী। সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের আশ্রয়

গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারের অধিকার লাভ করিতে পারেন। কৌলমার্গে সকল জাতিরই অধিকার আছে। বেদভ্রষ্ট দ্বিজ ও দ্বিজভিন্ন জাতি বেদাচারের অধিকারী নহেন। তাঁহারা প্রথমতঃ দক্ষিণাচারে সাধনা করিতে পারেন, পরে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বামাচারের পথে কৌলমার্গের অধিকার লাভ করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে তমোভাবাপন্ন সাধকগণ দক্ষিণাচারের অধিকারী নহেন, ইঁহারা বামমার্গের সাধনার দ্বারা কৌলমার্গে প্রবেশ করিতে পারেন। তমোবহুল সাধকের সাধনপ্রণালী ভিন্নরূপ, এই প্রবন্ধে তাহার কোন বিবরণ প্রদত্ত হইবে না।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতসাধনায় দ্বিজভিন্ন অন্যের অধিকার নাই, বেদভ্রষ্ট দ্বিজেরও অধিকার নাই। কৌলসাধনা ব্রাহ্মণ হইতে ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকলকেই অভয়প্রদানপূর্ব্বক নিজের ক্রোড়ে স্থান প্রদান করেন।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে—সাধারণ সাধক কৌলমার্গের অধিকারী নহে। কৌলমার্গের অধিকার সম্বন্ধে মহামতি ভাস্কর রায় বামকেশ্বরতন্ত্রের টীকার উপোদ্‌ঘাতে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়পূর্ব্বক যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইতেছে,—

"এই জগতে সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় সুখই পুরুষার্থ। সুখ—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। কৃত্রিম সুখের নাম কাম এবং অকৃত্রিম সুখের নাম মোক্ষ। এতদুভয়ের সাধন ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের সাধন অর্থ, এই জন্য এই দুইটিও পুরুষমাত্রের অভিলষিত। অতএব পুরুষপ্রার্থনীয় বলিয়া পরস্পর তর-তমভাবে অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ, এই চারিটিই পুরুষার্থ। কল্পসূত্রে উক্ত হইয়াছে – "স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ" [পরশুরামকৃত তান্ত্রিক কল্পসূত্র ১।৬] আত্মবিবেকই পুরুষার্থ, ইহা মোক্ষের অকৃত্রিমত্বহেতু মুখ্যাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, অতএব বিরোধ হইল না। সেই পুরুষার্থ তাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধ্য। তত্তদুপযোগী চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। শুদ্ধিতারতম্যে তাদৃশ চিত্তৈকাগ্রতা হইয়া থাকে। এই হেতু দয়াময় ভগবান্ পরমেশ্বর অদৃষ্টায়ত্তবিচিত্র-চিত্তশালী লোকদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পরস্পর বিসদৃশ অথচ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা পরমপুরুষার্থসাধনের উপায়স্বরূপ বিদ্যাসকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিতে দেখা যায়,—"ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্" তিনি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বর [তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০.৪৭।১]।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥"
[শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬।১৮]

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে সমগ্র বেদ ও বিদ্যাসকল প্রদান করিয়াছিলেন। "বেদাংশ্চ' এই স্থলে চকারের দ্বারা অন্য বিদ্যাসকল সমুচ্চিত হইয়াছে। যেহেতু—

"তস্মৈ বেদান্ পুরাণানি দত্তবান্ অগ্রজন্মনে।"

এই স্থলে পুরাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতেও দেখা যায়,—

"অষ্টাদশানামেতাসাং বিদ্যানাং ভিন্নবর্ত্মনাম্।
আদিকর্ত্তা কবিঃ সাক্ষাচ্ছূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ ॥"

পরস্পর ভিন্নমত এই অষ্টাদশ বিদ্যার আদিকর্ত্তা সাক্ষাৎ শূলপাণি, এইরূপ বেদের উক্তি। জগদাপ্ত পরমশিব সমস্ত বিদ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া অধিকারি-ভেদে সমস্ত বিদ্যারই প্রামাণ্য আছে, সূতসংহিতাদিতে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

"পুরুষভেদে অধিকার ব্যবস্থিত হইয়াছে। যেমন আর্হতাদি দর্শনে নাস্তি-কের অধিকার, বৈদিকমার্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের অধিকার। আবার এক পুরুষের সম্বন্ধেই চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে অধিকারভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। বর্ণভেদের ন্যায় আশ্রমভেদেও ধর্ম্মব্যবস্থার পার্থক্য দেখা যায়। তত্তৎশাস্ত্রে তত্তৎ অধিকারীর প্রবর্ত্তনের জন্য প্রশংসাসূচক বাক্য এবং তত্তৎ অনধিকারীর নিবর্ত্তনের জন্য নিন্দাসূচক বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। নিন্দাবাক্যগুলি "ন হি নিন্দা"—ন্যায়ে * বিধেয়স্তাবকমাত্র। পিত্রাদি অভিভাবকগণ বালককে অতিবাল্যাবস্থায় ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন, আবার পঠদ্দশায় তাদৃশ ক্রীড়ানিবৃত্তির জন্য তাড়না করিয়া থাকেন।"

"জাতমাত্র ত্রৈবর্ণিকের ক্রীড়াধিকার নিবৃত্ত হইলে অক্ষরাভ্যাস হইয়া থাকে। তাহার পর ছন্দঃ ও ভাষাজ্ঞানের জন্য কাব্য অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য: অতএব প্রশংসাসূচক "অদোষং গুণবৎ কাব্যম্" ইত্যাদি অগ্নিপুরাণবচন তাহার প্রবর্ত্তক। ছন্দঃ ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে উত্তরভূমিকায় অধিকার জন্মে। তখনও

* ন হি নিন্দান্যায়—"ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে, অপিতু ইতরৎ স্তৌতি" নিন্দা নিন্দ্য পদার্থকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় না, বিধেয় পদার্থকে প্রশংসা করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও বিধেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই শাস্ত্রে নিন্দা বাক্য ও প্রশংসাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্থলেও নিন্দাবাক্যগুলি উত্তরভূমিকাধিকারীর পূর্ব্বভূমিকা নিবৃত্তির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে।

উত্তরভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া কাব্যানুশীলনে নিরত থাকিলে জীবনে আর উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই, ইষ্টলাভেরও আশা নাই। এই জন্য এবম্বিধ অধিকারীকে কাব্যানুশীলনে নিবৃত্ত করিবার জন্য "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ" ইত্যাদি নিষেধবাক্য *। তাহার পর "আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত" এই জ্ঞান লাভের জন্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তজ্জন্যই "শুষ্কেনাত্মানমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি বিধি। শুষ্ক—হেতু, অর্থাৎ অবয়বসমুদায়াত্মক ন্যায়। "আত্মা দেহাদিভিন্ন, অতএব পরলোকযাতায়াতক্ষম" এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে তাদৃশফলক কর্ম্মে অধিকার জন্মে। তখন আর তর্কবিদ্যায় জীবন ক্ষয় করা কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য "আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্" † ইত্যাদি নিষেধবাক্যদ্বারা তর্কবিদ্যানুশীলনের প্রতিষেধ এবং "ধর্ম্মমেবাচরেৎ প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উত্তরভূমিকা প্রবর্ত্তনের বিধান করা হইয়াছে। এই অবস্থায় ধর্ম্মোপায়ানুষ্ঠানের জন্য পূর্ব্বমীমাংসা এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই পুরুষার্থত্রয় সাধিত হইলে চতুর্থ পুরুষার্থ [মোক্ষ] লাভেচ্ছায় পূর্ব্বভূমিকাত্যাগের জন্য "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইত্যাদি কর্ম্মনিন্দা। এই সমস্তই অজ্ঞানভূমিকা। অজ্ঞান-ভূমিকা পরম্পরান্তর্ভাবে সাত প্রকার, এইরূপ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহার পর জ্ঞানভূমিকা। জ্ঞানভূমিকাপ্রবৃত্তির জন্য "অথ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্য বিহিত হইয়াছে। কাহারও মতে জ্ঞানভূমিকা বহু। বশিষ্ঠের মতে জ্ঞানভূমিকা সাত প্রকার। এই সপ্তভূমিকার নাম—(১) বিবিদিষা, (২) বিচারণা, (৩) তনুমানসা,

* মল্লিনাথ "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ—ইতি তু অসৎকাব্যপরম্" এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জৈন কাব্য যশস্তিলকচম্পূতে (১।৪১) এই সুন্দর কবিতাটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"নিদ্রাং বিদূরয়সি শাস্ত্ররসং রুণৎসি,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থমসমর্থবিধিং বিধৎসে।
চেতশ্চ বিভ্রময়সে কবিতে পিশাচি,
লোকস্তথাপি সুকৃতী ত্বদনুগ্রহেণ॥"

† মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে কশ্যপেন্দ্রসংবাদে—

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥

ইতি প্রস্তুত্য

আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রহ্মযজ্ঞেষু বৈ দ্বিজান্।
যস্যেয়ং ফলনিষ্পত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥
ইতি ব্রাহ্মণং প্রতি শৃগালবাক্যম্"।—ইতি প্রাণতোষিণ্যাম্।

(৪) সত্ত্বাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবিনী, (৭) তুর্য্যগা। ইহাদের লক্ষণ যোগবাশিষ্ঠে দ্রষ্টব্য। তদুপযোগিতাহেতু বেদের উপনিষৎকাণ্ড এবং উত্তর-মীমাংসা অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

"শাস্ত্রদৃষ্টির্গুরোর্ব্বাক্যং তৃতীয়ঃ স্বাত্মনিশ্চয়ঃ।
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাব্দো বোধো ন হি ক্ষমঃ।"

শাস্ত্রদৃষ্টি, গুরুবাক্য ও স্বাত্মনিশ্চয়, এই তিনটিই আন্তর তমোনাশক্ষম, কেবল শাব্দ জ্ঞান তাহা করিতে পারে না। * ইত্যাদি জ্ঞাপকহেতু শাব্দ ও অপরোক্ষানুভবরূপ ভেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সেই হেতু শাব্দজ্ঞানরূপ ভূমিকা লাভের পর তাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষপণ নিষেধের জন্য "পাণ্ডিত্যান্নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।"

"সপ্তভূমিকার অন্তর্গত দ্বিতীয় [বিচারণা] ও তৃতীয় [তনুমানসা] এই উভয় ভূমিকার মধ্যে ভক্তিরূপা একটি মহতী ভূমিকা আছে। তদুপযোগিতা-হেতু ভক্তিমীমাংসা অধ্যয়ন করিতে হয়। পঞ্চম ভূমিকা [অসংসক্তি] পর্য্যন্ত ভক্তি অনুবর্ত্তন করে। ভক্তির কার্য্য শেষ হইলে অপরোক্ষানুভবরূপ § ষষ্ঠ ভূমিকা লাভ হয়, ইহাই জীবন্মুক্তি। ইহার অব্যবহিত পরেই বিদেহকৈবল্য হয়। "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" এই স্থলে জ্ঞানপদ অনুভবপর।"

'সংসারাবর্ত্তে ভ্রাম্যমান জীব কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্মেষ হইলে জনন-মরণদুঃখ-পরিহারার্থ শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া যখন দেখিতে পাইবে—অপরোক্ষানুভব-রূপ জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে মুক্তি নাই, জনন-মরণদুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি নাই, পরন্তু শত শত জন্মের চেষ্টায় তাহা লাভ করিতে হয়; তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া তাহা হইতে বিমুখ হইতে পারে। ভ্রান্ত জীব পরিদৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব ও পরিদৃশ্যমান বহু জীবের একাত্মত্ব অববোধ করিতে একান্তই অক্ষম; ইহা বুঝিতে পারিয়াই পরমকারুণিক ঋষিগণ ন্যায়াদি শাস্ত্রের অবতারণা করিয়া প্রচার করিলেন—জগৎ সত্য এবং আত্মা বহু। আত্মা দেহাদি হইতে

* শাস্ত্রদৃষ্টি ও গুরুবাক্য, এই উভয়ই শাব্দজ্ঞানের জনক। স্বাত্মনিশ্চয়দ্বারা অববোধজ্ঞান জন্মে। অন্যের উপদেশে অথবা গ্রন্থপাঠ করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম শাব্দজ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নাম অপরোক্ষ জ্ঞান।

§ ইন্দ্রিয়ের নাম অক্ষ, অক্ষের পর অর্থাৎ অবিষয় যে, তাহার নাম পরোক্ষ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান [প্রত্যক্ষ জ্ঞান] বা অপরোক্ষানুভব। নিরাকার ব্রহ্ম চক্ষুরাদির অবিষয়ীভূত হইলেও মনের বিষয়ীভূত, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মেরও অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে।

ভিন্ন এবং বিভু, অন্য পদার্থ হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর, এই বোধ হইলেই মুক্তি হইবে। মুমুক্ষু পুরুষ এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুক্তিমার্গে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিবে। ন্যায়াদিশাস্ত্রোক্ত ভূমিকা আয়ত্ত হইলে স্বতঃই বিবর্ত্তবাদের আভাস পাইবে এবং উদ্ধ্বভূমিকায় আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব ন্যায়াদি শাস্ত্রে যে বিবর্ত্তবাদের অপহ্নব করা হইয়াছে, তাহা দোষের বিষয় হয় নাই। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই সকল বাক্যে এবকার দ্বারা "কর্ম্মাদির দ্বারাই উত্তরোত্তর ভূমিকালাভের অধিকার জন্মে, অন্য পথ নাই" ইহাই বুঝান হইয়াছে, উত্তরোত্তর ভূমিকার অভাব বলা হয় নাই। অপরোক্ষানুভবরূপ ব্রহ্মাববোধের পর আর কোন সাধনভূমিকা নাই, অতএব "জ্ঞানাদেব তু" ইত্যাদি স্থলে এবকার অভাববোধক। অতএব তত্ত্বদ্বিদ্যাপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই।"

"এই সকল ভূমিকার প্রত্যেকটির অবান্তর ভূমিকা বহু, ইয়ত্তার দ্বারা তহাদের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, কেবল সুধীগণের অনুভববেদ্য। [যোগবাশিষ্ঠে] উক্ত হইয়াছে—

"ইত্যবস্থা ময়া প্রোক্তাঃ সপ্তাজ্ঞানস্য রাঘব।
একৈকা শত-সংখ্যাত্র নানাবিভবরূপিণী॥"

এই সাতটি অজ্ঞানভূমিকা বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকের নানাবিভব-রূপিণী শত শত অবস্থা আছে। এইরূপ অনেক ভূমিকার মধ্যে এক একটি ভূমিকাই বহু জন্মে আয়ত্ত হইতে পারে। এই প্রকারে অপরিমিত জন্ম ও বহু প্রযত্নদ্বারা পরব্রহ্মের শব্দতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা ভূমিকায় আরোহণ করিলে সংসারাসক্তি কিছু শিথিল হইবে, অর্থাৎ সংসারে সম্পূর্ণ আসক্তিও থাকিবে না, সম্পূর্ণ নির্ব্বেদও হইবে না। এই প্রকার চিত্ত-শুদ্ধি হইলে ভক্তিমার্গে অধিকার লাভ করা যাইবে।* এই বিষয়ে বচনও দেখা যায়—

"ন নির্ব্বিণ্ণো ন চাসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

নির্ব্বেদও লাভ করে নাই অথচ আসক্তও নয়, এবম্বিধ পুরুষের ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

"সেই ভক্তি দুই প্রকার—গৌণী ও পরা। অন্তঃকরণে গৌণী ভক্তির আবির্ভাব হইলে সগুণ ব্রহ্মের যথাসম্ভব ধ্যান-অর্চ্চন-জপ-নামকীর্ত্তনাদিতে

* ভক্তি না থাকিলে উপাসনা হইতে পারে না। অতএব নিতান্ত নিম্নভূমিকার সাধকেরও উপাসনায় ভক্তির প্রয়োজন। এবম্ভূত সাধকের ভক্তি ও উপর্যুক্ত ভক্তি, এই উভয়েই ভক্তিপদবাচ্য বটে, কিন্তু স্বরূপগত পার্থক্য আছে। স্থানান্তরে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

মনের অভিনিবেশ হয়। এই অভিনিবেশজন্য অনুরাগবিশেষের নাম পরা ভক্তি। গৌণী ভক্তির বহু অবান্তরভূমিকা আছে, তাহাদের মধ্যে "যোষা-মগ্নিং ধ্যায়ীত" ইত্যাদি বাক্যবিহিত ভাবনাসিদ্ধি প্রথম ভূমিকা, "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি বাক্যবিহিত উপাসনা দ্বিতীয় ভূমিকা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরো-পাসনা তৃতীয় ভূমিকা।"

"ঈশ্বরের সূর্য্য-গণেশ-বিষ্ণু-রুদ্র-পরশিব-শক্তিভেদে বহু রূপ। * ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। ছায়া-বল্লভা-লক্ষ্মী প্রভৃতি ভেদে শক্তিও অনন্ত। † বহু জন্মে সাধনার দ্বারা ক্রমে এই সকল ভূমিকায় আরোহণ করিলে পরে আদ্যাশক্তির প্রতি গৌণ ভক্তির উদয় হয়। সাধক এই গৌণ-ভক্তিতে সম্যক্ নিরূঢ় হইলে আদ্যাশক্তির প্রতি পরাভক্তির উদয় হয়।

"শৈব-বৈষ্ণব-দৌর্গার্ক-গাণপত্যাদিকৈঃ ক্রমাৎ।
মন্ত্রৈর্বিশুদ্ধচিত্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে॥
সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥" ‡

"শৈব, বৈষ্ণব, দৌর্গ [দুর্গা সম্বন্ধীয়], আর্ক [সূর্য্য সম্বন্ধীয়], গাণপত্য প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত সাধকের হৃদয়ে কৌলজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

* সূর্য্যের উপাসক সৌর, গণেশের উপাসক গাণপত্য, বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব, শিবের উপাসক শৈব এবং শক্তির উপাসক শাক্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

† সূর্য্যের শক্তি ছায়া, গণেশের শক্তি বল্লভা, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী এবং পরশিবের শক্তি আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তি পরশিব হইতে অভিন্ন এবং বহু নামে অভিহিত। শক্তিতত্ত্ব পৃথক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

‡ ভাস্কর রায় এই বচনের আকরের নাম দেন নাই। কুলার্ণব তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে এই বচন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকের সংখ্যা ২৯, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের সংখ্যা ৭, ৮। প্রথম শ্লোকে কুলার্ণবে "গাণপত্যৈন্দুসম্ভবৈঃ" এইরূপ পাঠ আছে। ভাস্করই আবার সৌভাগ্য-ভাস্করে (১৯৪) বলিয়াছেন—"উক্তঞ্চ কুলার্ণবে,

শৈব-বৈষ্ণব-দৌর্গার্ক-গাণপত্যৈন্দুসম্ভবৈঃ।
মন্ত্রৈর্বিশুদ্ধচিত্তস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে॥ ইতি

ইন্দুসম্ভবং জৈনদর্শনম্।"

সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা বামাচার শ্রেষ্ঠ, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পরে আর কিছু নাই, অর্থাৎ কৌলাচারই চরম ভূমিকা। এই বচনবলে আগ্যাশক্তির প্রতি পরাভক্তিরূপ ভূমিকাই এতদ্‌ভূমিকাসমষ্টির শীর্ষস্থানীয়রূপে প্রমাণিত হয়। ঈদৃশ ভূমিকাক্রম বিষয়ে আরও অনেক মূলীভূত বচন উপন্যস্ত করা যাইত, গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে তাহা করা হইল না।"

ভাস্করের এই উক্তিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে,—বহু জন্মে সাধনার দ্বারা বহু ভূমিকা অতিক্রম করিয়া আগ্যাশক্তির প্রতি পরা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে কৌলমার্গে সম্যক্ নিরূঢ় হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শাক্ত ভিন্ন অন্যের কৌলাচার নাই।

সাধকের মনে দ্বৈতভাবের কিঞ্চিৎ অপসারণ হইলে অহঙ্কার দূর হইতে আরম্ভ হইবে। তখন সাধক—

> "শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা মহেশ্বরী।
> পুংলিঙ্গশব্দবাচ্যা যে তে চ রুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
> স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্যা যাঃ সর্ব্বা গৌর্য্যা বিভূতয়ঃ।
> এবং স্ত্রী-পুরুষাঃ প্রোক্তাস্তয়োরেব বিভূতয়ঃ॥"
>
> [সৌভাগ্যভাস্করধৃত লিঙ্গপুরাণ]

জগতের যাবতীয় পুরুষ ও পুংলিঙ্গশব্দবাচ্য পদার্থ মহাদেবের বিভূতি এবং যাবতীয় স্ত্রী ও স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্য পদার্থ গৌরীর বিভূতি। এই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া সাধক জগৎকে শিব-শক্তিময়রূপে ধারণা করিতে পারেন। সাধক এই প্রকার জ্ঞানে নিরূঢ় হইলেই কৌলমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। সাধক তখন সাধনায় কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া প্রত্যেক পদার্থেই শিব ও শক্তির বিভূতি অনুভব করিতে পারেন।

এই বিষয়ে বামকেশ্বরতন্ত্র বলিতেছেন,—

> "যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদীরিতা।
> সা তু সর্ব্বেশ্বরী দেবী স তু সর্ব্বো মহেশ্বরঃ॥" [৭।৩১]

"বস্তুমাত্রে স্বস্বপ্রয়োজনজনকত্বসামর্থ্যরূপা শক্তিরস্ত্যেব, সা বিমর্শঃ, তদাধারঃ প্রকাশঃ।" * [সেতুবন্ধ]।

---

* "প্রকাশাত্মকস্য পরব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকং স্ফুরণং বিমর্শ ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং সৌভাগ্যসুধোদয়ে—

বস্তুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত সামর্থ্য আছে, এই সামর্থ্যই শক্তি, এই শক্তিই বিমর্শশক্তি বা আদ্যাশক্তির বিভূতি। শক্তি শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, অতএব শক্তির আধার শিব প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশরূপে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণ বিমর্শশক্তির, এবং বস্তুর স্বরূপ প্রকাশরূপ-শিবের বিভূতি। অতএব প্রত্যেক বস্তুতেই শিব শক্তির অধিষ্ঠান আছে।

সাধনায় আরও উন্নতিলাভ করিলে সাধকের শিব-শক্তির অভেদ জ্ঞান জন্মে। এই বিষয়ে লিঙ্গপুরাণ বলিতেছেন,—

"যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
তস্মাদভেদবুদ্ধ্যৈব শিবেতি কথয়ন্ত্যুমাম্॥
উমা-শঙ্করয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ॥"

[সৌভাগ্যভাস্করধৃত লিঙ্গপুরাণ]

যিনি শিব, তিনিই শক্তি, এতদুভয়ে কোন ভেদ নাই বলিয়াই জগদম্বা শিবা নামে অভিহিতা। শিব ও শক্তির পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই, এক বস্তুই বহির্ব্যাপারে দুই রূপ স্বীকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সাধক এই অবস্থায় নিরূঢ় হইলে তাঁহার নিকট শিবের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তখন শক্তি ও জগদম্বা, শক্তিমতীও জগদম্বা। সাধক তখন—

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা
নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদিকম্।
যদ্‌যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা
দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ॥"

[শৈবনীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবত (৭।১১।৪৫)-টীকাধৃত মুণ্ডমালাতন্ত্র]

স্বাভাবিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাস্য বিদ্যতে শক্তিঃ।
সৈব চরাচরমখিলং জনয়তি জগদেতদপি চ সংহরতে॥"

"স ঈক্ষত", "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে পরব্রহ্মের যে প্রথম স্ফুরণ উক্ত হইয়াছে, ইহার নাম বিমর্শ। এই স্ফুরণেই শক্তির প্রথম বিকাশ, এই জন্য ইহার নাম বিমর্শশক্তি। এই বিমর্শশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। পরব্রহ্ম প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দুর্গা, পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন দুর্গা, পুরুষ দুর্গা, স্ত্রী দুর্গা, দেবতা দুর্গা, অসুর দুর্গা, জগতে যত কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, সমস্তই দুর্গা, দুর্গার স্বরূপ ভিন্ন জগতে অন্য পদার্থ নাই। এইরূপে জগৎকে শক্তিময়রূপে ধারণা করিতে পারেন।

এই উদ্দেশ্যেই দেবীভাগবতে (৭।৩৩।১২-১৬) দেবীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,---

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণু-রুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্॥
পশু-পক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহঞ্চ তস্করঃ।
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ॥
স্ত্রী-পুং-নপুংসকাকারাপ্যহমেব ন সংশয়ঃ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা॥
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা।
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্॥"

হে ধরণীধর, এই জগৎ আমাতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমিই কারণদেহাভিমানী ঈশ্বর, আমিই সূক্ষ্মদেহাভিমানী সূত্রাত্মা বা হিরণ্য-গর্ভ, আমি স্থূলদেহাভিমানী বিরাট্, আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমিই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, আমিই সংহারকর্ত্তা রুদ্র, আমিই রুদ্রশক্তি গৌরী, আমিই ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী, আমিই বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, আমিই সূর্য্য, আমিই তারকাসমূহ, আমিই চন্দ্র, এবং আমিই পশুপক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছি। চাণ্ডালও আমি, তস্করও আমি, ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধও আমি, সৎকর্ম্মা মহাজনও আমি; আমিই স্ত্রী, আমিই পুরুষ, আমিই নপুংসক, যত কিছু বস্তু দেখা যায় এবং শোনা যায়, আমি সর্ব্বদাই সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। এমন কোন স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু নাই, যাহাতে আমি নাই।

দেবীপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"দেব্যা বা এষ সিদ্ধান্তঃ পরমার্থো মহামতে।
এষা বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ স্বর্গশ্চৈব ন সংশয়ঃ॥
দেব্যা ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
ঈড্যতে পূজ্যতে দেবী অন্ন-পানাত্মিকা চ সা॥

সর্ব্বত্র শঙ্করী দেবী তনুভির্নামভিশ্চ সা।
বৃক্ষেষূর্ব্ব্যাং তথা বায়ৌ ব্যোম্ন্যপ্‌স্বগ্নৌ চ সর্ব্বগা॥
এবম্বিধা হ্যসৌ দেবী সদা পূজ্যা বিধানতঃ।
ঈদৃশীং বেত্তি যস্ত্বেনাং স তস্যামেব লীয়তে॥"
[সৌভাগ্যভাস্করধৃত দেবীপুরাণ]

"শক্তি সম্বন্ধে পরমার্থ সিদ্ধান্ত এই—এই দেবীই বেদ, ইনিই যজ্ঞ, ইনিই স্বর্গ, তিনিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যে দেবতাকেই স্তুতি বা পূজা করা হউক না কেন, তাহাতে তাঁহারই স্তুতি বা পূজা করা হয় [যেহেতু দেবতাসকল তাঁহারই বিভূতিমাত্র], তিনিই আহার্য্য অন্ন, তিনিই পানীয় জল, তিনি বৃক্ষে, মাটিতে, বায়ুতে, আকাশে, জলে ও অগ্নিতে অবস্থিতি করিতেছেন, পরিমিত কথায় প্রয়োজন কি, জগতের সমস্ত পদার্থেই তিনি বিদ্যমানা, তিনি নানা রূপ ও নানা নাম ধারণ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। যে সাধক এই প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারে, সে অন্তে তাঁহাতেই লীন হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।" তখন এই ভাবের সাধনায় সাধক আপনার ও জগতের সত্তা তাঁহার সত্তায় ডুবাইয়া দিয়া পরম ব্রহ্মানন্দ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া যান। এই উদ্দেশ্যেই কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন,—"[illegible]ত্তবীরূপম্" জগতে সমস্ত পদার্থই শক্তিময়। "সর্ব্বৈক্যভাবুদ্ধিমন্তে"—কৌলাচারের শেষ ভাগে জগতের সমস্ত পদার্থে অভেদ বুদ্ধি হয়। "সর্ব্বসমো ভবতি"—জাগতিক পদার্থের সহিত নিজের তুল্যতা হয় অর্থাৎ কোন ভেদ থাকে না। "স মুক্তো ভবতি"—ইত্যাকার জ্ঞানলাভ করিলেই মুক্তিলাভ হয়। এবম্বিধ সাধকের পক্ষে শ্রুতি-স্মৃত্যাদিত বিধি-নিষেধ কিছুই নাই। এই জন্যই কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন,—"আম্নায়া ন বিদ্যন্তে"। কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥ [১।১০৪]

অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত পুরুষের যেমন অন্য আহারের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। কুলার্ণবতন্ত্র আরও বলিতেছেন,—

"যথা হস্তিপদে লীনং সর্ব্বপ্রাণিপদং ভবেৎ।
দর্শনানি চ সর্ব্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে॥"* [২।১৩]

---

* "দর্শনানিতু সর্ব্বাণি কুলমেব বিশন্তি হি।" ইতি ভাস্করসম্মতঃ পাঠঃ [সৌভাগ্য-ভাস্কর ৫৩ পৃঃ]। 20, 70।

যেমন সকল প্রাণীর পদচিহ্নই হস্তীর পদচিহ্নে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত দর্শনশাস্ত্র কুলশাস্ত্রে লীন হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন, কৌলমার্গে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। গীতাতেও ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন,—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" [২।৪৬]

সমস্ত দেশ জলে আপ্লুত হইলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের আর প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের বেদসকলে আর প্রয়োজন নাই।

সাধক শাক্তজ্ঞানের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"অনন্তং ব্রহ্মাণ্ডং বহসি গিরিজে রোমবিবরে
তথাপি ত্বং দুঃখং বহনজনিতং নানুভবসি।
ময়া দত্তং চিত্তং পরমণুমিতং পাদযুগলে
সদা দূরে দূরে ক্ষিপসি কিমু মাতর্ব্যবসিতম্॥"

[উদ্ভট]

মাতঃ গিরিজে! তুমি রোমবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহন করিতেছ, তথাপি বহনজনিত দুঃখ অনুভব করিতেছ না; কিন্তু আমি আমার অণুপরিমিত চিত্তকে তোমার পদযুগলে প্রদান করিতেছি, আর তুমি তাহাকে সর্ব্বদা দূরে নিক্ষেপ করিতেছ! তোমার অভিপ্রায় কি, জানি না। সেই সাধক আবার কৌলজ্ঞানের চরম সোপানে আরোহণ করিয়া বলিতেছেন,—

"অম্বৈকাদশি তুভ্যমঞ্জলিরয়ং সন্ধ্যে শিরস্থাস্যতাং
ভো দর্ভা বিরমন্তু হন্ত তুলসি ত্বদ্বাসনাপ্যুজ্ঝিতা।
প্রাগ্‌জন্মার্জ্জিতসঞ্চিতাখিলতপঃসম্ভারসম্ভাবিতে
দুর্গানামনি মোক্ষধামনি ময়া ন্যস্তাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥"

[উদ্ভট]

হে মাতঃ একাদশি! তোমাকে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সন্ধ্যে! তুমি আমার মস্তকে থাক। হে কুশসকল! তোমরা বিরত হও। হে তুলসি! তোমার বাসনাও পরিত্যাগ করিয়াছি [অর্থাৎ এই সকল পদার্থে আর কোন প্রয়োজন নাই]। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহার ফলে মুক্তির আলয় দুর্গানাম লাভ করিয়া তাহাতেই সমস্ত ক্রিয়া ন্যস্ত করিয়াছি।

কৌলজ্ঞানে পাণ্ডিত্যাভিমানীর অধিকার নাই। এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তং * যস্য মে গুরুসন্ততিঃ।
তস্য মে সর্ব্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্যো মহীতলে॥
ইতিনিশ্চিতবুদ্ধির্যঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ।
অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠস্ত্বহং বেদ্মীতি গর্ব্বিতঃ।
অহমেব গতির্যেষাং কৌলিকা ন ভবন্তি তে॥" [১।৪১,৪২]

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—"ব্রহ্মা হইতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই আমার গুরু, অর্থাৎ সকলের নিকটই আমার শিক্ষণীয় বিষয় আছে, আমি সকলের শিষ্য, অতএব পৃথিবীতে আমার পূজ্য কে নয়?" যে সাধক এই প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি, সে আমার ও তোমার প্রিয়। আমি গুরু, আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি সকল বিষয় জানি, এইরূপে যে গর্ব্বিত, এবং যাহারা অহঙ্কারসর্ব্বস্ব, কৌলসাধনায় তাহাদের অধিকার নাই। †

* "ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যান্তং" বা "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং" প্রয়োগ বহু স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে "স্তম্ব" শব্দের "তৃণগুচ্ছ" অর্থ সর্ববিদিত। ভাস্কররায় ললিতাসহস্রনামের (৮৩ পৃঃ) "আব্রহ্মকীটজননী" এই নামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মা সর্ব্বজীবসমষ্টিঃ স্থূলতমো হিরণ্যগর্ভাখ্যো জীবঃ। কীটঃ অতীন্দ্রিয়তর ঊর্ণাভক্ষকো বৈদ্যতন্ত্রে ককেরুক-মকেরুকেতি দ্বৈবিধ্যেন প্রতিপাদিতঃ স্তম্বাখ্যো জীববিশেষঃ। অন্ত্যন্তগ্রহণেন প্রত্যাহারন্যায়েন তন্মধ্যপতিতাঃ সর্ব্বেঽপি তন্মধ্যম-পরিমাণকশরীরধারিণো জীবা গৃহ্যন্তে। আঙ্ অভিবিধৌ। ব্রহ্মাদি-স্তম্বান্ত-জীবজাত-জনয়িত্রীত্যর্থঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই—জগতের যাবতীয় জীবসমষ্টির অভিমানিনী দেবতার নাম ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ; অতএব জগতে ব্রহ্মা অপেক্ষা স্থূল জীব আর নাই। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতম কীটবিশেষের নাম স্তম্ব; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম জীবও জগতে আর নাই। অতএব "ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্যান্তং" এই পদের দ্বারা স্থূলতম ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্মতম কীটবিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী গৃহীত হইয়াছে।

† উপনিষদও বলিতেছেন,—"পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"। পাণ্ডিত্যাভিমানীর বৈদান্তিক অদ্বৈত সাধনায়ও অধিকার নাই। বহুদিন পূর্ব্বে কোন পুস্তকে একজন মুসলমান সাধকের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা এই—আরবদেশে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত একজন সাধক ছিলেন। জন-সমাজে পাণ্ডিত্যে ও সাধনায় তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। এই জন্য তিনি বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেন এবং সাধারণকে হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। একদিন মরুভূমিতে ভ্রমণকালে তিনি পিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া জলের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এই সময় দেখিতে পান—কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটি খর্জ্জুরকুঞ্জে একটি যুবক একজন স্ত্রীলোকের সহিত সংশ্লিষ্টভাবে উপবিষ্ট হইয়া বোতল হইতে কি পান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন—ঘৃণিত জীব, মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছে; তাহাতেও মেয়েমানুষ এবং সুরা সঙ্গে। নিকটে গিয়া জানিতে পারিলেন—স্ত্রীলোকটী যুবকের মাতা এবং বোতলে বিশুদ্ধ জল। যুবক-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তিনিও জলের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত করিলেন। সেই দিন হইতে

কৌলমার্গের প্রথম অবস্থায় সাধকের মনঃ তাদৃশ উন্নত হয় না, তখন বাহ্য-পূজা এবং মানসপূজা, দুইই করিতে হয়। এই মানসপূজা বা অন্তর্যাগ চিন্তামাত্র নহে, ইহার প্রণালী গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। পরে অন্তর্যাগে নিরূঢ় হইলে আর বাহ্যপূজার প্রয়োজন হয় না, সাধক ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। এই বিষয়ে ভাস্কররায় [সেতুবন্ধ, ৫ পৃঃ] বলিয়াছেন,—ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা বহির্যাগ ও অন্তর্যাগভেদে দ্বিবিধ; আবার অন্তর্যাগ ত্রিবিধ—সকল, সকলনিষ্কল ও নিষ্কল। সেই হেতু ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনার চারিটি ভূমিকা। পূর্ব্বের মত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পর পর ভূমিকায় অধিকার লাভ করিতে হয়। বহির্যাগ বিষয়েও কেবল, যামল, মিশ্র, চক্রযুক্ ও বীরশঙ্কর, এই পাঁচ প্রকার ভেদ এবং তন্ত্রভেদে অভিগমনাদি পাঁচ প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে। ভূমিকাভেদে চিত্তশুদ্ধিতারতম্যের নিয়ামকত্ব। চিত্তশুদ্ধিভেদে বহির্যাগের প্রকারভেদ হয় না, দেশ-কাল-শক্ত্যাদিভেদে তাহার ব্যবস্থা। এই জন্য বহির্যাগের প্রকারভেদগুলি একই ভূমিকায় অবস্থিত। সাধকের পক্ষে দেশ কাল শক্তি অনুসারে ইহাদের একতম অবলম্বন করিলেই হইবে। চিত্তশুদ্ধিভেদে পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে ত্রিবিধ অন্তর্যাগই অবলম্বনীয়।

এই [illegible]য় স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতায় শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে শক্তিপূজাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—

> "পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
> বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন বাহ্যা তু দ্বিবিধা মতা ॥৩
> বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
> তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি ॥৪"

পরাশক্তির পূজা বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাহ্যপূজা বৈদিকী ও তান্ত্রিকীভেদে দ্বিবিধ। তান্ত্রিকী পূজায় তান্ত্রিক অর্থাৎ তন্ত্রানুসারে দীক্ষিত সাধকের অধিকার এবং বৈদিকী পূজায় বৈদিক অর্থাৎ স্বগৃহোক্তসংস্কারসংস্কৃত সাধকের অধিকার। বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিপ্রতিপাদিত জার নামপূ বৈদিকী পূজা।

সাধকের জ্ঞানগর্ব্ব দূর হইল, তখন হইতে নিজকে নিতান্ত হীন এবং ক্ষুদ্র জীবের নিকটেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে মনে করিয়া জীবমাত্রকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। বস্তুত সকল ধর্ম্মেই পাণ্ডিত্যাভিমান সাধনার বিরোধী। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবে, কিন্তু তজ্জন্য অভিমান পরিত্যাগ করিবে।

"অথাভ্যন্তরপূজায়ামধিকারো ভবেদ্যদি।
ত্যক্ত্বা বাহ্যামিমাং পূজামাশ্রয়েদপরাং বুধঃ ॥
পূজা যাঽভ্যন্তরা সাঽপি দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
সাধারা চ নিরাধারা নিরাধারা মহত্তরা ॥
সাধারা যা তু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি।
আধারে বর্ণসংকৢপ্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্ ॥
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা গুরুণোক্তেন বর্ত্মনা।
যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সা তু তস্যাং মনোলয়ঃ ॥"১০-১৩

আভ্যন্তর পূজায় অধিকার লাভ করিলে বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করিবে। সেই আভ্যন্তর পূজা সাধারা ও নিরাধারা-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে নিরাধারা পূজা শ্রেষ্ঠ। হৃৎপুণ্ডরীকগত দহরাকাশে মাতৃকাবর্ণকৢপ্ত আধারে গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিবে; ইহাই সাধারা পূজা। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানধারার নাম সংবিৎ, এই সংবিদ্রূপিণী পরমেশ্বরীতে মনোলয়ের নাম নিরাধারা পূজা।

মনোলয় বা আত্মলয় সম্বন্ধে সূতসংহিতান্তর্গত সূতগীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন তর্কৈঃ শাস্ত্রানুসারিভিঃ।
সর্ব্বসাক্ষিতয়াত্মানং সম্যঙ্ নিশ্চিত্য সুস্থিরঃ ॥
স্বাত্মনোঽন্যতয়া ভাতং সমস্তমবিশেষতঃ।
স্বাত্মমাত্রতয়া বুধ্বা পুনঃ স্বাত্মানমদ্বয়ম্ ॥
শুদ্ধং ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য স্বয়ং স্বানুভবেন চ।
নিশ্চয়ঞ্চ স্বচিন্মাত্রে বিলাপ্যাবিক্রিয়েঽদ্বয়ে ॥
বিলাপনঞ্চ চিদ্রূপং বুধ্বা কেবলরূপতঃ।
স্বয়ং তিষ্ঠেদয়ং সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিৎপ্রবরো মুনিঃ ॥
ঈদৃশীয়ং পরা নিষ্ঠা শ্রৌতী স্বানুভবাত্মিকা।"

[সৌভাগ্যভাস্কর, ১৩৪ পৃঃ]

শাস্ত্রবাক্য, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রসম্মত তর্ক, এই সকলের দ্বারা সুস্থিরচিত্তে "আত্মা সকলের সাক্ষিস্বরূপ" এই প্রকার সম্যক্ নিশ্চয় করিয়া, যে সকল পদার্থ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সমস্ত আত্মাই অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া, "অদ্বয় আত্মাই শুদ্ধ ব্রহ্ম" এইরূপ স্বয়ং নিজের অনুভবের দ্বারা নিশ্চয় করতঃ, সেই নিশ্চয়জ্ঞানকেও বিকাররহিত অদ্বয়

চিন্ময় ব্রহ্মে বিলয় করিবে, পরে সেই বিলয়ক্রিয়াকেও চিদ্রূপ জ্ঞান করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিৎপ্রবর সাধক স্বয়ং শুদ্ধ কেবলরূপে অবস্থান করিবে। এই প্রকার স্বানুভবাত্মিকা পরা নিষ্ঠা বেদসম্মতা।

ভাস্করোক্ত সকল ও সকলনিষ্কল অন্তর্যাগ সাধারা পূজার অন্তর্গত, এবং নিষ্কল অন্তর্যাগই নিরাধারা পূজা। কৌল সাধক এইরূপে সংবিদ্রূপা ব্রহ্মময়ী পরা-শক্তিতে আত্মলয় করিতে পারিলেই মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিবেন; তখন আর তাঁহার কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিবে না। ঈদৃশ জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

সূতসংহিতায় বাহ্যপূজার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদ কথিত হইয়াছে, কিন্তু আভ্যন্তর পূজায় বা অন্তর্যাগে বৈদিক-তান্ত্রিক ভেদ উক্ত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে সাধারা পূজায় বৈদিক ও তান্ত্রিকে প্রণালীভেদ আছে, নিরাধারা পূজায় প্রণালীভেদও নাই, ইহাতে উভয়ই তুল্য। এই জন্যই [সৌভাগ্যভাস্কর, ৮৫ পৃঃ ধৃত] রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে,—

"যদ্‌বেদৈর্গম্যতে স্থানং তৎ তন্ত্রৈরপি গম্যতে।"

বৈদিক সাধনায় যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তান্ত্রিক সাধনায়ও সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। পথ বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান উভয়েরই এক।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে,—কৌলোপাসনা যখন ব্রহ্মেরই উপাসনা, তখন উপাস্য দেবতাকে শক্তি বা স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে উপাসনা করা হয় কেন? কৌল-সাধনা মুক্তির সাধনা, মুক্তিবিষয়ে শক্তিরই কর্তৃত্ব। এই বিষয়ে ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ন চ মোচনস্য শিবকার্য্যত্বাৎ কথং তত্র দেব্যাঃ কর্তৃত্বম্? ইতি বাচ্যম্। মোচকত্বশক্তিমন্তরেণ শিবস্য তদযোগেন মোচনকর্তৃতায়া অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্বাকর্তুঃ যুক্তত্বাৎ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—

"শক্তো যয়া স শম্ভুর্ভুক্তৌ মুক্তৌ চ পশুগণস্যাস্য।
তামেনাং চিদ্রূপামাদ্যাং সর্ব্বাত্মনাস্মি নতঃ॥"

[ভোজরাজকৃত তত্ত্বপ্রকাশ, ১৷৩]

ইতি। কিঞ্চ স্বাতন্ত্র্যং হি কর্তৃত্বং "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" ইতি পাণিনিসূত্রাৎ। তচ্চ শক্তিগতমেব। তথা চ শক্তিসূত্রম্*—"চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" ইতি।

* অগস্ত্যকৃত শক্তিসূত্র অতি দুর্লভ। বহুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। আমরা মাদ্রাজ হইতে ভাষ্য সহ ইহার নকল আনাইয়াছি।

যত্তু "চৈতন্যমাত্মা" ইতি শিবসূত্রং*, তৎ স্বাতন্ত্র্যানির্দ্দেশান্নপুংসকলিঙ্গবলাচ্চ কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মাভাবপরম্। যত্তু—

"চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুরিত্যাদ্যসূত্রং কিল শক্তিশাস্ত্রে।

চৈতন্যমাত্মেতি তু শৈবশাস্ত্রে শিবশ্চ শক্তিশ্চ চিদেব তস্মাৎ ॥"

ইত্যভিযুক্তৈরুচ্যতে, তত্তু শক্তি-শক্তিমতোরভেদাভিপ্রায়েণেতি তু শৈবরহস্য-নিষ্কর্ষঃ।" মর্ম্মার্থ—মোচন অর্থাৎ মুক্তি শিবের কার্য্য, ইহাতে শক্তির কর্ত্তৃত্ব নাই, এইরূপ বলা যায় না; যেহেতু মোচকত্ব একটি ধর্ম্ম বা শক্তি, সেই শক্তি ভিন্ন শিব মোচক হইতে পারেন না। অতএব শক্তির মোচনকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয়ে অভিযুক্ত [শাস্ত্রজ্ঞ] বাক্য এই—"যে শক্তির দ্বারা সেই শম্ভু পশুগণের ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে শক্ত অর্থাৎ সমর্থ, সেই চিদ্রূপা আদ্যা শক্তিকে আমি সর্ব্বাত্মভাবে প্রণাম করি। বিশেষতঃ "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" এই পাণিনিসূত্রানুসারে স্বাতন্ত্র্যই কর্ত্তৃত্ব। সেই স্বাতন্ত্র্য শক্তিগত। এই বিষয়ে শক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে,—"স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বাধীনা চিতি শক্তিই বিশ্বসিদ্ধির হেতু।" শিবসূত্রে যে উক্ত হইয়াছে,—"চৈতন্যই আত্মা", এই স্থলে স্বাতন্ত্র্যের নির্দ্দেশ করা হয় নাই এবং নপুংসকলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই জন্য এখানে কর্ত্তৃত্বাদি-ধর্ম্মশূন্য চৈতন্য বুঝিতে হইবে। [বলা বাহুল্য, "চৈতন্যমাত্মা" এই স্থলে আত্মা শিব]। শক্তিশাস্ত্রে প্রথম সূত্রে "চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" আর শৈব-শাস্ত্রে "চৈতন্যমাত্মা" এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া শিব ও শাক্ত উভয়ই চিৎ।" এই অভিযুক্তবাক্য শক্তি ও শক্তিমানের অভেদাভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। ইহাই শৈবরহস্যের নিষ্কর্ষ।" ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [১০৬ পৃঃ] "বিদ্যা-বিদ্যাস্বরূপিণী" নামনির্ব্বচনে বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥"

ইতি শ্রুতৌ প্রসিদ্ধে বিদ্যাবিদ্যে। বিদ্যা স্বাত্মরূপং জ্ঞানম্ অবিদ্যা চরম-বৃত্তিরূপং জ্ঞানম্। তদুভয়ং স্বরূপমস্যাঃ। উক্তঞ্চ বৃহন্নারদীয়ে,—

তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎকার্য্যপরিক্ষমা।

ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে ॥

ইতি। দেবীভাগবতেঽপি,—

ব্রহ্মৈব সাতিদুষ্প্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী।

ইতি। তত্রৈব স্থলান্তরে—

* শিবসূত্র ভাষ্য বৃত্তি ও বার্ত্তিকসহ কাশ্মীর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

"বিদ্যাঽবিদ্যেতি দেব্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব।
একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্যয়া বধ্যতে পুনঃ॥ ইতি"

এই প্রমাণেও দেখা যাইতেছে—পরাশক্তিই অবিদ্যারূপে জীবকে বদ্ধ এবং বিদ্যা-রূপে মুক্ত করেন।

বস্তুতঃ কৌলজ্ঞান নিষ্কল ব্রহ্মজ্ঞান। * ব্রহ্মের স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব বিভাগ নাই, অথবা তিনি স্ত্রী পুরুষ সকলই। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন,—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।" ৪।৩
"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।" ৫।১০

তাঁহার স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ববিভাগ না থাকিলেও কৌলসাধকগণ তাঁহাকে শক্তিরূপেই উপাসনা করেন, ইহাই তাঁহাদের আচার †।

কৌলসাধকগণ বাহ্য পূজায় উপাসনার অঙ্গরূপে পঞ্চমকার গ্রহণ করেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচটির নাম পঞ্চমকার §। এই পাঁচটি পদার্থের নামের আদিতে মকার আছে বলিয়া ইহার নাম পঞ্চমকার; চাউলভাজা, চিঁড়া ভাজা, ছোলাভাজা প্রভৃতি মদ্যের চাটনিরূপে ব্যবহার করা হয়, ইহার নাম মুদ্রা। বৈধমাংস, মৎস্য ও মুদ্রা অভক্ষ্য নহে, অতএব ইহাদের সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু মদ্য ও মৈথুন সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হয়। কৌলসাধকের পঞ্চমকারগ্রহণ বিষয়ে ত্রিপুরামহোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"পরিস্রুতং ঝষমাদ্যং পলঞ্চ ভক্তানি যোনীঃ সুপরিষ্কৃতানি।
নিবেদয়ন্ দেবতায়ৈ মহত্যৈ স্বাত্মীকৃত্য সুকৃতী সিদ্ধিমেতি॥" ১২

মর্ম্মার্থ—পরিস্রুতং=মদ্য। ঝষম্=মৎস্য। পলম্=মাংস। ভক্তানি=মুদ্রা। যোনীঃ=মৈথুনজাত কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য। সুপরিষ্কৃতানি—পাকাদি লৌকিক সংস্কার ও মন্ত্রাদি অলৌকিক সংস্কার দ্বারা শোধিত। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনজাত কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য, এই পাঁচ পদার্থ পাকাদি লৌকিক সংস্কার ও মন্ত্রসংস্কারাদি অলৌকিক সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া পরাশক্তিকে নিবেদন করতঃ দেবতার প্রসাদরূপে স্বয়ং আত্মসাৎ করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

---

* ইহা কৌলোপনিষদে প্রতিপাদিত হইবে।

† শক্তিতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে কৌলসাধকের শক্তি-উপাসনার কারণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হইবে না। প্রবন্ধান্তরে শক্তিতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

§ "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্।" [কুলার্ণবতন্ত্র, ১০৫]

এই শ্রুতির ভাষ্যে ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ঝষো মৎস্যঃ। পললং মাংসম্। ঝষস্যান্যং পরিস্রুতং প্রথমস্যোত্তরং দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ। তেন ঝষস্তৃতীয়ঃ। ভক্তানি বটক চণকাদি-মুদ্গাদ্যাত্মকানি নানাবিধান্নমানি চতুর্থম্। যোনিপদং কুণ্ডগোলো-দ্ভবোপলক্ষণং, তৎ পঞ্চমম্। যোনীরিতি বহুবচনং তু ক্ষত্রিয়াদিকতিপয়-জাতিভেদাভিপ্রায়ম্। তদুপবৃংহণং কলাষ্টকাদিপদেন তন্ত্রেষু দ্রষ্টব্যম্। চকারঃ পঞ্চানাং সমুচ্চয়পরঃ। পললস্য ঝষোত্তরং পঠিতস্যাপি ঝষাৎ পূর্ব্বমাদ্যপদেন মকারাণাং ক্রমো বিবক্ষিতো ধ্বন্যতে। মুখ্যালাভে প্রতিনিধিভিরর্চ্চনস্য ন্যায়েন মপঞ্চকালাভেঽপি "নিত্যক্রমঃ প্রত্যবমৃষ্টিঃ" ইতি কল্পসূত্রেণ চ সিদ্ধত্বেঽপি পূর্ব্ব-পূর্ব্বালাভে সতি নোত্তরোত্তরস্য মুখ্যস্য লাভেঽপি গ্রহণমিতি দ্যোতিতম্। প্রথমমাত্রালাভেঽপি চতুর্থস্য নৈবেদ্যার্থমাবশ্যকত্বাৎ তাবন্মাত্রগ্রহণং সম্প্রদায়-লভ্যম্। * * * * পরদেবতাতর্পণমাত্র-পর্য্যাপ্তমাত্রস্য লাভেঽপি ন প্রতিনিধিনা যাগঃ। বহির্যাগে স্বাত্মীকারস্য প্রতিপত্তিত্বেন তল্লোপেঽপি বাধকাভাবাদিত্যাদিকন্তু ষাট্‌ন্যায়সিদ্ধমূহনীয়ম্। সুপরিস্কৃতানি দৃষ্টা-দৃষ্টসংস্কারৈঃ সংস্কৃতানি। তে চ পাকাদিরূপা লৌকিকাঃ, শাপমোচনাদিরূপা বৈদিকাশ্চ * বহবস্তন্ত্রেষু প্রসিদ্ধাঃ। "বহ্বল্পং বা স্বগৃহ্যোক্তম্" ইতি ন্যায়েন কল্পসূত্রোক্তমাত্রা বা। মহত্যৈ দেবতায়ৈ মহাদেব্যৈ নিবেদয়ন্ যজন্ সুকৃতী বহির্যাগকর্ত্তা তানি স্বাত্মীকৃত্য স্বয়মপি ভক্ষয়িত্বা সিদ্ধিং যাগফলমেতি প্রাপ্নোতি। পরস্পরসমুচ্চিতপ্রথমাদিমপঞ্চকবতা যাগেন মহাদেবী-দেবতাকেন ইষ্টসিদ্ধিং ভাবয়েৎ, ইতি বিধিপর্য্যবসানাদিপ্রকারোঽন্তর্যাগবিধিবদেব দ্রষ্টব্যঃ।" ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই- মুখ্যের অলাভে প্রতিনিধির দ্বারা যাগের বিধান শাস্ত্রে আছে। পঞ্চমকারের অভাবেও তাহার প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধির দ্বারা বহির্যাগের বিধান তন্ত্রে বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভাস্করের উক্তির তাৎপর্য্য এই,—পঞ্চমকার স্থলে মুখ্যের প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলেই প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য করিবে, কিন্তু মুখ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না।† প্রথম মকার অর্থাৎ মদ্যের অলাভে অন্য মকারের লাভ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবে

---

* পঞ্চমকার সাধনের যে সকল মন্ত্র তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই সকলগুলিই বৈদিকমন্ত্র।

† যাঁহার মুখ্য পঞ্চমকারে অধিকার নাই, তিনিও প্রতিনিধির দ্বারা বহির্যাগ করিবেন না, ইহাও ভাস্কর রায় অন্যত্র বলিয়াছেন, যথা—"দক্ষিণমার্গার্চ্চনেঽপি কারণাদেরেব করণত্বাৎ ব্রীহিযবয়োরিব বৈকল্পিকদ্রব্যান্তরবিধানাভাবাৎ। গুড়োদনাদীনাং প্রতিনিধিত্বেন মুখ্যালাভ এব তন্ত্রাধিকারাৎ। "শক্তঃ প্রথমকল্পস্য নানুকল্পং সমাচরেৎ" ইতি নিষেধবলেন প্রথমাধিকারিণ স্তত্রানুষ্ঠানাযোগাৎ।" [বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা, ১।১৭২]

না, অনুকল্পের দ্বারাই কার্য্য করিবে। চতুর্থ মকার মুদ্রা অর্থাৎ তণ্ডুল, চণক, মুদ্গ প্রভৃতির নৈবেদ্যার্থে প্রয়োজন হয়, অতএব প্রথম মকারের অলাভেও নৈবেদ্যার্থে চতুর্থ মকার গ্রহণ করিবে। কেবল পরদেবতার তর্পণের উপযুক্ত মুখ্য দ্রব্যের লাভ হইলেও প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না, মুখ্যের দ্বারাই কার্য্য করিবে। আত্মসাৎকরণের লোপ হইলেও বাধা হইবে না। এই বিষয়ে কুলার্ণব তন্ত্রও বলিয়াছেন,— 20,70।

"মৎস্য-মাংসবিহীনেন মদ্যেনাপি ন তর্পয়েৎ।
ন কুর্য্যাৎ মৎস্যমাংসাভ্যাং বিনা দ্রব্যেন পূজনম্ ॥"

মৎস্যমাংসের অভাব হইলে কেবল মদ্যের দ্বারা তর্পণ করিবে না, আবার মদ্যের অভাব হইলেও মৎস্য মাংসের দ্বারা পূজা করিবে না। এইরূপ স্থলে অনুকল্প গ্রহণ করিবে।

যাঁহারা পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বাহ্য পঞ্চমকারকে উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহারা কর্ণাটদেশীয় চতুর্ব্বেদবিৎ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ভাস্কররায়ের এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রেই নানা স্থানে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অন্য উদ্দেশ্য আছে। কৌলমার্গের প্রথম অবস্থায় পূজার আবশ্যকতা আছে, তাহাতেই বাহ্য পঞ্চমকার গ্রহণ করিবে, ইহাই মূল শ্রুতি ও ভাস্কররায়ের ভাষ্যের মর্ম্ম।

তন্ত্রশাস্ত্রে বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত প্রত্যেক ক্রিয়ারই বাসনা অর্থাৎ কোন্ ক্রিয়া কিরূপ ভাবনা করিয়া করিবে, তাহার বিধান আছে। পঞ্চমকারবাসনা সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্‌বিজ্ঞায় বাসনাম্।
পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ ॥" ৫।৯১
"লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধারবিভেদকঃ।
পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ ॥
আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্যসুখোদয়ঃ ॥
ব্যোমপঙ্কজনিষ্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ ॥
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে।

মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ ॥
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ।
অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ ॥
শক্তিং তাং সেবয়েদ্‌যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ।
পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ ॥
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ।
ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে ॥
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে।" [৫।১০৫-১১৩]

মর্ম্ম—শ্রীগুরু ও কুলশাস্ত্র হইতে পঞ্চতত্ত্বের বাসনা সম্যক্ অবগত হইয়া সেবা করিবে, অন্যথা পতিত হইতে হয়। সুষুম্নামধ্যগত লিঙ্গত্রয়সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং ষট্‌চক্রভেদে সমর্থ সাধক সুষুম্নাপথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গমন করত সহস্রারগত পীঠস্থানে গমন করিয়া, তথায় মহাপদ্মবনে প্রবেশ করিবেন। তথায় চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরশিবরূপ চন্দ্র ও কুণ্ডলী শক্তির সামরস্যজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া সহস্রারপদ্মনিঃসৃত সুধা পান করিবেন। যে সাধক বাহ্যপূজায় সুরাকে উক্তরূপ ভাবনার দ্বারা সেই সুধারূপে কল্পনা করিয়া সেবন করিতে পারেন, তাঁহার ইহা সুরাপান নহে—সুধাপান। এইরূপ ভাবনায় অশক্ত সাধক সুরাপান করিলে তজ্জন্য পাপী হইবেন। যে সাধক জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা পাপ-পুণ্যরূপ পশুকে হনন করিয়া পরমাত্মায় লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মাংসাশী। এইরূপ ভাবনায় অশক্তের মাংস ভক্ষণ পাপজনক। যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া পরমাত্মায় লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মৎস্যাশী। এইরূপ ভাবনায় অসমর্থ সাধক মৎস্যভক্ষণে পাপী হইবেন। পশু সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধ, কৌলসাধকের শক্তি প্রবুদ্ধ, যে সাধক সেই প্রবুদ্ধ শক্তির সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শক্তিসেবক। [ইহা চতুর্থ মকার মুদ্রার ভাবনা, শক্তিই মুদ্রারূপা, এই প্রকার ভাবনা করিয়া মুদ্রা সেবন করিতে হইবে।] যে সাধক পরাশক্তি ও পরমশিব, উভয়ের মিথুনের সংযোগজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত মৈথুনসেবক। বাহ্যপূজাঙ্গ মৈথুনে যিনি উক্ত প্রকার ভাবনা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কৌলসাধক, অন্যথা পাপী হইবেন। গুরুর নিকট পঞ্চমকারের এই প্রকার বাসনা অবগত হইয়া যিনি সেবন করেন, তিনিই মুক্ত হইতে পারেন।

কুলার্ণবের এই বচনগুলিই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার ভিত্তি।

এই বচনগুলির উপক্রম উপসংহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হয় যে,—এই বচনগুলি বাহ্য পঞ্চমকারের বাসনা বা ভাবনাপ্রতিপাদক মাত্র। তবে অন্তর্যাগনিষ্ঠ সাধক বাহ্যযাগ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার বাহ্য পঞ্চমকারের প্রয়োজন হইবে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক সেবন করিলেও দোষ হইবে না।

পঞ্চমকার সেবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরশুরাম [সেতুবন্ধ ও সৌভাগ্য ভাস্করধৃত] কল্পসূত্রে বলিয়াছেন,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাস্তৈরথার্চ্চনম্॥"*

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত, পঞ্চমকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, এই জন্য পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে।" ৫।৮০

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত, মদ্য সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, এই জন্য যোগিগণ মদ্য পান করেন।

বস্তুতঃ পঞ্চমকার সেবনে যে আনন্দের স্ফুরণ হয়, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই। কিন্তু অবিশুদ্ধ পঞ্চমকার সেবনে যে আনন্দ হয়, তাহা তমোগুণজন্য মোহ-ভাবসংশ্লিষ্ট, এই জন্য নিন্দিত। মদ্যাদিতে মোহিনী ও আনন্দদায়িনী, এই দুইটি শক্তি আছে। মোহ তমোগুণের ধর্ম্ম ও আনন্দ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বসম্মত। অতএব মদ্যাদিতে সত্ত্বগুণ আছে, কিন্তু তাহা তমোগুণে আবৃত। মন্ত্রাদিসংস্কারের দ্বারা তমোগুণের আবরণ অপসারিত করিলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, অতএব এই প্রকার সংস্কৃত দ্রব্য সেবনে আনন্দমাত্রেরই স্ফুরণ হয়, চিত্তমোহ হয় না। এই হেতু এইরূপ দ্রব্য সেবনে মনের স্থৈর্য্য, মন্ত্রার্থস্ফুরণ ও ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ হয়। এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি নান্যথা॥" ৫।৭২

"মন্ত্রপূতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবার্পিতং প্রিয়ে।
যে পিবন্তি জনাস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে॥" ৫।৭৬

---

* পরশুরামকল্পসূত্রে (১।২) "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাস্তৈরর্চ্চনং গুপ্ত্যা প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

"মন্ত্রসংস্কারসংশুদ্ধামৃতপানেন পার্ব্বতি।
জায়তে দেবতাভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ॥" ৫।৮৩
"মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় মনসঃ স্থৈর্য্যহেতবে।
ভবপাশনিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং সমাচরেৎ॥" ৫।৮৭

[আবয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ]। কুলদ্রব্য [সুরা] সেবনে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব-শক্ত্যাত্মক ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। মন্ত্রপূত কুলদ্রব্য গুরু ও দেবতাকে অর্পণ করিয়া প্রসাদস্বরূপ সেবন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্র মদ্য পান করিলে চিত্তে দেবতাভাবের উদয় হয়, ইহাই মুক্তির জনক। মন্ত্রার্থের স্ফুরণ, মনের স্থৈর্য্য ও ভবপাশনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য মধু অর্থাৎ মদ্য পান করিবে।

স্মৃতিশাস্ত্রে মদ্য অতিশয় অপবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের সুরাপানে প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত; ঈদৃশ অপবিত্র মদ্য মন্ত্রসংস্কারে কিরূপে পবিত্র হইবে? এইরূপ তর্ক হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রশক্তি অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা বা তর্কের অতীত। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে [২।১।২৭] বলিয়াছেন,—

"লৌকিকানামপি মণি-মন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশ-কাল-নিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে। তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ অবগন্তুং শক্যন্তে, অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি। * * * তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।' ইতি।"

ইহার মর্ম্ম এই—লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়, দেশ-কাল-নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ মণি মন্ত্র ওষধি প্রভৃতির শক্তির দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। সেই শক্তি উপদেশ ভিন্ন কেবল তর্কের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। এই বিষয়ে পৌরাণিকগণ বলেন—যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাকে নিয়া তর্ক করিবে না। যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু-স্বভাব হইতে অন্যরূপ, কেবল উপদেশগম্য, তাহাই অচিন্ত্য। পরশুরামও কল্পসূত্রে (১।৮) বলিয়াছেন,—"মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা"। বর্ত্তমান সময়েও যাঁহারা মন্ত্রশক্তির দ্বারা অগ্নিস্তম্ভনাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন অবিশ্বাসীও মন্ত্রশক্তির বোধ হয় অপলাপ করিতে পারিবেন না।

মন্ত্র চেতন পদার্থ। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [৯৬ পৃঃ] বলিয়াছেন—"ন চ তেষাং [মন্ত্রাণাং] জড়ত্বমিতি শঙ্ক্যম্। শব্দরূপশরীরাণাং জড়ত্বেঽপি শরীরিণামস্মাকমিব চেতনত্বোপপত্তেঃ।" যেমন আমাদের দেহ জড়, কিন্তু তদধিষ্ঠিত আত্মা চেতন, সেইরূপ মন্ত্রের শব্দরূপ শরীর জড় হইলেও তদধিষ্ঠিত দেবতা চেতন। কিন্তু এই মন্ত্রাধিষ্ঠিত চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, সাধনার দ্বারা তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। যে সাধক মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাঁহার মন্ত্রপাঠে দ্রব্য পবিত্র হইবে না। সাধক প্রথমতঃ গুরুকর্তৃক শোধিত দ্রব্য সেবন করিবেন, পরে গুরূপদেশে ক্রমে মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়া নিজে শোধন করিবেন।*

অসংস্কৃত অপবিত্র দ্রব্য সেবন সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"অসংস্কৃতং পিবেদ্দ্রব্যং বলাৎকারেণ মৈথুনম্।
স্বপ্রিয়েণ হতং মাংসং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

যে অসংস্কৃত মদ্য পান করে, বলপূর্ব্বক মৈথুন করে ও নিজের প্রীতির জন্য পশু হনন করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহার দেহান্তে রৌরব নরকে বাস করিতে হয়।

*বংশে রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে একজন সাধকশ্রেষ্ঠ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ণানন্দ গিরির পরে ইঁহার মত সাধক আমাদের বংশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৃদ্ধদের মুখে ইঁহার সম্বন্ধে এই গল্পটি শুনিয়াছি—ইঁহার পুত্র পিতার পুস্তকে একটি মন্ত্র দেখিতে পান; এই মন্ত্রের দ্বারা কুমড়া অথবা শঁসা অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলে কিছুতেই তাহা কাটা যাইবে না। পিতার নিকট উপদেশ না লইয়াই তিনি সেই মন্ত্র আয়ত্ত করিলেন এবং পিতার পুস্তকে অবস্থিতি-হেতু মন্ত্রশক্তিতে তাঁহার কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না, নিজে পরীক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বুজ্‌রুকি দেখাইয়া প্রশংসাপ্রাপ্তির আশায় প্রতিবেশীদের দরবারে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রশক্তি দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটি কুমড়া আনীত হইল, তিনি অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেন. সামান্য দাত্রের দ্বারাই তাহা ছিন্ন হইয়া গেল; তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন। এই সময় ঘটনাচক্রে রাঘবেন্দ্র ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া বিবরণ জানিতে পারিয়া স্বয়ং একটি কুমড়া অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেন, তাহা কিছুতেই কাটা গেল না। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন—মন্ত্র প্রবুদ্ধ না করিয়া মন্ত্রশক্তি দেখাইতে গেলে লোকের নিকট এইরূপ উপহসিত হইতে হয়; বিশেষতঃ সাধকের বুজ্‌রুকি দেখান নিতান্ত অকর্ত্তব্য. ইহাতে শক্তিহানি হয়। আজ মন্ত্রের মর্য্যাদা ও তোমার সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে এই বুজ্‌রুকি দেখাইতে হইল। এই স্থলে দেখা যায়—একই মন্ত্র, পুত্র অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া নিষ্ফল এবং পিতা প্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া সফল হইলেন। বর্ত্তমান কালেও অনেকেই দেখিতে পান—একই সর্পদষ্ট ব্যক্তিতে একই মন্ত্রের

যিনি কৌলজ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল ভোগবৃত্তিচরিতার্থে কৌলাচার গ্রহণপূর্ব্বক কুলদ্রব্য সেবন করেন, তিনি মহাপাতকী ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত। তথাচ কুলার্ণবে,—

"কৌলজ্ঞানে হ্যসিদ্ধো যস্তদ্দ্রব্যং ভোক্তুমিচ্ছতি।
স মহাপাতকী জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥" ৫।৯৫
"সেবেত মধু-মাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।" ৫।৮৬
"সেবেত স্বসুখার্থং যো মদ্যাদীনি স পাতকী।" ৫।৮৮

পূজাকাল ভিন্ন অন্য সময়েও কুলদ্রব্য সেবন করিবে না। তথাচ কুলার্ণবে,—

"মৎস্য-মাংস-সুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।
যাগকালং বিনান্যত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে॥" ৫।৭৯

ত্রিপুরামহোপনিষৎ কুলদ্রব্যসেবনের ফল বলিতেছেন,—

"পরিস্রুতা হবিষা পাবিতেন প্রসঙ্কোচে গলিতে বৈ মনস্তঃ।
সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য জগতো বিধাতা ধর্ত্তা হর্ত্তা বিশ্বরূপত্বমেতি॥"

মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত হবিঃ অর্থাৎ দেবীপূজাশেষভূত কুলদ্রব্য পানের দ্বারা মন হইতে জাত আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব দূর হইলে অর্থা পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদজ্ঞান দূর হইলে সাধক সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বজগতে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা হইতে পারেন; এমন কি, সাধক তখন তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যস্ত সমস্ত বিশ্বকেই অহংরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ দূরীভূত হইলে সাধক তখন আর নিজের দেহস্থিত জীবাত্মাকেই "আমি" বলিয়া মনে করেন না, বিশ্বকেই তিনি "আমি" বলিয়া মনে করেন।

ইহার ভাষ্যে ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মমার্গ-জ্ঞানমার্গ-ভক্তিমার্গেষু তচ্ছাস্ত্রপ্রবর্ত্তকৈঃ প্রণালিকাঃ নানাবিধাঃ পরস্পরবিলক্ষণা উক্তাঃ। তাঃ সর্ব্বা অপি দুঃসাধ্যাশ্চিরকালফলপ্রদা ইতি তচ্ছাস্ত্রবিদাং স্পষ্টমেব। অত্র তু দ্রব্যস্বীকারৈরাবর্ত্তমানৈরুল্লাসপরম্পরৈব প্রণালিকা। তত্র প্রৌঢ়োল্লাসপর্য্যন্তং সময়াচারকৃতা ধর্ম্মাস্তদন্তোল্লাসে যাথাকাম্যং চরমোল্লাসে ব্রহ্মস্বরূপতেতি। তথাচ কল্পসূত্রম্—"আরম্ভ-তরুণ-যৌবন-প্রৌঢ়-তদন্তোন্মনবস্থোল্লাসেষু প্রৌঢ়ান্তং সময়াচারঃ, ততঃ পরং যথাকামী" ইতি *।

প্রয়োগে এক বোজা নিষ্ফল হয়, অন্য বোজা সফলকাম হয়। এই সকল দৃষ্টফলে মন্ত্র প্রবুদ্ধ হইল কি না, প্রয়োগের দ্বারা জানা যায়, দ্রব্যশুদ্ধি অদৃষ্ট, এই বিষয়ে মন্ত্রপ্রবোধ গুরূপদেশ ভিন্ন জানিবার উপায় নাই।

* পরশুরামকল্পসূত্র, ১০।৬৮।

উল্লাসসপ্তকলক্ষণানি কুলার্ণবাদিষু দ্রষ্টব্যানি। যদ্যপি প্রতিদিনং ব্রহ্মস্বরূপতা-বাপ্তির্জায়ত এব, তদানীং মনসো বিলীনত্বাৎ, তথাপ্যবিদ্যাপরিণামবিশেষরূপয়া নিদ্রয়া সংবলিতত্বান্ন সা পুরুষার্থঃ। নিদ্রারাহিত্যেন তাদৃশী দশা তু পুরুষার্থ এব, যাং জ্ঞানভূমিকাষু সপ্তমীং মন্যন্তে জ্ঞানিনঃ। যাঞ্চ নির্ব্বিকল্পকসমাধিত্বেন ব্যবহরন্তোঽনুভবন্তি যোগিনঃ। সৈব দশা উন্মনোত্তরানবস্থারূপোল্লাসেঽপি যোগিভিরনুভূয়তে। তদুক্তম্—

'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং দ্রব্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥'

ইতি। কল্পসূত্রে তু 'তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ মকারাঃ' ইত্যুক্তম্। পরন্তু তদেব দ্রব্যমযজ্ঞাঙ্গমপবিত্রঞ্চেৎ পীতং তদা পুরুষার্থনিষেধবৃত্ত্যা পাপেন প্রতিবন্ধান্ন তাং দশামুৎপাদয়িতুং ক্ষমম্। মন্ত্রৈঃ পাবিতং হবীরূপমেব তু সমাধিদশামুৎপাদয়তি। তদুক্তং সময়াচারস্মৃতৌ,—

'অসংস্কৃতং পশোঃ পানং কলহোদ্বেগপাপকৃৎ।
মন্ত্র-পূজাবিহীনং যৎ পশুপানং তদেব হি॥
পশুপানবিধৌ পীত্বা বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ।
সংস্কৃতং বোধজনকং প্রায়শ্চিত্তঞ্চ শুদ্ধিকৃৎ॥
মন্ত্রাণাং স্ফুরণং তেন মহাপাতকনাশনম্।
আয়ুঃ শ্রীঃ কান্তি-সৌভাগ্যং জ্ঞানং সংস্কৃতপানতঃ॥
অষ্টৈশ্বর্য্যং খেচরত্বং পতনং বিধিবর্জিতম্।
সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে মদিরাং ব্রাহ্মণঃ পিবেৎ॥
অন্যত্র ব্রাহ্মণঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।'

ইত্যাদি। পরন্তু—

'বরং প্রাণাঃ প্রগচ্ছন্তু ব্রাহ্মণো নার্পয়েৎ সুরাম্।
ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥'

ইত্যাদি-শক্তিসঙ্গম-তন্ত্ররাজাদিবচনৈর্নি ষিদ্ধত্বাদিহ সর্ম্মপাশনিরসনোপায়ঃ সৎসম্প্রদায়াদেবাবগন্তব্যঃ। ব্যবস্থাপ্রকারাশ্চ কৌলোপনিষদ্ভাষ্যেঽস্মাভিঃ প্রদর্শিতাঃ। ততশ্চ তদধিকারিণাং তাদৃশৈরুল্লাসৈরন্তঃকরণাবচ্ছিন্নস্য জীবাত্মনোঽহংকরণোপাধিকৃতসঙ্কোচাপনয়ে সতি ব্রহ্মভাবে সতি কিমবশিষ্যতে? ন চ দ্রব্যোল্লাসস্যাগমাপায়িত্বেন ন তাবতৈব কৃতার্থতেতি বাচ্যম্। অস্য পর্য্যনুযোগস্য সমাধাবপি তুল্যত্বাৎ। অথ তত্র পবননিয়মনাদিভিরুপায়ৈঃ

পুনঃ পুনঃ সমাধিপ্রবেশেন চিরাভ্যাসপাটবেন কতিপয়দিবসোত্তরং বিনাপি পবননিরোধং সার্ব্বকালিকঃ সমাধিরুৎপদ্যতে। সমুদ্রে নৌকামারুহ্য গচ্ছতাং তৎকল্লোলৈঃ সুচিরমান্দোলিতবতাং নৌকাবরোহণেঽপ্যান্দোলনানুবৃত্তিদর্শনাদিতি চেৎ, তুল্যং প্রকৃতেঽপি। সংস্কৃতদ্রব্যপানজন্যোন্মনস্ত্ববস্থাভ্যাসপাটবেন বিনাপি দ্রব্যং কতিপয়দিবসৈঃ তাদৃশদশায়া অকৃত্রিমায়াঃ সিদ্ধেঃ।"

"অক্ষরার্থস্তু—পাবিতেন মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতেন হবিষা দেবীপূজাশেষভূতেন পরিস্রুতা পীয়মানেন মনস্তঃ অন্তঃকরণাজ্জাতে সঙ্কোচে আত্মনঃ পরিচ্ছেদে প্রগলিতে নির্ব্ব্যুত্থানাদ্‌বিলীনে সতি উন্মন্যুল্লাসোত্তরানবস্থায়ামিতি যাবৎ। বৈ নিশ্চয়েন সর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মকো ভবতি। তেন স্বাত্মৈকবিষয়ক-নির্ব্বিকল্পক-বৃত্তিজনকো মদ এবান্তর্যাগবিধায়কবাক্যে ধাত্বর্থ ইত্যুপসংহৃতং ভবতি। অনেনৈবাশয়েন তন্ত্রে মত্তস্য বহুবিধতা প্রতিপাদ্যতে—

'রমন্তে কামুকা মত্তা মত্তঃ কুপ্যতি কোপনঃ।
গায়ন্তি গায়কা মত্তা মত্তা ধ্যায়ন্তি কোপনঃ॥'

ইতি। তেন যোগবিশেষোঽপ্যেতৎসহায়ত্বেনাক্ষিপ্তঃ। সর্ব্বাত্মকত্বমেব বিবৃণোতি—সর্ব্বস্য জগতো বিধাতা ব্রহ্মা, ভর্ত্তা বিষ্ণুঃ, হর্ত্তা রুদ্রঃ, স এব। কিং বহুনা, দাস-দাশ-কিতবাদিপ্রাণিমাত্ররূপঃ স এব ভবতীত্যাহ— বিশ্বরূপত্বমেতি। শরীরপাতস্তু প্রারব্ধবশাদ্‌যদা কদাপি যত্র ক্কাপি ভবতু ন তাবতাঽস্য কোঽপি বিশেষঃ কৃতকৃত্যত্বাদিতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ কল্পসূত্রে—"ইত্থং বিদিত্বা বিধিবদনুষ্ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠস্য সর্ব্বতঃ কৃতকৃত্যতা শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহ-কাশ্যোর্নান্তরং স জীবন্মুক্তঃ" ইতি।"*

মর্ম্ম—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে সেই সেই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকগণকর্ত্তৃক পরস্পর বিসদৃশ নানাবিধ প্রণালী উক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রণালী দুঃসাধ্য এবং বহুকালে ফলপ্রদ, ইহা সেই সেই শাস্ত্র যাহারা জানেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। কৌলমার্গে পুনঃ পুনঃ কুলদ্রব্য সেবনের দ্বারা উল্লাসপরম্পরাই প্রণালী। তাহাতে প্রৌঢ় উল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচারকৃতধর্ম্ম, তদন্তোল্লাসে যথেচ্ছাচারিতা, এবং চরম অর্থাৎ উন্মনী ও অনবস্থা উল্লাসে ব্রহ্মস্বরূপতা। [পরশুরামকৃত তান্ত্রিক] কল্পসূত্রে উক্ত হইয়াছে—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত, উন্মনী, অনবস্থা, এই সাতটি উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ় উল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার, তাহার পর যথেচ্ছাচারী। এই উল্লাসসপ্তকের লক্ষণ কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতিতে

* পরশুরামকল্পসূত্র, ১০.৮২

দ্রষ্টব্য। যদ্যপি প্রতিদিনেই [কুলদ্রব্যপানে উল্লাস জন্মিলে] সেই সময়ে মনের বিলয়হেতু ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়, তথাপি অবিদ্যার পরিণামবিশেষরূপ নিদ্রাকর্তৃক সম্বলিতত্ব হেতু অর্থাৎ নিদ্রায় তাহার ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া তাহা পুরুষার্থ নহে। নিদ্রারহিত অবিচ্ছিন্নরূপে তাদৃশী অবস্থাই পুরুষার্থ। জ্ঞানিগণ এই অবস্থাকেই জ্ঞানভূমিকার সপ্তমী ভূমিকা মনে করেন। যোগিগণ এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলেন। যোগিগণ [কুলদ্রব্যপানে] উন্মনী উল্লাসের পর অনবস্থারূপ উল্লাসে এই অবস্থা অনুভব করেন। ইহা [কুলার্ণবতন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে—

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহে অবস্থিত আছে, কুলদ্রব্য সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, এই জন্য যোগিগণ কুলদ্রব্য পান করেন।

কল্পসূত্রে "তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ" এইরূপ পাঠ আছে। পরন্তু সেই কুলদ্রব্য অযজ্ঞাঙ্গ এবং অপবিত্ররূপে পীত হইলে পুরুষার্থের প্রতিরোধকত্বহেতু পাপ জন্মায় বলিয়া প্রতিবন্ধকতা হেতু সেই অবস্থা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া হবিঃ রূপ হইলে সমাধি অবস্থা উৎপাদন করিতে পারে। সময়াচারস্মৃতিতে [তন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রসংস্কারবিহীন এবং পূজাবিহীন দ্রব্যপানের নাম পশুপান; এই পশুপান কলহ, উদ্বেগ এবং পাপের জনক হয়। বীরসাধকেরও পশুপানবিধিতে পান নরকের কারণ হয়। সংস্কৃত-দ্রব্যপান বোধজনক, পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং শুদ্ধি-কারক হয়। সংস্কৃতদ্রবপানে মন্ত্রের স্ফুরণ, মহাপাতকনাশ, আয়ুঃ, শ্রী, কান্তি, সৌভাগ্য, জ্ঞান—এই সকলের বৃদ্ধি, এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও খেচরত্ব লাভ হয়। বিধিবর্জ্জিত পানে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ সৌত্রামনী যাগ এবং কুলাচারে মদ্যপান করিতে পারেন, অন্যত্র পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইত্যাদি। পরন্তু -"বরং প্রাণপরিত্যাগ ভাল, তথাপি ব্রাহ্মণ পূজায় সুরা অর্পণ করিবেন না। ব্রাহ্মণ পূজায় সুরা অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে পতিত হইবেন।" শক্তিসঙ্গম, তন্ত্ররাজ প্রভৃতি তন্ত্রের এই সকল বচন দ্বারা ব্রাহ্মণের সুরাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ বিধি-নিষেধস্থলে ধর্ম্মপাশনিরসনের* উপায় সদ্‌গুরুর নিকট অবগত হইবে। ব্যবস্থাপ্রকার কৌলোপনিষদ্ভাষ্যে

* কর্ম্মরূপ পাশের দ্বারা বদ্ধ বলিয়া জীবের নাম পশু। পাপজনক কর্ম্ম যেমন বন্ধনের কারণ, পুণ্যজনক কর্ম্মও সেইরূপ বন্ধনের কারণ। অতএব মুক্তির আকাঙ্ক্ষী হইলে ধর্ম্মরূপ পাশ হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। বিহিত কার্য্য করিলে ধর্ম্ম হইবে, অবিহিত কার্য্য করিলে

আমি দেখাইয়াছি *। সেই হেতু কৌলমার্গাধিকারী সাধকের কুলদ্রব্যপানে তাদৃশ উল্লাসের দ্বারা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার অন্তঃকরণোপাধিকৃত সঙ্কোচ অর্থাৎ অবচ্ছিন্নভাব অপনীত হইয়া ব্রহ্মভাবের উদয় হইলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ লাভ হয়। এখন আপত্তি হইতে পারে—দ্রব্য-পানে যে উল্লাস হয়, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, দ্রব্যপান করিলে উল্লাস জন্মিবে এবং কিয়ৎকাল পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। উল্লাসসময়েই ব্রহ্মভাবের উদয় হয়, তাহার পূর্ব্বে বা পরে ব্রহ্মভাব থাকে না; অতএব ইহার দ্বারা কৃতার্থতা হইতে পারে না, যেহেতু স্থায়ী ব্রহ্মভাবই পরম পুরুষার্থ। এই আপত্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু সমাধিতেও এই আপত্তি হইতে পারে। যোগিগণ কঠোরভাবে বহুকালের চেষ্টায় ক্রমে যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান—এই সাতটি অঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে অষ্টম সমাধি অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন। যোগিগণও এই অবস্থায় যতক্ষণ সমাহিত অবস্থায় থাকেন, ততক্ষণই ব্রহ্মভাব অনুভব করেন, সমাধি অবস্থার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মভাব থাকে না। অতএব উল্লাস অবস্থায় ব্রহ্মভাব যদি পুরুষার্থ না হয়, তবে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মভাবও পুরুষার্থ হইতে পারে না। অতএব সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মভাব যখন পুরুষার্থ, তখন উল্লাস অবস্থায় ব্রহ্মভাবও পুরুষার্থ। সমাধিসাধনে বায়ুনিরোধাদি উপায়ের দ্বারা দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ সমাধিপ্রবেশ করিলে যে অভ্যাসপটুত্ব জন্মে, তাহার দ্বারা কিছুদিন পরে বায়ুনিরোধ ভিন্নও সার্ব্বকালিক সমাধিদশা উৎপন্ন হয়। লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়—নৌকারোহণে সমুদ্র-পথে গমন করিলে সমুদ্রকল্লোলের আঘাতে শরীরে আন্দোলনভাব উপস্থিত হয়, দীর্ঘকাল সেই আন্দোলনভাব উপভোগ করিয়া নৌকা হইতে অবরোহণ করিলেও সেই আন্দোলনের অনুবর্ত্তন থাকে। উল্লাসসাধন ও সংস্কৃতকুলদ্রব্য পানের দ্বারা দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ উন্মনী অবস্থা লাভ করিয়া তাহাতে অভ্যাসপটুত্ব জন্মিলে তাহার দ্বারা কিছু দিন পরে কুলদ্রব্য পান ভিন্নও অকৃত্রিম সার্ব্বকালিক উন্মনী অবস্থা উৎপন্ন হয়।

অক্ষরার্থ—মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত বলিয়া পাবিত, অর্থাৎ পবিত্রীকৃত।

অধর্ম্ম হইবে, ইত্যাকার বিবেচনাই ধর্ম্মপাশ। অতএব নিষিদ্ধ সুরা পান করিলে অধর্ম্ম হইবে, এইরূপ বিবেচনাও ধর্ম্মপাশ। এই ধর্ম্মপাশমোচনের উপায় গুরুর নিকট অবগন্তব্য।

* কৌলোপনিষদের ১৯শ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের তাৎপর্য্য উক্ত হইবে।

দেবীপূজার শেষভূত বলিয়া হবিঃ। পরিস্রুত অর্থাৎ মদ্য পীয়মান হইলে। মনস্তঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে জাত। সঙ্কোচ অর্থাৎ আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব। প্রগলিত অর্থাৎ উন্মনী উল্লাসের পর অনবস্থা উল্লাসে নির্ব্যুত্থান [সমাধির শেষ অবস্থা] হেতু বিলীন হইলে। সাধক নিশ্চয়ই সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক হইতে পারেন। * * * সর্ব্বাত্মকত্বের বিবরণ করিতেছেন—সকল জগতের বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, ভর্ত্তা অর্থাৎ বিষ্ণু, হর্ত্তা অর্থাৎ রুদ্র, সেই সাধকই হইতে পারেন। বহু কথায় ফল কি—দাস অর্থাৎ শূদ্র, দাশ অর্থাৎ ধীবর, কিতব অর্থাৎ ধূর্ত্ত ইত্যাদি প্রাণিমাত্ররূপ সেই সাধকই হয়েন, এই জন্যই বলিতেছেন—বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপ সাধকের প্রারব্ধবশে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে শরীরপাত অর্থাৎ মৃত্যু হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, যেহেতু—তিনি কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে স্থানে যে অবস্থাতেই মৃত্যু হউক, তাঁহার কৈবল্য মুক্তি অনিবার্য্য। কল্পসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—কুলনিষ্ঠ সাধক এই প্রকার অবগত হইয়া বিধিবিহিত কুলাচারের অনুষ্ঠান করিয়া সকলরূপে কৃতকৃত্যতা লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে চণ্ডালগৃহ ও কাশীতে পার্থক্য নাই, তিনি জীবন্মুক্ত। অর্থাৎ চণ্ডালগৃহ বা কাশী, যেখানেই তাঁহার মৃত্যু হউক, তিনি মুক্তি লাভ করিবেন।

ত্রিপুরামহোপনিষদের শ্রুতি ও ভাস্করের ভাষ্যের উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—যোগিগণ ভোগবর্জ্জনপূর্ব্বক কঠোর সাধনার দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাধির শেষে ব্যুত্থান অবস্থায় যে নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, কৌলসাধকগণ কুলসাধনায় সংস্কৃত কুলদ্রব্য সেবনে উল্লাসপরম্পরায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সপ্তম অনবস্থা উল্লাসে উপনীত হইয়া সেই নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। উভয়ের গন্তব্য স্থান এক হইলেও সাধনমার্গে বিশেষ এই—যোগমার্গে ভোগবর্জিত কঠোর সাধনা কষ্টের কারণ হয়, কৌলমার্গে ভোগের সহিত সাধনা কষ্টের কারণ হয় না। এই জন্য [সৌভাগ্যভাস্করধৃত] রুদ্রযামল বলিতেছেন,—

"যত্রাস্তি ভোগো ন তু তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মোক্ষো ন তু তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীসাধকপুঙ্গবানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥"

কুলার্ণবতন্ত্রও বলিতেছেন,—

"যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্‌ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
ভোগ-যোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং প্রিয়ে ॥"

ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিলে যোগমার্গে মুক্তির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়, মুক্তি প্রার্থনা করিলে ভোগ বর্জ্জন করিতে হয়। শক্তির উপাসনায় কৌলমার্গে ভোগের সহিত মুক্তিলাভ হয়, এই জন্য কৌলমার্গ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

দ্রব্যশক্তি অথবা যোগশক্তির সাহায্যে মন্ত্রশক্তি ফলবতী হয়। যোগশক্তির সাহায্য লইলে ভোগবর্জ্জন এবং কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, দ্রব্যশক্তির সহায়তায় তাহার প্রয়োজন নাই। যোগশক্তির সাহায্য কঠিন। দ্রব্যশক্তির সাহায্য [পদস্খলন না হইলে] সহজ। এই জন্য কৌলসাধক পঞ্চ-মকাররূপ দ্রব্যশক্তির সাহায্যে মন্ত্রশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী।

ভাস্কররায় ভাষ্যে উল্লাসসপ্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ দেন নাই। আনন্দ বা আহ্লাদের নাম উল্লাস, এই স্থানে কুলদ্রব্যপানজন্য আনন্দবিশেষের নাম উল্লাস। এই উল্লাসের সাতটি স্তর বা অবস্থা, তাহা ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে এই উল্লাসসপ্তকের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থানে লিখিত হইতেছে। (১) তিনচুলুক মাত্র দ্রব্যপানের নাম আরম্ভ উল্লাস *। (২) মনে তরুণ আনন্দের উদয় হইলে তাহার নাম তরুণ উল্লাস [ইহারই নাম গোলাপী নেশা]। (৩) মনে সম্যক্ উল্লাসের উদয় হইলে তাহার নাম যৌবন উল্লাস। (৪) যে উল্লাসে দৃষ্টি, মন ও বাক্যের কিঞ্চিৎ স্খলন হয়, তাহার নাম প্রৌঢ় উল্লাস। (৫) সম্যক্ মত্ততাবস্থার নাম তদন্তোল্লাস। (৬) যে উল্লাসে মনের বিকৃতি দূর হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ অবস্থা হয়, তাহার নাম উন্মনী উল্লাস। (৭) যে উল্লাসে অন্তঃকরণোপাধিক জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, তাহার নাম অনবস্থা উল্লাস।†

* তারাভক্তিসুধার্ণবে "তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভ." এই কুলার্ণববচনের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে— "তত্ত্বত্রয়ন্তু মন্ত্রপূর্ব্বকমবিচ্ছিন্নাম্ চুলুকত্রয়পানমারম্ভম্ আম্নায় এব। অত্রচ তত্ত্বশব্দেঃ প্রকারান্তরসোক্তত্বাৎ। এবঞ্চাম্নায়ান্তরে বারত্রয়গ্রহণমারম্ভ ইতি প্রতিভাতি"। কুলার্ণবতন্ত্র ও কৌলমার্গ ঊর্দ্ধাম্নায়ের অন্তর্গত।

† পরশুরামকল্পসূত্রে ও তাহার টীকায় উল্লাসসপ্তকের বিবরণ কথিত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ় ও তদন্ত, এই পাঁচটী উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া প্রকট থাকে, এই জন্য এই উল্লাসপঞ্চক জাগ্রদবস্থা। উন্মনী উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া মানসিক ক্রিয়া প্রকট থাকে, এই জন্য ইহা স্বপ্নাবস্থা। অনবস্থা উল্লাসে মনেরও কোন ক্রিয়া থাকে না, মনও পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, এই জন্য ইহা সুষুপ্তি অবস্থা।

কৌলোপনিষদে "মদাদিত্যাজ্যঃ" এই শ্রুতির দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে মদ্য সেবন-জনিত মত্ততা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তরুণোল্লাস পর্য্যন্ত মত্ততা হয় না, তাহার পর হয়। অতএব মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে তরুণোল্লাসের অতিরিক্ত পান করিবে না। প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সময় শব্দের অর্থ নিয়ম, সাধককে নিয়মের অধীন হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া এই আচারের নাম সময়াচার,* সময়াচার কৌলাচারের অন্তর্গত। অতএব প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচারোক্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। প্রৌঢ়োল্লাসের পরে যথেচ্ছাচারিতা উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই কুলার্ণবতন্ত্রের তদন্তোল্লাসে কতকগুলি উৎকট বাহ্যব্যাপারের বর্ণনা আছে, সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা নিতান্ত বীভৎস বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সাধকের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ—তিনি তখন বিধি-নিষেধের অতীত, স্তুতি-নিন্দারও অতীত। সাধক এই অবস্থায়ই "জড়োন্মত্তপিশাচবৎ" বলিয়া তন্ত্রে নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন। কৌলোপনিষদে মন্ত্রসিদ্ধি পর্য্যন্তই বিধিনিষেধের অধীনতা এবং মন্ত্রসিদ্ধির পরে যথেচ্ছাচারিতা ব্যবস্থিত হইয়াছে, অতএব এই অবস্থায় সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়া, উপাস্য দেবতায় মনকে একনিষ্ঠ ভাবে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, বাহ্যব্যাপারে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তখনও সাধকের জাগ্রদবস্থা, এই জন্যই বাহ্য আনন্দই তাঁহার অনুভূতির বিষয় বলিয়া কুলার্ণব তন্ত্রে উৎকট বাহ্য আনন্দের বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ বাহ্য ব্যাপার করা না করা সাধকের ইচ্ছাধীন, যে হেতু তিনি তখন স্বৈরাচার। সাধক এই অবস্থাতেই ভৈরবীচক্রের অধিকারী। ঈদৃশ সাধককে লক্ষ্য করিয়াই [পুরশ্চর্য্যার্ণবধৃত] রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে—

---

* স্বচ্ছন্দতন্ত্রের [১।১০] টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন—"দীক্ষিতানাং শেষবন্ধেন নিয়তবিধি-নিষেধাঃ সময়ঃ"। পরশুরামকল্পসূত্রের (১০।৮০) টীকায় "সময়াচারাঃ" ইহার ব্যাখ্যায় রামেশ্বর বলিয়াছেন—"এতে ইচ্ছায়া নিরূপিতা ধর্ম্মাঃ সাময়িকাঃ, সময়ে তু শাস্ত্রমর্য্যাদায়াং বর্ত্তমানাঃ, তে কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিতা উপাসকধর্ম্মা ইতি যাবৎ"।

"বামে চন্দ্রমুখী মুখেচ মদিরা পাত্রং করাম্ভোরুহে
মূর্দ্ধি, শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতীধ্যানাস্পদং মানসম্।
জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতিঃ কৌলক্রমাভ্যাগমে
যেষাং বৈ নিয়তং পিবন্তু সুরসং তে ভুক্তি মুক্তী গতাঃ॥"

"এবঞ্চ ঈদৃশবিকারকারণপ্রাচুর্য্যেপি অবিচলিতমনসাং দেবতাধ্যানমাত্রাসক্ত-স্বান্তানাং ধীরবর্য্যাণামেবাত্রাধিকারো নতু বিষয়লম্পটানামিতি সিধ্যতি।"

বামে সুন্দরী যুবতী, মুখে মদিরা, হস্তে পানপাত্র, মস্তকে শ্রীগুরুচিন্তা, মনে ভগবতীর ধ্যান, জিহ্বায় মন্ত্রজপ, কৌলসাধনায় যাঁহাদের এইপ্রকার পরিণতি, তাঁহারা সুরস পান করুন, ভোগ মোক্ষ তাঁহাদেরই করায়ত্ত। এই প্রকার চিত্ত-বিকারের কারণপ্রাচুর্য্যেও যাঁহাদের অবিচলিত মন কেবল দেবতার ধ্যানমাত্রেই আসক্ত, এইপ্রকার স্থিরচিত্ত সাধকেরই ইহাতে অধিকার, বিষয়লম্পটের অধিকার নাই। বস্তুতঃ চিত্তবিকারের এই সকল প্রচুর কারণ সত্ত্বেও চিত্ত স্থির রাখা অসম্ভব বলিয়াই সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"পিবন্মদ্যং পলং খাদন্ স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ।
অহন্তেদন্তয়োরৈক্যং ভাবয়ন্নিবসেৎ সুখী॥"

স্বেচ্ছাচারপরায়ণ সাধক মদ্যপান এবং মাংসভক্ষণ করিয়া অহন্তা [আত্মসত্তা] এবং ইদন্তা [জগৎসত্তা], এই উভয়ের ঐক্য ভাবনা করত পরমানন্দে অবস্থিতি করেন।

সাধারণ মাতালের সম্বন্ধেও দেখা যায়—মদ্যসেবনে যত দূর মত্ততাই হউক না কেন, তাহার চিত্ত যে দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইতে চ্যুত হয় না। তাহা হইলেই দেখা যায়, চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন মদ্যের একটি গুণ। অলৌকিক সংস্কারের দ্বারা মদ্যের সেই গুণ বৃদ্ধি পায়। জাগতিক বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া চিত্তকে উপাস্য দেবতায় একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করাই সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। সংস্কৃত দ্রব্য পানে উল্লাসপরম্পরায় চিত্তের সেই একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তম উল্লাসে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-অবস্থা উপস্থিত হয়।

তদন্তোল্লাসের পরে উন্মনী উল্লাসে মন বাহ্যবিষয় হইতে নিরস্ত হইয়া হৃদয়ে সন্নিরুদ্ধ হয়। যথা সৌভাগ্যভাস্করধৃত ত্রিপুরোপনিষদে,—

"নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥"

কাজেই তখন আর বাহ্য ব্যাপারের সহিত মনের কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়া বাহ্য আনন্দজনক ব্যাপার বা তাহার অনুভূতিও থাকে না, কেবল আন্তর ব্যাপারে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়, এই তিনটি পদার্থ মাত্র মনের বিষয় থাকে। এই জন্য ইহা স্বপ্নাবস্থা। তদন্তোল্লাসের পরে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণব তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিকৃতিং মনসো হিত্বা যদোল্লাসঃ প্রবর্ত্ততে।
তদা তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ॥"

মনের বিকৃতি পরিত্যাগ করিয়া যখন [উন্মনী] উল্লাস প্রবৃত্ত হয়, তখন সাধক দেবতাভাব প্রাপ্ত হন। মন্ত্রসিদ্ধির পরে ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সম্যক্ অনুভূতি হয় না; উন্মনী উল্লাসের উদয় হইলে সেই আস্বাদ আরও স্পষ্ট হয়।

অনবস্থা উল্লাসে মন ও জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, ধ্যাতা ও ধ্যান, এই দুই পদার্থও ধ্যেয় পদার্থে বিলীন হয়, তখন বিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া যায়। মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে, উন্মনী উল্লাসেই বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, অনবস্থা উল্লাসে সেই মনেরও বিলয় [illegible] মনের আন্তর ক্রিয়াও থাকে না, এই জন্য তখন সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় সাধকের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা তিনি স্বয়ংই অনুভব করেন, অপরকে বলিয়া বুঝাইতে পারেন না। আবার উল্লাস ভঙ্গ হইলে মনে আনন্দভঙ্গজন্য শোক উপস্থিত হয়। এই কথাই কুলার্ণবতন্ত্র বলিয়াছেন,—

"নরাঃ কিমপি জানন্তি স্বাত্মধ্যানপরায়ণাঃ।
তদা যৎ পরমং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে॥
স্বয়মেবানুভবন্তি শর্করা-ক্ষীরপানবৎ।" (৮।৮৭)
"ব্রহ্মধ্যানপরানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ।
ক্ষণেঽপ্যন্তর্হিতে তস্মিন্ শোচয়ন্তি হতপ্রভাঃ॥" ৮।৯০)

যেমন শর্করা বা দুগ্ধের আস্বাদনজন্য সুখ একমাত্র অনুভববেদ্য, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না, সেইরূপ পরমাত্মধ্যানপরায়ণ সাধকের পরমাত্মানুভবজন্য সুখ বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। উল্লাস অন্তর্হিত হইলে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সাধকের ধ্যানভঙ্গ হয়, তখন তিনি হতপ্রভ হইয়া আনন্দভঙ্গজন্য শোক অনুভব করেন।

এই উল্লাসপরম্পরা লাভ করিবার উপায় একমাত্র গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। কৌলমার্গে অধিকার লাভ করিলে সদ্‌গুরুর নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া কৌলাচার অবলম্বন করিতে হয়।

আদ্য মকার মদ্য সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। পঞ্চম মকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না, বলা নিরাপদ্‌ও নহে। পুরুষে শিবভাব ও নারীতে শক্তিভাব অন্তর্নিহিত আছে। মানুষ অপূর্ণ, শিব-শক্তির মিলন ভিন্ন মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, শিবশক্তিসামরস্যই * আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ঐহিক ব্যাপারেও উপস্থেন্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ এবং নিধুবন ঐহিক আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ঐহিক ব্যাপারের যে দোষ আছে, সাধক সংস্কারের দ্বারা তাহা দূর করিয়া, কেবল শিব-শক্তিসামরস্যলাভের জন্যই এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ভোগতৃষ্ণা-চরিতার্থতার জন্য লিপ্ত হইলে পতন অনিবার্য্য। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন,—

"বিধিবুদ্ধ্যৈব সেবেত তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।
যৈরেব পতনং দ্রব্যৈর্ম্মুক্তিস্তৈরেব চোদিতা॥"

[ত্রিপুরামহোপনিষদ্‌ভাষ্যধৃত বচন]

"যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।"

[কুলার্ণবতন্ত্র ৫।৪৮]

বিধিবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই পঞ্চমকার সেবা করিবে। ভোগবাসনায় সেবা করিলে পাপ হইবে। যে দ্রব্য সেবনে পতন, সেই দ্রব্য সেবনেই মুক্তি বিহিত হইয়াছে।

ভোগতৃষ্ণারহিত হইয়া এই সকল ভোগ্য পদার্থের উপভোগ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা। এই জন্যই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"কৃপাণধারাগমনাদ্‌ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসাধনম্॥" ২।১২২

উদ্যত কৃপাণশ্রেণীর উপর দিয়া গমন বরং সহজ, ব্যাঘ্রের কণ্ঠে আলিঙ্গন বরং সহজ, ফণীর ফণায় হস্তক্ষেপও বরং সহজ, কিন্তু কুলসাধন এই সকল অপেক্ষাও

* সৌভাগ্যভাস্করে [১৬১ পৃঃ] ভাস্কররায় বলিয়াছেন—"সমোহন্যূনাধিকো রসো যয়োস্তয়োঃ শিব-শক্ত্যোর্ভাবঃ সামরস্যম্।" সমান অর্থাৎ অন্যূনাধিক রস হইয়াছে যাহাদের, এমন শিবশক্তির যে ভাব, তাহার নাম সামরস্য। শিবশক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং সমপ্রধান রূপে মেলনের নাম সামরস্য।

অত্যন্ত কঠিন। এই জন্যই বৈদিক মার্গে যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সংযম শিক্ষা করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রমে ভোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ প্রথমতঃ পশুভাবে দক্ষিণমার্গের সাধনায় সংযম শিক্ষা করিয়া, পরে ভোগাত্মক কৌলমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। হেলে ধরায় অসমর্থ সাপুড়িয়া কেউটের সহিত খেলা করিতে গেলে যে দশা প্রাপ্ত হয়, অধিকার লাভ না করিয়া কৌলমার্গে প্রবেশ করিলেও সাধকের সেই অবস্থা হয়।

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মপরিজ্ঞানাৎ সকলেঽপি পবিত্রতা।
বিণ্মূত্রং স্ত্রীরজো বাপি নথাস্থি সকলং প্রিয়ে॥
বিচারয়েন্মন্ত্রবিত্তু পবিত্রাণ্যেব সুব্রতে।
অন্নং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ তেন যস্য সমুদ্ভবঃ॥
নানাজীবাশ্রয়ং তত্তু পুরীষং কেন নিন্দ্যতে।
নানাবিধা হি দেবেশি দেবতাঃ সলিলস্থিতাঃ॥
তেনোদকেন যজ্জাতং মূত্রং কস্মাত্তু দূষয়েৎ।
গোমূত্রপ্রাশনং দেবি গোময়স্যাপি ভক্ষণম্॥
প্রায়শ্চিত্তে তু কথিতং ব্রহ্মহত্যাদিকে প্রিয়ে।
মলে মূত্রে কথং দোষো ভ্রান্তিরেব ন সংশয়ঃ॥
স্ত্রীরজঃ পরমেশানি দেহস্তেনৈব জায়তে।
কথন্তু দূষণং যেন প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥
পুরুষস্য তু যদ্বীর্য্যং বিন্দুরিত্যভিধীয়তে।
বিন্দুস্তু পরমেশানি কায়োঽয়ং শিবরূপকঃ॥
শিবতত্ত্বেন চাস্থ্যাদি দূষণং নাস্তি বৈন্দবে।
রেতঃ পবিত্রং দেহস্য কারণং কেন নিন্দ্যতে॥
জ্ঞানমার্গোঽয়ং সকলো নির্ব্বিকল্পস্য সুন্দরি।
সবিকল্পো মহেশানি পাপভাগ্জায়তে নরঃ॥
মাতৃগর্ভাদ্বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়ঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যখিলান্যস্য দেহস্থান্যপি বল্লভে॥
নির্ব্বিকারতয়া তত্র নান্যথা ভবতি প্রিয়ে।
ভগ-লিঙ্গসমাযোগো জন্মকালে ভবেৎ সদা॥

কাম্যতে সা যদা দেবি জায়তে গুরুতল্পগঃ।
অতএব যদা তস্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ ॥
তত্তদ্দূষণসংযুক্তমন্তৎ সর্ব্বং শুভং ভবেৎ।
পবিত্রং সকলং ভদ্রে বাসনা কলুষা স্মৃতা ॥" [২২।২৬—৩৮]

ইহার তাৎপর্য্য এই—ধর্ম্মাধর্ম্মের যথার্থ পরিজ্ঞান হইলে কোন দ্রব্যেই অপবিত্রতা বুদ্ধি থাকে না, তখন সকল দ্রব্যই পবিত্র। বিষ্ঠা, মূত্র, স্ত্রীরজঃ, নখ, অস্থি, এই সকলই মন্ত্রার্থবেত্তা সাধকের নিকট পবিত্র। "অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; সেই ব্রহ্মস্বরূপ অন্ন হইতে যাহার উৎপত্তি, যাহাকে ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মাংশস্বরূপ নানাবিধ [বিষ্ঠাভোজী] প্রাণী জীবন ধারণ করে, সেই পুরীষ কেন নিন্দিত হইবে? "আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে জলকে নারায়ণস্বরূপ বলা হইয়াছে, জলে সমস্ত দেবতা বাস করেন—ইহা শাস্ত্রের উক্তি, এইরূপ পবিত্র জল হইতে উৎপন্ন মূত্র কেন দূষিত হইবে? ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্তে গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে; অতএব মলমূত্রে দোষজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। স্ত্রীরজঃ এবং পুরুষের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন দেহের দ্বারাই পরমপদ লাভ করা যায়, শুক্র-শোণিত [illegible]রণ এবং দেহ কার্য্য, কারণগুণ কার্য্যে থাকে, শুক্র-শোণিত অপবিত্র হইলে দেহও অপবিত্র হইত এবং এই অপবিত্র দেহের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি সম্ভব হইত না; অতএব শুক্র-শোণিত পবিত্র। ইহাই নির্ব্বিকল্প সাধকের জ্ঞানমার্গ, সবিকল্প সাধক এইরূপ আচরণ করিলে পাপভাগী হইবে। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল তাহার দেহেই থাকে, অতএব সেই সময়ে মাতৃযোনির সহিত তাহার উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়; কিন্তু সে নির্ব্বিকারচিত্ত বলিয়া সেই সংযোগে তাহার পাপ হয় না; পুত্র ভোগবাসনার অধীন হইয়া মাতৃগমন করিলেই গুরুতল্পগমনজন্য মহাপাতকে লিপ্ত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে—বাসনা কুৎসিত হইলেই সেই সকল দ্রব্য অপবিত্র এবং বাসনা পবিত্র হইলে দ্রব্য সকলও পবিত্র হয়। অতএব বাসনাই অপবিত্র, দ্রব্য অপবিত্র নহে; বাসনার অপবিত্রতা দূর হইলে কোন দ্রব্যেরই আর অপবিত্রতা থাকে না, তখন সকল দ্রব্যই পবিত্র। বাসনার অপবিত্রতা থাকিলে কৌলমার্গী হওয়া যায় না। কৌলজ্ঞান বাসনার অপবিত্রতানাশক, কৌলজ্ঞান ও অপবিত্রতা আতপ ও অন্ধকারের মত, অতএব এক সময়ে এক আধারে কৌলজ্ঞান ও অপবিত্রতা

থাকিতে পারে না। এই জন্যই নানা কৌলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কৌলমার্গীর নিকট অপবিত্র বলিয়া কোন পদার্থই নাই।

এইরূপ নির্ব্বিকারচিত্ত সাধকের পক্ষেই পঞ্চম-মকার অর্থাৎ মৈথুন সাধন বিহিত হইয়াছে। যথা জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে,—

"সর্ব্বশঙ্কাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সাধকোত্তমঃ।
দূতীযাগবিধিং কুর্য্যাৎ॥" [২২।৮]

পঞ্চম-মকার সাধনের নাম দূতীযাগ।

শাস্ত্রে মদ্যপানের উদ্দেশ্য যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মৈথুন সাধন সম্বন্ধেও সেইরূপ উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বুঝাইতে হইলে যেরূপ ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ, এই জন্য তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল।

মদ্য সেবনেই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে মদ্যপায়িমাত্রই সিদ্ধ পুরুষ হইতে পারে, এই আপত্তি অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার উত্তর কুলার্ণব তন্ত্রই দিতেছেন। যথা,—

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পরমার্থবিবর্জিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
শক্তিসম্ভোগমাত্রেণ যদি মোক্ষো ভবেত বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ॥
কুলমার্গো মহাদেবি ন ময়া নিন্দিতঃ কচিৎ।
আচাররহিতা যেঽত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে॥
অন্যথা কৌলিকে ধর্ম্মে আচারঃ কথিতো ময়া।
বিচরন্ত্যন্যথা দেবি মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
কৃপাণধারাগমনাদ্‌ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসাধনম্॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
তন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতম্॥

অনাঘ্রেয়মনালোক্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কম্ ।
মদ্যং মাংসং পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলম্ ॥ ২।১১৬-২৪

মর্ম্ম—মদ্যপানে যদি সিদ্ধি হয়, তবে মদ্যপানরত হীন পুরুষগণও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। মাংসভক্ষণে যদি পুণ্য হয়, তবে মাংসাশী পুরুষমাত্রই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছে। স্ত্রীসম্ভোগমাত্রেই যদি মুক্তি হয়, তবে স্ত্রীসঙ্গী পুরুষমাত্রই মুক্ত হইতে পারে। গুরূপদেশবিমুখ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা লোকবঞ্চনাকারী বহু লোক নিজের বুদ্ধির দ্বারা কুলধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। আমি (মহাদেব) কোথাও কুলমার্গের নিন্দা করি নাই, আচার না জানিয়া যাহারা কুলমার্গে প্রবেশ করে, তাহাদিগেরই নিন্দা করিয়াছি। আমি কুলধর্ম্মে যেরূপ আচার বলিয়াছি, পাণ্ডিত্যাভিমানী মূঢ়গণ তাহার অন্যরূপ আচরণ করিয়া থাকে। কৃপাণধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কণ্ঠধারণ, বিষধরসর্পধারণ, এই সকল অপেক্ষাও কুলসাধন অশক্য। বৃথাপানই সুরাপান, তাহাই মহাপাতক বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। পশুভাবাপন্ন সাধকের মদ্য ও মাংসের গন্ধ-গ্রহণ, দর্শন, স্পর্শন ও সেবন নিষিদ্ধ, কিন্তু কৌলিকের তাহা মহাফলজনক।

ভাস্কররায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ণাটদেশীয়, বহুশাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মীধর, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত সৌন্দর্য্যলহরী [আনন্দলহরী] নামক ত্রিপুরসুন্দরীস্তবের [illegible]-জ্ঞানপূর্ণ অতিবিস্তৃত এক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, মহীশূর গভর্ণমেণ্ট এই টীকা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যলহরীর "সুধাসিন্ধোর্ম্মধ্যে" [৮] এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"সময়াচারো নাম আন্তরপূজারতিঃ, কুলাচারো নাম বাহ্য-পূজারতিরিতি রহস্যম্। + + + শ্রীচক্রস্য বিয়চ্চক্রমিতি নামান্তরমস্তি। বিয়চ্চক্রত্বন্তু বিয়ৎ-পূজ্যত্বাৎ। বিয়ৎপূজ্যত্বং দ্বিবিধম্, দহরাকাশজং বাহ্যাকাশজঞ্চেতি, বাহ্যাকাশজং নাম বাহ্যাকাশাবকাশে পীঠাদৌ ভূর্জ্জপত্র-শুদ্ধপট-হেম-রজতাদিপট্টতলে লিখিত্বা সমারাধনম্। এতদেব কৌলপূজেত্যাহুর্ব্বৃদ্ধাঃ। + + দহরাকাশজং নাম হৃদয়া-কাশাবকাশে চক্রস্য পূজনম্। ইদমেব সময়পূজেত্যাহুঃ সময়িনঃ।"

আবার "তবাধারে মূলে সহ সময়য়া" [৪১] এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—
"আধারচক্রং ত্রিকোণং, আধারে বিন্দুস্তিষ্ঠতীতি চ তাবৎ প্রসিদ্ধম্। অত্র কৌল-মতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্। স এব বিন্দুঃ, তত্র আরাধ্যঃ। অতএব কৌলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমর্চ্চয়ন্তি। তৎ ত্রিকোণং দ্বিবিধং, শ্রীচক্রান্তর্গতনব-যোনিমধ্যবর্ত্তিনী যোনিঃ, সুন্দর্য্যাস্তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ। শ্রীচক্রস্থিত নবযোনি-

মধ্যগতযোনিং ভূর্জ্জ-হেম-পট্টবস্ত্র-পীঠাদৌ লিখিতাং পূর্ব্বকৌলাঃ পূজয়ন্তি। উভয়ং যোনিদ্বয়ং বাহ্যমেব, ন আন্তরম্। অতস্তেষাং আধারচক্রমেব পূজ্যম্। তত্র স্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কৌলিনীত্যুচ্যতে। সৈব উপাস্যা ত্রিকোণপূজকানামিতি রহস্যম্। এষা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিণী নিদ্রাণৈব সম্পূজ্যা, তস্যাঃ সদা নিদ্রাণস্বাভাব্যাৎ। সা পূজা তামিস্রা। কুণ্ডলিনীপ্রবোধো যদা স্যাৎ তৎক্ষণমেব মুক্তিঃ কৌলানাম্, অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কৌলা ইতি ব্যবহারঃ। তত্র সুরা-মাংস-মধু-মৎস্যাদিদ্রব্যৈঃ সমারাধনম্। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি, তত্তু অবৈদিকমার্গত্বাৎ স্মরণার্হমপি ন ভবতি। তথাপি দিঙ্মাত্রং নিষেধ্যত্বেন সময়মতমার্গপ্রদর্শনোপযোগিতয়া উক্তমিতি অলং বিস্তরেণ। সময়া নাম—শম্ভুনা সাম্যং পঞ্চবিধং যাতীতি সময়া। সময়ত্বং শম্ভোরপি—পঞ্চবিধং সাম্যং দেব্যা সহ যাতীতি। অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধান্যেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম্; পঞ্চবিধসাম্যন্তু অধিষ্ঠানসাম্যং, অবস্থানসাম্যং, অনুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যঞ্চেতি পঞ্চবিধং সমপ্রধানয়োরেব শিবয়োঃ। + + + অতঃ সময়পূজকাঃ সময়িনঃ। তেষাং ষট্‌চক্রপূজা ন নিয়তা, অপিতু সহস্রদলকমল এব পূজা। সহস্রদলকমলপূজা নাম সহস্রদলকমলস্য বৈন্দবস্থানত্বেন তন্মধ্যগত-চন্দ্রমণ্ডলস্য চতুরস্রাত্মনা তন্মধ্যবিন্দোঃ পঞ্চবিংশতত্ত্বাতীতং ষড়্‌বিংশাত্মকশিব-শক্তিমেলনরূপসাদাখ্যাত্মনা অনুসন্ধানম্। অতএব সময়িমতে বাহ্যারাধনং দূরত এব নিরস্তম্। ষোড়শোপচারপূজাঙ্গকলাপশ্চ ততোঽপি দূরত এব।"

"চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ" [৩১] ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি শক্তিতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"ইত্যেবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পার্ব্বতীং প্রতি কথিতানি। এতানি তন্ত্রাণি জগতঃ অতিসন্ধানকারণানি বিনাশহেতু-ভূতানি, বৈদিকমার্গদূরবর্ত্তিত্বাৎ। অতএবোক্তং ভগবৎপাদৈঃ—'চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমতিসন্ধায় ভুবনম্, * সকলবিদ্বল্লোকপ্রতারকাণি ইমানি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণীতি।" ইহার পরে চতুঃষষ্টিতন্ত্রের বিবরণ উপন্যস্ত করিয়া বলিতেছেন—"এবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পরিজ্ঞাতৃ্নামপি বঞ্চকানি। ঐহিকসিদ্ধিমাত্রপরত্বাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি। পরিজ্ঞাতারোঽপি ঐহিকফলাপেক্ষয়া তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ প্রতারিতা এবেতি রহস্যম্। + + শুভাগমতন্ত্রপঞ্চকে বৈদিকমার্গেণৈব অনুষ্ঠানকলাপো নিরূপিতঃ। অয়ং শুভাগম-পঞ্চকনিরূপিতো

* লক্ষ্মীধর "অতিসন্ধায়" এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যলহরীর অন্য টীকাকারগণ এবং সেতুবন্ধে [উপোদ্‌ঘাত ৭৫ পৃষ্ঠা] ভাস্কররায় "অতিসন্ধায়" এই পাঠগ্রহণ করিয়াছেন।

মার্গঃ বসিষ্ঠ-সনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভির্ম্মুনিভিঃ প্রদর্শিতঃ। অয়মেব সময়াচার ইতি ব্যবহ্রিয়তে। চন্দ্রকলাবিদ্যাষ্টকন্তু কুলসময়ানুসারিত্বেন মিশ্রক-মিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি কুলমার্গ এব। "মিশ্রকং কৌলমার্গঞ্চ পরিত্যাজ্যং হি শাঙ্করি" ইতি ঈশ্বরবচনাৎ মিশ্রকমতং কৌলমার্গঞ্চ পরিত্যাজ্যম্।"

লক্ষ্মীধরের উক্তির স্থূল মর্ম্ম এই—সময়মত ও কৌলমত ভিন্ন, পরস্পর বিসদৃশ। উভয় মতেই শক্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সময়মতে—অন্তর্যাগে সহস্রদলপদ্মে শিব ও শক্তির পঞ্চবিধ সাম্য চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতে হয়। ইহাতে বাহ্য উপাসনা ও পঞ্চমকার একেবারে বর্জ্জনীয়। সময়মত বেদমার্গ-সম্মত। বসিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন, সনৎকুমার, এই পাঁচ জন মুনি বেদমার্গানুসারে এই উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়া বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুক-সংহিতা, সনন্দনসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা নামে পাঁচখানি তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বেদমার্গনিরত ব্রাহ্মণ এই তন্ত্রপঞ্চকের অনুসারেই শক্তির আরাধনা করিবেন।

কৌলমতে—পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর বাহ্যপূজা করিতে হয়। চতুঃষষ্টি শক্তিতন্ত্রে কৌলমত বিবৃত হইয়াছে। এই মতের সাধনায় ঐহি[illegible]লাভ মাত্র হইতে পারে। চতুঃষষ্টি তন্ত্র ও কৌলমত বেদবিরুদ্ধ, অতএব ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য, শূদ্রাদি এই মতে সাধনা করিতে পারে। চন্দ্রকলা প্রভৃতি আটখানা তন্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য সময়মত ও শূদ্রাদির জন্য কৌলমত বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে উভয় মতই আছে বলিয়া এই আটখানা তন্ত্রকে মিশ্রমত বলে। ইহাও ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য।

ভাস্কর রায়ও সৌভাগ্যভাস্করে [১১৩পৃঃ] বলিয়াছেন,—"সময়মতং কৌলমতং মিশ্রমতঞ্চেতি বিদ্যোপাস্তৌ মতত্রয়ম্। শুক-বসিষ্ঠাদিসংহিতাপঞ্চকোক্তং বৈদিকমার্গকরম্বিতমাদ্যম্। চন্দ্রকলাদিতন্ত্রাষ্টকোক্তং তু চরমম্, কুল-সময়োভয়ানুসারিত্বাৎ। এতদ্ভিন্নতন্ত্রোদিতং কৌলমার্গঃ।"

ভাস্কর এই স্থলে এই মতত্রয় স্বীকার করিয়া সেতুবন্ধে [বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা, ১।২২] বলিয়াছেন,—"তন্ত্রাণান্তু সাক্ষাদেব বেদবদ্ভগবদাজ্ঞারূপত্বাচ্ছাস্ত্রত্বে ন কোঽপি বিবাদঃ। অতএব প্রামাণ্যেঽপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ বৈদিকত্বাদেব। ভগবান্ পরশুরামোঽপ্যাহ—"পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়" ইতি *।

* পরশুরামকল্পসূত্র, ১।২।

এবং স্থিতে যৎ সৌন্দর্য্যলহরীব্যাখ্যানে কেনচিৎ প্রলপিতম্ "ইমানি তন্ত্রাণ্যবৈদিকানি" ইত্যাদি. তৎ প্রতারক-ভ্রান্তান্যতরজল্পিতত্বাদুপেক্ষ্যম্।"

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই—চতুঃষষ্টি তন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের উক্তি, অতএব বেদমূলক এবং প্রমাণ। সৌন্দর্য্যলহরীব্যাখ্যায় কেহ [লক্ষ্মীধর] প্রলাপ করিয়াছেন যে—"এই চতুঃষষ্টিতন্ত্র বেদবহির্ভূত", ইহা প্রতারক অথবা ভ্রান্তের উক্তি বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য।*

ভাস্কর আরও বলিয়াছেন,—"যত্তু কৌলধর্ম্মনিন্দাদিকং তন্ত্রান্তরে স্মর্য্যতে তৎ "নহি নিন্দা" ন্যায়েন তত্তত্তন্ত্রস্তুতিমাত্রপরম্। কথমন্যথা—

"পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি।
মূর্ত্ত্যন্তরন্তু সম্প্রাপ্য মোহনায় দুরাত্মনাম্॥
মহাপাপবশান্নৃণাং তেষু বাঞ্ছাভিজায়তে।
তেষাং হি সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥" [কুলার্ণব ২] ৯৭।৯৮,]

ইত্যাদীনি কৌলপ্রকরণস্থানি পরঃশতং শিববচনানি সঙ্গচ্ছেরন্। বস্তুতস্তু কৌলোপাস্তেশ্চরমভূমিকারূপতয়া তদধিকারিদৌর্ল্লভ্যাদধিকারমজ্ঞাত্বা তত্র প্রবর্ত্তনে চ তদ্বিরুদ্ধাচারাবশ্যম্ভাবাৎ তেষাং নিন্দা। অধিকারসদ্ভাবেঽপি বাহ্যতিরহস্যে প্রবৃত্তির্ম্মা [illegible]ত্যেতদর্থমপি নিন্দাবাক্যমিত্যুপপদ্যতে। তদপ্যুক্তং কুলার্ণব এব—

"কুলামার্গরতো দেবি ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।
আচাররহিতা যেঽত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে॥"

অন্যত্রাপি—

"কুলধর্ম্মমিমং জ্ঞাত্বা মুচ্যেয়ুঃ সর্ব্বমানবাঃ।
ইতি মত্বা কুলেশানি ময়া লোকে বিগর্হিতম্॥" ইতি।
পুরাকৃততপো-দান-যজ্ঞ-তীর্থ-জপ-ব্রতৈঃ।
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্ম্মিণো গুরুসেবিনঃ।
অতিগুপ্তস্য ভক্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে॥" ইতি॥"

[সেতুবন্ধ ১।২২]

* পূর্ব্বে কুলগ্রন্থ সুলভ ছিল না। কৌলসাধক ভিন্ন অপরকে কুলগ্রন্থ দেখিতেও দেওয়া হইত না। লক্ষ্মীধর কৌলসাধক ছিলেন না, তিনি কুলগ্রন্থ যে দেখিতে পান নাই, ইহা তাঁহার "অতএব কৌলপূজেত্যাহর্পূর্ব্বাঃ" এই উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। কুলগ্রন্থে কৌলসাধকের পক্ষে অন্তর্যাগই মুখ্যরূপে বিহিত হইয়াছে, অথচ তিনি কৌলসাধকের বাহ্যপূজা ও সময়াচারী সাধকের আন্তর পূজা, এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ইহাও তাঁহার কুলশাস্ত্রে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। পাঠক কৌলোপনিষদে দেখিতে পাইবেন—কৌলসাধকের শেষ অবস্থা সময়াচারের ঊর্দ্ধদেশে। লক্ষ্মীধর কৌলমার্গের রহস্য না জানিয়া তাহার নিন্দা করিয়াছেন, এই জন্য তিনি ভ্রান্ত। অথবা বিদ্বেষবশতঃ কৌলমার্গের নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রতারক।

ইহার তাৎপর্য্য—কোন কোন তন্ত্রে কৌলধর্ম্মের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহা কৌলধর্ম্মের নিন্দা নহে, "নহিনিন্দা" ন্যায়ে [১৩ পৃঃ পাদটীকায় নহি নিন্দা ন্যায় দ্রষ্টব্য] তত্তৎ তন্ত্রের প্রশংসামাত্র। তাহা না হইলে কৌল-প্রকরণে পশুশাস্ত্রের যে সকল নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গতি হয় না। বস্তুতঃ কৌলোপাসনা উপাসনামার্গের চরমভূমিকা, ইহার অধিকারী দুর্লভ; ইহাতে নিজের অধিকার আছে কি না, না জানিয়া কেহ প্রবৃত্ত হইলে বিরুদ্ধা-চরণজন্য পতন অবশ্যম্ভাবী, অতএব তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কৌলধর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। অধিকারিসদ্ভাবেও এই অতিরহস্যবিষয়ে প্রবৃত্তি না হউক, এই জন্যও নিন্দাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—"আমি কুলমার্গরত সাধকের নিন্দা করি নাই, অনধিকারী আচার-রহিত কুলমার্গগামীদিগকেই নিন্দা করিয়াছি।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—"কৌল-জ্ঞান লাভ করিয়া সকল মানবই মুক্ত হইয়া যাইতে পারে [তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকে না] ইহা মনে করিয়াই কুলধর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে।" এই হেতুই উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা, দান, যজ্ঞ, তীর্থসেবা, জপ ও ব্রতের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত শান্ত ধর্ম্মশীল গুরুসেবী অতিগুপ্ত ভক্তের কৌলজ্ঞান প্রকাশ পায়।"

দেখা যাইতেছে—বেদনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ কর্ণাটী সাধক লক্ষ্মীধর কৌল-মার্গকে বেদবহির্ভূত, অতএব ব্রাহ্মণের অনাচরণীয় বলিতেছেন। পক্ষান্তরে বেদনিষ্ঠ কৌলাচারপরায়ণ কর্ণাটী সাধক * ভাস্কররায় কৌলমার্গকে বেদসম্মত এবং ব্রাহ্মণের আচরণীয় বলিতেছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের উক্তি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়—ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী।

বস্তুতঃ বৈদিকদীক্ষাযুক্ত সাধক বৈদিকাচারসম্মত বসিষ্ঠাদিসংহিতাবিহিত সমায়াচার অবলম্বনে পরাশক্তির সাধনা করিবেন এবং তান্ত্রিকদীক্ষাযুক্ত সাধক চতুঃষষ্টিশক্তি-তন্ত্র-বিহিত কৌলাচার অবলম্বনে পরাশক্তির সাধনায় মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইবেন। শেষ ফল উভয়েরই তুল্য। সময়াচার কঠিন এবং ফল বিলম্বে; কৌলাচার তদপেক্ষা সহজ, ফললাভও তদপেক্ষা শীঘ্র। এই বিষয়ে দেবীভাগবতে [৭ম স্কন্ধে ৩৯শ অধ্যায়] দেবীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,—

* ভাস্করের জন্মস্থান বীজাপুর হইলেও তিনি কর্ণাটী ব্রাহ্মণ বলিয়া গুরুপরম্পরাচরিত্রে উক্ত হইয়াছেন।

"বক্ষ্যে পূজাবিধিং রাজন্নম্বিকায়া যথা প্রিয়ম্।
অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্দ্ধং শৃণু পর্ব্বতপুঙ্গব॥
দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্‌বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।
বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা॥
বৈদিক্যর্চ্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর।
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ॥
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিশ্চ তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ।
ইত্থং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্॥
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা।" ২—৬

কৌল সাধকগণ কৌলমার্গকে বেদবহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। কুলার্ণবতন্ত্রেও দেখা যায়,—

"বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপূজাং করোতি যঃ।
তৎসমীপে স্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্যত্র ভাবিনি॥"

কৌলমার্গ বেদসম্মত এবং ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় কি না, এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে নানারূপ বিচারবিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। প্রবন্ধান্তরে সেই সকল বিচারবিতণ্ডার অবতারণা করিতে ইচ্ছা আছে।

উপসংহারে আবার বলিতেছি—কৌলমার্গ চরম ভূমিকা, মুক্তিমার্গের শেষ সোপান। সম্যক্ অধিকার লাভ না করিয়া সাধক ইহাতে প্রবেশ করিবেন না। ভোগতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া কৌলসাধনার ছলে পঞ্চমকার সেবা করিলে পতন অনিবার্য্য। নিজে নিজের অধিকার নির্ণয় না করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইবেন। বর্ত্তমান সময় বহু স্বার্থান্বেষী ভণ্ড প্রতারক গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে। আত্মোন্নতিকামী সাধক এই সকল গুরু হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

কৌলমার্গের নিন্দুকগণের পক্ষেও কৌলমার্গের রহস্য অবগত না হইয়া নিন্দা করা উচিত নহে। তবে অনধিকারিগণ কৌলমার্গের নাম করিয়া যে সকল বীভৎস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা নিন্দার বিষয়। শাস্ত্রে সাধনার বহু পন্থা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৌলমার্গ অন্যতম। কলির জীবের পক্ষে কৌলমার্গ অপেক্ষাকৃত সহজ, এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার এত প্রশংসা। যাঁহার কৌলমার্গে প্রবৃত্তি না হয়, তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন, কৌলমার্গের নিন্দা করিতে পারেন না। শাস্ত্রে বহু স্থানেই পরধর্ম্মের নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কৌলোপনিষদেও "লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ" এই সূত্রে ভিন্নমতাবলম্বীদিগের নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তমোভাবাপন্ন শূদ্রাদির পক্ষে অদ্বৈতজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও বামমার্গে পঞ্চমকার-সাধনা বিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ বামমার্গ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য বলিয়া ভাস্কররায়ও সৌভাগ্যভাস্করে [১৮৪ পৃঃ] বলিয়াছেন।

কুলগ্রন্থ

শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীবিদ্যাই শক্তিদেবতার মধ্যে মুখ্যা বা প্রকৃতিস্বরূপা। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—

"পরাশক্তি-সদাশিবাদিরূপাণি শক্তি-শিবয়োরুত্তরোত্তরাপকর্ষবন্তি বহূনি সন্তি। তেষাঞ্চ লোকা অপি বহুবিধাঃ। পরশিবাভিন্ন-মহাশক্তিস্তু সর্ব্বলোকাতীতা মহাকৈলাসাপরাজিতাদিপদবাচ্যে সর্ব্বলোকোত্তমে তিষ্ঠতি। তস্যাশ্চ শরীরং ঘনীভূতঘৃতবদ্রজস্তমঃসম্পর্কশূন্যশুদ্ধসত্ত্বঘনীভাবরূপম্। অন্যাসাং [illegible]নাং কতিপয়ানাং সাত্ত্বিকশরীরাণ্যপি সত্ত্বাধিক্য-গুণান্তরাল্পত্বযুক্তানি, ন পুনঃ শুদ্ধ-সত্ত্বানি। অতঃ সর্ব্বোত্তমৈবেষা পরব্রহ্মমূর্ত্তিঃ। অস্যা অপি সন্তি রহস্যভূতা বহবো ভেদাঃ, তেষু কামেশ্বর্য্যাত্মকমূর্ত্তিরেবেহ গ্রন্থে প্রতিপাদ্যেতি ললিতাপদেন সূচিতম্"।

কামেশ্বরী ও ললিতা শ্রীবিদ্যারই অপর নামদ্বয়। শ্রীবিদ্যা প্রকৃতিস্বরূপা বলিয়া তাঁহার উপাসনাপদ্ধতিই তন্ত্রে অতি বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিদ্যার বিকৃতিস্বরূপা কালী ভুবনেশ্বরী প্রভৃতির উপাসনাপদ্ধতি তাদৃশ বিস্তৃতরূপে উক্ত হয় নাই *। ইঁহাদের উপাসনাপ্রয়োগে অনেক বিষয় শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিতে হয়। এই জন্যই অস্মৎপূর্ব্বপুরুষ পরমারাধ্যপাদ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিষয়ে "শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি" নামক নিবন্ধ অতি বিস্তৃতরূপে এবং কালীর উপাসনা বিষয়ে "শ্যামা-

* উপাসনাপ্রয়োগ বিষয়ে কালী তারা ভুবনেশ্বরী শ্রীবিদ্যা প্রভৃতির প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিলেও ইঁহারা সকলেই পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি, এই জন্য ইঁহাদের মহিমাও তুল্য, কেবল নামভেদ ও রূপভেদ মাত্র।

রহস্য" নামক নিবন্ধ অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। অস্মদ্‌বংশীয় সাধকপ্রবর শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও * স্বপ্রণীত "নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যার্চ্চনপদ্ধতি" নামক অতিবিস্তৃত কালীপূজাপদ্ধতিতে অনেক বিষয় শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবিদ্যার মুখ্যত্বহেতুই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ডান্তর্গত "ত্রিশতী" নামক স্তবে † "বিদ্যা" শব্দে একমাত্র শ্রীবিদ্যাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। যথা,—

"ইতি মন্ত্রেষু বহুধা বিদ্যায়া মহিমোচ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা তু শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥
ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা সা শ্রীবিদ্যৈব ন সংশয়ঃ॥" ১১৩, ১১৪

কৌলমার্গ মুক্তির মার্গ, শ্রীবিদ্যা মুক্তিপ্রদাত্রী, এই জন্য তন্ত্রে কৌলাচার সাধারণতঃ শ্রীবিদ্যাবিষয়েই কথিত হইয়াছে। শ্রীবিদ্যোপাসনাবিষয়ক কৌলাচার-সম্বন্ধে বহু তন্ত্র উপনিষৎ নিবন্ধ প্রভৃতি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; বর্ত্তমান সময় তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে।

বামকেশ্বর তন্ত্রে (১ম পটলে) চতুঃষষ্টিতন্ত্রের নাম কথিত হইয়াছে। তাহা এই—(১) মহামায়াতন্ত্র, (২) শম্বরতন্ত্র, (৩) যোগিনীতন্ত্র, (৪) জালশম্বরতন্ত্র, (৫) তত্ত্বশম্বরতন্ত্র, (৬) ভৈরবাষ্টকতন্ত্র, (৭-১৪) বহুরূপাষ্টকতন্ত্র (ব্রাহ্ম্যাদি অষ্ট-মাতৃকার উপাসনাপ্রতিপাদক আটখানা তন্ত্র), (১৫—২২) যামলাষ্টক [১ ব্রহ্মযামল, ২ বিষ্ণুযামল, ৩ রুদ্রযামল, ৪ লক্ষ্মীযামল, ৫ উমাযামল, ৬ স্কন্দযামল, ৭ গণেশযামল, ৮ জয়দ্রথযামল], (২৩) চন্দ্রজ্ঞানতন্ত্র, (২৪) বাসুকিতন্ত্র (পাঠান্তরে মালিনীতন্ত্র), (২৫) মহাসম্মোহনতন্ত্র, (২৬) মহোচ্ছুষ্মতন্ত্র (পাঠান্তরে বামজুষ্ট অর্থাৎ বামকেশ্বরতন্ত্র), (২৭), বাতুলতন্ত্র, (২৮) বাতুলোত্তরতন্ত্র, (২৯) হৃদ্ভেদতন্ত্র, (৩০) তন্ত্রভেদতন্ত্র, (৩১) গুহ্যতন্ত্র, (৩২) কামিকতন্ত্র, (৩৩) কলাবাদতন্ত্র,

* এই সাধকপ্রবর মহাপুরুষ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাইটাইল গ্রামে (পূর্ণানন্দগিরির বাসগ্রামে) আবির্ভূত হইয়া পরে "দিয়াড়া" গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও দিয়াড়া গ্রামে বাস করিতেছে এবং তাঁহার সাধনাস্থান পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি তথায় বর্ত্তমান আছে। তৎপ্রণীত নিত্যনৈমিত্তিককাম্যার্চ্চনপদ্ধতি, উপাসনা প্রয়োগ বিষয়ে অতি উপাদেয় নিবন্ধ।

† "ত্রিশতী" সহস্র নামের মত তিন শত নামযুক্ত শ্রীবিদ্যার স্তব। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য "বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যের" মত ইহারও ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। মান্দ্রাজ হইতে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩৪) কলাসারতন্ত্র, (৩৫) কুব্জিকামততন্ত্র, (৩৬) তন্ত্রোত্তরতন্ত্র, (৩৭) বীণাতন্ত্র, (৩৮) ত্রোতলতন্ত্র, (৩৯) ত্রোতলোত্তরতন্ত্র, (৪০) পঞ্চামৃততন্ত্র, (৪১) রূপভেদতন্ত্র, (৪২) ভূতোড্‌ডামরতন্ত্র, (৪৩) কুলসারতন্ত্র, (৪৪) কুলোড্‌ডীশতন্ত্র, (৪৫) কুলচূড়ামণিতন্ত্র, (৪৬) সর্ব্বজ্ঞানোত্তরতন্ত্র, (৪৭) মহাকালীমততন্ত্র, (৪৮) মহালক্ষ্মীমততন্ত্র, (৪৯) সিদ্ধযোগেশ্বরীমততন্ত্র, (৫০) কুরূপিকামততন্ত্র, (৫১) দেবরূপিকামততন্ত্র, (৫২) সর্ব্ববীরমততন্ত্র, (৫৩) বিমলামততন্ত্র, (৫৪) পূর্ব্বাম্নায়তন্ত্র, (৫৫) পশ্চিমাম্নায়তন্ত্র, (৫৬) দক্ষিণাম্নায়তন্ত্র, (৫৭) উত্তরাম্নায়তন্ত্র, (৫৮) উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, (৫৯) বৈশেষিকতন্ত্র, (৬০) জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, (৬১) বীরাবলিতন্ত্র, (৬২) অরুণেশতন্ত্র, (৬৩) মোহিনীশতন্ত্র, (৬৪) বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র।

এই চতুঃষষ্টিতন্ত্রের মধ্যে কতকগুলিতে কৌলমার্গে শ্রীবিদ্যার উপাসনা, কতকগুলিতে তাহার অঙ্গরূপে অন্য দেবতার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য এই চতুঃষষ্টিখানা তন্ত্রের নাম কুলতন্ত্র। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যও স্বকৃত "আনন্দলহরী" নামক শ্রীবিদ্যাস্তবে "চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনম্" ইত্যাদি (৩১শ) শ্লোকে এই চতুঃষষ্টি তন্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

বামকেশ্বরতন্ত্রে এই চতুঃষষ্টি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়া, পরে বলা হইয়াছে,—

"এবমেতানি শাস্ত্রাণি তথান্যান্যপি কোটিশঃ।
ভবতোক্তানি মে দেব সর্ব্বজ্ঞানময়ানি চ॥" (১।২২)

এই বচনের "অন্যান্যপি" এই উক্তির দ্বারা 'মহাদেব কৌলমার্গ সম্বন্ধে এই চতুঃষষ্টিতন্ত্রের অতিরিক্ত আরও অনেক তন্ত্র বলিয়াছেন' এইরূপ জানিতে পারা যায়। কুলার্ণবতন্ত্র, বামকেশ্বরতন্ত্র, তন্ত্ররাজতন্ত্র, শাম্ভবীতন্ত্র, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, পরমানন্দতন্ত্র, দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা প্রভৃতি বহু তন্ত্র চতুঃষষ্টিতন্ত্রের অতিরিক্ত, অথচ এই সকল তন্ত্রেও কৌলমার্গে শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতিই বিবৃত হইয়াছে। মহাপুরুষ পূর্ণানন্দগিরি স্বকীয় "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" নিবন্ধে শাম্ভবীতন্ত্র হইতে বহু বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল তন্ত্রের মধ্যে কয়েকখানি তন্ত্রের কিয়দংশমাত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌলাচারে শ্রীবিদ্যার উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পূর্ণানন্দপ্রণীত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিই বৃহৎ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর *।

* শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি আজ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের নিকট হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

অনেক উপনিষদেও কেবল কৌলাচারে শ্রীবিদ্যার উপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরামহোপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ, সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ, গুহ্যোপনিষৎ, এই পাঁচখানা প্রধান। ভাস্কররায় এই উপনিষদ্গুলির গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতি উপাদেয় ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম তিনখানা সার, জন্, উড্রফ মহোদয় প্রকাশিত করিয়াছেন, পরবর্ত্তী দুইখানা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল উপনিষৎকে লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন,—"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ। "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" [মনুসংহিতার (২।১) ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্টধৃত হারীতবচন]। এই সকল উপনিষৎ তান্ত্রিক উপনিষৎ নামেই পরিচিত।

এই সকল উপনিষদের মধ্যে কৌলোপনিষদে কৌলধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ সমগ্র কৌলোপনিষৎ কৌলমার্গরহস্যের সহিত প্রকাশিত হইল। বিবৃতিতে ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—যেমন বেদে পূর্ব্বকাণ্ডের শেষভূতরূপে আশ্বলায়নাদি কল্পসূত্র এবং মন্বাদিস্মৃতির প্রবৃত্তি, সেইরূপ উপনিষৎকাণ্ডের শেষভূতরূপে পরশুরামাদির (তান্ত্রিক) কল্পসূত্র এবং যামলাদি তন্ত্রের প্রবৃত্তি *। তথায় অন্যত্র [৬ পৃঃ] বলিয়াছেন,—যেমন [শুক্ল যজুর্ব্বেদ] কাণ্বাদি পঞ্চদশ শাখার একমাত্র কাত্যায়নপ্রণীত কল্পসূত্র, সেইরূপ নিখিল সুন্দরীতন্ত্রের একমাত্র পরশুরামপ্রণীত কল্পসূত্র †। এই উক্তিতে জানা যায়, পরশুরাম শ্রীবিদ্যার উপাসনাবিষয়ে কল্পসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। কল্পসূত্রের শেষে পরশুরামের যে পরিচয় আছে, তাহাতে জানা যায়—তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য পরশুরাম ‡। এই জন্য বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণ "তথাচ কুলমূলাবতারকল্পসূত্রে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া এই কল্পসূত্রের প্রমাণ

* "শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাশ্চ গৌণীং ভক্তিং সেতিকর্ত্তব্যতাকাং নিরূপয়িতুমেদম্পার্য্যেণ সুন্দরীতাপনীপঞ্চকং ভাবনোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ গুহ্যোপনিষন্মহোপনিষচ্চেত্যাদয়ো বেদশিরোভাগাঃ প্রবৃত্তাঃ। বেদে চ পূর্ব্বকাণ্ডস্য শেষভূততয়াশ্বলায়নাদিকল্পসূত্রাণাং মন্বাদিস্মৃতীনাঞ্চ প্রবৃত্তিবদুপনিষৎকাণ্ডশেষত্বেন পরশুরামাদিকল্পসূত্রাণাং যামলাদিতন্ত্রাণাঞ্চ প্রবৃত্তিঃ।"

† "কল্পসূত্রস্য তু কাণ্বাদিপঞ্চদশশাখাস্বেকস্য কাত্যায়নীয়স্যেব পরশুরামীয়স্য নিখিলসুন্দরীতন্ত্রেষ্বঙ্গত্বাৎ।"

‡ ইতি শ্রীদুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তক-রেণুকাগর্ভসম্ভূত-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-জামদগ্ন্য-পরশুরাম-ভার্গব-মহোপাধ্যায়-মহাকুলাচার্য্যনির্ম্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্।"

উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুলশাস্ত্রই ইহার মূল এবং অবতারপ্রণীত, এই জন্য ইহার নাম "কুলমূলাবতার কল্পসূত্র"।*

পূর্ব্বে নানা নিবন্ধে এই কল্পসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি, গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা পুথি আছে ; তাহা অতিশয় জীর্ণ, পাঠের অযোগ্য।'

সম্প্রতি রামেশ্বরকৃত উপাদেয় বৃত্তি সহ কল্পসূত্র বরোদাগভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী বি, এ, মহোদয় ভূমিকায় লক্ষ্মণ রাণাডের লিখিত "সূত্রতত্ত্ববিমর্শিনী" হইতে ত্রিপুরারহস্যের এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—[নারদের প্রতি সুমেধার উক্তি]।

"আদৌ শ্রীদত্তগুরুণা শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে ত্রিপুরোপাস্তিপদ্ধতিঃ ॥
অষ্টাদশসহস্রাণি গ্রন্থতোঽভূচ্চ সংহিতা।
অধীত্য তাং জামদগ্ন্যঃ বিস্তৃতাং সাগরোপমাম্ ॥
গম্ভীরগূঢ়তাৎপর্য্যাং মন্দানাং তত্র বৈ গতিম্।
মত্বা সুদুর্লভাং ভূয়ঃ সংক্ষিপ্য বিশদাশয়ম্।
নির্ম্মমে সূত্রজালং বৈ পঞ্চাশৎখণ্ডসম্মিতম্।
তদ্গুরোর্জ্জামদগ্ন্যাদধীতং সূত্রমণ্ডলম্ ॥
অধীত্য সংহিতাঞ্চাপি তৎপশ্চাদ্গুরুনামতঃ।
সূত্রজালে সংহিতায়াঃ প্রতিবিম্বাত্মকেঽভবৎ ॥
গ্রন্থতঃ ষট্সহস্রন্তু সূত্রং তদপি সংস্থিতম্।
সংহিতার্থস্য সংক্ষেপাত্মকং সূত্রমুদাহৃতম্ ॥
সংহিতা-সূত্রয়োঃ সারং সংগৃহীতং ময়া মুনে।
তদ্দত্ত-রামসংবাদাত্মকমেব পুরা কৃতম্ ॥"

ইহাতে জানা যায়—প্রথমতঃ শ্রীদত্ত নামক গুরু শিষ্যদিগের হিতকামনায় শ্রীবিদ্যোপাসনাবিষয়ে "শ্রীদত্তসংহিতা" নামক অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক এক সংহিতা রচনা করেন। পরশুরাম সেই অতি বিস্তৃত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মন্দবুদ্ধির বোধসৌকর্য্যার্থ সংহিতার সার সঙ্কলন করিয়া পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত সূত্রগ্রন্থ

* উমানন্দ নিত্যোৎসবে (বরোদা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তক ২০৬, ২১০, ও ২১২ পৃঃ) "কুলমূলাবতারে" বলিয়া অনেকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচনগুলি সূত্র নহে, অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। ইহাতে জানা যায়, "কুলমূলাবতার" নামে একখানা পৃথক্ গ্রন্থও ছিল।

রচনা করেন। পরে পরশুরামশিষ্য সুমেধা শ্রীদত্তসংহিতা ও পরশুরামসূত্রের সার সঙ্কলন করিয়া গুরুর নামেই আর একখানি সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ত্তমান কল্পসূত্রে ৫০ খণ্ড নাই, পরিশিষ্ট সহ আঠারটি খণ্ড আছে। সম্ভবতঃ ইহা সুমেধার সঙ্কলিত সূত্রগ্রন্থ।

রামেশ্বর ১৭১৩ শকে (১৮৩১ খৃঃ অঃ) পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তি রচনা করেন *। রামেশ্বর ভাস্কররায়কে পরমেষ্ঠিগুরু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন †। ভাস্কররায় ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে সেতুবন্ধ, ১৭২৮ খৃঃ অব্দে সৌভাগ্যভাস্কর (ললিতা-সহস্রনামভাষ্য), এবং ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্তবতী (চণ্ডীর টীকা) রচনা করেন ‡। ভাস্করশিষ্য উমানন্দ ৪৮৭৬ কল্যব্দে (১৬৯৭ শকাব্দ, ১৭৫৫ খৃঃ অঃ) "নিত্যোৎসব" রচনা করেন §। নিত্যোৎসবে কল্পসূত্রের অনুযায়ী শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি

---

* "অগ্নিবাণাদ্রিভূসংখ্যে শাকে তপসি গীষ্পতেঃ।
বাসরে শুক্লপক্ষস্য দিন আদ্যে নিশামুখে॥"

(পরশুরামকল্পসূত্রবৃত্তি, ৩৬৭ পৃঃ)

† "অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুভিঃ উত্তরচতুঃশতীব্যাখ্যানে বিস্তরেণ সেতুবন্ধে বরিবস্যারহস্যে চ" [পরশুরামকল্পসূত্রবৃত্তি ৫।১৬]। "ললিতাব্যাখ্যানাবসরে অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুভিঃ বিস্তরেণ প্রপঞ্চি[illegible] [ঐ ৩।৩১]। "অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুকৃতসেতুবন্ধে সবিস্তরমুক্তত্বাৎ" [ঐ ৩।৯]; রামেশ্বর এই সকল স্থানে ভাস্কররায়ের নাম উল্লেখ করেন নাই, কেবল পরমেষ্ঠিগুরু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বামকেশ্বরতন্ত্রের পূর্ব্বভাগের নাম পূর্ব্বচতুঃশতী এবং উত্তরভাগের নাম উত্তরচতুঃশতী। বামকেশ্বরতন্ত্রের টীকার নাম সেতুবন্ধ। ললিতাসহস্রনামভাষ্যের নাম সৌভাগ্যভাস্কর। সেতুবন্ধ বরিবস্যারহস্য ও সৌভগ্যভাস্কর ভাস্কররায়রচিত। অতএব এই সকল স্থলে "পরমেষ্ঠিগুরু" শব্দের দ্বারা ভাস্কররায়ই উক্ত হইয়াছেন। মুদ্রিত পরশুরাম-কল্পসূত্রবৃত্তিতে অন্যত্র [১।২৪] "অস্মৎপরমগুরুভিঃ উত্তরচতুঃশতীসেতুবন্ধে × × × ইদমেব বাক্যং দর্শিতম্" এই স্থলে "পরমগুরু" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা লিপিকর-প্রমাদ। গুরুর গুরুকে পরমগুরু এবং তাঁহার গুরুকে পরমেষ্ঠিগুরু বলে। রামেশ্বর ও ভাস্করের ব্যবধান একশত বৎসর, এইরূপ ব্যবধানে পরমেষ্ঠি গুরু হওয়াই সঙ্গত।

‡ ১৮৪৪ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মল্লিখিত "ভাস্কররায়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

§ উমানন্দ নিত্যোৎসবের শেষে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন---

"বিশ্বাশ্চর্য্যতপোময়বিশ্বামিত্রর্ষিগোত্রতিলকেন।
শ্রীবালকৃষ্ণবিদ্বৎসুতেন লক্ষ্মাম্বয়োপলালেন॥
শ্রুতপেটবোপনাম্না চোলাধিপতিভোসলেন্দুমান্যেন।
নাটককাব্যাদিকৃতা মহিতমহারাষ্ট্রজাতিহীরেণ॥

বিবৃত হইয়াছে। উমানন্দ ভাস্করের আদেশেই "নিত্যোৎসব" রচনা করিয়াছিলেন *। ভাস্করের জন্মস্থান বীজাপুর। উমানন্দ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। রামেশ্বরের জন্মস্থানও দাক্ষিণাত্যে †। ভাস্কর স্বরাটনগরে শিবদত্তশুক্লের নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ‡।

বরোদা হইতে প্রকাশিত পরশুরামকল্পসূত্রের সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত ভূমিকায় জানা যায়—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ রাণাডে ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে পরশুরামকল্পসূত্রের "সূত্রতত্ত্ববিমর্শিনী" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

কৌলমার্গ সম্বন্ধে ভাস্করের বহু উক্তি ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইতঃপর বঙ্গানুবাদ ও ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য সহ কৌলোপনিষৎ সমগ্র, বঙ্গানুবাদ ও রামেশ্বরকৃত বৃত্তির তাৎপর্য্যসহ পরশুরামকল্পসূত্রের কৌলধর্ম্মবিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্রসমূহ, এবং বঙ্গানুবাদসহ কৌলধর্ম্মবিষয়ক নিত্যোৎসবের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিব। পাঠকগণ দেখিবেন, দাক্ষিণাত্যনিবাসী কৌলমার্গসেবী বেদাদি অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কিরূপ দক্ষতার সহিত কৌলমার্গের সমর্থন করিয়াছেন। "ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা" এই কথারই বা সার্থকতা কোথায়, তাহাও বিবেচনা করিবেন।

ত্রয্যন্ততত্ত্বশীলনদলিতজগচ্ছাস্ত্রজালমোহেন।
ভারত্যপাখ্যভাস্করমখিদেশিকলব্ধদৈক্ষনাম্নায়ন্ ॥
আম্নায়তন্ত্রজালালোকপরেণার্য্যসম্প্রদায়জুষা।
ললিতাপদাব্জরোলম্বেন জগন্নাথপণ্ডিতবরেণ ॥
কল্যব্দেষু রসার্ণবকরিবেদমিতেষ্বিহ ব্যতীতেষু।
নব্যঃ ক্রোধনশরদি ন্যবন্ধি নিত্যোৎসবঃ শিবপ্রীত্যৈ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন নির্ম্মিতে অভিনবে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে সাধারণক্রমনিরূপণো নাম অনবস্থোল্লাসঃ সপ্তমঃ সমাপ্তিমগমৎ।"

জগন্নাথ ও উমানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি। পিতৃদত্ত নাম জগন্নাথ এবং দীক্ষাকালীন গুরুদত্ত নাম উমানন্দনাথ। ভাস্কররায়ের গুরুদত্ত নাম ভাসুরানন্দনাথ।

* "কাশ্যাশ্চালান্ সমাগত্য কাবেযাঙ্কবিহারিণা।
নাথেন ভাসুরানন্দনাথেনাস্মীহ যোজিতঃ ॥" (নিত্যোৎসব, ১ পৃঃ)।

† কল্পসূত্রবৃত্তিতে রামেশ্বর স্বীয় জন্মস্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পিতার নাম সুব্রহ্মণ্য, মাতার নাম গুরুবাম্বা ("সুব্রহ্মণ্যঞ্চ পিতরং গুরুবাম্বাঞ্চ মাতরম্।" কল্পসূত্র ২ পৃঃ)। ভাস্কর রায় তাঁহার পরমেষ্ঠিগুরু। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য।

‡ ১৮৪৪ শকাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ভাস্কররায়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কৌলোপনিষৎ

শং নঃ কৌলিকঃ, শং নো বারুণী, শং নঃ শুদ্ধিঃ,

শং নোঽগ্নিঃ, শং নঃ সর্ব্বং সমভবৎ ।১

পরমশিব আমাদের মঙ্গলজনক হউন, বারুণী দেবী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, শুদ্ধি আমাদের মঙ্গলপ্রদ হউন, অগ্নি আমাদের মঙ্গল করুন, সকলই আমাদের মঙ্গলকর হউন। ১

তাৎপর্য্য। কুলমার্গের প্রবর্ত্তক বলিয়া "কৌলিক" শব্দের অর্থ পরমশিব। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব মদ্য, তদভিমানিনী দেবতার নাম বারুণী। দ্বিতীয় তত্ত্ব মুদ্রা, তদভিমানিনী দেবতার নাম শুদ্ধি। পরিমিত গণনায় প্রয়োজন কি, সকলই আমাদের মঙ্গলকর হউন, ইহাই "সর্ব্বং" শব্দের তাৎপর্য্য। "শং" শব্দের অর্থ—মঙ্গল বা মঙ্গলজনক। ইঁহারা "শং" হউন, অর্থাৎ বিঘ্ননিরাকরণ-পূর্ব্বক স্বাত্মানন্দপ্রাপক হউন, ইহাই এই মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করা হইতেছে। "ভূয়াৎ" এই অর্থে "সমভবৎ" ইহা ছান্দস প্রয়োগ। ১

নমো ব্রহ্মণে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নমোঽদ্ভ্যো, নমো-

ঽগ্নয়ে, নমো বায়বে, নমো গুরুভ্যঃ ।২

পরব্রহ্মকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, জলকে নমস্কর, অগ্নি অর্থাৎ তেজকে নমস্কার, বায়ুকে নমস্কার, গুরুকে নমস্কার। ২

তাৎপর্য্য। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের উক্তির দ্বারা আকাশও পরিগৃহীত হইয়াছে। গুরুশব্দ ও বহুবচনের দ্বারা গুরুপর্য্যায় পরমশিব হইতে স্বগুরু পর্য্যন্ত পরিগৃহীত হইয়াছে।

ত্বমেব প্রত্যক্ষং সৈবাসি, ত্বামেব প্রত্যক্ষং তাং

বদিষ্যামি ।৩

হে কৌলোপনিষৎ! তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপা ত্রিপুরসুন্দরী, সেই তোমাকে আমি প্রত্যক্ষরূপে বলিব।

তাৎপর্য্য। সকলে "অহং"রূপে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকারে জানিতে পারে, তিনিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। "সা" শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধা ত্রিপুরসুন্দরী। "ত্বং" শব্দ কৌলোপনিষেদের বাচক। ত্রিপুরসুন্দরী বাচ্য ও

কৌলোপনিষৎ বাচক, বাচ্য-বাচকের অভেদবিবক্ষায় ব্রহ্মরূপিণী ত্রিপুরসুন্দরী ও কৌলোপনিষৎ অভিন্ন।

ঋতং বদিষ্যামি! সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু।
তদ্‌বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ৪

ব্রহ্মকে বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য্য। "ঋতং" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, "সত্যং" শব্দের অর্থও ব্রহ্ম। এই স্থলে আদরে ভিন্ন শব্দের দ্বারা পুনরুক্তি। "অবতু" পদেরও আদরে পুনরুক্তি। বেদপুরুষ স্বয়ং এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের ও বেদবক্তৃগণের রক্ষাকামনা করিতেছেন। ৪

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ৫

"শান্তি" ঃ—বিঘ্নানাং শান্তির্ভবতু—বিঘ্নসকলের শান্তি হউক। আদরে পুনরুক্তি।

তাৎপর্য্য। উপনিষৎপাঠের পূর্ব্বে শান্তি-পাঠ করিতে হয়। উপর্য্যুক্ত মন্ত্রগুলি কৌলোপনিষদের শান্তিমন্ত্র।

অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। ১

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ধর্ম্মী অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিবিষয়ে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য বিচার কর্ত্তব্য।

তাৎপর্য্য। "অথ" শব্দের অর্থ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনন্তর। "অতঃ" শব্দের অর্থ এই হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান জাত হইলে। "ধর্ম্ম" অর্থ শক্তি। যেমন—বহ্নির ধর্ম্ম বহ্নিত্ব, দাহিকা ও প্রভারূপ বহ্নিত্বধর্ম্মই বহ্নির শক্তি, এইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত সমষ্টিরূপা অনন্তশক্তিই ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা শক্তি। ধর্ম্মই ধর্ম্মীর পরিচায়ক; এই জন্য বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হইলে, তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"উপায়া বহবঃ সন্তি জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তথাপি প্রকৃতের্যোগাৎ ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ॥"

ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞানের বহু উপায় থাকিলেও প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে তাঁহাকে শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হয়। আপ্তবাক্য, শাস্ত্রপাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

জ্ঞানং বুদ্ধিশ্চ। ২

জ্ঞান এবং বুদ্ধি, এই উভয়ই ধর্ম্ম বা শক্তির স্বরূপ।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের জনক পরোক্ষ জ্ঞানের নাম বুদ্ধি।

"যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।" [যোগবাশিষ্ঠ]

ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বৈবিধ্যব্যবহার দেখা যায়। "চ"কার দ্বারা অনুক্ত চৈতন্যাদি ধর্ম্মও পরিগৃহীত হইয়াছে।

জ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্। ৩

জ্ঞান মুক্তির একমাত্র কারণ।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রে কথিত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভবরূপ জ্ঞানই এই সূত্রে "জ্ঞানং" পদের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে।

মোক্ষঃ সর্ব্বাত্মতাসিদ্ধিঃ। ৪

সকল প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অভিন্নতাপ্রাপ্তিই মুক্তি। অথবা তাদৃশ অভেদজ্ঞানজন্য অখণ্ড বৃত্তি অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্তিই মুক্তি।

তাৎপর্য্য। সর্ব্ব এব আত্মা যস্য সঃ সর্ব্বাত্মা, তস্য ভাবঃ সর্ব্বাত্মতা, স্বাত্মাভেদঃ তস্যাঃ সিদ্ধিঃ তদ্বিষয়সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। ব্রহ্মই পরমাত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সহিত পরমাত্মার পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই। ইহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞান অজ্ঞানসম্ভূত। সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া, পূর্ণ পরমাত্মস্বরূপপ্রাপ্তিই মুক্তি। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।"

এই সমস্তই "অহং" অর্থাৎ আমি, "অহং"এর বাহিরে অন্য সনাতন বস্তু কিছু নাই। ইহার নাম পূর্ণাহন্তা। ইত্যাকার জ্ঞানই মোক্ষের জনক।

পঞ্চ বিষয়াঃ প্রপঞ্চঃ। ৫

শব্দাদি পঞ্চ বিষয় প্রপঞ্চ।

তাৎপর্য্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয় বা সূক্ষ্মভূত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাদিগকে গ্রহণ করা হয় বলিয়া ইহাদের নাম বিষয়। উক্ত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ও আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ স্থূল ভূতে কোন ভেদ নাই। শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বও ইহাদেরই অন্তর্ভূত। অতএব পঞ্চ-ভূতের বাহিরে সৃষ্ট পদার্থ আর কিছু নাই। এই কথাই যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বত্র পঞ্চ ভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।"

এই জন্য এই সূত্রে প্রপঞ্চ অর্থাৎ সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ শব্দাদিবিষয়পঞ্চকের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বসূত্রোক্ত 'সর্ব্ব'পদের বিবরণ, অর্থাৎ—'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থ পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ।*

তেষাং জ্ঞানস্বরূপাঃ। ৬

সেই শব্দাদি বিষয়পঞ্চকের উপভোক্তাও প্রাণবিশিষ্ট জীব।

তাৎপর্য্য। ইহাও সর্ব্বশব্দের বিবরণ। পূর্ব্বসূত্রে প্রপঞ্চ শব্দে [illegible] জড়বর্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সূত্রে চেতন পদার্থসমূহের নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "তেষাং" পদে শব্দাদি বিষয়পঞ্চক গৃহীত হইয়াছে। [জ্ঞশ্চাসাবনশ্চ জ্ঞানম্। বিষয়ান্ জানাতি প্রাণিতি চেত্যর্থঃ। তাদৃশস্বরূপাঃ জীবাঃ ইতি যাবৎ। ইতি ভাস্কর-রায়ঃ] বিষয়পঞ্চককে যে জানে অর্থাৎ উপভোগ করে, তাহার নাম জ্ঞ, যাহার প্রাণনক্রিয়া আছে, তাহার নাম অন, এই উভয় স্বরূপ যাহার, সেই জীব।†

* এই বিষয়ে ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৭।৪৫।৪৬) বলিয়াছেন,—"কিঞ্চৈতেষু ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বেষু ক্ষিত্যাদিশ্রোত্রান্তং, ততঃ প্রকৃত্যন্তং, ততো মায়ান্তং, ততঃ সদাশিবান্তং, ততঃ শিবান্তম্, এবং-ক্রমেণ পৃথিব্যাদিতত্ত্বপঞ্চকতা। তদিদং পঞ্চভূতময়ং বিশ্বমিত্যনেনৈবোক্তম্।" পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শ্রোত্রতত্ত্ব পর্য্যন্ত একবিংশতিতত্ত্ব পৃথিবীতত্ত্বাত্মক। মনস্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্ব-চতুষ্টয় জলতত্ত্বাত্মক। পুরুষতত্ত্ব হইতে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত সপ্ত তত্ত্ব তেজস্তত্ত্বাত্মক। ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা ও সদাশিব, এই তত্ত্বত্রয় বায়ুতত্ত্বাত্মক। শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব আকাশতত্ত্বাত্মক। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক বিশ্বকে এই জন্য পাঞ্চভৌতিক বলা হয়। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ পরে কথিত হইবে।

† চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রের তাৎপর্য্য এই—জাগতিক সমুদয় পদার্থ জড় ও চেতন, এই দুই ভাগে বিভক্ত। জড়চেতনবস্তুসমষ্টি জগৎকে "অহং"রূপে ধারণা করা অর্থাৎ এই জগৎ আমি, আমার বাহিরে জগতের কোন বস্তু নাই, ইত্যাকার ধারণা করার নাম মোক্ষ বা মুক্তি। শাক্ত ও

যোগো মোক্ষঃ। ৭

যোগ এবং মোক্ষ, এতদুভয়ও জ্ঞান।

তাৎপর্য্য। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। মোক্ষের স্বরূপ চতুর্থ সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

অধর্ম্মকারণাজ্ঞানমেব জ্ঞানম্। ৮

অধর্ম্ম অর্থাৎ পরংব্রহ্মবিষয়ে কারণ অর্থাৎ মূলীভূত অজ্ঞানও জ্ঞান।

তাৎপর্য্য। পরংব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই, এই জন্য তিনি অধর্ম্ম। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাই সৃষ্ট পদার্থের কারণ অর্থাৎ মূল। ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি কারণ হইতে পারেন না, এই জন্য ব্রহ্মবাচকরূপে অধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, অতএব ব্রহ্মই অবিদ্যারূপে জগতের কারণ। ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। এই সূত্রে এবকার ভিন্নক্রমার্থক, অন্যব্যবচ্ছেদক নহে। পঞ্চম সূত্রোক্ত শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ষষ্ঠ সূত্রোক্ত জীব, সপ্তম সূত্রোক্ত যোগ ও মোক্ষ, এবং অষ্টম সূত্রোক্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা, ইহারা সকলেই জ্ঞান [illegible] শক্তি হইতে অভিন্ন, যেহেতু ভেদ মিথ্যা, অভেদই পরমার্থতঃ সত্য।

প্রপঞ্চ ঈশ্বরঃ। ৯।

প্রপঞ্চই ঈশ্বর।

তাৎপর্য্য। প্রপঞ্চ বা জগৎ নিয়ম্য, ঈশ্বর নিয়ন্তা। এই নিয়মনক্রিয়ার দ্বারা জগৎ ও ঈশ্বরে ভেদের প্রতীতি হয়, পরমার্থতঃ ভেদ মিথ্যা। জগৎ ব্যাপ্য, ঈশ্বর ব্যাপক, ঈশ্বর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন,—জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে ভেদ-জ্ঞান দূর হইলে "জগৎই ঈশ্বর" এই জ্ঞান লাভ হয়।

অনিত্যং নিত্যম্। ১০

অনিত্য বস্তুসকলও নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি।

তাৎপর্য্য। উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ঘটাদি বস্তুসমূহ অনিত্য বলিয়া ভাসমান হয়। প্রকৃত পক্ষে কোনও বস্তুরই উৎপত্তি বা বিনাশ নাই,

শৈবদর্শন উপাসনাসৌকর্য্যার্থে সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপক। বিশ্বব্যাপক সগুণ ব্রহ্মের সহিত একীভাবই মুক্তি।

বস্তুর পরিণামই উৎপত্তি ও বিনাশরূপে প্রতীত হয়। নিত্য শক্তিই ঘটাদি অনিত্য বস্তুরূপে ভাসমান হন।*

অজ্ঞানং জ্ঞানম্। ১১

বস্তুর অবস্থাবিপরিণামে উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতিরূপ অজ্ঞানও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি।

তাৎপর্য্য। অবস্থাবিপরিণামে বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতীত হয়, তাহা অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যারই কার্য্য। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাও শক্তি হইতে ভিন্ন নহে, শক্তিরই বিলাসমাত্র।

অধর্ম্ম এব ধর্ম্মঃ। ১২

অধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মই ধর্ম্ম অর্থাৎ শক্তি।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মবাচক অধর্ম্ম শব্দের বিবরণ ৮ম সূত্রের ব্যাখ্যায় এবং শক্তিবাচক ধর্ম্ম শব্দের বিবরণ ১ম সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ধর্ম্মী বা শক্তিমান্, শক্তি ধর্ম্ম; শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই; অতএব শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। নির্গুণ ব্রহ্মে শক্তি অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় নিহিত থাকে, তখন শক্তির বিকাশ হয় না বলিয়া তিনি "অধর্ম্ম"। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; তখন শক্তি ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম ধর্ম্মী। বলা বাহুল্য, সগুণ ব্রহ্মই ধর্ম্মী বা শক্তিমান্।

এষ মোক্ষঃ। ১৩

ইহাই মুক্তি।

তাৎপর্য্য। এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহাই মুক্তির পন্থা, অন্য পন্থা নাই। অর্থাৎ—আত্মসত্তা, জগৎসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা, এই ত্রিবিধ সত্তার একত্ব ধারণাই মুক্তি, ইহাই পরমজ্ঞান, ইহাই পরংব্রহ্মপ্রাপ্তি। আত্মসত্তার নাম অহন্তা, জগৎসত্তার নাম ইদন্তা। এই প্রকার পরমজ্ঞান লাভ হইলে অহন্তা ও ইদন্তা ব্রহ্মসত্তায় বিলয়প্রাপ্ত হয়।

* সগুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শাক্তদর্শন পরিণামবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। সগুণ ব্রহ্মের পরিণামই জগৎ। জগৎ প্রলয়কালে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মে লীন থাকে, সৃষ্টিসময়ে স্থূলরূপে তাহার বিকাশ হয়। জগতের অত্যন্তাভাব কখনও হয় না, কেবল অবস্থান্তর মাত্র হয়। ইহা শাক্তদর্শনের সিদ্ধান্ত এবং ইহাই সৎকার্য্যবাদ।

পঞ্চ বন্ধা জ্ঞানস্বরূপাঃ। ১৪

জ্ঞানস্বরূপ পাঁচটি বন্ধন।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তির দ্বার অনর্গল থাকিলে জীব কেন জনন-মরণ-দুঃখসঙ্কুল সংসারচক্রে বারংবার নিষ্পেষিত হইতেছে, সুখের উপায় বর্ত্তমান থাকিতে কে দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে? এই প্রশ্নের উত্তর এই সূত্রে উক্ত হইতেছে। জীব পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ আছে, এই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিয়াই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে, মুক্ত হইতে পারে না। (১) অনাত্মায় আত্ম-বুদ্ধি, যেমন দেহ বা মন আত্মা নহে, অথচ ইহাদিগকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। (২) আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি, পরব্রহ্মই আত্মা, অথচ তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানে না। (৩) জীবগণের পরস্পর ভেদজ্ঞান। জগতের কোন পদার্থই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু জীবগণ আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, মানুষ, গরু, ইত্যাদি ভেদজ্ঞানে আত্মহারা। (৪) ঈশ্বর হইতে আত্মার ভেদ। ঈশ্বর ও আত্মা অভিন্ন, তথাপি ঈশ্বরকে ভিন্ন মনে করিয়া, তাঁহার নিকট কত কিছু প্রার্থনা করিয়া থাকে। (৫) চৈতন্য হইতে আত্মার ভেদ। আমাদের উপাস্য শিব বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরপদবাচ্য, আর ব্রহ্ম চৈতন্যপদবাচ্য। আত্মা ও চৈতন্য অভিন্ন হইলেও জীব আত্মাকে চৈতন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। এই পাঁচটিই বন্ধন; ইহারাই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই বন্ধনপঞ্চকও শক্তির বিলাস, এই জন্য ইহারাও জ্ঞানস্বরূপ। "জ্ঞানং বন্ধঃ" [১।২]* এই শিবসূত্রেও এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই বন্ধনপঞ্চক ছিন্ন হইলেই মুক্তি।

পিণ্ডাজ্জননম্। ১৫

ঈদৃশ বন্ধসদ্ভাবহেতু দেহসম্বন্ধরূপ জন্ম হয়।

তাৎপর্য্য। জীব পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞ মনে করে, তাহাতেই দেহ ধারণ করিতে হয়। পিণ্ডাৎ দেহসম্বন্ধাৎ। দেহ ধারণ করিতে হইলেই জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য।

---

* "অহং মমেদমিতি যজ্জ্ঞানং ভেদপ্রথাত্মকম্।
শব্দানুবেধতো জাতং মায়ীয়মলমূলকম্।
তদ্‌বন্ধনং সমাখ্যাতমবিদ্যাবৃত্তিলক্ষণম্॥" [শিবসূত্রবার্ত্তিক]

তত্রৈব মোক্ষঃ। ১৬

কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সেই দেহেই মুক্তিলাভ হয়।

তাৎপর্য্য। সূত্রে কৌলজ্ঞান লাভের উল্লেখ নাই। জ্ঞানলাভেই মুক্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দেহীই জ্ঞানলাভের অধিকারী। ইহা কৌলোপনিষদের উক্তি, অতএব কৌলজ্ঞান লাভ অধ্যাহার করিতে হইবে। দেহধারণের পর সদ্‌গুরুপ্রসাদে কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে দেহসত্ত্বে জীবন্মুক্তি ও দেহাবসানে নির্ব্বাণমুক্তি হইবে। তাহাকে আর "শতাধিক নাড্যুৎক্রমণ", "দেবযানে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি" ইত্যাদিপ্রকার বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে না। "তস্য তাবদেব চিরং" [ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২], "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" [বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬] ইত্যাদি শ্রুতিতেও এই প্রকার মুক্তি কথিত হইয়াছে।

এতজ্জ্ঞানম্। ১৭

পরসূত্রে যাহা বলা হইবে, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, [illegible]ন তাহার নিষ্কর্ষ কথিত হইতেছে। পরবর্ত্তী সূত্রে আত্মাকে প্রধান বলা হইয়াছে, ইহাই পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্তের নিষ্কর্ষ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নয়নং প্রধানম্। ১৮

সকল ইন্দ্রিয়ের নয়ন অর্থাৎ আত্মাই প্রধান।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম নয়তি, ব্রহ্মণা সহ একাত্মভাবং স্বং প্রাপয়তি ইতি নয়নম্ আত্মা। যে ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম নয়ন অর্থাৎ জীবাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অংশ, অংশাংশিভাব দূর হইলে জীবাত্মাই ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণকালে "অহমিদং জানামি" অর্থাৎ "আমি ইহা জানি" ইত্যাকার একটি জ্ঞান হয়; ইহাতে "অহং"রূপে যিনি ভাসমান হন, তিনিই জীবাত্মা। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই ছয় ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়া, হৃৎপদ্মে অবস্থিত জীবাত্মার নিকটে উপস্থিত করে, তখন জীবাত্মা "অহমিদং জানামি" ইত্যাকার অনুভব করেন। অতএব জীবাত্মাই প্রধান অর্থাৎ রাজা, ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহার অনুচরস্বরূপ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, অতএব এই সূত্রে পরমাত্মারই প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়াছে। পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই

জগতের সকল পদার্থ প্রকাশিত হয়, যেহেতু প্রকাশশক্তি এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের নাই; এই কথা "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" [কঠোপনিষৎ, ৫।১৫] এই শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণও পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই স্ব স্ব কার্য্যে ক্রিয়াশীল হয়, অতএব পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণের নয়ন অর্থাৎ নায়ক। সকল বৃত্তিতেই এই প্রকার বুদ্ধি যাহাতে হয়, তদ্রূপ যত্ন কর্ত্তব্য। এইরূপ বুদ্ধিই জ্ঞানসর্ব্বস্ব। ইহাতেই বন্ধন শিথিল হইয়া মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

ধর্ম্মবিরুদ্ধাঃ কার্য্যাঃ। ১৯

ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যও করিবে।

তাৎপর্য্য। যিনি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ, তিনিই কৌলমার্গে অধিকারী। এখন কৌলমার্গগামী উপাসকদিগকে অনুশাসন করা হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী কৌলমার্গগামী সাধক চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ সংবিদা [সিদ্ধি বা ভাঙ্‌] ও সুরা প্রভৃতি সেবন করিতে পারেন। এই শ্রুতিকে মূল করিয়াই কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥"

অর্থ—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত আছে; মদ্য সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক; এই জন্য যোগিগণ মদ্য পান করেন।

ধর্ম্মবিহিতা ন কার্য্যাঃ। ২০

ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত জ্যোতিষ্টোম যাগাদি কার্য্য করিবে না।

তাৎপর্য্য। এই শ্রুতি আত্যন্তিক নিষেধক নহে। যদি তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান-ধারার বাধক হয়, তবেই জ্যোতিষ্টোম যাগাদি অকর্ত্তব্য, অন্যথা করিতে পারে; ইহাই তাৎপর্য্য। ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। সকাম কর্ম্মে কাম্য বস্তু লাভ ও নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি জন্মে। কৌলসাধকের ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর কাম্য বস্তু নাই, কাজেই কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। চিত্তশুদ্ধি হইলে নিষ্কাম কর্ম্মও পরিত্যাগ করিবেন। গৌতমধর্ম্মশাস্ত্রে আটচল্লিশটি সংস্কার কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চল্লিশটি বহিরঙ্গ ও আটটি অন্তরঙ্গ। চিত্তশুদ্ধির পর বহিরঙ্গ সংস্কারগুলির অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও বিস্তৃতভাবে সকল ধর্ম্ম উক্ত হইয়া, শাস্ত্রান্তে ব্রহ্মাভ্যাসের বিধান ও ব্রহ্মাভ্যাস-

পরায়ণ সাধকের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের প্রতি অনাদর কথিত হইয়াছে। এই সকল স্মৃতির এই শ্রুতিই মূল।

সর্ব্বং শাম্ভবীরূপম্। ২১

সমস্তই শক্তিস্বরূপ ভাবনা করিবে।

তাৎপর্য্য। শম্ভোরিয়ং শাম্ভবী শক্তিঃ, তস্যা রূপং সর্ব্বম্॥ জগতে বিহিত পদার্থও শক্তিময়, নিষিদ্ধ পদার্থও শক্তিময়। এতাদৃশ ভাবনাপরায়ণ সাধকের পক্ষে বিহিতাচরণ ও নিষিদ্ধাচরণ তুল্য। ঈদৃশ ভাবনায় অনধিকারী বদ্ধ সাধকের পক্ষেই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ বিহিত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং কর্ম্মলোপো ভবেদ্‌যদি।
তৎ কর্ম্ম তে প্রকুর্ব্বন্তি ত্রিংশৎকোট্যো মহর্ষয়ঃ॥"

অর্থ—আমার কর্ম্ম করিতে গিয়া পুরুষ যদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম লোপ করে, তবে তাহার সেই লুপ্ত কর্ম্ম ত্রিংশৎ কোটি মহর্ষি সম্পন্ন করেন।

আম্নায়া ন বিদ্যন্তে। ২২

এই প্রকার সাধকের পক্ষে বেদের প্রবৃত্তি নাই

তাৎপর্য্য। এই প্রকার কৌলসাধক নিজেই সমস্ত জানিতে পারেন, বেদ হইতে তাঁহার জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয় না, অতএব বেদ তাঁহার প্রবর্ত্তক নহে; অর্থাৎ জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিতে হয়, জ্ঞানলাভে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নষ্ট হইলে সাধক নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিজেই বুঝিতে পারিবেন, বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হইবে না। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন,—"অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি শাস্ত্রাণি।" অর্থাৎ—অবিদ্বানের পক্ষেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

গুরুরেকঃ। ২৩

কৌলসাধক এক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

তাৎপর্য্য। যথোক্তলক্ষণলক্ষিত এক গুরুর নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিবে। অনেক গুরুর উপদেশবৈষম্যে সংশয় উপস্থিত হইবে, সংশয়ে সিদ্ধি-হানি। এই বিষয়ে ভগবান্ পরশুরাম কল্পসূত্রে [১।২০] বলিয়াছেন, —"এক-গুরূপাস্তিরসংশয়ঃ।" অর্থাৎ—এক গুরুর উপাসনাতেই নিঃসংশয় হওয়া যায়।

"লব্ধা কুলগুরুং সম্যগ্‌ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ।"

কুলার্ণবতন্ত্রের এই নিষেধবাক্যের এই শ্রুতিই মূল। তাদৃশ গুরুর অলাভ হইলে উপদেশের জন্য অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই শক্তিরহস্যে উক্ত হইয়াছে,—"কৌলিকে গুরবোঽনন্তাঃ"।

ভাস্কররায় বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকায় [সেতুবন্ধ, ৬।৪] গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই স্থলে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে।

কৌলিক দীক্ষাগুরু জ্ঞানদুর্ব্বল হইলে জ্ঞানার্থী শিষ্য দীক্ষাগুরুর আজ্ঞা লইয়া অন্য জ্ঞানবান্ গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ঈদৃশ জ্ঞানদাতা গুরুর নাম শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর নিকট প্রাপ্ত বিষয় দীক্ষাগুরুর নিকট নিবেদন করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। দীক্ষাগুরু জীবিত না থাকিলে শিক্ষাগুরুর নিকট উপদেশ লইতে কোন বাধা নাই। এই কথাই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্।
গুর্ব্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥" [১৩।১৩১, ১৩২]
"মন্ত্রাগমাদ্যমন্যত্র শ্রুতং নাথে নিবেদয়েৎ।
গুর্ব্বাজ্ঞয়া তদ্‌গৃহ্নীয়াৎ তদনিষ্টং বিবর্জয়েৎ॥" [১২।৮১]

এক শিক্ষাগুরুর নিকট জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ না হইলে অনেক শিক্ষাগুরুরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্যই শক্তিরহস্যে উক্ত হইয়াছে—"কৌলিকে গুরুবোঽনন্তাঃ"। দীক্ষাগুরু অভিমানাদিবশতঃ শিষ্যের শিক্ষাগুরুগ্রহণে অনুমতি না দিলে শিষ্য শিক্ষাগুরু গ্রহণ করিবেন না। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর জ্ঞান-তারতম্যনিশ্চয়ে শিষ্য স্বয়ং অসমর্থ হইলেও শিক্ষাগুরু গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ স্থলে—"এই জন্মে আমার জ্ঞানলাভের অদৃষ্ট নাই, ভবিষ্যৎ জন্মে হইতে পারে" ইহা মনে করিয়া দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিবেন।*

* অস্মদ্বংশীয় সাধকপ্রবর রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ব্রহ্মানন্দবংশীয়া তিলোত্তমা দেবী এবং শিক্ষাগুরু বেদান্তবাগীশ। তিনি স্বকৃত নিত্যনৈমিত্তিককাম্যার্চ্চনপদ্ধতিতে শিক্ষাগুরু বেদান্তবাগীশের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশের কোন পরিচয় দেন নাই, কাজেই তাঁহার পূর্ণ নাম এবং নিবাসস্থান জানা যায় নাই। তবে বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুরের নিকট কোন গ্রাম বেদান্তবাগীশের নিবাসভূমি।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

যে গুরু কুপথগামী, কার্য্যাকার্য্যে অজ্ঞ অথচ বিজ্ঞ বলিয়া গর্ব্ব করেন, এমন গুরুকে পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ—দীক্ষাগুরুকে কুপথগামী বলিয়া পূর্ব্বে জানা যায় নাই, পরে জানা গিয়াছে, এই স্থলে এইরূপ গুরুকে অরিমন্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিবে। এই সম্বন্ধে ভাস্করের উক্তি এই,—

"ন চ যদা পূর্ব্বগুরুরল্পজ্ঞঃ পরগুরুসেবাঞ্চ শিষ্যস্য সর্ব্বথা নানুমন্যতে, তাদৃশশিষ্যস্য কা গতিরিতি বাচ্যম্। তদা গুরুদ্বয়জ্ঞানতারতম্যনিশ্চয়ে সতি পূর্ব্বগুরোরুৎপথপ্রতিপন্নত্বে তৎপরিত্যাগস্যৈবারিমন্ত্রত্যাগস্যেব কর্ত্তুং যুক্তত্বাৎ।"*

শিষ্যের সর্ব্বসংশয়চ্ছেদনে সমর্থ সম্যক্ জ্ঞানবান্ কৌলমার্গী গুরুর লাভ হইলে আর অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। যথা কুলার্ণবতন্ত্রে,—

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং সংশয়চ্ছেদকারকম্।
লব্ধা জ্ঞানপ্রদং দেবি ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ॥ [১৩।১৩০]

ভাস্করসম্মত পাঠ—

"লব্ধা কুলগুরুং সম্যঙ্ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ।"

এই উদ্দেশ্যেই কুলার্ণবতন্ত্রের উক্তি—"গুরুরেকঃ কুলাগমে"। [১৩।১২৭]

সর্ব্বৈক্যতাবুদ্ধিমন্তে। ২৪

এই প্রকার কৌলসাধক অন্তে "সকলই এক" এই অদ্বৈতবুদ্ধি লাভ করেন।

তাৎপর্য্য। একমেব ঐক্যং স্বার্থে যন্, তস্য ভাবঃ ঐক্যতা। পূর্ব্বোক্ত সাধনার দ্বারা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইলেই অদ্বৈতভাবের ধারণা হয়।

আ মন্ত্রসিদ্ধেঃ।

এইটি অধিকার-সূত্র। মন্ত্র সিদ্ধির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, এখান হইতে সেই সকল ধর্ম্ম কথিত হইতেছে।

মদাদিস্ত্যাজ্যঃ।

মদাদি ত্যাগ করিবে।

তাৎপর্য্য। মাদক দ্রব্যসেবনে চিত্তের যে বিকার হয়, তাহার নাম মদ বা মত্ততা। আদি শব্দের দ্বারা অন্য বিকারও গৃহীত হইয়াছে। কাম, ক্রোধ,

* যখন দীক্ষার পরেও কুপথগামী গুরুর পরিত্যাগের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কুপথগামী গুরু হইতে দীক্ষাগ্রহণ যে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই অরিষড়্বর্গও পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাগের বিধান করিবার উদ্দেশ্য এই যে - মন্ত্র-সাধনাবস্থায় চেষ্টা করিয়া এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে; মন্ত্রসিদ্ধি হইলে আর চেষ্টা করিতে হইবে না, তখন স্বতঃই মত্ততা ও কামক্রোধাদির প্রসার নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাদের আর উদয় হইবে না। এই জন্য মন্ত্রসাধকের পক্ষে সুরাপান সম্বন্ধে 'যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ" যাহাতে দৃষ্টিবিভ্রম ও চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি না হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা। অর্থাৎ—সুরাপানের ব্যবস্থা ও তজ্জন্য মত্ততার নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া যে পরিমাণ পান করিলে কেবল চিত্তস্থৈর্য্য ও আনন্দলাভ হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে; যাহাতে মত্ততা জন্মে, সেই পরিমাণ পান করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে অতিরিক্ত পানে মত্ততা এবং চিত্তমোহের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রসিদ্ধির পরে উল্লাসপরম্পরায় সমাধি অবস্থা লাভের জন্য অধিক পানের ব্যবস্থা। এই জন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,— "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" [৭।৯৯]।

প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ। ২৭

কৌলসাধক নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশ করিবেন না।*

তাৎপর্য্য। যাহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে নাই, কোন উপাসনাও করে না; অন্য ধর্ম্মে যাহাদের অত্যন্ত আদর; যাহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াও করিতে হয় বলিয়া উপাসনা করে অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত করে না; ইহারা সকলেই বহির্ম্মুখ। ইহাদিগকে নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি জানিতে দিবে না, সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। এই বিষয়ে অন্য দেবতার উপাসনাতেও তুল্য ব্যবস্থা, অর্থাৎ সকল উপাসকই স্ব স্ব আচার ও উপাসনাপদ্ধতি গোপন রাখিবে। বেদে আরণ্যককাণ্ডে ত্রিপুরসুন্দরীর [শ্রীবিদ্যার] দীক্ষা বিহিত হইয়াছে†। আরণ্যককাণ্ডোক্ত ক্রিয়া গোপন রাখাই ব্যবস্থা; অতএব এই দেবতার আচার ও উপাসনার গোপনীয়তা তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গেল, আবার এখানে

* কুলার্ণবতন্ত্রও [১১।৮৫] বলিতেছেন—

"বেদশাস্ত্রপুরাণানি স্পষ্টানি গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

† সুন্দরীতাপিনী প্রভৃতি উপনিষদে ত্রিপুরসুন্দরীর দীক্ষা বিহিত হইয়াছে। এই সকল উপনিষৎ বেদের আরণ্যক কাণ্ডের অন্তর্গত।

গোপনীয়তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা কি ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন —আরণ্যককাণ্ডোক্ত অন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই এখানে আবার কণ্ঠরবের দ্বারা গোপনীয়তা বিধান করা হইয়াছে। বৈলক্ষণ্য এই—আরণ্যককাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদিক্রিয়ার গোপনীয়তাভঙ্গে যজ্ঞাদির বিগুণতামাত্র হইবে, নরক হইবে না ; এই উপাসনার গোপনীয়তাভঙ্গে নরক হইবে। ভগবান্ পরশুরামও কল্পসূত্রে [১।২২] বলিয়াছেন,—"প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" প্রকাশ করিলে নরক হইবে। ভাষ্যকারের উক্তি,—

"যদ্যপ্যস্যা দীক্ষায়া বেদেষ্বারণ্যককাণ্ডে বিহিতত্বাদেব রহস্যতা সিদ্ধা ক্রত্বঙ্গপ্রবর্গ্যাদিবৎ, তথাপি পুনঃ কণ্ঠরবেন তদ্বিধানং রহস্যান্তরেভ্যো বৈলক্ষণ্যার্থম্। ধর্ম্মান্তরেষু রহস্যভঙ্গে ক্রতুবৈগুণ্যমাত্রম্, ইহ তু তথাত্বে নরক এবেতি। তথা চ ভগবান্ পরশুরামঃ—প্রাকট্যান্নিরয়ঃ ইতি।"

ন কুর্য্যাৎ পশুসম্ভাষণম্। ২৮

পশুর সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

তাৎপর্য্য। শ্রীবিদ্যোপাসনাই বিদ্যাপদবাচ্য ; এই উদ্দেশ্যেই উক্ত হইয়াছে—

"ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।"*

শিল্পাদিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ বিদ্বান্ নহে। বিদ্যাহীন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত [২৭ সূত্রের ব্যাখ্যা] বহির্ম্মুখগণ পশুপদবাচ্য। ইহাদিগের সহিত সম্যক্ ভাষণ অর্থাৎ নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে, এইরূপ আলাপ করিবে না। "ভাষণ" শব্দের পূর্ব্বে সম্যগর্থপ্রকাশক "সম্" উপসর্গ আছে বলিয়া সাধারণ বিষয়ের আলাপ নিষিদ্ধ হয়

* "ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥" [ত্রিশতী ১১৯]

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদ্বিদ্যাপদেন প্রকৃতবিদ্যৈব মুখ্যতয়োচ্যতে। এতৎপ্রতিপাদকত্বাদ্‌-বেদাদিবিদ্যা গৌণ্য উচ্যন্তে।" [সেতুবন্ধ ৬।৪] ভাস্করের এই উক্তিতে এই বচনটি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বলিয়া জানা যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ। উত্তরখণ্ড বর্ত্তমান সময় অতি দুর্ল্লভ, তাহার কিয়দংশ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। উত্তরখণ্ডে 'ত্রিশতী" নামক একটি শ্রীবিদ্যাস্তব আছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই ত্রিশতীতে উক্ত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়।

নাই। আচার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় "সম্ভাষণ" নিষিদ্ধ হইয়াছে।*

অন্যায়ো ন্যায়ঃ।

অল্পবল ন্যায়কেও ন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

তাৎপর্য্য। "অন্যায়" পদে অল্পার্থে নঞ্। যদি কোন তার্কিক পূর্ব্ব-মীমাংসা বা উত্তরমীমাংসার ন্যায়দ্বারা কৌলমার্গের দোষ উদ্ঘাটন করে, তথাপি কৌলসাধক কিছুমাত্র ক্রোধ করিবেন না, এই অভিপ্রায়ে এই সূত্রের উপন্যাস।

তার্কিক যদি ন্যায়ের † অবতারণা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করে,—কৌলমার্গ দুষ্ট, ইহা শিষ্টের গ্রাহ্য নহে। কৌলসাধক যদি ইহাতে উত্তর প্রদান করিয়া কৌলসিদ্ধান্তের ন্যায্যতা স্থাপন করিতে না পারেন, তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে তার্কিকের উক্তি অনুসারে কৌলসিদ্ধান্তের অনুকূল ন্যায়কে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইবে। এই অবস্থাতে কৌলসাধক কৌলসিদ্ধান্তের অনুকূলে দুর্ব্বল ন্যায়কেই ন্যায় বলিয়া মনে করিবেন, অর্থাৎ কৌলমার্গের প্রতি বিশ্বাস হারাইবেন না, তার্কিকের প্রতিও ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। তার্কিক শাস্ত্রীয় পন্থা অবলম্বন করিয়া ন্যায়ের অবতারণপূর্ব্বক "কৌলমার্গ দুষ্ট" এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবেন। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি দুর্ব্বল এবং স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায় দুর্ব্বল, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কৌলমার্গে তাহার বিপরীত, অর্থাৎ—শ্রুতি-স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায়‡ প্রবল। তার্কিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, কাজেই তার্কিকের সহিত তর্কে কৌলসাধকের পরাজয়ের সম্ভাবনা। বস্তুতঃ কৌলমার্গ চিন্তার অতীত বলিয়া এই বিষয়ে তর্কের উপন্যাস হইতে পারে না।

---

* এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

কুলধর্ম্মপ্রসঙ্গঞ্চ পশূনাং পুরতঃ প্রিয়ে।
কদাচিন্নৈব কুর্ব্বীত শূদ্রাগ্রে বেদপাঠবৎ ॥" ১১।৮০
"যথা রক্ষতি চৌরেভ্যো ধনধান্যাদিকং প্রিয়ে।
কুলধর্ম্মং তথা দেবি পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েৎ ॥" ১১।৮২

† তর্কে ন্যায়ের অবতারণা করিতে হয়। যে সিদ্ধান্তের নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার নাম সাধ্য। যে বাক্য অনুসারে সাধ্যের সিদ্ধি পরিসমাপ্ত হয়, তাহার নাম ন্যায়। ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ইহাদের বিবরণ জানিতে হইলে স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোশিপের লেকচার, প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ লেকচার দ্রষ্টব্য।

‡ গুরুপরম্পরাগত উপদেশের নাম সম্প্রদায়। ভাস্কর রায় বলিয়াছেন,—"সম্যক্ শিষ্যেভ্যঃ প্রদীয়তে ইতি সম্প্রদায়ঃ" [সৌভাগ্যভাস্কর, ২৪৮ পৃঃ]।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া "এই সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়" তদ্‌বিষয়ে সম্প্রদায়ের অবিরোধে তর্ক করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণও বহু স্থলে পূর্ব্ব-বিষয়ের উত্তরোত্তর সঙ্কোচ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকারে তার্কিকের আপত্তি করা সঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে ন্যায় দুর্ব্বল নহে, বাদীর দুর্ব্বলতা। স্বকীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ তর্ক করিলে বাদী যদি তাহার উত্তর করিতে না পারেন, তবে ইহাতে বাদীর বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রতিপাদিত হয়, সিদ্ধান্তের অনুকূল ন্যায়ের দুর্ব্বলতা প্রতিপাদিত হয় না; অন্য কোনও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাদীর নিকট তার্কিক পরাজিত হইতে পারেন।

তার্কিক কৌলসিদ্ধান্তের দুর্ব্বলতা প্রতিপাদন করিলে কৌলসাধকের মন কিরূপে আশ্বস্ত হইবে? অর্থাৎ কৌলসিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস কিরূপে অব্যাহত রাখিতে পারিবেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—পরমকারুণিক ঋষিগণ শাস্ত্রে অধিকারভেদে পরস্পরবিরুদ্ধ নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। কোন সিদ্ধান্তই অন্যায্য নহে। যে সিদ্ধান্ত এক অধিকারীর অনুকূল হইবে, তাহা অন্য অধিকারীর প্রতিকূল হইতে পারে। অতএব অন্য অধিকারীর নিকট কৌলসিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও কৌলসাধকের পক্ষে তাহাই প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত।

প্রকৃতপক্ষে কৌলসাধকের তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আচারের গোপনীয়তা রক্ষাই কৌলসাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। তর্ক করিলে বিশ্বাসের হানি হইতে পারে, আচারের অনেক কথাও প্রকাশ করিতে হয়, অতএব তর্ক করা অকর্ত্তব্য।

ন গণয়েৎ কমপি। ৩০

কৌলসাধক কাহাকেও গণনা করিবে না।

তাৎপর্য্য। কৌলাচারের বিরুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি কিছু বলেন, তবে তাহাও গ্রাহ্য করিবে না। স্বীয় আচারের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিবে। আপাত-মনোরম যুক্তির দ্বারা কেহ ইহার খণ্ডন করিলেও তাহা শুনিবে না। এই আচারে বিশ্বাসেরই প্রাধান্য।

আত্মরহস্যং ন বদেৎ। ৩১

আত্মরহস্য কাহাকেও বলিবে না।

তাৎপর্য্য। ২৭ সূত্রে প্রাকট্য নিষিদ্ধ হইয়াছে; গোপনীয়তাভঙ্গভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও নিজের গোপনীয় আচার বলিবে না।

শিষ্যায় বদেৎ। ৩২

স্বীয় আচার শিষ্যকে বলিবে।

তাৎপর্য্য। ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত বিশ্বাসী জিজ্ঞাসু শিষ্যকে কৌলাচার উপদেশ করিবে। এই আচার গোপনীয় বলিয়া শাস্ত্রে প্রকটভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই, শিষ্যপরম্পরা উপদেশক্রমেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলম্।"*

[বামকেশ্বর তন্ত্র ৬।৩]

এইরূপে একমাত্র সম্প্রদায়ক্রমেই ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া এই আচার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সদাচারের প্রাধান্য। সম্প্রদায়রক্ষার জন্য শিষ্যের নিকট কোন বিষয় গোপন করিবে না, সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিবে। †

অন্তঃ শাক্তঃ।৩৩

বহিঃ শৈবঃ।৩৪

লোকে বৈষ্ণবঃ।৩৫

অন্তঃকরণে শাক্তভাব, বাহিরে শৈবভাব এবং লোকসমক্ষে বৈষ্ণবভাব অবলম্বন করিবে।

* ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। ইহার টীকায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ত্বৎকর্ণং প্রাপ্য ত্বন্মুখান্নিঃসৃতং ত্বচ্ছিষ্যকর্ণং প্রাপ্নোতু। এবমুত্তরত্র। তেন পুস্তকাদ্যুপায়ান্তরেণ গ্রহণনিষেধো ধ্বনিতঃ।" কুলার্ণব তন্ত্রেও [১১।৪৬] উক্ত হইয়াছে—

'পারম্পর্য্যং সমায়াতং মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে।
সর্ব্বং গুরুমুখাল্লব্ধং সফলং স্যান্ন চান্যথা॥'

মন্ত্র এবং আচার প্রভৃতি গুরুপরম্পরাতেই অবস্থিত আছে, অতএব এই সকল গুরুমুখ হইতেই অবগত হইবে, অন্যপ্রকারে নহে।

† অনধিকারী শিষ্যকে কৌলজ্ঞানের উপদেশ দিবার বিধান নাই। এই সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে [২।৩৬] উক্ত হইয়াছে—

"অনর্হে কুলবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
তস্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তব্যং কুলজ্ঞানং ময়োদিতম্।"

তাৎপর্য্য। আত্মরহস্য গোপন রাখিবার জন্য কিরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহাই এই সূত্রত্রয়ে বিবৃত হইয়াছে। শক্তির উপাসনা একমাত্র অন্তঃকরণ-বেদ্য, অতএব মনে সেই ভাব সর্ব্বদা জাগরূক রাখিবে। শিব ও শক্তি অভিন্ন, অতএব বাহিরে শৈবাচার অবলম্বনে শক্তি উপাসনার হানি হইবে না।

"কুচন্দনেন শাক্তানাং ভ্রূমধ্যে বিন্দুরিষ্যতে।"

এই প্রমাণ অনুসারে শাক্তগণের উভয় ভ্রূর মধ্যস্থানে রক্তচন্দনদ্বারা বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ করিতে হয়। ইহা গোপন রাখিবার জন্য উক্ত তিলক ধারণ করিয়া, শৈবচিহ্ন ভস্মের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ভগবতী স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"মমৈব পৌরুষং রূপং গোপিকানয়নামৃতম্।"

গোপিকানয়নামৃত কৃষ্ণই আমার পুরুষরূপ। অতএব ত্রিপুরসুন্দরী ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া লোকসমাজে বৈষ্ণবাচার প্রদর্শনে শক্তি উপাসনার ক্ষতি হইবে না। এই জন্য লোকসমাজে হরিনামকীর্ত্তনাদির দ্বারা বৈষ্ণবভাব প্রকাশ করিবে। অতএব বিষ্ণু, শিব ও শক্তি, ইঁহাদের উত্তরোত্তর ফলাধিক্য ও রহস্যাধিক্য রহস্যনামসাহস্রে [ললিতাসহস্রনামস্তোত্রে] বিবৃত হইয়াছে। *

অয়মেবাচারঃ। ৩৬

ইহাই কৌলসাধকের আচার।

তাৎপর্য্য। তন্ত্রে কৌলিকগণের অনেক প্রকার আচার বিহিত হইলেও "গোপনীয়তা" রূপ আচারই মুখ্য। এই সূত্রে সেই মুখ্য আচারই কথিত হইয়াছে।

আত্মজ্ঞানান্মোক্ষঃ। ৩৭

আত্মজ্ঞানেই মুক্তি।

তাৎপর্য্য। আত্মজ্ঞানেই যে মুক্তি, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আবার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি আত্মানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে; সেই হেতু কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত পুরুষ কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া ও

* কুলার্ণবতন্ত্রও বলিতেছেন,—

"অন্তঃ কৌলো বহিঃশৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ।
কৌলং সুগোপয়েদ্ দেবি নারিকেলফলাম্বুবৎ॥

নারিকেলের জল যেমন মালাই ও ছোবড়ার আবরণে গুপ্তভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ শৈবাচার ও বৈষ্ণবাচারের আচ্ছাদনে কৌলাচারকে অন্তরে গোপনে রাখিবে।

আত্মানুসন্ধান, এই উভয়েরই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবে; ইহাই স্মরণ করাইবার জন্য পুনরুক্তি।

লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ। ৩৮

ভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগের নিন্দা করিবে না।

তাৎপর্য্য। পরমকারুণিক ঋষিগণ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন পুরুষ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে তত্তন্মতাবলম্বনে উপাসনাদি করিতেছে। তাহাদের অবলম্বিত মতের নিন্দা করিবে না। প্রকৃতপক্ষে কৌলোপাসক অপেক্ষা তত্তদুপাসক হীন হইলেও কৌলসাধক কথনও তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন করিবেন না। তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন করিলে তাহাদের স্বাবলম্বিত আচারে সংশয় ও তজ্জন্য অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে; অথচ কৌলাচারেও অধিকার জন্মিবে না; অতএব তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" [গীতা]

ভগবান্ পরশুরামও কল্পসূত্রে [১।১৪] বলিয়াছেন—"সর্ব্বদর্শনানিন্দনম্।"

ইত্যধ্যাত্মম্। ৩৯

পরানুষ্ঠিত আচারও আত্মজ্ঞানের উপকারক।

তাৎপর্য্য। ভিন্নমতাবলম্বী লোকের নিন্দা না করার উপযোগিতা কোথায়? ইহার উত্তরে এই সূত্রের অবতারণা। কৌলসাধক সকলকেই আত্মভাবে দর্শন করিবেন, পরমতাবলম্বীরাও তাঁহার আত্মস্বরূপ। নিন্দার দ্বারা তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইলে নিজেরই সর্ব্বাত্মভাবে ন্যূনতা উপস্থিত হয়; অতএব তাহারা অধিকার অনুসারে যে আচার অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই আত্মজ্ঞানের উপকারক, অর্থাৎ এই আচারের দ্বারাই ক্রমে কৌলাচারের অধিকারী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে; এইরূপ মনে করিয়া নিন্দায় বিরত হইবেন।

ব্রতং ন চরেৎ। ৪০

কোনও ব্রতের আচরণ করিবে না।

তাৎপর্য্য। ইহার দ্বারা কাম্য কর্ম্মমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানলাভের জন্যই কৌলসাধনা। প্রাপ্ত ফল অপেক্ষা গুরুফল প্রাপ্তির জন্যই লোকে কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা গুরুফল আর কিছু নাই, অতএব অন্য ফল কামনায় কাম্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। কৌলসাধনাকে লঘু

মনে না করিলে অন্য কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এই লঘুত্বজ্ঞান সিদ্ধির হানিকারক। কৌলসাধকের আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কাম্য বস্তু নাই, এইজন্যও তিনি কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে বিধিলঙ্ঘনজন্য প্রত্যবায় হইবে, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধক; অতএব নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং তাহার অঙ্গীভূত ব্রতও করিতে হইবে। সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মেরও প্রয়োজন হয় না, ২১শ সূত্রের ব্যাখ্যায় ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ন তিষ্ঠেন্নিয়মেন। ৪১

কোনও নিয়ম প্রতিপালন করিবে না।

তাৎপর্য্য। ইহা পূর্ব্বসূত্রেরই বিবরণ। নির্ব্বন্ধরূপ নিয়ম আত্মানুসন্ধানের বিরোধী, এই জন্য তাহা পরিত্যাজ্য।

নিয়মান্ন মোক্ষঃ। ৪২

যেহেতু নিয়মে মুক্তি হয় না।

তাৎপর্য্য। "নিয়মাৎ" হেতু অর্থে পঞ্চমীনির্দ্দেশ। নিয়মে আত্মানুসন্ধানের অভাব আছে, সেই হেতু মুক্তিতে বিলম্ব; ইহাই হেত্বর্থ। নিয়মে মুক্তি হয় না বলিয়াই নিয়ম প্রতিপালন করিবে না, এইরূপে পূর্ব্বসূত্রের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্য্যাৎ। ৪৩

গোপনীয়তারক্ষার জন্য কৌলমার্গস্থাপনের চেষ্টা করিবে না।

তাৎপর্য্য। যদি কোন ন্যায়োপন্যাসনিপুণ কৌলসাধক সন্ন্যায়ের দ্বারা কৌলমার্গস্থাপনে সমর্থ হন, তথাপি তাহা করিবেন না; যেহেতু তর্ক করিতে গেলেই ইহার গোপনীয়তা নষ্ট হইবে। এই জন্যই কৌলশাস্ত্রের নিবন্ধকারগণ নিতান্ত গোপনীয় সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলির গোপনীয়তারক্ষার জন্য তত্তৎস্থলে "গুরুমুখাদেব জ্ঞেয়ম্" গুরুর মুখ হইতে জানিয়া লইবে, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। *

* "অন্যায়ো ন্যায়ঃ" [২৯] এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—সন্ন্যায়ের উপন্যাসে অসমর্থ কৌলসাধক তর্কে পরাজিত হইলেও স্বীয় আচারের প্রতি বিশ্বাস হারাইবেন না এবং

সর্ব্বসমো ভবেৎ। ৪৪

সর্ব্বসম হইবে।

তাৎপর্য্য। কৌলশাস্ত্রের সমস্ত আচারের নিষ্কর্ষ করিয়া বিধান করিতেছেন—সর্ব্বসম হইবে, অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে এবং স্থাবরমাত্রকেও আত্মতুল্য মনে করিবে। কৌলশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান; স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন, অতএব কৌলসাধকের পক্ষে সমস্তই আত্মতুল্য।

স মুক্তো ভবতি। ৪৫

সে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য্য। যে কৌলসাধক তাদৃশ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মতারূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সদ্যই মুক্তিলাভ করেন। কিঞ্চিৎ ন্যূন আত্মজ্ঞানী ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ করেন।

পঠেদেতানি সূত্রাণি প্রাতরুত্থায় দেশিকঃ।
আজ্ঞাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ইত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥

যশ্চাচারবিহীনোঽপি যো বা পূজাং ন কুর্ব্বতে।
যদি জ্যেষ্ঠং ন মন্যেত নন্দতে নন্দনে বনে॥

শং নঃ কৌলিকঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কৌলোপনিষৎ সমাপ্তা।

যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া [অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক] এই সূত্র পাঠ করেন, তিনিই দেশিক [উপদেশক অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশদাতা]। তাঁহার আজ্ঞাসিদ্ধি [অপ্রতিহতাজ্ঞতা অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে] জন্মে। ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা [অতএব ইহাতে অবিশ্বাস করিবে না]।

যিনি পূর্ব্বোক্ত আচারের অনুষ্ঠান করেন না, [সংশয়াপন্ন হইয়া তদুক্তপ্রকার] পূজাও করেন না, কৌলমার্গকে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম বলিয়াও মনে করেন না,

কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবেন না। "কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্য্যাৎ" এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে—সন্ন্যায়ের উপন্যাসে নিপুণ কৌলসাধক বাদিপরাজয়পূর্ব্বক স্বমত স্থাপনে সমর্থ হইলেও গোপনীয়তাভঙ্গভয়ে তাহা করিবেন না।

[এতাদৃশ উপাসকাভাস সাধক আত্মজ্ঞান লাভ না করিলেও এই উপনিষৎ পাঠের ফলে] নন্দনবনে আনন্দ উপভোগ করেন অর্থাৎ মরণান্তে স্বর্গভোগ করেন। ["যো বা পূজাং ন কুর্ব্বতে" এই স্থলে বচনব্যত্যয় ছান্দস]।

তাৎপর্য্য। অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কিন্তু অশ্বমেধসূক্তপাঠে অধিকার আছে, তাহাতেই অপূর্ব্ব জন্মে, সেইরূপ কৌলমার্গে অনধিকারী সাধকেরও এই উপনিষৎ পাঠে অধিকার আছে এবং তাহাতে অপূর্ব্ব জন্মিবে।

কৌলোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

পরশুরাম-

কল্পসূত্র।

অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১।১

আমরা দীক্ষা ব্যাখ্যা করিব।

তাৎপর্য্য *। ভগবান্ পরশুরাম আধুনিক মন্দবুদ্ধিদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সদাশিবপ্রোক্ত অসংখ্য তন্ত্র পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সেই সকল তন্ত্রের উপসংহারস্বরূপ এই কল্পসূত্রে চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তির সাধন লঘু পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য এই সূত্রদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

"অথ" শব্দ মঙ্গলদ্যোতক। "অতঃ" শব্দ আনন্তর্য্যদ্যোতক। আনন্তর্য্য কোন অবধিকে অপেক্ষা করে। এই স্থলে সমীপবর্ত্তিত্বহেতু মঙ্গলাচরণ অথবা নানা তন্ত্র পর্য্যালোচনা, অবধি। "অথাতঃ"—"অথ" শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ [illegible], তাহার পরে অথবা নানা তন্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার পরে। অথবা মিলিত "অথাতঃ" শব্দ আরম্ভের দ্যোতক। এই বিষয়ে "অথাতো দর্শ-পূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই আপস্তম্বসূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—"অথাতঃ শব্দোঽয়ং প্রকরণারম্ভে প্রায়ঃ প্রযুজ্যতে বৃদ্ধৈঃ। কচিদানন্তর্য্যেঽপি। যথা—'ইমে ভৃগবো ব্যাখ্যাতাঃ অথাতোঙ্গিরসাম্' ইত্যাদৌ। তথা ন পুনরিহানন্তর্য্যা-মর্থঃ, পূর্ব্বপ্রবৃত্তস্য কস্যচিদনন্তরস্যানুপলম্ভাৎ"। এই আপস্তম্বসূত্রের মত এই স্থলেও প্রকরণারম্ভে "অথাতঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দীক্ষাপদের অর্থ সূত্রকার পরে বলিবেন। ব্যাখ্যা অর্থ—নিগূঢ়াভিপ্রায়ক শব্দের বিবেচনাপূর্ব্বক কথন। তন্ত্রের গূঢ় অর্থ বিবেচনাপূর্ব্বক কল্পসূত্রে কথিত হইবে, ইহাই "ব্যাখ্যা-স্যামঃ" পদের অর্থ। আমি দীক্ষাবিষয়জ্ঞানানুকূল শব্দ-প্রয়োগের কর্ত্তা, ইহা ফলিত অর্থ। "ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই বহুবচনের দ্বারা উপাসনাপ্রবর্ত্তক অন্য আচার্য্যগণও গৃহীত হইয়াছেন। যেমন লোকে গুরুতর কার্য্য করিবার সময়ে

---

* রামেশ্বর, কল্পসূত্রের টীকায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মানুবাদ তাৎপর্য্যে প্রদত্ত হইবে। রামেশ্বরের উক্তির অতিরিক্ত কিছু তাৎপর্য্যে লিখিত হইবে না। আবশ্যকস্থলে অতিরিক্ত কথা টিপ্পনীতে প্রদত্ত হইবে।

বলিয়া থাকে—আমরা করিব, ইহাতে বুঝা যায়—আমি একা করিব না, আমার সঙ্গে অন্য লোকও থাকিবে। এই স্থলেও "ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই বহু-বচনের দ্বারা বুঝা যাইতেছে—কেবল পরশুরামই এইরূপ ব্যাখ্যা করিবেন না, অন্য আচার্য্যগণও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা দীক্ষাব্যাখ্যার কাঠিন্য সূচিত হইয়াছে।

তন্ত্রের অপ্রামাণ্যনিরাস।

এই কল্পসূত্র তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত। লোভই তন্ত্রশাস্ত্রের একমাত্র মূল। * অতএব এই কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা বৈদিকাচারপরায়ণের কর্ত্তব্য নহে। ভট্টপাদ [কুমারিল ভট্ট] বার্ত্তিকে [তন্ত্রবার্ত্তিক, ১।৩।৪] বলিয়াছেন,—

"লোভাদি কারণঞ্চাত্র বহ্বেবান্যৎ প্রতীয়তে।
যস্মিন্ সন্নিহিতে দৃষ্টে নাস্তি মূলান্তরানুমা॥

শাক্যাদয়শ্চ সর্ব্বত্র কুর্ব্বাণা ধর্ম্মদেশনাম্।
হেতুজালবিনির্ম্মুক্তাং ন কদাচন কুর্ব্বতে॥

ন চ তৈর্ব্বেদমূলত্বমুচ্যতে গৌতমাদিবৎ।
হেতবশ্চাভিধীয়ন্তে যে ধর্ম্মাদ্দূরতঃ স্থিতাঃ॥ †

এত এব চ তে যেষাং বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চনম্।
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থা হৈতুকাশ্চৈত এব হি॥"

[কাশীর মুদ্রিত তন্ত্রবার্ত্তিক, ১১৭ পৃঃ]

"যান্যেতানি ত্রয়ীবিদ্ভির্ন পরিগৃহীতানি কিঞ্চিৎতন্মিশ্রধর্ম্মকঞ্চুকচ্ছায়াপতি-তানি লোকোপসংগ্রহ-লাভ-পূজা-খ্যাতি প্রয়োজনপরাণি ত্রয়ীবিপরীতাসম্বদ্ধ-

* তন্ত্রে শান্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, যক্ষিনীসাধন, যোগিনীসাধন, এই সকল ঐহিক ফললাভের উপায়সকল বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে পারত্রিক ফল কিছু নাই। এই সকল ঐহিক ফলের লোভে লোক তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তন্ত্রোক্ত এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারিলে লোকের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করা যায়। এইরূপ সম্মানের লোভেও লোক তন্ত্রশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের মূল একমাত্র লোভ।

† "হেতুমূলত্বেনৈব তর্হি প্রামাণ্যং ভবিষ্যতি", অত আহ—"হেতবশ্চ" ইতি। হেত্বাভাসাস্তে ন সম্যক্ হেতবঃ ইতি ভাবঃ। [ন্যায়সুধা]। "ধর্ম্মাদ্দূরতঃ স্থিতাঃ" এই পাঠ কল্পসূত্রটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। মুদ্রিত তন্ত্রবার্ত্তিকে "ধর্ম্মা দূরতঃ স্থিতাঃ" এইরূপ পাঠ আছে।

দৃষ্টলোভাদিপ্রত্যক্ষানুমানোপমার্থাপত্তি প্রায়যুক্তিমূলোপনিবদ্ধানি সাঙ্খ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-শাক্য-নিগ্রন্থপরিগৃহীত-ধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধনানি বিষচিকিৎসা-বশীকরণোচ্চাটনোন্মাদনাদিসমর্থ--কতিপয়মন্ত্রৌষধি--কাদাচিৎক--সিদ্ধিনিদর্শন--বলেন অহিংসা-সত্যবচন দম-দান-দয়াদি-শ্রুতিস্মৃতিসংবাদি-স্তোকার্থগন্ধবাসিত-জীবিকা--প্রায়ার্থান্তরোপদেশীনি, যানি চ বাহ্যতরাণি ম্লেচ্ছাচারমিশ্রক-ভোজনাচরণনিবন্ধনানি, তেষামেবৈতৎশ্রুতিবিরোধহেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে। *

[তন্ত্রবার্ত্তিক, ১১৪ পৃঃ]

ইহার তাৎপর্য্য এই—বেদবহির্ভূত শাস্ত্র অপ্রমাণ। আর্য্যশাস্ত্র সমস্তই বেদমূলক, ইহারা বেদমূলক নহে বলিয়া বেদবহির্ভূত। ইহাতে লোভ প্রভৃতি অন্য বিপুল কারণ প্রতীয়মান হয়। যে সকল বিধিনিষেধক বাক্যের দৃষ্ট ফল সন্নিহিত থাকে, তাদৃশ স্মৃতিবাক্যের দ্বারা মূলভূত শ্রুতির অনুমান হইতে পারে না। যে সকল স্মৃতিবাক্যের মূলে প্রত্যক্ষ শ্রুতি লব্ধ হয় না, তাহার মূলভূত

* "যান্যেতানি সাঙ্খ্যাদিপরিগৃহীতানি তৈঃ বিপরীতগৃহীতয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ নিবন্ধনানি, যানি চ বাহ্যতরাণি ম্লেচ্ছাচারস্য বহুসমাহৃতৈকদেশমিশ্রান্নভোজনাচরণস্য নিবন্ধনানি, তেষামেব এ[illegible]ত্বং প্রতিপাদ্যতে, ইত্যন্বয়ঃ। ন চ তদপ্রামাণ্যাঙ্গীকরণে পূর্ব্বোক্তমর্য্যাদাতিক্রমাদিদোষাপত্তিঃ শিষ্টত্রৈবর্ণিকপরিগ্রহাদরস্য স্মৃতিপ্রামাণ্যহেতোঃ তেষু অসম্ভবাৎ, ইতি "ত্রয়ীবিদ্ভির্ন পরিগৃহীতানি" ইত্যনেনোক্তম্। ত্রয়ীবিৎপরিগ্রহাভাবেঽপি অহিংসা-সত্যবচনাদিবাক্যেষু বেদমূলত্বদর্শনেন বাক্যান্তরেঽপি বেদমূলত্বানুমানসম্ভবাৎ কথম্ অপ্রামাণ্যম্? ইত্যাশঙ্ক্য 'কিঞ্চিৎত্রয়ীমিশ্রস্য ধর্ম্মকঞ্চুকস্য ছায়ায়াং পতিতানি' ইত্যুক্তম্। যথা নর্ত্তকী স্বাঙ্গবৈকৃত্যং কঞ্চুকেন ছাদয়তি তথা লোকবঞ্চনার্থং চৈত্যবন্দনাদিবাক্যানাং মিথ্যাত্বং ছাদয়িতুং ক্বচিৎ বেদমূলার্থাভিধানং, ন সর্ব্বত্র, তথাত্বানুমানায় অলম্ ইত্যাশয়ঃ। কিং তেষাং লোকবঞ্চনপ্রয়োজনম্? ইত্যপেক্ষায়াং লোকোপসংগ্রহাদিপ্রয়োজনপরত্বম্ উক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ ক্বচিৎ বেদমূলত্বদর্শনেন অন্যত্র তথাত্বানুমানং ন সম্ভবতি? ইত্যাশঙ্কানিরাকরণার্থং 'ত্রয়ী' ইত্যুক্তম্। ত্রয্যপ্রামাণ্যাপাদকত্বাৎ তদীরিতেন অতএব অতন্মূলত্বাৎ তদসম্বন্ধেন দৃষ্টশোভাদিপ্রায়েণ তৎপ্রধানেন তন্মূলেন উপনিবদ্ধানি ইত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষাদিমূলত্বস্য প্রাগেব নিরস্তত্বাৎ প্রত্যক্ষাদ্যাভাসেষ্বেব পরাভিমানাৎ প্রত্যক্ষাদিশব্দপ্রয়োগঃ। এবং তর্হি প্রামাণ্যাশঙ্কানুপপত্তেঃ তন্নিরাকরণম্ অযুক্তম্? ইত্যাশঙ্ক্য 'বিষচিকিৎসা' ইতি পূর্ব্বপক্ষবীজমুক্তম্। বিষচিকিৎসাদিসমর্থানাং কতিপয়মন্ত্রৌষধীনাং যা কাদাচিৎকা সিদ্ধিঃ তন্নিদর্শনবলেন জীবিকাপ্রধানস্য অর্থান্তরস্য উপদেশকানি ইত্যর্থঃ। ননু বিষচিকিৎসাদিদৃষ্টান্তেন প্রামাণ্যাধ্যবসানে জীবিকাপ্রাধান্যাচ্চ অনুষ্ঠানাদরে সত্যপি ধর্ম্মত্বাধ্যবসানে কিং কারণম্? ইত্যাশঙ্ক্য অহিংসাদিস্তোকার্থগন্ধবাসিতত্বম্ উক্তম্।" [ন্যায়সুধা]। মুদ্রিত তন্ত্রবার্ত্তিকে "দৃষ্টশোভাদি' পাঠ এবং কল্পসূত্রটীকায় উদ্ধৃত বচনে "দৃষ্টশোভাদি" এইরূপ পাঠ আছে।

শ্রুতি ছিল, এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে হয় ; ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ; কিন্তু সেই স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্য যদি দৃষ্টফলে পর্য্যবসিত হয়, তবে আর তাহার দ্বারা মূলান্তরের অনুমান হয় না *। বেদবহির্ভূত পাষণ্ডমত, নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভেই প্রচারিত হয়। শাক্য প্রভৃতি পাষণ্ডগণ সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কখনও প্রভূত হেতূপন্যাস ব্যতীত কোন উপদেশ করে না। অথচ তাহারা গৌতমাদি মুনির মত স্ব স্ব মতের বেদমূলকতা স্বীকার করে না। তাহারা যে সকল হেতুর নির্দ্দেশ করে, সেগুলি ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহাদের উপদিষ্ট অনুষ্ঠেয় কার্য্যের কর্ত্তব্যতাবোধক যে সকল হেতু প্রদর্শন করে, তাহার সহিত স্বর্গাপবর্গসাধক ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। [মনুসংহিতায়] বাক্যমাত্রের দ্বারাও যাহাদের অর্চ্চনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহারাই সেই পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ ও হৈতুক। †

সাঙ্খ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র [বৈষ্ণবতন্ত্রবিশেষ], পাশুপত [শৈবশাস্ত্রবিশেষ], শাক্য [বৌদ্ধ], নির্গ্রন্থ [জৈন], এই সকল কর্ত্তৃক পরিগৃহীত ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহ বেদবিদ্‌গণের গ্রাহ্য নহে। লোকোপসংগ্রহ, লাভ[illegible], খ্যাতি, এই সকল প্রয়োজনে ইহাদের গ্রন্থ কিঞ্চিৎ বেদমিশ্র ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত

---

* স্মৃতিবাক্যগুলি দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। "ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দৃষ্টার্থ। রাত্রিতে দধি ভোজন করিলে পীড়া হয়, এই দৃষ্ট ফল ভিন্ন ইহার অদৃষ্ট ফল কিছু নাই, এইজন্য ইহা দৃষ্টার্থ। "অশ্বযুক্‌কৃষ্ণপক্ষেতু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে" আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে ; ইহা অদৃষ্টার্থ, যেহেতু ইহার দৃষ্ট ফল কিছু উপলব্ধ হয় না। "পালাশং ধারয়েদ্দণ্ডম্" ইহা দৃষ্টাদৃষ্টার্থ ; দণ্ডধারণের হিংস্র জন্তু প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষারূপ দৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয়, কিন্তু পলাশের দণ্ডই ধারণ করিতে হইবে, ইহার কোন দৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয় না, এইজন্য ইহা দৃষ্টাদৃষ্টার্থ।

† "পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥"
[মনুসংহিতা, ৪।৩০]

পাষণ্ডী—সদাচারভ্রষ্ট, নাস্তিক। বিকর্ম্মস্থ—যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে না, "কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ" [ভাগবত, ১১।৩।৪৩]। "কর্ম্ম বিহিতম্। অকর্ম্ম তদ্বিপরীতং নিষিদ্ধম্। বিকর্ম্ম বিগতং কর্ম্ম বিহিতাকরণম্ [শ্রীধরস্বামী]। হৈতুক—যাহারা যুক্তি দেখাইয়া সৎকর্ম্মে সন্দেহ জন্মায়, "সন্দেহকৃৎ হেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু স হৈতুকঃ"।

করিয়া বেদের বিপরীত, অতএব বেদের সহিত সম্বন্ধশূন্যরূপে প্রধানতঃ দৃষ্টফল শোভাদি এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, এই সকল প্রমাণকে মূল করিয়া যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে বিবচিকিৎসা, বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্মাদন প্রভৃতি ক্রিয়ায় সমর্থ কতিপয় মন্ত্র ও ঔষধির বিবরণ আছে, ইহাদের দ্বারা কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ হয়, ইহার বলে অহিংসা, সত্যবাক্য, দম, দান, দয়া প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের সহিত মিশ্রিতরূপে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী বিষয়ান্তরের উপদেশ করা হইয়াছে। আবার ইহাপেক্ষাও বাহ্যতর কতকগুলি গ্রন্থে বহু লোকের একসঙ্গে একপাত্রে আহার প্রভৃতি ম্লেচ্ছাচার উপদিষ্ট হইয়াছে। এই শ্রুতির সহিত বিরোধ এবং হেতু দর্শনের দ্বারা এই সকল গ্রন্থ উপেক্ষার যোগ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণীয় সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"বেদমার্গমিমং মুক্ত্বা মার্গমন্যং সমাশ্রিতঃ।
হস্তস্থং পায়সং ত্যক্ত্বা লিহেৎ কূর্পরমাত্মনঃ॥
বিনা বেদেন জন্তূনাং মুক্তির্ম্মার্গান্তরেণ চেৎ।
তমস্যপি বিনালোকং তে পশ্যন্তি ঘটাদিকম্॥
তস্মাদ্‌বেদোদিতো হ্যর্থঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্।
অন্যেন বেদিতো হ্যর্থঃ ন সত্যং পরমার্থতঃ॥

[ব্রহ্মগীতা, ২।১৪—১৬]

অর্থ—যে বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য মার্গ আশ্রয় করে, সে নিজের হস্তস্থিত পায়স পরিত্যাগ করিয়া, কূর্পর অর্থাৎ কনুইকে লেহন করে। বেদমার্গ ভিন্ন মার্গান্তরে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে অন্ধকারেও আলোক ভিন্ন ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতে পারে। অতএব বেদবিহিত অর্থই সত্য, অন্যবিহিত অর্থ পরমার্থতঃ সত্য নয়।

সূতসংহিতায় যজ্ঞবৈভবখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"বহুনাত্র কিমুক্তেন শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং বিনা।
যৎকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ পাতকী স্যান্ন সংশয়ঃ॥" [৪১।৪০]

অর্থ—বহু কথা বলিয়া ফল কি, বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মার্গান্তরবিহিত যে কোন কর্ম্ম করিলে পাপী হইতে হয়। এই সকল বচনে বেদমার্গ ব্যতীত অন্য মার্গের নিন্দা শ্রুত হওয়া যায়।

অগ্নিপুরাণে বেদরাশির সহিত নারকীদিগের সংবাদে নারকিগণ বলিতেছে,—

"তন্ত্রদীক্ষামনুপ্রাপ্তা লোভোপহতচেতসা।
ত্যক্ত্বা বৈদিকমধ্বানং তেন দহ্যামহে বয়ম্ ॥"

অর্থ—আমরা লোভবশতঃ বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই পাপে নরকে দগ্ধ হইতেছি।

পদ্মপুরাণে পুষ্করমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—

"যে চ পাষণ্ডিনো লোকে তান্ত্রিকা নাস্তিকাশ্চ যে।
তৈর্দুষ্প্রাপমিদং তীর্থম্"......... ॥

অর্থ—পাষণ্ড, তান্ত্রিক ও নাস্তিকগণের পক্ষে এই তীর্থ দুষ্প্রাপ্য। এই সকল বচনে তান্ত্রিক পুরুষের নিন্দার দ্বারা তন্ত্রের অশ্রদ্ধেয়ত্ব স্পষ্টরূপে বিহিত হইয়াছে। এইরূপ অন্য বহু পুরাণেও তন্ত্রের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমকারে আদরবিধায়ক শাস্ত্রের লৌভৈকমূলত্ব সুস্পষ্ট। অতএব আস্তিকের পক্ষে এই তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য নহে।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে,—পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ-সকল প্রমাণরূপে ভট্টপাদের [কুমারিল ভট্টের] অভিমত কি না? যদি [illegible] তবে সেই সকল পুরাণের বহু স্থানেই অধিকারিবিশেষবিষয়ে তন্ত্রের প্রামাণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—স্কন্দপুরাণীয় সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—

"তথাপি স্বপ্নদৃষ্টং হি বস্তু স্বর্গনিবাসিনঃ।
সূচকং হি ভবত্যেব জাগ্রৎসত্যার্থসিদ্ধয়ে ॥
তথৈব মার্গাঃ সম্ভ্রান্তা অপি বেদোদিতস্তু তু।
অর্থস্য প্রাপ্তিসিদ্ধ্যর্থা ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
তস্মাদ্বেদেতরা মার্গা নৈব ত্যাজ্যা নিরূপণে।"*

---

* ইহা দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য। "স্বর্গনিবাসিনঃ" ইহা সম্বোধন পদ। পূর্ব্বে বেদবহির্ভূত মার্গসকলের অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া, পরে এই সকল অসত্য মার্গেও পরম্পরাক্রমে সত্যবস্তু লাভ হইতে পারে, এই কথা বলিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই কথার উপপাদন করিতেছেন। মাধবাচার্য্য সূতসংহিতার টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই বাক্যের টীকায় বলিয়াছেন,—"যদ্যেবং পরমার্থদৃষ্ট্যা অসত্যস্থেব সত্যত্বয়া অধ্যবসায়াৎ মার্গা ভ্রান্তাঃ,তর্হি মিথ্যাভূতানাং তেষাং পরম্পরয়াপি

অর্থ—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা হইলেও যেমন জাগ্রদবস্থায় ভাবী ফলের সূচক হইয়া থাকে, সেইরূপ বেদবহির্ভূত মিথ্যাভূত মার্গসকলও বেদপ্রদিপাদিত সচ্চিদানন্দ অখণ্ডৈকরস পরমার্থসত্য বস্তুর প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অতএব তত্ত্বনিরূপণে বেদবহির্ভূত মার্গও পরিত্যাজ্য নহে।

সূতসংহিতার শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন বাহ্যা চ দ্বিবিধা মতা॥
বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি॥
ইত্থং সমস্তদেবানাং পূজা বিপ্রা ব্যবস্থিতা।
অবিজ্ঞায়ান্যথা পূজাং কুর্ব্বন্ পততি মানবঃ॥"*

অর্থ—পরা শক্তির পূজা বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। আন্তর ও বাহ্যপূজা বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। তন্ত্রোক্তদীক্ষাবিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে তান্ত্রিক পূজা এবং বৈদিকসংস্কারবিশিষ্ট বৈদিকাচারপরায়ণের পক্ষে বৈদিক পূজা বি[illegible]। সমস্ত দেবতার পূজাই এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিকভেদে দ্বিবিধ।

কথং বেদমার্গাবাপ্তিদ্বারা পরমার্থসত্যচিদ্‌ঘনপরশিবস্বরূপাবাপ্তিহেতুত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমুপপাদয়তি—তথাপীতি। যদ্যপি স্বপ্নাবস্থা মিথ্যাভূতা, তথাপি স্বপ্নদৃষ্টং বস্তু ভাবিনঃ সত্যস্য ফলস্য সূচকং ভবতি। সূচকত্বং ভগবতা ব্যাসেনাপি সূত্রিতম্—"সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ" ইতি। সাচ শ্রুতিরেবমাম্নাতা—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ" ইতি [ছান্দোগ্য ৫।২।৯]। যথাচৈব তথৈব মিথ্যাভূতা অপি মার্গা বেদপ্রতিপাদিতস্য সচ্চিদানন্দাখণ্ডৈকরসস্য পরমার্থসত্যবস্তুনঃ সোপানক্রমেণ প্রাপ্তিহেতবো ভবন্তীত্যর্থঃ।"

* এই বাক্যে "দ্বিজেন্দ্রাঃ" এবং "বিপ্রাঃ" এই দুইটী সম্বোধন পদ। "তৎপূজায়া অধিকারিভেদেন অবস্থাং দর্শয়িতুং বিভাগমাহ পূজা শক্তেরিত্যাদি। তত্র মূল-স্মৃতি-পুরাণাদিপ্রতিপাদিতা বৈদিকী। তদনপেক্ষয়া শিবপ্রোক্ত-কামিকাদ্যাগমপ্রতিপাদিতপ্রকারা তান্ত্রিকী। তত্র তান্ত্রিক্যা অধিকারিবিশেষমাহ "তান্ত্রিকস্যৈব" ইতি। তন্ত্রোদীরিত-কুণ্ড-মণ্ডপাদিপুরঃসরদীক্ষা-সংস্কৃতস্যৈব, ন তদ্রহিতস্যেত্যর্থঃ। "বৈদিকস্য" ইতি স্বগৃহোক্তসংস্কারসংস্কৃতস্যৈবেত্যর্থঃ। ন কেবলং শক্তেঃ, শিব-বিষ্ণু-বিনায়কাদীনামপি বৈদিক-তান্ত্রিকবিভাগেন পূজাদিভেদস্তদধিকারিভেদশ্চেত্যাহ "ইত্থম্" ইতি। অধিকারিবিভাগাভিধানপ্রয়োজনমাহ "অবিজ্ঞায়" ইতি। স্বমার্গাতিক্রমো হি শ্রুত্যৈব নিন্দিতঃ—"যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে স স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি" ইতি। "স্বাং দেবতাম্" ইতি স্বোচিতমার্গোপলক্ষণম্। [মাধবাচার্য্যঃ]।

যে মানব এই তত্ত্ব না জানিয়া অন্যরূপে পূজা করে [অর্থাৎ যদি তন্ত্রোক্তদীক্ষা-বিশিষ্ট মানব বৈদিক পূজা এবং বেদোক্তসংস্কারবিশিষ্ট সাধক তান্ত্রিক পূজা করে] তবে সে পতিত হয়।

সূতসংহিতায় মুক্তিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—

"পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে।
ন হি স্বতন্ত্রাস্তে তেন ভ্রান্তিমূলা নিরূপণে॥
তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুদ্ধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তং কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥
অত্যন্তমলিনানান্তু ভ্রষ্টানাং বেদমার্গতঃ।
পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ॥
তান্ত্রিকাণামহং দেবি ন লভ্যোঽব্যবধানতঃ।
কালেন দেবতাপ্রাপ্তিদ্বারেণৈবাহমাস্তিকে॥
লভ্যো বৈদেকনিষ্ঠানামহমব্যবধানতঃ।" *

[মুক্তিখণ্ড, ৪।১[illegible]]

অর্থ—পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রের বেদমূলকত্ব নাই, ইহারা স্বতন্ত্র। এই জন্য তত্ত্বনিরূপণে ইহারা ভ্রান্তিমূলক, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা সত্যতত্ত্ব নিরূপণ হইতে পারে না। তথাপি এই সকল মার্গের যে যে অংশ বেদের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সেই সেই অংশ কোন কোন অধিকারীর পক্ষে প্রমাণ। বেদমার্গভ্রষ্ট অত্যন্ত মলিন

* এই বাক্য ভগবতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি। "আস্তিকে" এবং "দেবি" সম্বোধনপদ। ইহার ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,—"পাঞ্চরাত্রাদীনাং তৈঃ স্বয়মেব বেদমূলতানঙ্গীকারাদ্-বেদবিরুদ্ধানেকার্থোপদেশাচ্চ স্মৃতি-পুরাণাদিবন্ন যাবন্মূলোপলম্ভনং কিন্তু সর্ব্বথৈবাপ্রামাণ্যমিত্যাহ "পাঞ্চরাত্র" ইতি। বেদমূলত্বং ন হি, কিন্তু স্বতন্ত্রাঃ। হিশব্দো বেদমূলত্ববিরহে তদীয়শাস্ত্র-প্রসিদ্ধিমাহ। আপাততঃ প্রমাণবদাভাসেঽপি নিরূপণে ভ্রান্তিমূলা এবেত্যর্থঃ। বেদাবিরুদ্ধাংশে প্রামাণ্যং কিং ন স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্য তত্তবত্যেবাধিকারিবিশেষং প্রতীত্যাহ—"তথাপি যঃ" ইতি। তানেবাধিকারিণ আহ—"অত্যন্ত" ইতি। তেষামপ্যুপকারকত্বে শ্রুতিসাম্যমেব তর্হীত্যত আহ—"তান্ত্রিকাণাম্" ইতি। অব্যবধানেন ন লভ্যঃ, কিন্তু ব্যবধানেনৈব। তদেব ব্যবধানমাহ—"কালেন" ইতি। রামানুজাচার্য্যের গুরু যামুনমুনি স্বপ্রণীত "আগমপ্রামাণ্য" নামক গ্রন্থে পঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। মূলের "পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণাং" এই স্থলে [মান্দ্রাজ মাইলাপুর, শ্রীবালমনোরমা প্রেসে মুদ্রিত] সূতসংহিতায় "পাঞ্চরাত্রাদিমার্গাণাং" এইরূপ পাঠ আছে।

অধিকারীর পক্ষে পঞ্চরাত্রাদি মার্গ কালক্রমে উপকারক হয়, অর্থাৎ ইহারা প্রথমতঃ পঞ্চরাত্রাদিমার্গে সাধনা করিয়া, পরে ক্রমে বেদমার্গে অধিকার লাভ করিতে পারে। তান্ত্রিক সাধক দেবতাপ্রাপ্তিদ্বারা বহুকালে আমাকে লাভ করিতে পারে, বৈদিকনিষ্ঠ সাধক শীঘ্রই আমার লাভে সমর্থ হয়।

সূতসংহিতা, যজ্ঞবৈভবখণ্ডে বিংশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"শৈবাগমোদিতো ধর্ম্মো দ্বিধা পূর্ব্বমুদীরিতঃ।
অধঃস্রোতোদ্ভবস্ত্বেক ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবোঽপরঃ॥

অধঃস্রোতোদ্ভবাদ্ধর্ম্মাদূর্দ্ধস্রোতোদ্ভবো বরঃ।
কামিকাদিপ্রভেদেন স ভিন্নোঽনেকধা দ্বিজাঃ॥

অধঃস্রোতোদ্ভবো ধর্ম্মো বহুধা ভেদিতস্তথা।
ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবাদ্ধর্ম্মাৎ স্মার্ত্তা ধর্ম্মা মহত্তরাঃ॥

স্মার্ত্তেভ্যঃ শ্রৌতধর্ম্মাশ্চ বরিষ্ঠা মুনিসত্তমাঃ।" * [২০—২৩]

---

* এই বাক্য কাবেয় মহর্ষিগণের প্রতি স্কন্দের উক্তি। "দ্বিজাঃ" এবং "মুনিসত্তমাঃ" এই দুইটী সম্বোধনপদ। লীলাবিগ্রহধারী সদাশিবরূপী পরমশিবের নাভির অধোভাগের নাম অধঃস্রোতঃ, তাহা হইতে উদ্ভূত তন্ত্রসমূহের নাম অধঃস্রোতোদ্ভব, আর সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান, এই পঞ্চমুখ হইতে উৎপন্ন কামিক প্রভৃতি তন্ত্র ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভব নামে কথিত হয়। উপর্য্যুক্ত বচনগুলির টীকায় মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,—"অধঃস্রোতাংসি লীলাবিগ্রহধারিণঃ পরশিবস্য নাভেরধোভাগঃ, তদুদ্ভবো ধর্ম্মোঽধঃস্রোতোদ্ভবঃ। ঊর্দ্ধস্রোতাংসি ঈশান-তৎপুরুষাদিপঞ্চবক্ত্রাণি, তদুদ্ভবো ধর্ম্ম ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবঃ কামিকাদিভেদেন বহুধা ভিন্নঃ। উক্তং হি আগমিকৈঃ—

"সদ্যোজাতমুখাজ্জাতাঃ পঞ্চাদ্যাঃ কামিকাদয়ঃ।
বামদেবমুখাজ্জাতা দীপ্তাদ্যাঃ পঞ্চ সংহিতাঃ॥

অঘোরবক্ত্রাদুদ্ভূতাঃ পঞ্চাপি বিজয়াদয়ঃ।
পুংবক্ত্রাদপি চোদ্ভূতাঃ পঞ্চ বৈ রৌরবাদয়ঃ॥
ঈশানবদনাজ্জাতাঃ প্রোদ্গীতাদ্যষ্ট সংহিতাঃ।"

ইতি। অধঃস্রোতোদ্ভব ইতি, অধঃস্রোতোদ্ভবোঽপি ধর্ম্মঃ কাপালাদিমতভেদেন বহুধা ভেদিত ইত্যর্থঃ। স্মার্ত্তা ধর্ম্মা ইতি, মন্বাদিস্মৃতি-পুরাণস্থা ইত্যর্থঃ।"

তত্ত্বপ্রকাশের [১।৫] টীকায় শ্রীকুমার এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

কামিকং যোগজং চিন্ত্যং কারণং ত্বজিতং পরম্।
দীপ্তং সূক্ষ্মং সহস্রঞ্চ অংশুমান্ সুপ্রভেদকম্॥

অর্থ—শৈবাগম অর্থাৎ শিবপ্রতিপাদক তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত ধর্ম্ম দুই প্রকার, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহার একটি অধঃস্রোতোদ্ভব এবং অপরটি উর্দ্ধ-স্রোতোদ্ভব। অধঃস্রোতোদ্ভব ধর্ম্ম অপেক্ষা উর্দ্ধস্রোতোদ্ভব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। উর্দ্ধ-স্রোতোদ্ভব ধর্ম্ম "কামিক" প্রভৃতি ভেদে বহুপ্রকার। অধঃস্রোতোদ্ভব ধর্ম্মও বহুপ্রকার। উর্দ্ধস্রোতোদ্ভব ধর্ম্ম হইতে স্মার্ত্ত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং স্মার্ত্ত ধর্ম্ম হইতে বৈদিক ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

যজ্ঞবৈভব খণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে,—

"তস্মান্মার্গান্তরাণাস্তু প্রামাণ্যং বেদবিত্তমাঃ।
মুক্তেরন্যত্র নাত্রৈব ক্রমেণৈবাত্র মানতা॥

অতো বেদান্তমার্গস্থো মহাদেবোঽচিরেণ তু।
মুক্তিং দদাতি নান্যত্র স্থিতঃ সোঽপি ক্রমেণ তু॥

দদাতি পরমাং মুক্তিমিত্যেষা শাশ্বতী শ্রুতিঃ।
অতো বেদস্থিতো মর্ত্ত্যো নান্যমার্গং সমাশ্রয়েৎ॥

বিজয়ং চৈব নিঃশ্বাসং স্বায়ম্ভুবমতঃ পরম্।
বীরঞ্চ রৌরবঞ্চৈব মকুটং বিমলং তথা॥

চন্দ্রজ্ঞানঞ্চ বিম্বং চ প্রোদ্‌গীতং ললিতং তথা।
সিদ্ধং সন্তানং সর্ব্বোক্তং পারমেশ্বরমেব চ॥

কিরণং বাতুলং চৈব হ্যষ্টাবিংশতি সংহিতাঃ।
মূলভেদমিতি খ্যাতমসংখ্যমুপভেদকম্॥"

মাধবাচার্য্যধৃত বচন ও শ্রীকুমারধৃত বচনের মিলিত অর্থ—কামিকসংহিতা, যোগজসংহিতা, চিন্ত্যসংহিতা, কারণসংহিতা ও অজিতসংহিতা, এই পাঁচখানা তন্ত্র সদাশিবের সদ্যোজাতনামক পূর্ব্বমুখ হইতে উৎপন্ন। দীপ্তসংহিতা, সূক্ষ্মসংহিতা, সহস্রসংহিতা, অংশুমৎসংহিতা ও সুপ্রভেদ-সংহিতা, এই পাঁচখানা তন্ত্র বামদেবনামক উত্তরমুখ হইতে উদ্ভূত। বিজয়সংহিতা, নিঃশ্বাসসংহিতা, স্বায়ম্ভুবসংহিতা, পরসংহিতা ও বীরসংহিতা, এই পাঁচখানা তন্ত্র অঘোরনামক দক্ষিণমুখ হইতে উৎপন্ন। রৌরবসংহিতা, মকুটসংহিতা, বিমলসংহিতা, চন্দ্রজ্ঞানসংহিতা এবং বিম্বসংহিতা, এই পাঁচখানা তন্ত্র তৎপুরুষনামক পশ্চিমমুখ হইতে আবির্ভূত। প্রোদ্‌গীতসংহিতা, ললিতসংহিতা, সিদ্ধসংহিতা, সন্তানসংহিতা, সর্ব্বোক্তসংহিতা, পারমেশ্বরসংহিতা, কিরণসংহিতা এবং বাতুলসংহিতা, এই আটখানা তন্ত্র ঈশাননামক উর্দ্ধমুখ হইতে প্রাদুর্ভূত। এই আটাইশখানা শৈবাগম অর্থাৎ শিবপ্রতিপাদক তন্ত্র প্রধান। ইহাদের উপভেদ অর্থাৎ অপ্রধান শৈবতন্ত্র অসংখ্য।

বেদমার্গৈকনিষ্ঠানাং ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্‌।
অত্রৈব পরমা মুক্তির্ভুক্তয়শ্চাত্র পুষ্কলাঃ ॥

অতোঽধিকারিভেদেন মার্গা মানং ন সংশয়ঃ।
ঈশ্বরস্য স্বরূপে চ বন্ধহেতৌ তথৈব চ ॥

জগতঃ কারণে মুক্তৌ জ্ঞানাদৌ চ তথৈব চ।
মার্গাণাং যে বিরুদ্ধাংশা বেদান্তেন বিচক্ষণাঃ ॥

তেঽপি মন্দমতীনাঞ্চ মহামোহাবৃতাত্মনাম্‌।
বাঞ্ছামাত্রানুগুণ্যেন প্রবৃত্তা ন যথার্থতঃ ॥

দর্শয়িত্বা তৃণং মর্ত্ত্যো ধাবন্তীং গাং যথাগ্রহীৎ।
দর্শয়িত্বা তথা ক্ষুদ্রমিষ্টং পূর্ব্বং মহেশ্বরঃ ॥

পশ্চাৎ পাকানুগুণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম্‌।
তস্মাদুক্তেন মার্গেণ শিবেন কথিতা অমী ॥

মার্গা মানং ন চামানং মৃষাবাদী কথং শিবঃ।" * [১৮—২৪]

এই সকল বাক্য মুনিগণের প্রতি সূতের উক্তি। ইহার ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,—যদি মার্গান্তরজনিতা মতয়োঽবিদ্যান্তর্হি তেষামপ্রামাণ্যমেব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—'তস্মাৎ" ইতি। মুক্তেরন্যত্রেতি মুক্তিব্যতিরিক্ত এব বিষয়ে মার্গান্তরস্য প্রামাণ্যং, নতু মুক্তৌ। তত্রাপি পূর্ব্বোক্ত-সোপানক্রমেণ বেদমার্গপ্রাপ্তিদ্বারা প্রামাণ্যং নান্যত্রেতি। বেদান্তবাক্যপ্রতিপাদ্যতয়া শিবঃ সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদঃ। আগমান্তরে ত্ববস্থিতো ন সাক্ষান্মুক্তিং দদাতি, কিন্তূত্তরোত্তরবিশিষ্টমার্গপ্রাপ্ত্যেতি। "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদাবুপনিষৎস্বেবাধিগত ঔপনিষদ ইত্যুপনিষদেকবেদ্যস্য পরশিবস্য পরমপুরুষার্থপ্রদত্বেন শ্রুতত্বাদিত্যর্থঃ। "নান্যমার্গং সমাশ্রয়েৎ" ইতি, বেদমার্গস্য সাক্ষান্মুক্তি-প্রদত্বাদিত্যর্থঃ। "অতোঽধিকারি" ইতি, বেদমার্গানধিকৃতান্‌ বৌদ্ধার্হতাদ্যধিকারিবিশেষান্‌ প্রতি তত্তন্মার্গপ্রামাণ্যমস্ত্যেবেত্যর্থঃ। নন্বেষাং মার্গাণাং পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকানাং প্রামাণ্যং নোপপদ্যতে, প্রবলতরশ্রুতিপ্রমাণবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বাদিত্যত আহ—"ঈশ্বরস্য" ইত্যাদিনা। তত্র ঈশ্বররূপাদৌ মার্গাণাং বিপ্রতিপত্তিরস্তি। তথাহি—তত্র "ঈশ্বর এব নাস্তি" ইতি সাঙ্খ্যা মীমাংসকাশ্চ। "অস্তি পুণ্যপাপাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ" ইতি পাতঞ্জলাঃ। "নিত্যজ্ঞানাধারঃ" ইতি তার্কিকাঃ। তথা "প্রকৃতিপুরুষয়োরবিবেকাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারঃ" ইতি সাঙ্খ্যাদয়ঃ। "তস্য স্বার্জিতপুণ্যপাপবশাদ্‌বন্ধ ইতি তৎকারণং প্রকৃতিরিতি প্রকৃতি-পুরুষয়োর্ব্বিবেকজ্ঞানেন ভ্রমাপগমে স্বস্বরূপেণাবস্থানং মুক্তিঃ" ইতি সাঙ্খ্যাদয়ঃ। "বুদ্ধি-সুখ-দুঃখাদিনবগুণানামনাত্মপদার্থেভ্যঃ পুরুষান্যখ্যা-খ্যাতিবিরহাদত্যন্তোচ্ছেদো মুক্তিঃ" ইতি তার্কিকাদয়ঃ। এবমন্যেষামপি বাদিনাং মতেষু বিষয়েষু ভূয়স্যো বিপ্রতিপত্তয় এবমাদ্যা-বেদান্তবিরুদ্ধা অন্যমার্গেষু দৃশ্যন্তে। তৎসর্ব্বমর্থজাতমনাদিমায়য়া

অর্থ—মুক্তিব্যতিরিক্ত বিষয়ে বেদেতর সমস্ত মার্গেরই প্রামাণ্য আছে, মুক্তি-বিষয়ে ইহাদের প্রামাণ্য নাই। মুক্তিবিষয়েও ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে মুক্তির উপায় বেদমার্গের প্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রামাণ্য আছে। অতএব বেদান্তবাক্য-প্রতিপাদ্য শিব সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ; আগমান্তরপ্রতিপাদ্য শিব সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করেন না, কিন্তু উত্তরোত্তর বিশিষ্ট মার্গ প্রাপ্তির দ্বারা দীর্ঘকালে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব বেদমার্গনিরত মানব অন্য মার্গ আশ্রয় করিবে না। বেদমার্গপরায়ণ সাধকের জগতে কিছুই দুর্লভ হয় না, বেদমার্গেই মোক্ষ ও অশেষ ভোগ লাভ হইতে পারে। অতএব অধিকারিভেদে সমস্ত মার্গেরই প্রামাণ্য আছে, ইহাতে সংশয় নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ, বন্ধের হেতু, জগতের কারণ, মুক্তি এবং জ্ঞানাদি বিষয়ে বেদান্ত অর্থাৎ বেদশিরোভাগ উপনিষদের সহিত এই সকল মার্গের বিরোধ আছে, [ইহাদের পরস্পরও বিরোধ আছে], এই সকল বিরুদ্ধাংশ অনাদি মায়াকর্তৃক মোহপ্রাপ্ত মন্দবুদ্ধি মানবদিগের ইচ্ছার অনুকূলরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পরমার্থরূপে নহে। যেমন ধাবমানা গাভীকে ফিরাইবার জন্য তৃণগুচ্ছ প্রদর্শন করা হয়, সেইরূপ মহেশ্বর প্রথমতঃ নানা মার্গে মানবের ইচ্ছার অনুকূল ক্ষুদ্র বিষয় প্রদর্শন [illegible], পরে বুদ্ধিপরিপাকের আনুগুণ্যে উত্তম জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন*। যেহেতু উক্ত

মোহিতানামতএবাল্পবুদ্ধীনাং বেদানধিকৃতানাং বৌদ্ধাদীনাং প্রথমত এবাত্যন্তসূক্ষ্মপরশিবস্বরূপ-গ্রহণসামর্থ্যাভাবাদ্‌বেদবিরুদ্ধমপি প্রতিবন্ধকপাপক্ষয়ার্থং তত্তল্লোকপ্রাপ্তিরূপফলপ্রদানেন বশী-করণার্থঞ্চ প্রথমমীশ্বরেণোপদিষ্টং ন পরমার্থত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—"দর্শয়িত্বা" ইতি। যথা গাং ধাবন্তীং জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ প্রথমং তৃণাদিকং দর্শয়িত্বা তাং গৃহ্ণাতি, এবং পরমেশ্বরোঽপি তত্তন্মার্গানু-রূপম্ ইষ্টং প্রাপয়িত্বা বশীকৃত্য তত্তন্মার্গোক্তজ্ঞানেন প্রতিবন্ধকপাপক্ষয়ে সতি তেষাং চিত্তপরি-পাকানুসারেণ নিঃশ্রেয়সসাধনং পরমপুরুষার্থভূতং জ্ঞানমপি ক্রমেণ প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। মার্গান্তরাণামপি প্রতিপাদিতং প্রামাণ্যমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। যস্মাৎ উক্তপ্রকারেণ শিবেনৈবোপদিষ্টাঃ সর্ব্বে মার্গাস্তস্মাৎ সর্ব্বং প্রমাণমেব। অন্যথা মৃষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ।"

* ইহার তাৎপর্য্য এই—অনাদি মায়ার মোহে আচ্ছন্ন বলিয়া সাধারণ মানবের বুদ্ধি স্থূল, তাহারা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম শিবস্বরূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। কর্ম্মানুসারে তাহাদের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য পরমকারুণিক মহেশ্বর নানা পন্থা প্রদর্শন করিয়া নানা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। যাহার যেরূপ অধিকার, যাহার যেরূপ রুচি, সে সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তত্তন্মার্গোক্ত সিদ্ধিলাভও করিতে পারে। এই সকল ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভে সাধনার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, প্রতিবন্ধক পাপের ক্ষয়হেতু চিত্ত নির্ম্মল হইবে, চিত্তের নির্ম্মলতা

প্রকারে সমস্ত মার্গ শিবকর্তৃকই উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব সমস্ত মার্গই প্রমাণ, কোন মার্গই অপ্রমাণ নহে। শিব কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বমাতৃজারবদ্‌গোপ্যা বিদ্যেষেত্যাগমা জগুঃ"।

আগমশাস্ত্র [তন্ত্রশাস্ত্র] বলেন,—এই বিদ্যা স্বমাতৃজারের মত গোপনীয়। ইহাতে তন্ত্রের প্রামাণ্য উপন্যস্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রদোষমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রের প্রতি তান্ত্রিক রীতিতে প্রদোষপূজা উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার দ্বারা ফলপ্রাপ্তির ইতিহাসও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বাগমাম্নায়মহার্ণবায়"। এই স্থলে "আগম" শব্দে তন্ত্র এবং "আম্নায়" শব্দে বেদ কথিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"আগমাঃ পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণি"। তথায় ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিক-তান্ত্রিকেণ।" [ভাগবত, ৮।৬।৯]

অর্থ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শ্রেয়স্কামী মানবগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তোমার এই রূপের পূজা করিয়া থাকেন। তথায় একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"যজন্তে বেদ-তন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ।" [১১।৫।২৮]
"নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥" [১১।৫।৩১]

অর্থ—হে নৃপ! পরতত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবগণ বেদ এবং তন্ত্রের বিধানে তাঁহার

হেতু ক্রমে উত্তমোত্তম মার্গে আরোহণ করিয়া, সর্ব্বশেষে বেদান্তমার্গে অধিকার লাভ করিয়া, মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। এই হেতু কোন মার্গ উত্তমাধিকারীর পক্ষে অপ্রমাণ হইলেও নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রমাণ হইবে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে,—পণ্ডিতগণ তর্কের দ্বারা এই সকল শিবপ্রবর্ত্তিত মার্গের খণ্ডন করিবেন না। যথা,—"তর্কৈরেতে হি মার্গাস্তু ন হন্তব্যা মনীষিভিঃ" [যজ্ঞবৈভবখণ্ড, ২২।৯]। এই সকল মার্গজনিত জ্ঞান অবিদ্যা, বিদ্যা নহে। একমাত্র বেদান্তমার্গজনিত জ্ঞানই বিদ্যা। যথা,—"অতো মার্গান্তরাজ্জাতা মতয়ো মুনিসত্তমাঃ। অবিদ্যা নৈব বিদ্যাঃ স্যুরিতি সম্যঙ্‌ নিরূপণম্॥" [যজ্ঞবৈভবখণ্ড, ২২।২৭]

পূজা করিয়া থাকেন। কলিতে নানা তন্ত্রবিধানেই পূজা প্রশস্ত। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গপ্রাধান্যং দর্শয়তি"। তথায় উদ্ধবোপদেশে উক্ত হইয়াছে,—

"বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥" *

[ভাগবত, ১১।২৭।৭]

অর্থ—আমার পূজা—বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র, এই তিন প্রকার। এই তিন প্রকারের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি বা অধিকার, সে সেই বিধানে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই বচনে ভগবান্ স্বয়ং বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র, এই তিন প্রকার পূজার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতে অর্জ্জুনস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"আম্নায়াগমবেদ্যায় শুদ্ধবুদ্ধায় তে নমঃ।"

এই বচনে আম্নায় অর্থাৎ বেদ এবং আগম অর্থাৎ তন্ত্র, এই উভয় মার্গেই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে, ইহাই বিহিত হইয়াছে।

এইরূপ নানা গ্রন্থে তন্ত্রপ্রামাণ্যপ্রতিপাদক বহু বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থবিস্তরভয়ে সমস্ত লিখিত হইল না।

এইরূপ যোগমার্গ-প্রামাণ্য-প্রতিপাদক বহু বচন মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতিতে এবং ভগবদ্‌গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত, কাশীখণ্ড প্রভৃতি পুরাণেও এইরূপ বচন পদে পদে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় ভট্টপাদ [কুমারিল ভট্ট] কিরূপে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন? পুরাণ অপ্রমাণ, এই কথা বলিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। যেহেতু—

"পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ।"

এই বচনে পুরাণশাস্ত্রকে চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্গত বলা হইয়াছে। "যদথর্ব্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি" এই শ্রুতিতেও পুরাণ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। †

* ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"বৈদিক এব মন্ত্রো বৈদিকান্যেবাঙ্গানি চ যস্মিন্ পুরুষসূক্তাদৌ স বৈদিকঃ। এবং তান্ত্রিকোঽপি। মিশ্রঃ অষ্টাক্ষরাদিঃ। মখঃ পূজা।" বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র বেদ ও তন্ত্র, উভয়েই বিহিত হইয়াছে, এই জন্য এইগুলির নাম মিশ্র।

† দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের নিকট নিজের অধীত যে সকল শাস্ত্রের নাম করিয়াছিলেন,

উক্ত বচনসমূহ এবং এই প্রকার অন্য বচনসমূহের দ্বারাও তন্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থায় স্বয়ং ব্রহ্মাও তন্ত্রের অপ্রামাণ্য স্থাপন করিতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—অধিকারিবিশেষে বেদভ্রষ্ট পুরুষ, স্ত্রী, শূদ্র এবং সঙ্কর জাতির পক্ষে তন্ত্র প্রমাণ হউক, কিন্তু বৈদিকাচারপরায়ণের পক্ষে তন্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না। বৈদিকাতিরিক্ত বিষয়ে তন্ত্রের অধিকারসঙ্কোচক প্রমাণের অভাব, অর্থাৎ বেদে অনধিকারী পুরুষেরই তন্ত্রে অধিকার, বৈদিকের অধিকার নাই, এইরূপ সঙ্কোচক প্রমাণ নাই, এই কথাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু পূর্ব্বোদ্ধৃত—"তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি" এই সূতসংহিতা-বচনে বৈদিকের তান্ত্রিকী পূজা নিষিদ্ধই হইয়াছে। এইরূপ সূতসংহিতার মুক্তিখণ্ডের—

"অত্যন্তগলিতানান্তু প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ।
পাঞ্চরাত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ॥"

এই বচনেও বেদভ্রষ্টদিগের পক্ষেই পাঞ্চরাত্রাদি তান্ত্রিক মার্গ বিহিত হইয়াছে। সূতসংহিতায় যজ্ঞবৈভব খণ্ডের অন্তর্গত সূতগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রুতিপথগলিতানাং মানুষাণান্তু তন্ত্রং
গুরুগুরুরখিলেশঃ সর্ব্ববিৎ প্রাহ শম্ভুঃ।
শ্রুতিপথনিরতানাং তত্র নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ
হিতকরমিহ সর্ব্বং পুষ্কলং সত্যমুক্তম্॥ * [সূতগীতা, ৮.২৫]

অর্থ—পরমগুরু সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু বেদভ্রষ্ট মানবের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন। বেদনিরত মানবের পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রে হিতকর কিছুই নাই। এই সকল প্রমাণ-বলে তন্ত্র বেদভ্রষ্টের পক্ষেই প্রমাণ, বৈদিকের পক্ষে নহে।

তাহার মধ্যে "আথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমম্" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।১।২) এই শ্রুতিতে পুরাণের নাম আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" [২।৪।১০] এই শ্রুতিতেও পরমেশ্বর হইতে পুরাণের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়।

* ইহার টীকায় মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,—"এবমুপনিষদামাগমানাঞ্চ অদ্বিতীয়ব্রহ্মপরত্বং প্রতিপাদ্য তত্র অধিকারিভেদেন ব্যবস্থামাহ—"শ্রুতিপথ" ইতি। যদ্যপি কামিকাদিভেদানামাগমানাং শ্রুতীনাঞ্চ উক্তরীত্যা অদ্বিতীয়পরশিবস্বরূপাখ্যপ্রতিপাদনে বিপ্রতিপত্তির্নাস্তি তথাপি যে উপনীতাস্ত্রৈবর্ণিকাঃ শ্রুতৌ অধিকৃতাস্তেষাং তন্মুখাদেব পরতত্ত্বমধিগন্তব্যম্। যেষাং শ্রুতৌ অনধিকারঃ, তেষাম্ আগমমুখাদিতি বিবেকঃ।"

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ বলা যাইতেছে। "শ্রুতিপথ-গলিতানাম্" এই সূতগীতার বচনে যে "তন্ত্র" শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা তন্ত্রবিশেষপর, অর্থাৎ "তন্ত্র" শব্দে "শৈবাগম" নামক * বিশিষ্ট তন্ত্রকেই বুঝিতে হইবে, সকল তন্ত্র নহে। নিম্নলিখিত সূতগীতার বচনই ইহার জ্ঞাপক। যথা,—

"শ্রুতিপথগলিতানাং সর্ব্বতন্ত্রেষু লিঙ্গং
কথিতমখিলদুঃখধ্বংসকং তত্র ধার্য্যম্।
শ্রুতিপথনিরতানাং তৎ সদা নৈব ধার্য্যম্" †

[যজ্ঞবৈভবখণ্ড, সূতগীতা, ৮।৩০]

অর্থ—বেদভ্রষ্টদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বতন্ত্রে অখিলদুঃখধ্বংসকারক শিবলিঙ্গধারণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৈদিকগণ এইরূপ লিঙ্গধারণ করিবে না। এই বচনে "সর্ব্বতন্ত্রেষু" এই পদের পরে "প্রতিপাদিতম্" এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। ব্যবহারেও দেখা যায়—দক্ষিণদেশে [মাদ্রাজ প্রদেশে] জঙ্গম নামক এক অবৈদিক শৈব সম্প্রদায় আছে, ইহারা সকলেই সর্ব্বদা কণ্ঠদেশে অথবা বাহুতে শিবলিঙ্গ ধারণ করিয়া থাকে ‡। অতএব যে সকল তন্ত্রে লিঙ্গধারণ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সকল তন্ত্র বেদভ্রষ্টগণের গ্রাহ্য, বৈদি[illegible] তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। যেমন "ছাগস্য বপায়া মেদসঃ" এই মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা পশুশব্দের সঙ্কোচ করা হয়, সেইরূপ শিবলিঙ্গধারণরূপ লিঙ্গের দ্বারা "তন্ত্র" শব্দেরও সঙ্কোচ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "শৈবাগম" নামক তন্ত্রেই লিঙ্গধারণ বিহিত হইয়াছে, অতএব তাহাই বেদবাহ্য। §

---

* এই শৈবাগম পূর্ব্বোক্ত "কামিক" প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি শৈবাগম হইতে ভিন্ন।

† মাধবাচার্য্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। "তত্র ধার্য্যম্" স্থলে মান্দ্রাজের মুদ্রিত সূতসংহিতায় "তত্র তত্র" এরূপ পাঠ আছে। তৃতীয় চরণে "তৎ সদা নৈব ধার্য্যম্" এইরূপ পাঠ আছে বলিয়া "তত্র ধার্য্যম্" পাঠই সঙ্গত। মুদ্রিত সূতসংহিতায় এইরূপ অনেক অপপাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ জঙ্গমগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিরোধী। ইহাদের অপর নাম লিঙ্গায়ৎ বা লিঙ্গী। ইহারা রূপার কৌটায় শিবলিঙ্গ রাখিয়া, তাহা গলায় ঝুলাইয়া রাখে, অথবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে। স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, সকলেই লিঙ্গ ধারণ করিয়া থাকে। কাশীতে বহু জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতে জঙ্গমবাড়ীর জঙ্গম মহারাজ ইহাদের নেতা।

§ স্কন্দপুরাণ—শৈবপুরাণ; তদন্তর্গত সূতসংহিতায় শৈবধর্ম্ম এবং শিবমাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে উক্ত তন্ত্রশব্দেও শৈবতন্ত্রই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

[ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত] অধ্যাত্মরামায়ণে [কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ] লক্ষ্মণ রামকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"[ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব।
ভবদারাধনং লোকে যথা কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥
ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্।
নারদোঽপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ॥] *
ব্রহ্ম-ক্ষত্রাদিবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মোক্ষদম্।
স্ত্রী-শূদ্রাণাঞ্চ রাজেন্দ্র সুলভং মুক্তিসাধনম্।
তব ভক্তায় মে ভ্রাত্রে ব্রূহি লোকোপকারকম্॥" [৮—১০]

অর্থ—হে রাঘব! যোগিগণ ক্রিয়ামার্গ অর্থাৎ লৌকিক পুষ্পাদি উপচারের দ্বারা যেরূপে তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এখন তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যোগিগণ, নারদ, ব্যাস ও কমলযোনি ব্রহ্মা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, —ইহাই মুক্তির সাধন; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম এবং স্ত্রী শূদ্রেরও ইহাই মুক্তির সুলভ উপায়। হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার ভ্রাতা এবং ভ[illegible] লোকোপকারক সেই অর্চ্চনাপদ্ধতি তুমি আমাকে বল।

ইহার উত্তরে রামচন্দ্র যে অর্চ্চনাপদ্ধতি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই উক্তি আছে,—

"দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং সমাচরেৎ।" [৪।২৯]
"হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিধিনা তন্ত্রকোবিদঃ।
আগমোক্তেন মার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিত্তমঃ॥" † [৪।৩১]

অর্থ—তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ সাধক তন্ত্রোক্ত দশাবরণপূজা করিবে। তন্ত্রোক্ত মার্গে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে যথাবিধি হোম করিবে।

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী শ্লোক দুইটি রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নাই, অর্থসঙ্গতির জন্য আমরা কালীকিঙ্কর বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১৯২৮ সংবতে [১৮৭১ খৃঃ অঃ, ১২৭৮ সন] নূতন সংস্কৃতাকারে মুদ্রিত সটীক অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

† মুদ্রিত অধ্যাত্মরামায়ণে "তন্ত্রকোবিদঃ" এই স্থলে "মন্ত্রকোবিদঃ" এবং "আগমোক্তেন মার্গেণ" এই স্থলে 'অগস্ত্যোনোক্তমার্গেণ" এইরূপ পাঠ আছে। ইহার টীকায় শৃঙ্গবেরপুরাধীশ রামবর্ম্মা বলিয়াছেন,—"অগস্ত্যেনেতি অগস্ত্যসংহিতোক্তমার্গেণ"। তন্ত্রশাস্ত্রের অপর নাম মন্ত্রশাস্ত্র। অগস্ত্যসংহিতা একখানি বৈষ্ণব তন্ত্র। বৈষ্ণবতন্ত্রগুলি শিবপ্রোক্ত নহে। অগস্ত্যসংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবতন্ত্রগুলি ঋষিপ্রোক্ত।

এই স্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের মোক্ষোপায় প্রশ্নে রামচন্দ্র তন্ত্রোক্ত পূজা কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উত্তরে অনন্যগতিকত্বহেতু বৈদিকাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। মাৎসর্য্যশূন্য তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু সাধক এই তান্ত্রিক ক্রিয়া কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। "রাম কুশলে আছে কি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রামাণিক পুরুষ "হাঁ, যদু ভালই আছে" এইরূপ উত্তর করিতে পারেন না। অতএব রামচন্দ্রের উত্তর ব্রাহ্মণাদিবিষয়েই বুঝিতে হইবে। অবৈদিক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় লোকে প্রসিদ্ধ নাই। অতএব রামচন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধেই তান্ত্রিক পূজার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়রূপে বুঝা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া পাতিত্যনিবন্ধন বেদমার্গভ্রষ্ট হইলে তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব ও বেদমার্গভ্রষ্টত্ব, উভয় ধর্ম্মই থাকিতে পারে ; এইরূপ ব্রাহ্মণ রামপ্রোক্ত তান্ত্রিক পূজার অধিকারী, এই কথাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু রামচন্দ্র সেই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন,—

> [মম পূজাবিধানস্য নান্তোঽস্তি রঘুনন্দন।
> তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্‌যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৪।১১]
> স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ।
> [সকাশাৎ স গুরোর্ম্মন্ত্রং লব্ধ্বা মদ্ভক্তিসংযুতঃ॥
> তেন সন্দর্শিতবিধির্ম্মামেবারাধয়েৎ সুধীঃ।
> হৃদয়ে বানলে বার্চ্চেৎ প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ॥
> শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।]
> প্রাতঃস্নানং প্রকুর্ব্বীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে॥
> বেদ-তন্ত্রোদিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মৃল্লেপনবিধানতঃ।* ৪।১১—১৫।

অর্থ- হে রঘুনন্দন! আমার পূজাবিধির অন্ত নাই ; তথাপি সংক্ষেপে যথাক্রমে বলিতেছি। মানব স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে উপনয়নসংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া, পরে আমার প্রতি ভক্তিসংযুক্ত হইয়া, গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করতঃ গুরূপদিষ্ট বিধি অনুসারে আমার আরাধনা করিবে। হৃদয়ে, অগ্নিতে, প্রতিমাদিতে, সূর্য্যমণ্ডলে অথবা শালগ্রামশিলায় অপ্রমত্তচিত্তে আমাকে পূজা

* বন্ধনীস্থ পাঠগুলি রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নাই।

করিবে। প্রথমতঃ দেহশুদ্ধির জন্য বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রের দ্বারা শরীরে মৃত্তিকালেপন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে।

এই স্থলে "বেদ-তন্ত্রোদিতৈঃ" এই দ্বন্দসমাসনিষ্পন্ন পদের দ্বারা এক পুরুষের সম্বন্ধেই বৈদিক মন্ত্রের সহিত তান্ত্রিক মন্ত্রের দ্বারা স্নানক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে 'তান্ত্রিক অনুষ্ঠানমাত্রই বেদভ্রষ্টদিগের উদ্দেশে বিহিত' এই কথা স্বীকার করিয়া, বৃহস্পতিও রামচন্দ্রের বাক্যের প্রামাণ্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন না। *

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবোপদেশে উক্ত হইয়াছে,—

"উভাভ্যাং বেদ-তন্ত্রাভ্যাং মহ্যন্তূভয়সিদ্ধয়ে।" [২৭।২৬]

---

* অধ্যাত্মরামায়ণের টীকাকার রামবর্ম্মা "বেদতন্ত্রোদিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মৃল্লেপনবিধানতঃ" ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"দ্বিজো বেদোদিতৈঃ, শূদ্রাদিঃ তন্ত্রোদিতৈঃ, মৃল্লেপনং সকলস্নানবিধেরুপলক্ষণম্, তেন স্নানং কুর্ব্বন্নিত্যন্বয়ঃ।" দ্বন্দ্ব সমাসের পদগুলি স্ব স্ব প্রধান। এই বচনে "মানবঃ বেদ-তন্ত্রোদিতৈঃ মন্ত্রৈঃ প্রাতস্নানং প্রকুর্ব্বীত" এইরূপ অন্বয়ে—যে মানব বেদোদিত মন্ত্রের দ্বারা প্রাতঃস্[illegible]বে, সেই মানবই তন্ত্রোদিত মন্ত্রের দ্বারাও প্রাতঃস্নান করিবে, এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; দ্বিজাতি বেদোদিত মন্ত্রের দ্বারা ও শূদ্রাদি তন্ত্রোদিত মন্ত্রের দ্বারা প্রাতঃস্নান করিবে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র প্রথমেই বলিয়াছেন,—মানব উপনয়নের দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া, পরে গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে। এই বাক্যে দ্বিজেরই মন্ত্রগ্রহণ বিহিত হইয়াছে। এইরূপ মন্ত্রগ্রহণের বিধি বেদে নাই, ইহা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান। মন্ত্রগ্রহণের পরে উপাসনাপ্রণালী বলিয়াছেন, তাহাতে প্রথমেই প্রাতঃস্নান বিহিত হইয়াছে। তান্ত্রিক দীক্ষাবিশিষ্ট দ্বিজের বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে তান্ত্রিক ক্রিয়াও করিতে হইবে, কাজেই বৈদিক ও তান্ত্রিক, এই উভয় স্নান দ্বিজের পক্ষেও বিহিত হইয়াছে। ইহার পরে পূজাপ্রণালী বলিয়াছেন। তাহাতে মাতৃকান্যাস, কেশবকীর্ত্ত্যাদিমাতৃকান্যাস, তত্ত্বন্যাস, মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস, মন্ত্রন্যাস প্রভৃতি বলিয়াছেন; এই সকল কেবল তন্ত্রেই বিহিত হইয়াছে। তাহার পর দশাবরণপূজা কথিত হইয়াছে। দশাবরণপূজা—দশ পঙ্ক্তি আবরণ দেবতার পূজা। এক এক পঙ্ক্তিতে অনেকগুলি দেবতার পূজা করিতে হয়। এইরূপ পঙ্ক্তিভেদে আবরণ পূজা কেবলমাত্র তন্ত্রেই বিহিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়—রামচন্দ্র দ্বিজত্বপ্রাপ্ত মানবের পক্ষেও তান্ত্রিক অর্চ্চনাপদ্ধতি বলিয়াছেন, অন্য পদ্ধতি বলেন নাই। কাজেই "তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বেদভ্রষ্টদিগের জন্য" ইহা স্বীকার করিলে শ্রীরামের বাক্যের প্রামাণ্য থাকে না। বেদব্যাসপ্রোক্ত রামচন্দ্রের বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে না, কাজেই বেদাচারপরায়ণ দ্বিজাতিরও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, ইহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হইল।

এই বাক্যেরই উপসংহারে উক্ত হইয়াছে,—

"এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।

অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥", [২৭।৪৯]

অর্থ—ঐহিক ও পারত্রিক ফললাভের জন্য বৈদিক এবং তান্ত্রিক, এই উভয় মার্গেই আমার অর্চ্চনা করিবে। উভয় মার্গে অর্চ্চনা করিয়াই আমার নিকট ঐহিক ও পারত্রিক অভীপ্সিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ["উভয়তঃ ইহামুত্র চ" ইতি শ্রীধরঃ]। *

এই সকল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—তান্ত্রিক ক্রিয়া বৈদিকের পরিত্যাজ্য নহে। অতএব "শ্রুতিপথগলিতানাম্" এই বচনের সহিত সূতসংহিতার মুক্তিখণ্ডের,—

"অত্যন্তগলিতানাস্তু প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ।

পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ॥"

এই বচনের একবাক্যতা করিয়া "পাঞ্চরাত্রাদয়ঃ" এই "আদি" পদের দ্বারা সেই জঙ্গমপরিগৃহীত শৈবাগম গৃহীত হইয়াছে; জ্ঞানার্ণবতন্ত্র কল্পসূত্র প্রভৃতি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু শৈবাগম ও পাঞ্চরাত্রাদি, এই [illegible] বেদভ্রষ্টের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

সূতসংহিতার শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে যে,—"পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু" এইরূপ আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে,—

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।

তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি॥"

---

* অধ্যাত্মরামায়ণে রামচন্দ্র স্বয়ং যেরূপ তাঁহার নিজের উপাসনাপদ্ধতি বলিয়াছেন, সেইরূপ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার নিজের উপাসনাপদ্ধতি বলিয়াছেন। এই উভয় উপাসনাপদ্ধতি তুল্য, কিছুই পার্থক্য নাই। জিজ্ঞাসুগণ অধ্যাত্মরামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের সহিত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায় মিলাইয়া পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। বেদশিরোভাগ রামতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে রামের উপাসনা, এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে কৃষ্ণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। উপনিষৎপ্রতিপাদিত রামোপাসনার প্রয়োগপ্রণালী অগস্ত্যসংহিতা প্রভৃতি তন্ত্রে এবং কৃষ্ণোপাসনার প্রয়োগপ্রণালী গৌতমীয়তন্ত্র, সনৎকুমারসংহিতা প্রভৃতি তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। কাজেই ইহা বেদবহির্ভূত নহে। অতএব বৈদিকের পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। এই জন্যই ভাস্কররায় তন্ত্রশাস্ত্রকে উপনিষৎকাণ্ডের শেষভূতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই—স্বগৃহ্যোক্ত উপনয়নাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত মানবের নাম বৈদিক, আর তন্ত্রোক্ত দীক্ষাসংস্কৃতের নাম তান্ত্রিক। তান্ত্রিক বলিতেই বেদভ্রষ্টকে বুঝায় না। বেদভ্রষ্টের নাম তান্ত্রিক, এই মত পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। এই বচনের দ্বারা উপনীত দ্বিজাতির বৈদিক স্নান-পূজাদি এবং তন্ত্রোক্ত দীক্ষা-সংস্কৃতের তান্ত্রিক স্নান-পূজাদি বিহিত হইয়াছে। যাহাদের কেবল উপনয়ন হইয়াছে, তান্ত্রিক দীক্ষা হয় নাই, তাহারা কেবল বৈদিক স্নান-পূজাদি করিবে। উপনয়নহীন শূদ্রাদি কেবল তান্ত্রিক স্নান-পূজাদি করিবে। যাহাদের উপনয়ন ও দীক্ষা উভয়ই হইয়াছে, তাহারা বৈদিক ও তান্ত্রিক, উভয় স্নান-পূজাদিই করিবে; ইহাদের উভয় প্রকারে স্নান-পূজাদি করিবার পক্ষে বাধক প্রমাণ কিছুই নাই! * ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রে এই কথাই স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ত্রৈবর্ণিকৈর্ব্বৈদিকান্তে তান্ত্রিকং ক্রিয়তেঽখিলম্।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই দ্বিজাতিত্রয় বৈদিক ক্রিয়া করিয়া, পরে তান্ত্রিক সমস্ত ক্রিয়া করিবে। অধ্যাত্মরামায়ণে লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামও "বেদ-তন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈঃ" এই বাক্যের দ্বারা এই কথাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অতএব একদেশদর্শিগণ অন্য বচন-প্রমাণ অবলোকন ও তাহার মীমাংসা পর্য্যালোচনা না করিয়াই মোহবশতঃ "তান্ত্রিক সকল অনুষ্ঠানই বেদভ্রষ্টবিষয়ে" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তিবিলাস মাত্র।

পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্র বেদভ্রষ্টের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, তাহা বৈদিকের গ্রাহ্য নহে। যেহেতু সূতসংহিতা, মুক্তিখণ্ডের—

"পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে।
ন হি স্বতন্ত্রাস্তে তেন ভ্রান্তিমূলা নিরূপণে॥"

এই বচনে এবং—

"অত্যন্তগলিতানান্তু প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ।
পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ॥"

---

* শ্রীধর স্বামীও ভাগবতের [১১।৩।৪৭]

"য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় "চকারাৎ বৈদিকেন সহ সমুচ্চয়মাহ" এই উক্তির দ্বারা এক মানবের পক্ষেই বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুমোদন করিয়াছেন।

এই বচনে পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রের নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের বেদমূলকত্ব অস্বীকৃত হইয়া, বেদভ্রষ্টপরত্ব ও বৈদিকের অগ্রাহ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ কাপালতন্ত্রও বেদবাহ্য অর্থাৎ বৈদিকের অগ্রাহ্য। যথা অগস্ত্যসংহিতায়,—

"পাঞ্চরাত্রে চ কাপালে তথা কালামুখেঽপি চ।
অধিকারো বৈদিকানাং নাস্তি নাস্তি মুনীশ্বরাঃ॥"

অর্থ—হে মুনীশ্বরগণ! পাঞ্চরাত্রতন্ত্র, কাপালতন্ত্র এবং কালামুখতন্ত্রে বৈদিকের অধিকার নাই।*

---

* ভাস্কররায় সেতুবন্ধের [বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা] উপোদ্‌ঘাতে বলিয়াছেন,—"স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণ বেদমূলক, অতএব ইহাদের প্রামাণ্য আছে। যে সকল তন্ত্র বা পুরাণের একদেশ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ, বিরোধাধিকরণন্যায়ে যে পর্য্যন্ত তাহাদের মূলীভূত শ্রুতি পাওয়া না যায়, তাবৎ তদুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, এইরূপে তাহাদের অপ্রামাণ্য। যে সকল পাশুপতবিশেষ এবং পাঞ্চরাত্রবিশেষ প্রভৃতি [পাশুপতবিশেষ-পাঞ্চরাত্রবিশেষাদীনি] তন্ত্র সর্ব্বাংশে বেদবিরুদ্ধ, সেই সকল তন্ত্র এই প্রকার ভূমিকায় [শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিষয়ে ভাস্কররায়কর্ত্তৃক উক্ত যে ভূমিকা বলা হইয়াছে] আরূঢ় অধিকারীর পক্ষে প্রমাণ নহে। পাপকর্ম্মের দ্বারা শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকারহীন মানবের এই সকল তন্ত্রে অধিকার।

"পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তথা বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥"

অর্থ—ভগবান্ বিষ্ণু বেদভ্রষ্টদিগের জন্য পাঞ্চরাত্র, ভাগবত এবং বৈখানসশাস্ত্র বলিয়াছেন। উক্ত কারণে এই বচনে কয়েকখানা মাত্র [বৈষ্ণব] তন্ত্রের পরিগণন উপপন্ন হয়। সেই হেতু—

"শ্রুতিভ্রষ্টঃ শ্রুতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥"

অর্থ—বেদভ্রষ্ট অথচ বেদপ্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তে ভীরু মানব ক্রমে বেদাধিকার লাভ করিবার জন্য তন্ত্র আশ্রয় করিবে। এই বচনে সামান্য তন্ত্র শব্দ তাদৃশ বিশেষতন্ত্রপর বুঝিতে হইবে। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" [বেদান্তদর্শন] এই অধিকরণও তাদৃশ তন্ত্রপর। রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, রুদ্র, পরশিব, সুন্দরী [শ্রীবিদ্যা] প্রভৃতির উপাসনাপ্রতিপাদক "অগস্ত্য" প্রভৃতি তন্ত্রের অপ্রামাণ্যাশঙ্কার অবকাশই নাই। যেহেতু ইহাদের মূলীভূতরূপে বেদশিরোভাগ রামতাপনী, গোপালতাপনী, নৃসিংহতাপনী, সুন্দরীতাপনী প্রভৃতি উপনিষৎসমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে।"

ভাস্করের "পাশুপতবিশেষ-পাঞ্চরাত্রবিশেষাদীনি" এই উক্তিতে "বিশেষ" শব্দের উপাদান দ্বারা বুঝা যাইতেছে—"কাপাল" প্রভৃতি শৈবতন্ত্র বেদবিরুদ্ধ, "কামিক" প্রভৃতি শৈবতন্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ নহে। সমস্ত পাঞ্চরাত্রও বেদবিরুদ্ধ নহে। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক বহু নিবন্ধকার নারদপঞ্চরাত্র, মহাকপিলপঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এইগুলি বেদবিরুদ্ধ

এই সকল প্রমাণের দ্বারা সকল তন্ত্র বেদবাহ্য নয়, কতকগুলি তন্ত্র বেদবাহ্য, ইহাই নির্ণীত হইল, কুমারিল ভট্টেরও ইহাই অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি

হইলে ইঁহাদের বচন উদ্ধৃত করিতেন না। পঞ্চরাত্রগুলি বৈষ্ণবতন্ত্র। বৈষ্ণবদর্শনের মূলভিত্তি নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে নিহিত। এই জন্য রামানুজাচার্য্যের গুরু যামুনমুনি পঞ্চরাত্র তন্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া "আগমপ্রামাণ্য" নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ভাস্কর সেতুবন্ধে [১।১৪] আরও বলিয়াছেন,—"কপালং ভৈরবঞ্চৈব" ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণ-বচনে যে সকল তন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল দেবীর প্রতি বিমুখ মানবগণের চিত্তমোহের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব এই সকল তন্ত্র উত্তম তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

সেতুবন্ধে [১।২২] আরও উক্ত হইয়াছে,—তন্ত্র উপনিষদের শেষভূত, অতএব চতুঃষষ্টিতন্ত্র বেদতুল্য শাস্ত্র। যে শাসন করে, তাহার নাম শাস্ত্র, ইহা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। শাসন—প্রবর্ত্তন-নিবর্ত্তনরূপ শব্দভাবনা, ইহা ভগবতীর আজ্ঞা। এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥"

অর্থ—যে নিত্য [বেদ] অথবা কৃতক [পুরুষপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি] কর্ত্তৃক পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উপদিষ্ট হয়, তাহার নাম শাস্ত্র। "অমুক কর্ম্ম করিবে" ইহা প্রবৃত্তির উপদেশ, এবং "অমুক কর্ম্ম করিবে না", ইহা নিবৃত্তির উপদেশ।

বেদই মুখ্যরূপে শাস্ত্রপদবাচ্য। ব্যাসদেবও "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" [বেদান্তদর্শন, ১।১।৩] "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" [বেদান্তদর্শন, ১।১।৩০] এই সকল সূত্রে বেদ অর্থেই শাস্ত্রশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্র ছন্দঃশাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গত্বরূপে, মানবধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বেদার্থের অনুবাদকত্বরূপে, এবং এই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যানগ্রন্থ অনার্ষ হইলেও তদুপযোগিত্ব-রূপে শাস্ত্রপদবাচ্য, এই বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। বেদের মত তন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের আজ্ঞা অথচ বেদমূলক; তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব এবং প্রামাণ্য বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ পরশুরামও বলিয়াছেন,—"পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়"। এইরূপ ব্যবস্থিত বিষয়ে সৌন্দর্য্যলহরী ব্যাখ্যানে কেহ কেহ [লক্ষ্মীধর] প্রলাপ করিয়াছেন যে,—"এই চতুঃষষ্টিতন্ত্র অবৈদিক, ইহা প্রতারক বা ভ্রান্তের জল্পনা বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য"। কোন কোন তন্ত্রে যে কৌলধর্ম্মের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা "নহি নিন্দা" ন্যায়ে সেই সেই তন্ত্রের স্তুতিমাত্র। তাহা না হইলে,—

"পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি।
মূর্ত্ত্যন্তরন্তু সম্প্রাপ্য মোহনায় দুরাত্মনাম্॥
মহাপাপবশান্নৃণাং তেষু বাঞ্ছাভিজায়তে।
তেষাং হি সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥"

অর্থ—আমি [শিব] ভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দুরাত্মদিগের মোহের জন্য সমস্ত পশুশাস্ত্র

তন্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্র তন্ত্রেরই নাম করিয়াছেন, অন্য কোন তন্ত্রের নাম করেন নাই। পাঞ্চরাত্রতন্ত্রেই বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধাদিতন্ত্রের মত শাক্তাদিতন্ত্রে বেদবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধ হয় না।

সূতসংহিতা ও ব্রহ্মগীতায় "বেদমার্গমিমং মুক্ত্বা," "বিনা বেদেন অন্যনাং" ইত্যাদি বচনে "মুক্ত্বা" ও "বিনা" পদের প্রয়োগ আছে; অতএব যে দ্বিজ বৈদিক মার্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তান্ত্রিক মার্গ আশ্রয় করে, এই বচনের দ্বারা তাহারই নিন্দা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপুরাণবচন ও পদ্মপুরাণবচনস্থ তন্ত্রশব্দ তাদৃশ বেদবাহ্যতন্ত্রবিশেষপর বুঝিতে হইবে।

কুমারিল ভট্ট তাঁহার উক্তিতে যোগশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নিরস্ত করিয়াছেন, তাহা বিষয়ান্তর, প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহার উপযোগিতা নাই, গ্রন্থও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই জন্য তাহার মীমাংসা লিখিত হইল না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

ভট্টপাদের উক্তি অপেক্ষা পুরাণ ও তন্ত্রের উক্তির প্রামাণ্য অধি[illegible] প্রবল প্রমাণবলে দুর্ব্বল প্রমাণের সঙ্কোচ যুক্তিযুক্ত। যে অধিকরণে তন্ত্রবার্ত্তিকে তন্ত্রের অপ্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে, সেই অধিকরণেই ভট্টপাদ বলিয়াছেন,—"অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ" এই স্মৃতিবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণের আটচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করা হইয়াছে, আবার "জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীত" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ ব্রাহ্মণের অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে। আটচল্লিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন, তাহার পর বিবাহ, তাহার পর পুত্রোৎপাদন করিলে কৃষ্ণকেশত্ব বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মণের অগ্ন্যাধান সম্ভব হয় না, অতএব শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হয়। এই স্থলে প্রবল শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে দুর্ব্বল স্মৃতিবাক্যের সঙ্কোচ করিয়া আটচল্লিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অন্ধাদির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। যেহেতু অন্ধাদির বিবাহাদিতে অধিকার নাই। দুর্ব্বল প্রমাণের সঙ্কোচ স্বীকার না করিলে ভট্টপাদকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত এই বিষয়েরই সঙ্গতি হয় না। অতএব শাক্ত-গাণপাত্য প্রভৃতি

বলিয়াছি। মহাপাপবশতঃ যাহাদের সেই সকল পশুশাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয়, শতকোটি কল্পেও তাহাদের সদ্গতি হয় না।

কৌলপ্রকরণস্থ এই সকল শত শত শিববাক্যের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে?

তন্ত্রপ্রতিপাদিত কর্ম্মে বৈদিকের অধিকার আছে, ইহা ভট্টপাদেরও অভিপ্রায় ; ইহা পূর্ব্বযুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইল। ইহার দ্বারা ভট্টোজিদীক্ষিতলিখিত তন্ত্র-প্রামাণ্যখণ্ডনও পরাহত হইল। *

তন্ত্রপ্রামাণ্যবিষয়ে পুরাণবচনসমূহের ব্যবস্থাও উক্ত হইয়াছে। লোভবশতঃ পঞ্চমকারসেবনবিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে—মাংস ও মদ্য সম্বন্ধে যজ্ঞে পশুহিংসাবিধায়ক "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" এই শ্রুতি এবং সৌত্রামণীযাগে "সুরাগ্রহা গৃহ্যন্তে" এই শ্রুতির সম্বন্ধেও লোভমূলত্ব কল্পনা করিতে হয়। যদি বেদবাক্যের লোভমূলত্ব পরিহার-পূর্ব্বক বৈধত্ব প্রতিপাদিত হয়, তবে তন্ত্রবাক্য সম্বন্ধেও তাহাই হইবে। †

যে কোন শাস্ত্রসম্বন্ধেই "ইহা প্রমাণ" এইরূপ শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া, সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ হইতে পারেন না। পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বৈদিকগণের অন্তঃকরণে প্রথমে "বেদ প্রমাণ" এইরূপ শ্রদ্ধা স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। পরে বেদের অবিরুদ্ধ ও বেদমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য এবং বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। পূর্ব্বসংস্কারজনিত শ্রদ্ধাই প্রধানতঃ এই প্রামাণ্য অপ্রামা[illegible]নের জনক। বোধায়নসূত্র আপস্তম্বসূত্র যেমন তৈত্তিরীয় শাখার

* সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত তন্ত্রের অপ্রামাণ্য স্থাপন করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। প্রবন্ধান্তরে তাঁহার গ্রন্থের আলোচনা করিতে ইচ্ছা আছে। ভট্টোজিদীক্ষিতের গুরু অপ্যয়দীক্ষিতও ত্রিপুরামহোপ-নিষদের ব্যাখ্যায় কৌলমার্গের উপর কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

† নৃসিংহ ঠক্কুর তারাভক্তিসুধার্ণবে [ষষ্ঠ তরঙ্গে] এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—পঞ্চমকারসেবনপ্রতিপাদক শাস্ত্র শ্রুতি-স্মৃতি-লোকবিরুদ্ধ, অতএব তাহা অপ্রমাণ ; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া, তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—সৌত্রামণী বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞে সুরাপান বিহিত হইয়াছে, ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রভৃতিতে বামদেব্য উপাসনায় পরকলত্র-গমন এবং আশ্বলায়নভাষ্যে ব্রহ্মচারি-পুংশ্চলীসংযোগ প্রতিপাদিত-হইয়াছে। দ্বিজগণ যজ্ঞের হবিঃশেষ সুরা ও মাংস সেবন করিয়া থাকেন। অতএব ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-লোকবিরুদ্ধ নহে। কাশীখণ্ডের—

"মহাশ্মশানেষু নিশা ভূয়স্তোহপ্যতিবাহিতাঃ।"

এই দমনবাক্যে এবং মহাভারতের—

"এষ এব শ্মশানেষু দেবো বসতি নির্দহন্।
যজন্তে তং জনাস্তত্র বীরস্থাননিষেবিনঃ॥"

এই বাক্যে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেষভূত, সেইরূপ শ্রীবিদ্যাপ্রতিপাদক তন্ত্রসকলও সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ, ভাবনোপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ প্রভৃতির শেষভূত এবং তাহাদের ব্যাখ্যান-স্বরূপ। অতএব এই সকল তন্ত্র স্বকপোলকল্পিত নহে, বেদমূলক। অতএব বেদব্যাখ্যানস্বরূপ এই সকল তন্ত্র বৈদিকগণ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন। পঞ্চমকারসেবনও যে বেদবিরুদ্ধ নহে, তাহা পরে বলা হইবে।

শ্রীবিদ্যোপাসনাপ্রতিপাদক তন্ত্র বৈদিকের গ্রাহ্য হইলেও সকল বৈদিকের তাহাতে অধিকার নাই। যেমন ব্রহ্মস্বরূপ উপনিষদ্‌ভাগরূপ-বেদপ্রতিপাদ্য হইলেও ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসায় সকল বৈদিকের অধিকার নাই, কেবলমাত্র সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন বৈদিকেরই অধিকার, সেইরূপ ইহাতেও কোন কোন বিশিষ্ট বৈদিকের অধিকার।

উপনয়নের পরে ব্রাহ্মণের প্রথম ভূমিকা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন। তাহার পর "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ" এই বাক্যে অনর্থজ্ঞের নিন্দা এবং "যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে" এই বাক্যে অর্থজ্ঞানের ফল শ্রবণ করিয়া বেদার্থজ্ঞান লাভের জন্য কাব্য, নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ অবগত হইবে। বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল অর্থজ্ঞা[illegible]তার্থতা লাভ হইতে পারে না, ইহা "ন জ্ঞানমাত্রেণ কৃতার্থতামিয়াৎ" এই স্মৃতিবাক্যে অবগত হইয়া, অনুষ্ঠান-ভূমিকায় আরোহণ করত বহু জন্ম পর্য্যন্ত নিখিল স্মৃতি-শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। চিত্ত এই প্রকার পরিশুদ্ধ হইলে সংসারে আসক্তি শিথিল হয় অথচ সম্পূর্ণ অনাসক্তিও লাভ হয় না। এই অবস্থায় মানব ভক্তিভূমিকায় আরোহণের যোগ্যতা লাভ করে। এই বিষয়ে ভাগবতে [১১।২০।৮] উক্ত হইয়াছে,—

' ন নির্ব্বিণ্ণো ন চাসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

যে নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ সংসারে আসক্তিশূন্য নয় অথচ অত্যন্ত আসক্তও নয়, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। এই প্রকার ভক্তিভূমিকায় আরোহণ না করিলে কখনও পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। এই বিষয়ে ভাগবতে [৩।২৫।৩৩] উক্ত হইয়াছে,—

"অনিমিত্তা ভগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

অর্থ—অগ্নি যেমন ভুক্ত পদার্থকে জীর্ণ করে, সেইরূপ যে ভক্তি কোশ অর্থাৎ

লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ করে, ভগবদ্বিষয়ে সেই অনিমিত্তা ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী।

নৈয়ায়িকগণ বলেন,—অনাহার্য্য অর্থাৎ যাহাকে আহরণ করিয়া আনিতে হয় না, এমন স্বাভাবিক আরাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞানবিশেষের নাম ভক্তি।

পৌরাণিকগণ বলেন,—ভগবদ্‌বিষয়ে তদাকাররূপে পরিণত অন্তঃকরণবৃত্তির নাম ভক্তি। তাহাতে প্রমাণ এই,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

অর্থ—বিবেকরহিত মানবদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে অনপায়িনী প্রীতি হয়, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আমার সেই প্রীতির উদয় হইয়াছে। আমার অন্তঃকরণ হইতে সেই প্রীতি যেন দূর হয় না। প্রহ্লাদ এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ্‌-বিষয়ে প্রীতি প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্তির্ম্ময়ি তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি।"

[illegible]যাতে তোমার ভক্তি আছেই, পরেও তোমার এইরূপ ভক্তিই হইবে। প্রহ্লাদের প্রার্থনা—আমি তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, এই স্মরণজন্য অক্ষয় প্রীতি অনুভব করিতেছি, ইহা যেন আমার চিত্তকে পরিত্যাগ না করে। কারণ, ভগবৎস্মৃতি। কার্য্য—অক্ষয় প্রীতি। কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্য হইবেই। অতএব নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতিই প্রহ্লাদের প্রার্থিত বিষয়। ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—তোমার ভক্তি আছেই, পরেও হইবে। প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিলেন—নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতি, ভগবান্ দান করিলেন—ভক্তি। নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতি ও ভক্তি এক পদার্থ না হইলে ভগবান্ এইরূপ বলিতেন না, কেহ ঘট প্রর্থনা করিলে তাহাকে পট দেওয়া হয় না। অতএব ইহার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ধারারূপে অবস্থিত ভগবৎস্মৃতিই ভক্তি, ইহা জানা যাইতেছে। এই ভগবৎস্মৃতি বা ভক্তি নিরুপাধিকী প্রীতি নামেও ব্যবহৃত হয়।

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।"

এই বাক্যেও ভগবান্ অখণ্ড ভগবৎস্মৃতি অর্থেই অব্যভিচারিণী ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতই যুক্তিসঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
ভক্তির্ভাগবতী সৈব"*

অর্থ—যাহার মন একরূপ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে যাহার মন বিচ্যুত হয় না, এতাদৃশ পুরুষের বৈদিককর্ম্মপরায়ণ বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়গণের যে ভগবদ্বিষয়ে কামনাশূন্য স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহার নাম ভক্তি।†

ইহার দ্বারা ভক্তিবিষয়ে বৈদিক কর্ম্মই প্রযোজক, ইহা সূচিত হইয়াছে। অতএব ভগবদাকারা মনোবৃত্তিই ভক্তি, ইহা সিদ্ধ হইল। মহর্ষি শাণ্ডিল্যও

* ভাগবতে এই বাক্যটি এই ভাবে আছে,—
"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥" [ভাগবত ৩।২৫।৩২, ৩৩]

"গুণা বিষয়া লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈঃ তেষাং দেবানাং দ্যোতনাত্মকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৄণাং বা সত্ত্বে সত্ত্বমূর্ত্তৌ হরাবেব যা বৃত্তিঃ, সা ভক্তিঃ সিদ্ধেঃ মুক্তেরপি গরীয়সী [illegible]রেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতা? অনিমিত্তা নিষ্কামা, স্বাভাবিকী অযত্নসিদ্ধা। তেষাম্ এবংবিধবৃত্তৌ হেতু[illegible] উচ্চারণম্ অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবো বেদঃ, তদ্বিহিতম্ আনুশ্রবিকং, তদেব কর্ম্ম যেষাম্। অতএব একরূপম্ অবিকৃতং মনো যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ। [শ্রীধর স্বামী]। ইহা স্বমাতা দেবহূতির প্রতি কপিলের উক্তি।

† ইহার তাৎপর্য্য এই—ঐহিকসর্ব্বস্ব সাধারণ মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ ঐহিক প্রীতিসাধন বিষয়সকল গ্রহণ করে। প্রীতি মানসিক ব্যাপার; মন ইন্দ্রিয়ের রাজা; ইন্দ্রিয়গণ মনের অনুচর। মন যাহাতে প্রীতিলাভ করে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাই মনের নিকট উপস্থিত করে। দেহাত্মবাদ শিথিল হইয়া আত্মার পরলোক গমন বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান হইলে, তখন আর ঐহিক প্রীতিসাধন বিষয়সকল মনে সম্যক্ প্রীতি জন্মাইতে পারে না। মন তখন পারত্রিক সুখ কামনায় ব্যাকুল হয়। এই অবস্থায় পারত্রিক স্বর্গাদি সুখপ্রদ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মকাণ্ডে মনের প্রবৃত্তি হয়, মন তখন এই সকল কর্ম্ম করিয়াই পরম প্রীতি অনুভব করে, মনের অনুচর ইন্দ্রিয়গণও তখন এই সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। এই সকল শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্ম নিরন্তর দীর্ঘকাল করিলে মনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, মন নির্ম্মল হয়; তখন পারত্রিক স্বর্গাদিসুখেরও নশ্বরতা চিন্তা করিয়া তাহা হইতেও মন নিবৃত্ত হয়। এই সময়ে ভগবান্ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, এই আকর্ষণবশতঃ ভগবানের প্রতি মনের একতানতা হয়, অর্থাৎ মন তখন নিরন্তর সর্ব্বদাই ভগবানের চিন্তা করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই প্রীতি অনুভব করে। এইরূপ অনুক্ষণ ভগবচ্চিন্তায়

"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা," "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" [শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।১।১,২] এই সূত্রদ্বয়ের দ্বারা ভক্তির লক্ষণ এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

মন ভগবানের আকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনে সর্ব্বদাই ভগবানের রূপ ভাসমান থাকে। ইত্যাকার ভগবচ্চিন্তায় কোন কামনা থাকে না, অর্থাৎ ভগবান্ "আমাকে সুখী করুন," "আমাকে ধন প্রদান করুন," "আমাকে রোগমুক্ত করুন" ইত্যাদি প্রকার কোন কামনা থাকে না, ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করে বলিয়াই তাহা করিয়া থাকে; এইরূপ মানসিক বৃত্তির কোন নিমিত্ত নাই বলিয়া তাহা অনিমিত্তা, এবং যত্নভিন্ন স্বতঃই উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহা স্বাভাবিকী। মনের অনুচর ইন্দ্রিয়গণও তখন প্রভুর আদেশে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, জিহ্বা ভগবন্নাম কীর্ত্তন, কর্ণ ভগবৎকথা শ্রবণ, চক্ষুঃ ভগবদ্রূপদর্শন, হস্ত ভগবন্মন্দির মার্জ্জনাদি, পদ ভগবন্মন্দির গমনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। মনের বৃত্তি অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিও অনিমিত্তা এবং স্বাভাবিকী। মন ও ইন্দ্রিয়গণের এই প্রকার বৃত্তি বা বৃত্তিজন্য প্রীতিই ভক্তি। সেবার্থক ভজ ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগবদ্‌বিষয়িণী ইন্দ্রিয়বৃত্তি-রূপ সেবাই ভক্তি। এইরূপ বৃত্তিই প্রীতিরূপে পরিণত হয়। এইজন্য এতাদৃশ বৃত্তি, প্রীতি, সেবা ও ভক্তি তুল্যার্থক। এই প্রীতিই বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেম নামে অভিহিত হইয়াছে। সগুণ ঈশ্বরের বহুরূপ, যাহার যে রূপ উপাস্য, তাহার সেই রূপের প্রতিই এই প্রকার বৃত্তি বা প্রীতির উদয় হই[illegible] সংসারে অত্যন্ত আসক্তি থাকিলে ভগবদ্‌বিষয়ে এই প্রকার মনোবৃত্তির উদয় [illegible] না। ভক্তিভূমিকায় দ্বৈতাকারে উপাস্য উপাসক ভাব বর্ত্তমান থাকে, কাজেই নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানজনক সম্পূর্ণ বৈরাগ্যেরও উদয় হয় না। এই জন্যই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"ন নির্ব্বিণ্ণো ন চাসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"। এই প্রকার ভক্তিই জ্ঞানের জননী; প্রথম অবস্থায় সন্তানের উপলালনই মাতার কর্ত্তব্য, এই জন্য জ্ঞানের শৈশব অবস্থায় ভক্তি বর্ত্তমান থাকে; জ্ঞান প্রৌঢ় হইলে মাতার কর্ত্তব্য শেষ হয়, তখন ভক্তি অন্তর্দ্ধান করে। এই অবস্থায় "শিবোঽহম্" জীব শিব হইয়া যায়, উপাস্য-উপাসক ভাব দূর হয়; কাজেই ভক্তি থাকিতে পারে না। কৌলসাধক পরাশক্তি বিষয়ে এই প্রকার ভক্তির দ্বারাই কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, অন্য উপায়ে নহে।

* "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" এই শাণ্ডিল্যসূত্রের দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এক পক্ষের মতে "পরা" শব্দ "অনুরক্তি" ইহার বিশেষণ, অপর পক্ষ বলেন—"পরা" শব্দ "সা" এই তৎশব্দের দ্বারা পরামৃষ্ট "ভক্তি" ইহার বিশেষণ। প্রথম পক্ষের মতে অর্থ—ঈশ্বর বিষয়ে পরম অনুরাগের নাম ভক্তি। অপর পক্ষের মতে অর্থ—ঈশ্বর বিষয়ে অনুরাগবিশেষের নাম পরা ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যকার ভবদেব ভট্ট দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অনুরক্তিশ্চ প্রীতি-প্রেম-প্রণয়াদিপর্য্যায়কোঽনুরাগঃ, তথা চ ঈশ্বরবিষয়কোঽনুরাগঃ পরা ভক্তি-রিতি পর্য্যবসিতম্। যদ্বা অনুরক্তিঃ ভক্তিঃ সা চ ঈশ্বরবিষয়া পরা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠা তত্তদনেকফলবত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ।" অনুরক্তির অপর নাম প্রীতি, প্রেম, প্রণয় ও অনুরাগ। ঈশ্বরবিষয়ক অনুরাগের

মানব এতাদৃশ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে উপাস্য দেবতার উপাসনা করিতে হইবে। ভগবানের উদ্দেশে নিষ্কামভাবে সর্ব্ববস্তু-ত্যাগ, ভগবৎকথাশ্রবণ, ভগবানের মন্ত্রজপ, ভগবানের নামকীর্ত্তন, স্তোত্র-পাঠ, ইত্যাদি ব্যাপারের নাম উপাসনা*। এই প্রকার উপাসনাই ভক্তির

নাম পরাভক্তি। অথবা ভক্তির নামই অনুরক্তি; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই পরা বা শ্রেষ্ঠা ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধ—পরা ও অপরা। পরা ভক্তির নাম মুখ্যা ভক্তি, অপরা ভক্তির নাম গৌণী ভক্তি। জ্ঞান যেমন যত্নের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ পরা ভক্তিও কৃতি অর্থাৎ যত্নের অপেক্ষা করে না, এই হেতু পরাভক্তি ক্রিয়াস্বরূপা নহে। যথা—"ন ক্রিয়া, কৃত্যনপেক্ষণাৎ, জ্ঞানবৎ" [শাণ্ডিল্য-সূত্র, ১।১।৭]। উপাস্যদেবতার রূপ চিন্তা, নাম স্মরণ, গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় বলিয়াই ভক্ত তাহা করিয়া থাকে, চেষ্টা করিয়া মনকে ঐরূপ চিন্তা প্রভৃতিতে নিয়োজিত করিতে হয় না। এই প্রকার অনুরাগের নাম পরা ভক্তি। বহু জন্ম-পরম্পরা তপস্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে শুভাদৃষ্টের পরিপাক-নিবন্ধন উপাস্য দেবতার প্রতি এইপ্রকার অনুরাগের উদয় হয়। অপরা বা গৌণী ভক্তি ক্রিয়ারূপা। এই বিষয়ে [সৌভাগ্যভাস্করে ৫৯ পৃঃ ধৃত] গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী॥"

অর্থ—সেবার্থক ভজ ধাতু হইতে ভক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব সেবাই ভক্তি[illegible]প্রধান সাধন। সেবা কৃতি বা প্রযত্নবিশেষ। উপাস্য দেবতার পূজা এবং তদঙ্গরূপে দেবগৃহমার্জন, পুষ্পাহরণাদি, নামকীর্ত্তন, স্তবপাঠ, জপ প্রভৃতিই সেবা, এই সেবা ক্রিয়াবিশেষ। অনুরাগ না জন্মিলে সেবাও হইতে পারে না, উপাস্য দেবতার প্রতি অনুরাগ জন্মে বলিয়াই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্তি হয়; এই অনুরাগ ক্ষণিক এবং লঘু, এই অনুরাগে কামনা থাকে, এই জন্য এই প্রকার অনুরাগ পরাভক্তি হইতে পারে না, কামনাশূন্য একতান অনুরাগই পরাভক্তি। অপরা ভক্তির চরম অবস্থায় জ্ঞান, এবং জ্ঞানের চরম অবস্থায় মুক্তিলাভ হয়। ভক্তির দ্বারা উপাস্যদেবতার সালোক্য অর্থাৎ তিনি যে লোকে অবস্থান করেন, মৃত্যুর পরে সেই লোকে বাস এবং সারূপ্য অর্থাৎ উপাস্যদেবতার যে রূপ, সেই রূপপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষ বলেন—ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগের নাম ভক্তি। অনুরাগ যখন চরম অবস্থায় উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা ভক্তি-পদবাচ্য হইতে পারে, গৌণী ভক্তি ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না, কাজেই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ হয় বলিয়া "পরা" এই পদ ভক্তিরই বিশেষণ হইবে। প্রথম পক্ষ বলেন—গৌণী ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে, ভক্তির আভাস, লক্ষণার দ্বারা এই অর্থে ভক্তি পদের প্রয়োগ হয়। [জিজ্ঞাসুগণের শাণ্ডিল্যসূত্র, ভবদেবভাষ্য দ্রষ্টব্য]।

* "উপ" উপসর্গযোগে "আস" ধাতু হইতে "উপাসনা" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উপ উপসর্গের অর্থ সমীপে, আস ধাতুর অর্থ অবস্থান। যে ক্রিয়ার দ্বারা ভগবৎসমীপে অবস্থান

কারণ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে [১১শ স্কন্ধ, ১৯শ অধ্যায়ে] উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥
শ্রদ্ধাঽমৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
[মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জনম্ ॥] *
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ [১৯—২৪]

অর্থ—[ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন] হে উদ্ধব! পুনশ্চ আমার ভক্তির কারণ বলিতেছি। অমৃততুল্য আমার কথায় সর্ব্বদা শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার কথার [illegible]র্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তোত্রসমূহের দ্বারা আমার স্তব, আ[illegible] পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ দণ্ডবৎ আমার প্রণাম, [আমার ভক্তের প্রতি বিশেষরূপ অর্চ্চনা, সর্ব্বপ্রাণীতেই আমি বিরাজমান, এইরূপ বুদ্ধি, আমার জন্য শরীরের দ্বারা লৌকিক ব্যাপার, বাক্যের দ্বারা আমার গুণকীর্ত্তন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, সকল কামনা পরিত্যাগ,] আমার পূজার জন্য অর্থব্যয়, আমার জন্য স্বীয় ভোগ্য বস্তু ও সুখসাধন বস্তুর পরিত্যাগ, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা, এই সকল ধর্ম্মের দ্বারা যে মানব আমাতে আত্মনিবেদন করে, তাহার অন্তঃকরণে আমার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। যাহার চিত্তে এই প্রকার ভক্তির উদয় হয়, তাহার আর প্রার্থিত বস্তু কি অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ এই ভক্তির দ্বারা সে সমস্তই লাভ করিতে পারে।

সেতুবন্ধে [৪পৃঃ, উপোদ্ঘাত] ভাস্কররায় ভক্তির সাধনরূপে উপাসনা বিষয়ে বলিয়াছেন,—"ভক্তি দুইপ্রকার, গৌণী ও মুখ্যা। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান,

---

অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য লাভ করা যায়, তাহার নাম উপাসনা। উপযুক্ত ক্রিয়ার দ্বারাই ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করা যায়, এই জন্য এইগুলির নাম উপাসনা।

* বন্ধনীস্থ পাঠ রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নাই। *

পূজা, জপ, নামকীর্ত্তন প্রভৃতির নাম গৌণী ভক্তি। গৌণীভক্তিজন্য অনুরাগ-বিশেষের নাম পরা ভক্তি। এই প্রকার ভক্তি সগুণ ব্রহ্মেই সম্ভব হয়। এতাদৃশ সগুণ ব্রহ্ম, উপাসকের অনুরাগ অনুসারে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করেন। সেই সেই রূপের ভক্তিসাধন উপাসনাপ্রণালী তন্ত্র এবং পুরাণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল তন্ত্র ও পুরাণের মূলভূতরূপে নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী প্রভৃতি এবং শ্রীবিদ্যাবিষয়ে ত্রিপুরোপনিষৎ, ভাবনোপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ বর্ত্তমান আছে। এই সকল শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মবিষয়ে শাব্দজ্ঞাননিশ্চয় হইলে সংসারে অত্যন্ত আসক্তিও থাকে না অথচ অত্যন্ত অনাসক্তিও হয় না। এই প্রকার সাধক ভক্তিসাধন উপাসনার অধিকারী।" এতাদৃশ অধিকারপ্রাপ্তি ও ভক্তিভূমিকায় আরোহণের ইচ্ছা অল্প পুণ্যে হয় না, ইহা অসংখ্য জন্মের সাধনার ফল। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে ভক্তিভূমিকালাভ ইহা অপেক্ষাও বহুজন্মসাধ্য। এই কথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে [উত্তরখণ্ডান্তর্গত ত্রিশতীস্তবে] উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যান্যদেবতানামকীর্ত্তনং জন্মকোটিষু।
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা শ্রীদেবীনামকীর্ত্তনে।
চরমে জন্মনি তথা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ॥"

অর্থ—বহু জন্ম পর্য্যন্ত অন্য দেবতার নামকীর্ত্তন করিলে দেবীর নামকীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়। পরে শেষ জন্মে শ্রীবিদ্যার উপাসক হইতে পারে। তথায় স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্য নো পশ্চিমং জন্ম যদি বা শঙ্করঃ স্বয়ম্।
তেনৈব লভ্যতে বিদ্যা শ্রীমৎপঞ্চদশাক্ষরী॥"
"মোক্ষৈকহেতুর্ব্বিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ।"*

অর্থ—স্বয়ং শঙ্কর হইলেও শ্রীবিদ্যার পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র লাভ করিলে পরে আর জন্ম হয় না, অর্থাৎ সেই জন্মেই মুক্তি হয়। শ্রীবিদ্যাই একমাত্র মুক্তির হেতুভূত বিদ্যা।" তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রুতিও বলিতেছেন,—

"অশ্রুতাসঃ শ্রুতাসশ্চ যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ।
স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিঞ্চ যে বিদুঃ॥

---

* শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীবিদ্যার অসংখ্য মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান।

সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ।
অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চ ঋষিভিরদাৎ পৃশ্নিভিঃ॥"

এতাদৃশ ভক্তিভূমিকায় অধিকার হইল কি না, তাহা অন্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, নিজেই তাহা মনে মনে বুঝিতে হয়। প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতির বাল্যেই ঈদৃশ ভক্তিভূমিকা প্রাপ্তি হইয়াছিল, অতএব ব্যভিচার দেখা যায় বলিয়া অবস্থাবিশেষ বা বয়সবিশেষের দ্বারা তাদৃশ অধিকার হইয়াছে কি না, ইহা অনুমান করা যায় না। কোন স্থলে বা হেত্বাভাসের দ্বারা অধিকারের অনুমিতি হয়, এবং সেই অনুমিতিজন্য জ্ঞান যথার্থ হইতে দেখা যায়। যথা—অগস্ত্য-সংহিতায় কন্যার প্রশ্নের উত্তরে বিরূপাক্ষ নামক ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—

"অয়ি পুণ্যনিধে পুত্রি প্রাক্তনৈঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
ত্রিবর্ষাপি সমারূঢ়া ভক্তিভূমিং সুদুর্লভাম্।
গৌরীবীজং জগদ্বীজং মত্তঃ প্রাপ্নুহি সুব্রতে॥"

অর্থ—অয়ি পুণ্যনিধে বালিকে! পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত বহু পুণ্যের ফলে তুমি তিন বৎসর বয়সেই সুদুর্লভ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করিয়াছ। আমার নিকট [illegible] জগতের বীজস্বরূপ গৌরীর মন্ত্র গ্রহণ কর। এই স্থলে কন্যা যে ভ[illegible]মিকায় আরোহণ করিয়াছে, ইহা অনুমিতির দ্বারাই বুঝা গিয়াছে।

শিষ্যের অধিকার লাভ হইয়াছে কি না, ইহা বুঝিবার জন্য অনুমান কর্ত্তব্য বলিয়া মহানৈভরবতন্ত্রও অনুমানের বিধি করিয়াছেন। যথা,—

"এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চবর্ষাণ্যালোচ্য যোগ্যতাম্।
ভক্তিযুক্তান্ গুণাংশ্চাপি ক্রমাদ্‌বর্ণে সসঙ্করে।
পশ্চাদুক্তক্রমেণৈব বদেদ্‌বিদ্যামনন্যধীঃ॥"

অর্থ—ব্রাহ্মণকে এক বৎসর, ক্ষত্রিয়কে দুই বৎসর, বৈশ্যকে তিন বৎসর, শূদ্রকে চারি বৎসর এবং সঙ্করজাতিকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে—তাহাতে উপযুক্ত গুণ এবং ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষার পর অধিকারী বলিয়া নিশ্চয় হইলে তাহাকে উক্তক্রমে বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র প্রদান করিবে। পরীক্ষার অধিকার নির্ণয় অনুমানের দ্বারাই করিতে হয়।

অধিকার নির্ণয়ে অনুমানের বিধান থাকিলেও অনেক স্থলে অনুমানের ব্যর্থতা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিজেই নিজের মানসিক অবস্থা

পর্য্যালোচনা করিয়া অধিকার নির্ণয় করিবে। অনধিকারী হইয়া এই মার্গে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্রের বেদ অধ্যয়নে যে ফল, ইহারও সেই ফল হইবে, যেহেতু উভয়েই তুল্য অনধিকারী। অতএব সংসারে অত্যন্ত আসক্তও নয় অথচ অত্যন্ত অনাসক্তও নয়, এমন জিতেন্দ্রিয় সাধক নিজের অধিকার নির্ণয় করিয়া ঈদৃশ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্করজাতি অথবা স্ত্রী, যে কেহ হউক না কেন, তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ করিয়া, ভক্তিভূমিকায় কৌলমার্গে পরাশক্তির উপাসনায় অধিকারী হইবে; কেবল বেদভ্রষ্টই ইহাতে অধিকারী, তাহা নহে।

এই কারণেই ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রপঞ্চসার নামক তান্ত্রিক-নিবন্ধ প্রণয়নও সম্যক্ সঙ্গত হয়। মহাদেব বেদভ্রষ্টদিগের প্রতি কৃপা করিয়া যেমন তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বেদভ্রষ্টদিগের প্রতি কৃপা করিয়াই প্রপঞ্চসার প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, এই কথা বলা যায় না। যেহেতু ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের বৈদিক মার্গেই পক্ষপাত ছিল, অন্য মার্গে ছিল না। অবৈদিক মার্গে পক্ষপাত থাকিলে বৌদ্ধাদিশাস্ত্রানুসারী নিবন্ধ রচনাও তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইত। [illegible] স্বকৃত মানসপূজায়ও বলিয়াছেন,—

"মন্ত্রাংস্তান্ত্রিক-বৈদিকান্ পরিপঠন্ সানন্দমত্যাদরাৎ
স্নানং তে পরিকল্পয়ামি জননি স্নেহাৎ ত্বমঙ্গীকুরু।"

অর্থ—হে জননি! তান্ত্রিক ও বৈদিক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অতিশয় আদরবশতঃ আনন্দের সহিত তোমার স্নান পরিকল্পনা করিতেছি, তুমি স্নেহবশতঃ তাহা স্বীকার কর। এই শ্লোকে তান্ত্রিক ও বৈদিক মন্ত্র পাঠের সমুচ্চয় উল্লেখ করাতে তান্ত্রিকত্ব ও বৈদিকত্ব অবিরুদ্ধ অর্থাৎ এক ব্যক্তিতেই তান্ত্রিকত্ব ও বৈদিকত্ব থাকিতে পারে, ইহা ভগবৎপাদের অভিপ্রেত বলিয়া সুস্পষ্টই অবগত হওয়া যায়*। অতএব বৈদিকাচারপরায়ণকর্ত্তৃক কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতেছে।

* "অতএব শ্রীশঙ্করভগবৎপাদানাং তন্ত্রানুসারিপ্রপঞ্চসারনামকনিবন্ধনির্ম্মাণমপি সাধু সঙ্গচ্ছতে। ন চ বেদপথগলিতোপরি যথা কৃপয়া শিবেন তন্ত্রাণি নির্ম্মিতানি তথা তদুপরি কৃপয়ৈব ভগবৎপাদৈঃ নির্ম্মিতমিতি বক্তুং শক্যতে, নেদং সাধকমিতি বাচ্যম্! ভগবৎপাদানাং বৈদিক এব পক্ষপাতো ন তদন্যস্মিন্। তথাহসতি বুদ্ধাদিশাস্ত্রানুসার্য্যপি নিবন্ধরচনং স্যাৎ। কিঞ্চ স্বকৃতমানসপূজায়াম্—

তান্ত্রিক দীক্ষায় ব্রাহ্মণের অধিকার থাকিলেও কলিযুগে অধিকার নাই। যেহেতু ব্রহ্মপুরাণে কলিবর্জ্যধর্ম্মপ্রকরণের—

"মন্ত্রদীক্ষা চ সর্ব্বেষাং কমণ্ডলুবিধারণম্।
মহাপ্রস্থানগমনং গোসংজ্ঞপ্তিশ্চ গোসবে॥"

অর্থ—কলিতে সকলেরই তান্ত্রিক দীক্ষা, কমণ্ডলুধারণ, মহাপ্রস্থান ও গোমেধ যজ্ঞে গোবধ নিষিদ্ধ।

এই বচনে কলিতে তান্ত্রিক দীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনসমূহের বিষয় কলির ইতরে বুঝিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে—ব্রহ্মপুরাণের বহু পুস্তকে এই বচন দেখিতে পাওয়া যায় না, অল্প পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহা অপ্রামাণিক। যদি বা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবেও—

"কলাবারাধনং শম্ভোরাগমেনৈব নান্যথা।"

লিঙ্গপুরাণের এই বচনে শিবের অর্চ্চনা, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের বচনসমূহে বিষ্ণুর [illegible]না, এবং বৃহন্নীলতন্ত্র, রুদ্রযামল প্রভৃতি বহু তন্ত্রে শক্তির অর্চ্চনা [illegible]তন্ত্রানুসারেই বিহিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মপুরাণের বচন ইহাদের বাধক হইতে পারে না।* ব্রহ্মপুরাণবচনের নিষেধের উদ্দেশ্য এই—কলিযুগে অতিসাবধানে ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া, পরে ইহাতে প্রবৃত্ত হইবে। এই জন্যই ব্রহ্মপুরাণে কলিতে বর্জ্জনীয় ধর্ম্মসমূহের প্রতিপাদক বচনসকলের অবসানে "ন কর্ত্তব্যম্" এইরূপ উক্ত হয় নাই, কিন্তু—

"ইমানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি"

এই বাক্যে "নিবর্ত্তিতানি" এই পদের দ্বারা এই সকল ধর্ম্ম হইতে লোকের নিবৃত্তির উপদেশ করা হইয়াছে; নিবৃত্তির ফল লোকের উপকার, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপকার এই—যে কোন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ "শাস্ত্রে বিধান আছে বলিয়া ইহা কর্ত্তব্য," এইরূপে শাস্ত্রের উপর ভার নিক্ষেপ করিয়া

---

* "মন্ত্রাংস্তান্ত্রিকবৈদিকান্ পরিপঠন্ সানন্দমত্যাদরাৎ।
স্নানং তে পরিকল্পয়ামি জননি স্নেহাৎ ত্বমঙ্গীকুরু।"

ইতি শ্লোকে তান্ত্রিক-বৈদিকয়োঃ সমুচ্চয়লেখনেন তান্ত্রিকত্বং বৈদিকত্বমবিরুদ্ধং তদভিপ্রেতং সুস্পষ্টম্।" [কল্পসূত্র, ১৫ পৃঃ]।

যদি প্রবৃত্ত হয়, তবে অন্য অজিতেন্দ্রিয় অনুরাগান্ধ পুরুষও ভোগতৃষ্ণাবশতঃ ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া পতিত হইতে পারে। অতএব অনুগ্রহবশতঃ ইহাদের সম্বন্ধে এই সকল ধর্ম্মের ত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। একাদশীতে ভোজনের যেরূপ নিষেধ, এই স্থলে সেইরূপ নিষেধ নহে। এই কথাই মহাদেব তন্ত্রে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। যথা পরমানন্দতন্ত্রে,—

"অসিধারাব্রতসমো মনোনিগ্রহহেতুকঃ।
স্থিরচিত্তস্য সুলভঃ সফলস্তূর্ণসিদ্ধিদঃ।
অন্যস্য বিফলো দুঃখহেতুঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি॥"

অর্থ—হে পরমেশ্বরি! [এই কৌলমার্গ] অসিধারাব্রতের তুল্য মনঃস্থৈর্য্যের হেতু, স্থিরচিত্তের পক্ষে ইহা সুলভ এবং শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ; চঞ্চলচিত্তের পক্ষে বিফল এবং দুঃখের হেতু। ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"ইতো মদ্যমিতো মাংসং ভক্ষ্যমুচ্চাবচং তথা।
তরুণ্যশ্চারুবেশাঢ্যা মদারুণবিলোচনাঃ॥
তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্ব্বথা দুতিদুষ্করম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য কথং স্যাদেতদীশ্বরি॥"

অর্থ—এক দিকে মদ্য, অন্য দিকে মাংস, অন্য দিকে নানাবিধ ভ[illegible] অন্য দিকে সুরাপানে আরক্তনয়না সুবেশা সুন্দরী যুবতীগণ, ইহাতে ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন পুরুষের চিত্ত সংযত রাখা অতিশয় দুষ্কর।

অতএব কলিযুগেও সংযতেন্দ্রিয় পুরুষের তান্ত্রিক দীক্ষায় কোন বাধা নাই*।

ভগবান্ পরশুরাম "দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইহার দ্বারা দীক্ষাব্যাখ্যার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব অগ্রে প্রতিজ্ঞাত বিষয়েরই ব্যাখ্যা করা উচিত। কিন্তু এই গ্রন্থে গণেশ, শ্রীবিদ্যা, শ্যামা ও বারাহীর উপাসনা প্রভৃতি বহু বিষয় কথিত হইয়াছে। অতএব সন্দর্ভবিরোধ হয় বলিয়া "দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত হয় নাই। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে—এই স্থলে অজহৎস্বার্থবৃত্তির দ্বারা দীক্ষাশব্দের অর্থ—শ্রীবিদ্যার ভক্তিসাধনীভূত ক্রিয়ামাত্র। সর্ব্বাগ্রে দীক্ষাই কর্ত্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই এই স্থলে দীক্ষাপদের

* এই স্থলে তান্ত্রিক দীক্ষা পদে কৌলমার্গানুসারিণী দীক্ষা বুঝিতে হইবে। অসংযতেন্দ্রিয় পুরুষও পশুভাবে দক্ষিণমার্গানুসারিণী তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণমার্গোক্ত সাধনা করিতে পারে।

উচ্চারণ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা "অদীক্ষিতের উপাসনা কর্ত্তব্য নহে," এই অভিপ্রায় সূচিত হইয়াছে। এই জন্যই পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মুক্তিসৌধস্য সোপানং প্রথমং দীক্ষণং ভবেৎ।"

অর্থ—মুক্তিরূপ সৌধের দীক্ষাই প্রথম সোপান।

"যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই হিরণ্যকেশিসূত্রেও এতাদৃশ অনুপপত্তি হয় বলিয়া ইহার ব্যাখ্যায় বৈজয়ন্তীকারকর্ত্তৃক যজ্ঞ শব্দে অজহৎস্বার্থা বৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

ভগবান্ পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ
সর্ব্বাণি দর্শনানি লীলয়া তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয়
সংবিন্ময্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া
পৃষ্টঃ পঞ্চভির্ম্মুখৈঃ পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসার-
ভূতান্ প্রণিনায়। ১।২

ভগবান্ পরমশিব ঈশ্বররূপে তত্তৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, বেদপ্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা, [illegible] দর্শনসকল প্রণয়ন করিয়া, স্বাত্মাভিন্ন সংবিন্ময়ী ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চমুখে পরমার্থসারভূত পঞ্চ আম্নায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তাৎপর্য্য। পরমশিব নির্গুণ তত্ত্বাতীত, অতএব তাঁহার বিদ্যাকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, এই জন্য "ভট্টারক" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। "ভট্টারক" শব্দের অর্থ রাজা, তিনি বিশ্বের রাজা অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বররূপে বিদ্যা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারিটি বেদ; শিক্ষা, ব্যাকরণ, কল্প, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চারিটি উপাঙ্গ; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, নীতিশাস্ত্র, এই চারিটি উপবেদ; এই অষ্টাদশ বিদ্যা। সর্ব্বদর্শন অর্থাৎ শাক্তদর্শন, শৈবদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ব্রাহ্মদর্শন, সৌরদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, এই [তান্ত্রিক] ষড়্‌দর্শন*। "লীলয়া" অর্থাৎ অনায়াসেই প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

---

* পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা [বেদান্ত] এই দুইটি মীমাংসার অন্তর্গত; ন্যায় ও বৈশেষিক ন্যায়ের অন্তর্গত; এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত; অতএব মীমাংসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শন অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত; এই জন্য "সর্ব্বাণি দর্শনানি" ইহার ব্যাখ্যায় তান্ত্রিক ষড়্‌দর্শন উক্ত হইয়াছে।

"তত্তদবস্থাপন্নঃ" অর্থাৎ ঈশ্বররূপে বেদ, পাণিনিরূপে ব্যাকরণ, ব্যাসরূপে পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইত্যাদি *।

এই সকল বিদ্যা প্রণয়ন করিয়া সদাশিবরূপে পঞ্চমুখে পঞ্চ "আম্নায়" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায়ঃ" এই কোষ অনুসারে আম্নায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ; তন্ত্রশাস্ত্র বেদের সারভূত, এই জন্য এই স্থলে আম্নায় শব্দের অর্থ তন্ত্র। শিষ্যরূপে শক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, গুরুরূপে সদাশিব, এক এক মুখে উত্তর করিয়াছেন। শক্তি সংবিন্ময়ী, সংবিৎশব্দের অর্থ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইহারই অপর নাম প্রকাশ। সংবিৎশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এই জন্য শক্তির বাচক, প্রকাশ শব্দ পুংলিঙ্গ, এই জন্য শিবের বাচক। শক্তিমান্ ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ শিব ও শিবা উভয়ই প্রকাশস্বরূপ, অতএব কোন ভেদ নাই। এই জন্য শক্তির "সংবিন্ময়্যা," "স্বাত্মাভিন্নয়া" এই দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বের ভরণ অর্থাৎ পালন করেন, রমণ অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ক্রীড়া করেন, বমন অর্থাৎ প্রলয়ে কবলীকৃত বিশ্বের সৃষ্টিসময়ে উদ্গীরণ করেন, এই জন্য শক্তির নাম ভৈরবী। শক্তি সংবিন্ময়ী, অতএব সর্ব্বজ্ঞা; সর্ব্বজ্ঞা হইয়াও তন্ত্রবিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য—এই তন্ত্রশাস্ত্র শিষ্যপরম্পরায় অবনীতলে [illegible] হইতে পারিবে † এবং বিদ্বান্ পুরুষও গুরূপদেশ ভিন্ন কেবল গ্রন্থ দেখিয়া [illegible]তা লাভ করিতে পারেন না, গুরূপদিষ্ট মার্গেই কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতে পারেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য জীবের প্রতি দয়া করিয়া পরমকারুণিক পরমশিব স্বয়ং গুরুশিষ্যপদে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নোত্তরবাক্যের দ্বারা তন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই বিষয়ে স্বচ্ছন্দতন্ত্রের উক্তি,—

"গুরু-শিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তরপদৈর্ব্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥"

---

* অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়—পরমশিব সমস্ত বিদ্যা প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ব্রহ্মা ঋষিদিগকে অধ্যয়ন করান, ঋষিগণ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করেন।

† বামকেশ্বরতন্ত্রে [৬।৩] মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন,—

"ত্বৎপ্রীত্যা কথয়াম্যত্র গোপিতব্যং বিশেষতঃ।
কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলম্॥"

সদাশিবের পাঁচটি মুখ। পূর্ব্বমুখের নাম সদ্যোজাত ; এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম পূর্ব্বাম্নায়। দক্ষিণ মুখের নাম অঘোর, এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম দক্ষিণাম্নায়। পশ্চিম মুখের নাম তৎপুরুষ, এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম পশ্চিমাম্নায়। উত্তর মুখের নাম বামদেব, এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম উত্তরাম্নায়। ঊর্দ্ধমুখের নাম ঈশান, এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম ঊর্দ্ধাম্নায়।*

তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আজ বিশেষরূপ গোপনীয় বিষয় বলিতেছি, ইহা শিষ্যপরম্পরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউক। ইহার ব্যাখ্যায় [সেতুবন্ধে] ভাস্কর রায় বলিয়াছেন,—

"কর্ণাকর্ণিকয়ৈবেদং তন্ত্রমবনীতলং প্রতি সম্যক্ প্রাপ্তং কুরু ইতি শেষঃ। * * * অবনী চ তলঞ্চ তয়োঃ সমাহারোঽবনীতলম্। অবনী মধ্যভুবনম্। তলং তদধোভুবনম্। ঊর্দ্ধভুবনে স্থিত্যৈব স্থিরমুক্তিঃ। অতএব স্বচ্ছন্দতন্ত্রে,—

প্রশ্নোত্তরপদৈর্ব্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ।

ইতি প্রয়োগঃ। ঊর্দ্ধদেশাপাদানকাধোদেশপ্রাপ্তেরেবাবতারপদার্থত্বাৎ। তেন ভুবনত্রয়েঽপ্যেতস্য প্রচারং [illegible]ত্যর্থঃ। কর্ণাদিতি ল্যপো লোপে পঞ্চমী। ত্বৎকর্ণং প্রাপ্য ত্বন্মুখান্নিঃসৃতং [illegible] প্রাপ্নোতু। এবমুত্তরত্র। তেন পুস্তকাদ্যুপায়ান্তরেণ গ্রহণনিষেধো ধ্বনিতঃ।"

[illegible]রায় অন্যত্র [সেতুবন্ধ, ৭।৪৭] বলিয়াছেন,—আদিতে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ধ্বনিরূপ উন্মনাত্মক সূক্ষ্ম বাক্ উৎপন্ন হইয়াছিল। নির্গুণব্রহ্মশিষ্য স্বচ্ছন্দভৈরব সেই সূক্ষ্মবাক্ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, সংক্ষেপরূপে তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া অনাশ্রিতেশ্বরকে উপদেশ দেন। অনাশ্রিতেশ্বর বিস্তৃতরূপে শাম্ভবীতা দেবীকে উপদেশ দেন। শাম্ভবীতাদেবী সদাশিবকে উপদেশ দেন। সদাশিব পঞ্চাম্নায়াদিভেদে অসংখ্য অপ্রমেয় বহুবিস্তৃত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে বিদ্যেশ্বর, বিদ্যেশ্বর হইতে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি রুদ্রগণ প্রাপ্ত হন। তন্ত্রশাস্ত্র এইরূপ ক্রমে জগতে প্রথিত হয়। এইরূপ গুরুপরম্পরা বৃদ্ধগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ভাস্করের উক্তি এই,—"আদৌ নির্গুণাদ্‌ব্রহ্মণো ধ্বনিরূপোন্মনাত্মনা সূক্ষ্মরূপা বাগুৎপন্না। সা স্বচ্ছন্দভৈরবো নির্গুণব্রহ্মশিষ্যো বুদ্ধা সংক্ষেপরূপেণ তন্ত্রাণি প্রণীয় অনাশ্রিতেশ্বরায় উক্তবান্। স তানি বিস্তৃত্য শাম্ভবীতাদেব্যৈ কথয়ামাস। সা সদাশিবায় অকথয়ৎ। স পঞ্চাম্নায়াদিভেদেন অসংখ্যমপ্রমেয়ং বহুবিস্তরমপারমচীকরৎ। তত ঈশ্বরো বিদ্যেশ্বরঃ শ্রীকণ্ঠাদয়ো রুদ্রা ইত্যাদি-ক্রমেণাতীব প্রথিতমভূদিত্যেষা গুরুপরম্পরা বৃদ্ধৈরুক্তা।"

* অসংখ্য তন্ত্রের মধ্যে কতক ঊর্দ্ধাম্নায়ের অন্তর্গত, কতক উত্তরাম্নায়ের অন্তর্গত, ইত্যাদি ক্রমে সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র পঞ্চ আম্নায়ে বিভক্ত। সদাশিবের সদ্যোজাত প্রভৃতি পঞ্চমুখের বিবৃত বিবরণ শিবতত্ত্বরহস্যে [শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ৯৪—১০০ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

মুক্তিই পরমার্থ বা পরমপুরুষার্থ, তন্ত্রশাস্ত্র পরমপুরুষার্থ মুক্তির সারভূত, এই হেতু "পঞ্চাম্নায়ান্" এই পদের "পরমার্থসারভূতান্" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ বিদ্যার পরে তন্ত্রপ্রণয়নের উদ্দেশ্য এই—যাহাদের নিখিল বেদার্থ-গ্রহণে সামর্থ্য নাই এবং যাহাদের বেদে অধিকার নাই, তাহাদের মুক্তির উপায় বিধানের জন্য কৃপাপরতন্ত্র পরমশিব সমগ্র বেদের সারভূত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চ আম্নায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদে দ্বিজাতিভিন্ন পুরুষের অধিকার নাই, পতিত দ্বিজাতিরও অধিকার নাই, তন্ত্রে সকলেরই অধিকার আছে।

তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ। ১।৩

সেই পঞ্চ আম্নায়ে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি বিশ্বম্। ১।৪

এই বিশ্ব ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক।

তাৎপর্য্য। ১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ বিদ্যা, ৬ মায়া, ৭ অবিদ্যা, ৮ কলা, ৯ রাগ, ১০ কাল, ১১ নিয়তি, ১২ জীব [পুরুষ], [illegible]কৃতি, ১৪ মনঃ, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ অহঙ্কার, ১৭ শ্রোত্র, ১৮ ত্বক্, ১৯ চক্ষুঃ, ২[illegible], ২১ ঘ্রাণ, ২২ বাক্, ২৩ পাণি, ২৪ পাদ, ২৫ পায়ু, ২৬ উপস্থ, ২৭ শব্দ, ২৮ স্পর্শ, ২৯ রূপ, ৩০ রস, ৩১ গন্ধ, ৩২ আকাশ, ৩৩ বায়ু, ৩৪ তেজঃ, ৩৫ জল, ৩৬ পৃথিবী। এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব। এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বাহিরে জগতে কোন পদার্থ নাই।

১। শিবতত্ত্ব—সৃষ্টির আদিতে কেবল নিজস্বরূপে অবস্থিত পরমশিবের "বহু স্যাং প্রজায়েয়"—আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, ইত্যাকার ইচ্ছার উদয় হয়; এই ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানা শক্তি এবং তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিত্রয়ের যোগে অঙ্কুর ও ছায়ার মত এককালেই অর্থসৃষ্টি ও শব্দ-সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাদৃশ সিসৃক্ষা [সৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা] অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিরূপ উপাধিবিশিষ্ট পরমশিবই শিবতত্ত্ব। ইনিই তত্ত্বের মধ্যে প্রথম। পরমশিব নির্গুণ, সিসৃক্ষার উদয় হইলেই তিনি সগুণ বা শক্তিযুক্ত হন।*

* শিবতত্ত্বাদির বিবরণ নানা গ্রন্থে অতি বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। এই স্থলে রামেশ্বর অতি সংক্ষেপেই বলিয়াছেন। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মই পরমশিব। তিনি

২। শক্তিতত্ত্ব—পূর্ব্বোক্ত সিসৃক্ষা বা ইচ্ছাশক্তিই শক্তিতত্ত্ব। ইনিই দ্বিতীয় তত্ত্ব।*

৩। সদাশিবতত্ত্ব—বিশ্বকে যিনি অহং বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ বিশ্বের সহিত যাঁহার অভিন্নভাব, তিনিই সদাশিব। সদাশিবের অহন্তা পরাহন্তা বা পূর্ণাহন্তা।

অবাঙ্মনসগোচর, অনির্ব্বাচ্য, অতএব তত্ত্বাতীত। শাস্ত্রে পরমশিব ও শিব, এই উভয় শব্দই কোন স্থলে সগুণ ব্রহ্ম অর্থে, কোন স্থলে বা নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে কথিত হইয়াছে। আবার স্থলবিশেষে নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে পরমশিব এবং সগুণ ব্রহ্ম অর্থে শিব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালে সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন জগৎকে গর্ভীকৃত করিয়া শক্তি শিবে বিলীন অবস্থায় থাকেন, তখন শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না, ইত্যাকার অবস্থাপ্রাপ্ত নির্গুণ ব্রহ্মের নাম পরমশিব। সৃষ্ট্যুন্মুখ অবস্থায় পরমশিবের ঈক্ষণ-কাম-তপঃ-বিচিকীর্ষাদিরূপ প্রথম স্পন্দনে শক্তির বিকাশ হয়। এই শক্তিযুক্ত পরমশিবই প্রথম তত্ত্ব শিব। "সৈষা ঈক্ষণ-কাম-তপোবিচিকীর্ষাদিশব্দৈরুচ্যতে। 'স ঈক্ষত লোকন্নু সৃজা' ইত্যৈতরেয়ে। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি ছান্দোগ্যে। 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি তৈত্তিরীয়ে। 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম' ইতি মুণ্ডকে।" [সৌ[illegible]র, ১০৪ পৃঃ]

[illegible]গামেশ্বর অন্যত্র [পরশুরামকল্পসূত্রটীকা, ৬।১] বলিয়াছেন,—"নির্গুণ এব শিবঃ যো 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি ইচ্ছাশক্ত্যা যুক্তঃ সৃষ্ট্যুন্মুখঃ স এব শক্তিপদবাচ্যঃ"। শিবের ধর্ম্মই শক্তি বা বিমর্শশক্তি। শিবের প্রথম স্পন্দনে শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইলে শক্তিতত্ত্ব নামে কথিত হন। এই শক্তি শিবনিষ্ঠ অনন্তশক্তির সমষ্টিভূতা। বিমর্শশক্তির অপর নাম চিৎ, চৈতন্য, সংবিৎ, স্বরসোদিতা পরা বাক্, স্বাতন্ত্র্য, পরমাত্মার মুখ্য ঐশ্বর্য্য, কর্ত্তৃত্ব, স্ফুরত্তা, সার, স্পন্দ ইত্যাদি। শক্তি প্রথমতঃ তিন প্রকারে বিভক্ত—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানা শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সামরস্যভাবাপন্ন শিব-শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে প্রত্যেক বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। "আমার ইহা করিবার শক্তি আছে অথবা শক্তি নাই" এই কথা সকলেই বলিয়া থাকে, ইহাতেই জীবগত শক্তির অনুভূতি হয়। চৈতন্যই শিব, জীবে চৈতন্যের অস্তিত্বও সকলের অনুভবযোগ্য। অতএব জীবগত শিব-শক্তির অস্তিত্ব সকলেই অনুভব করিতে পারে। এই সম্বন্ধে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [১২১ পৃঃ] দেবীভাগবতের একটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই,—

"রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাস্তথা।
শক্তিহীনং যথা সর্ব্বে প্রবদন্তি নরাধমম্।"

নরাধমকে লোকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে, রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন বলে না। প্রত্যেক বস্তুতে স্বস্বপ্রয়োজনসাধিকা শক্তিরূপে শক্তির এবং বস্তুস্বরূপরূপে শিবের অধিষ্ঠান।

৪। ঈশ্বরতত্ত্ব—বিশ্বকে যিনি ইদং বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ বিশ্বের সহিত যাঁহার ভিন্নভাব, তিনিই ঈশ্বর।*

৫। বিদ্যাতত্ত্ব—অহন্তা ও ইদন্তা, এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপত্তি অর্থাৎ "জগৎ আমিই" ইত্যাকার যে সদাশিবের বৃত্তি, তাহাই বিদ্যা। †

৬। মায়াতত্ত্ব—"ইদং জগৎ"—জগৎ আমা হইতে ভিন্ন, এইরূপ ঈশ্বরের বৃত্তির নাম মায়া। ‡

৭। অবিদ্যাতত্ত্ব—পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার আচ্ছাদনকারিণী বিদ্যাবিরোধিনী অবিদ্যা। §

৮। কলাতত্ত্ব—শিবের সর্ব্বকর্ত্তৃত্বশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্বরূপে জীবে অবস্থান করে। এই কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্বশক্তির নাম কলা।

৯। রাগতত্ত্ব—রাগশব্দের অর্থ অনুরাগ বা আসক্তি। কোন বিষয়ে তৃপ্তি অপূর্ণ থাকিলে সেই বিষয়ে অনুরাগ হয়। শিব নিত্যতৃপ্ত, অতএব তাঁহার কোন বিষয়ে অনুরাগ ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও হইতে পারে না। সেই শিবনিষ্ঠ নিত্যতৃপ্ততাশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া অপূর্ণতৃপ্তিরূপে জীবে অধিষ্ঠিত হয়। জীবের অপূর্ণতৃপ্তি হেতু ভোগ্য বিষয়ে [illegible]রাগ হয়। এই সঙ্কুচিত নিত্যতৃপ্ততাশক্তিই রাগতত্ত্ব।

১০। কালতত্ত্ব—সকলকে কলন করে, গ্রাস করে অর্থাৎ ধ্বংস করে বলিয়া ইহার নাম কাল। শিব নিত্যবস্তু, তাঁহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, কাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জাগতিক পদার্থের—[১] "অস্তি"

---

* ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই মূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরতত্ত্বেরই অন্তর্গত। ভেদপ্রথা প্রকটিত হইলেই সৃষ্টি, পালন ও সংহারের প্রয়োজন হয়, তখন ঈশ্বরই এই তিনরূপে উক্ত ক্রিয়াত্রয় সম্পাদন করেন। এই জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তত্ত্বান্তর নহে।

† মলরহিত বলিয়া ইঁহার নাম শুদ্ধবিদ্যা। ইনিই ব্রহ্মবিদ্যা। ইনিই উমা, হৈমবতী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা সদাশিবের মহিষী বা শক্তি।

‡ মায়া ঈশ্বরের মহিষী বা শক্তি। বিদ্যাজন্য অভেদবুদ্ধি ও মায়াজন্য অভেদবুদ্ধি হয়।

§ ভাস্কররায়, ক্ষেমরাজ, ভোজদেব প্রভৃতি ইঁহাকে বিদ্যাতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পঞ্চম তত্ত্বের নাম শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব আর সপ্তম তত্ত্বের নাম বিদ্যাতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে সপ্তম তত্ত্বের বিবরণ এই—শিব সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি তাঁহাতে আছে। জীব শিবেরই অংশ অর্থাৎ শিবেরই সঙ্কুচিত অবস্থা জীব। অতএব সর্ব্বজ্ঞতাশক্তিও সঙ্কুচিত হইয়া কিঞ্চিজ্‌জ্ঞতারূপে জীবে থাকে। এই কিঞ্চিজ্‌জ্ঞতাশক্তির নাম বিদ্যা। এই বিদ্যার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা এবং শিবভাব আবৃত হয়, এই জন্য ইহা অবিদ্যা-পদবাচ্যও হইতে পারে।

অবস্থান করে, [২] "জায়তে" উৎপন্ন হয়, [৩] "বর্দ্ধতে" বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, [৪] "বিপরিণমতে" অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, [৫] "অপক্ষীয়তে" ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, [৬] "বিনশ্যতি" বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই ছয় প্রকার বিকার আছে, ইহাকে ষড়্ভাববিকার বলে *। শিবের নিত্যতাশক্তি এই ষড়্ভাববিকারযোগে সঙ্কুচিত হইয়া কাল নামে আখ্যাত হয়।†

১১। নিয়তিতত্ত্ব—নিয়তি শব্দের অর্থ নিয়ম। ঈদৃশ কর্ম্মের এইরূপ ফল হইবে, ইত্যাকার নিয়মের নাম নিয়তি। শিব সকল বিষয়েই স্বাধীন, কোন বিষয়ের বাধ্য নহেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বস্বতন্ত্র। শিবের এই স্বতন্ত্রতাশক্তি অবিদ্যাযোগে সঙ্কুচিত হইয়া নিয়তি নামে অভিহিত হয়। ‡

১২। জীবতত্ত্ব—পুরুষ বা জীবাত্মা, ইহারই অপর নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা বা শিবের অংশ বলিয়া ইহার অপর নাম অণু। পরমাত্মা হইতেই জীবাত্মা আবির্ভূত হইয়া জন্ম-মরণরূপ সংসারাবর্ত্তে ভ্রমণ করে। পুরুষই নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যার আশ্রয়। §

---

* [illegible] [৬।৫৬] ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—'বিশ্বস্ত হি ষড়্ভাববিকারা যাস্কাদিভিঃ পরি[illegible] অস্তি জায়তে বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি' ইতি। তেষু প্রথমঃ সত্তার[illegible]ভাববিকারো বিশ্বস্ত সার্ব্বকালিকঃ। প্রলয়কালেঽপি বীজভাবেন বিশ্বস্ত সত্ত্বাৎ। ততশ্চাগ্রে পঞ্চৈব বিকারাশ্চিকীর্ষিতাঃ।" বিকার অর্থ পরিণাম। প্রত্যেক বস্তুর সর্ব্বদাই পরিণাম হইতেছে। "অস্তি" অর্থ স্বরূপে অবস্থান করা। অবস্থান্তর না হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিলেও সদৃশরূপেই পরিণাম হয়, ইহার নাম সদৃশপরিণাম। ইহা পরিণামবাদিগণের মত। শাক্ত ও শৈব-দর্শন পরিণামবাদী। জগতের প্রত্যেক বস্তু এই ষড়্ভাববিকারের অধীন।

† এই কাল লোকব্যবহারে সূর্য্যচন্দ্রাদির গতি অনুসারে ত্রুটি, লব, ঘটিকা, দিন, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, মন্বন্তর প্রভৃতিরূপে বিভক্ত হয়।

‡ এই নিয়তিই ভাগ্য নামে কথিত হইয়া থাকে। বিদ্যা, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, এই পাঁচটি তত্ত্বের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে।

"নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডাৎ তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি।"

—সৌভাগ্যভাস্কর [১২৯ পৃঃ] ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি।

"বিস্ফুলিঙ্গা যথা জাবদগ্নৌ চ বহুধা স্মৃতাঃ।
জীবাঃ সর্ব্বে তথা শর্ব্বঃ পরমাত্মা চ স স্মৃতঃ।"

—সৌভাগ্যভাস্কর [১৩১ পৃঃ] ধৃত লিঙ্গপুরাণ।

১৩। প্রকৃতিতত্ত্ব—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতিই চিত্ত। *

১৪। মনস্তত্ত্ব—রজোগুণপ্রধান অন্তঃকরণের নাম মনঃ। এই অবস্থায় সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে। মনঃ সঙ্কল্পের হেতু।

১৫। বুদ্ধিতত্ত্ব—সত্ত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি। এই অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে। বুদ্ধি নিশ্চয়জ্ঞানের হেতু।

১৬। অহঙ্কারতত্ত্ব—তমোগুণপ্রধান অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার। এই অবস্থায় সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে। "আমি করি," "আমি দেই," "ইহা আমার," "উহা আমার নহে" এই প্রকার অভিমানের হেতুই অহঙ্কার। "অহং"এর ক্রিয়া অহঙ্কার। অহঙ্কারই বিকল্প অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের কারণ। †

১৭—২১। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। (১) শ্রোত্রতত্ত্ব—শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়। (২) ত্বক্‌তত্ত্ব—স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়। (৩) চক্ষুস্তত্ত্ব—রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয়। (৪) জিহ্বাতত্ত্ব—রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়। (৫) ঘ্রাণতত্ত্ব—গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়।

২২—২৬। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। (১) বাক্‌তত্ত্ব—স্পষ্ট বাক্য [illegible] সাধন। (২) পাণিতত্ত্ব—গ্রহণ ও ত্যাগের সাধন। (৩) পাদতত্ত্ব—গমনের সাধন। (৪) পায়ু—মলবিসর্জনের সাধন। (৫) উপস্থ—মৈথুনানন্দের সাধন।

২৭—৩১। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ তন্মাত্র বা পঞ্চ বিষয়। (১) শব্দতত্ত্ব—আকাশতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম আকাশ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। (২) স্পর্শতত্ত্ব—বায়ুতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম বায়ু, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। (৩) রূপতত্ত্ব—তেজস্তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম তেজঃ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়। (৪) রসতত্ত্ব—জলতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম জল, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়। গন্ধতত্ত্ব—পৃথ্বীতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পৃথিবী, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়।

---

* প্রকৃতিই বুদ্ধি প্রভৃতির মূল কারণ, এই জন্য ইহার নাম মূলপ্রকৃতি। গুণত্রয় এবং বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি পরবর্ত্তী তত্ত্বগুলি ইহাতেই অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, এই জন্য ইহার অপর নাম অব্যক্ত।

† গ্রন্থান্তরে চতুর্দ্দশ বুদ্ধিতত্ত্ব, পঞ্চদশ অহঙ্কারতত্ত্ব, এবং ষোড়শ মনস্তত্ত্ব, এই ক্রমনির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩২—৩৬। পঞ্চ মহাভূত বা স্থূল ভূত। (১) আকাশতত্ত্ব—অবকাশপ্রদ। (২) বায়ুতত্ত্ব—গতিশক্তিবিশিষ্ট এবং সঞ্জীবন অর্থাৎ জীবনীশক্তিপ্রদ। (৩) তেজস্তত্ত্ব—দাহিকা এবং পাচিকাশক্তিবিশিষ্ট। (৪) জলতত্ত্ব—আপ্যায়ন এবং দ্রবত্বগুণবিশিষ্ট। (৫) পৃথ্বীতত্ত্ব—কাঠিন্য এবং আধারশক্তিবিশিষ্ট।

রামেশ্বর, লিখিত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ সম্বন্ধে প্রমাণ-বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ মৃগেন্দ্রসংহিতায় আছে, গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—সাংখ্যশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, এই স্থলে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব বলা হইতেছে। এই স্থলে অতিরিক্ত দ্বাদশ তত্ত্বের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব, না তাহা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—প্রমাণের অভাব বলা যাইতে পারে না, ভগবান্ পরশুরামের উক্তিই প্রমাণ। বিশেষতঃ স্কন্দপুরাণে—

"ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বপ্রাসাদভূনাথায় নমো নমঃ।"

এবং প[illegible]তন্ত্রে—

"ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেতদ্বৈ তত্ত্বচক্রং সমীরিতম্।"

এইরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত দ্বাদশ তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গতও হইতে পারে না, যেহেতু—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও অতিরিক্ত দ্বাদশ তত্ত্ব পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। মহাভারতের—

"চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি পুরুষস্তু ততঃ পরম্।"

এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, এইরূপ মনে করাও উচিত নয়। অতিরিক্ত দ্বাদশ তত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম, এই জন্য সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অতিশয় কঠিন মনে করিয়া মন্দবুদ্ধি ও নিম্নাধিকারী পুরুষদিগের জন্য সাংখ্যশাস্ত্র ও মহাভারতে সুখবেদ্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বেরই উপদেশ করা হইয়াছে।

যদি বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তাই তত্ত্ববিভাগের প্রযোজক হয়, তবে ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট ঘট পট প্রভৃতি পদার্থও তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—পৃথ্বীতত্ত্বের ধর্ম্ম কাঠিন্যের সহিত ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতির বিরোধ নাই, অতএব ঘট পট প্রভৃতি পদার্থ তত্ত্বান্তর নহে; ইহারা পৃথ্বীতত্ত্বেরই অন্তর্গত। এই বিষয়ে সূতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"আপ্রলয়ং যৎ তিষ্ঠতি সর্ব্বেষাং ভোগদায়ি ভূতানাম্।
তৎ তত্ত্বমিতি প্রোক্তং ন শরীরঘটাদি তত্ত্বমতঃ॥ *

যাহা সৃষ্টির আদি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত প্রাণিবর্গের ভোগ প্রদান করে, তাহার নাম তত্ত্ব। এই জন্য শরীর, ঘট প্রভৃতি তত্ত্বসংজ্ঞায় অভিহিত হয় না।

---

* রামেশ্বর এই শ্লোক সূতসংহিতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজদেবকৃত তত্ত্বপ্রকাশে [৬।৩] এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বপ্রকাশের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীকুমার বলিয়াছেন,—

"যৎ আপ্রলয়াবস্থায়ি সর্ব্বভূতভোগকারণং তত্ত্বমিতি তত্ত্বলক্ষণং ন শরীর-ঘটাদেরস্তি, তদ্দেশ-তৎকালব্যাপ্ত্যভাবাৎ। তথা শরীরঘটাদীনাং পৃথিব্যাদিতত্ত্ববৃত্তিরূপতয়া বুদ্ধিবৃত্তিরূপাধ্যবসায়াদিবৎ তত্ত্বান্তরত্বাসম্ভবাচ্চ ন তত্ত্বাধিক্যমিতি। তদুক্তং গুরুদেবাচার্য্যেণ—

তততাৎ সন্ততত্বাচ্চ তত্ত্বানীতি ততো বিদুঃ।
তততং দেশতো ব্যাপ্তিঃ সন্ততত্বঞ্চ কালতঃ॥
লক্ষাদিযোজনব্যাপি তত্ত্বমাপ্রলয়াৎ স্থিতম্।
অন্যথা স্তম্ভকুম্ভাদিরপি তত্ত্বং প্রসজ্যতে॥ ইতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহা সৃষ্টির আদি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর [illegible] কারণ হয়, তাহার নাম তত্ত্ব, এই তত্ত্বলক্ষণ শরীর-ঘটাদির সম্ভব হয় না। যেহেতু উক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব যেরূপ দেশ ও যেরূপ কাল ব্যাপিয়া থাকে, শরীর-ঘটাদি সেইরূপ দেশ ও সেইরূপ কাল ব্যাপিয়া থাকে না। বুদ্ধিপ্রভৃতির বৃত্তি অধ্যবসায়াদি যেমন তত্ত্বান্তর নহে, সেইরূপ পৃথিব্যাদি তত্ত্বের বৃত্তি শরীর ঘট প্রভৃতিরও তত্ত্বান্তরত্ব সম্ভব হইতে পারে না। এই কথা গুরুদেব আচার্য্য বলিয়াছেন,—যাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু দেশ ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম "তত", আর যাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু কাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম "সন্তত"। তত্ত্বগুলি লক্ষাদিযোজনব্যাপী এবং প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। অতএব ততত্ব ও সন্ততত্ব ইহাদের আছে বলিয়া, ইহাদের নাম "তত্ত্ব"। স্তম্ভ কুম্ভ প্রভৃতির এইরূপ দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি নাই বলিয়া ইহারা তত্ত্ব নহে।

তন ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে "তৎ" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তন ধাতুর অর্থ বিস্তার, বিস্তৃতিই ব্যাপ্তি। যিনি সর্ব্বদেশ এবং সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার নাম তৎ। ব্রহ্ম সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, এই জন্য ব্রহ্মের নাম "তৎ"। "তৎ"এর যে ভাব বা ধর্ম্ম, তাহার নাম "তত্ত্ব"। শিবাদি পৃথিব্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ পদার্থ ব্রহ্মের ভাব বা ধর্ম্ম, এই জন্য ইহাদের নাম "তত্ত্ব"। তন ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে "তত" এবং "সম্" উপসর্গ-যোগে "সন্তত" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য ঈশানশিব "ততত্ব" ও "সন্ততত্ব" এই দুই পদ তত্ত্বের লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

তন্ত্রান্তরে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব, এই তিনটি তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম্ম কেবল জড়ত্ব, এই জন্য এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আত্মতত্ত্বের অন্তর্গত*। পুরুষ বা জীবাত্মা পরমাত্মা বা শিবের অংশ, অতএব পুরুষে প্রকাশকত্ব-ধর্ম্ম আছে; নিয়তি, কাল, রাগ, কলা, অবিদ্যা ও মায়া, এই ছয়টি তত্ত্বের ধর্ম্ম জড়ত্ব। যেমন লৌহপিণ্ড আগুনে পোড়াইলে লৌহপিণ্ড ও বহ্নি তাদাত্ম্যভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ লৌহপিণ্ড ও বহ্নির আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, উভয়ে এক হইয়া যায়; তখন জড় লৌহপিণ্ড ও প্রকাশক বহ্নি, এই উভয়ের জড়ত্ব ও প্রকাশকত্ব মিশ্রভাবে উভয়েতেই আরোপিত হয়; সেইরূপ নিয়তি প্রভৃতি ষট্‌তত্ত্ব পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যখন পুরুষের সহিত একাত্মভাবাপন্ন হয়, তখন নিয়তি প্রভৃতির জড়ত্ব ও পুরুষের প্রকাশকত্ব মিশ্রভাবে উভয়েতেই আরোপিত হয়। এই জন্য পুরুষ হইতে মায়া পর্য্যন্ত সাতটি তত্ত্ব মিশ্রভাবাপন্ন বলিয়া, ইহারা বিদ্যাতত্ত্বের অন্তর্গত। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, এই পাঁচটি তত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম্ম কেবলপ্রকাশকত্ব, এই জন্য ইহারা শিবতত্ত্বের অন্তর্গত। যে তন্ত্রে [illegible] কথিত হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপ অবান্তরবিভাগ করিয়া [illegible]রে বলা হইয়াছে,—

"ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেবং বৈ তত্ত্বচক্রং মহেশ্বরি।"

অতএব তাহার সহিত বিরোধ হইল না। †

[ঈশানশিবগুরুদেব নামক প্রসিদ্ধ আচার্য্য "ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি" নামক অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক এক বিপুল তান্ত্রিক নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই নিবন্ধ প্রাচীন এবং অতিশয় প্রামাণিক। রাঘব ভট্ট প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার স্ব স্ব গ্রন্থে ঈশানশিবের বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিপুল গ্রন্থ সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশানশিব স্বীয় গ্রন্থে তত্ত্বসমূহের দেশব্যাপ্তি যোজনসংখ্যাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।]

* এই স্থলে আত্মশব্দের অর্থ স্থূলশরীর। এই জন্যই তান্ত্রিক আচমনে "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রে স্থূলদেহের, "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রে সূক্ষ্মদেহের এবং "শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রে কারণদেহের শোধন করা হয়।

† ভাস্কররায় সেতুবন্ধে [৭।৪৫,৪৬] বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, তন্মধ্যে পৃথিবীতত্ত্ব হইতে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত একত্রিংশৎ তত্ত্বে "সৎ" অংশ প্রকট এবং "চিৎ" ও "আনন্দ" অংশ আবৃত, এই জন্য এই একত্রিংশৎ তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব, এই তত্ত্বত্রয়ে "সৎ" ও "চিৎ" অংশ অনাবৃত এবং "আনন্দ" অংশ আবৃত, এই জন্য এই তত্ত্বত্রয় বিদ্যাতত্ত্ব।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা যাঁহারা যোগবাশিষ্ঠের—

"সর্ব্বত্র পঞ্চ ভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।"

এই প্রমাণবলে পঞ্চভূতরূপ পঞ্চ তত্ত্বের অতিরিক্ত আর তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতও পরাস্ত হইল। *

ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবের—

"কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
[নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম ॥]
কেচিৎ ষড়্বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ চৈকে"

[ভাগবত, ১১।২২।১,২]

হে বিশ্বেশ! ঋষিগণকর্ত্তৃক কয়টি তত্ত্ব সংখ্যাত হইয়াছে? তোমার নিকট শুনিয়াছি; তত্ত্বের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। আবার কেহ ষড়্বিংশতি, কেহ

শক্তি ও শিব, এই দুই তত্ত্বে কোন্ অংশই আবৃত নাই, এই জন্য এই দুই তত্ত্ব শিবতত্ত্ব। ভাস্কর বলিয়াছেন,—ইহার মূলীভূত বচন প্রাচীন টীকাতে দ্রষ্টব্য। তিনি অন্[illegible]ভুবন্ধ, ৭।৩২,৩৩]—

"মায়ান্তমাত্মতত্ত্বং বিদ্যাতত্ত্বং সদাশিবান্তং স্যাৎ।
শক্তি-শিবৌ শিবতত্ত্বং তুরীয়তত্ত্বং সমষ্টিরেতেষাম্ ॥"

এই অভিযুক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই—পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব, এই তত্ত্বত্রয় বিদ্যাতত্ত্ব, শক্তি ও শিব শিবতত্ত্ব, এবং ষট্-ত্রিংশত্তত্ত্বের সমষ্টি তুরীয়তত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। শারদাতিলকে ত্রৈপুরতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এই সর্ব্বতত্ত্বই তুরীয়তত্ত্ব।

* সেতুবন্ধে [৭।৪৫।৪৬] ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"কিঞ্চৈতেষু ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বেষু ক্ষিত্যাদি-শ্রোত্রান্তং ততঃ প্রকৃত্যন্তং ততো মায়ান্তং ততঃ সদাশিবান্তং ততঃ শিবান্তমেবংক্রমেণ পৃথিব্যাদি-তত্ত্বপঞ্চকতা। তদিদং পঞ্চভূতময়ং বিশ্বমিত্যনেনৈবোক্তম্। * * * অত্র মূলভূতানি বচনানি প্রাচাং টীকাসু দ্রষ্টব্যানি।" ইহার তাৎপর্য্য এই—এই ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্বের মধ্যে পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে শ্রোত্রতত্ত্ব পর্য্যন্ত সপ্তদশ তত্ত্ব পৃথিবীতত্ত্বাত্মক, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বচতুষ্টয় জলতত্ত্বাত্মক, পুরুষতত্ত্ব হইতে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত সপ্ত তত্ত্ব তেজস্তত্ত্বাত্মক, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব, এই তত্ত্বত্রয় বায়ুতত্ত্বাত্মক, এবং শক্তি ও শিব, এই তত্ত্ব দুইটি আকাশতত্ত্বাত্মক। এইরূপে ষট্-ত্রিংশৎতত্ত্ব পঞ্চভূতময়। এই জন্য বিশ্ব ষট্ত্রিংশৎতত্ত্বাত্মক হইলেও বিশ্বকে পঞ্চভূতময় বা পাঞ্চভৌতিক বলা হয়। ইহার মূলীভূত বচন প্রাচীনগণের টীকাতে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশতি, কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ বা ষট্ তত্ত্ব বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ স্বমতে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া, তত্ত্বপরিগণনায় সপ্ত প্রভৃতি বিরুদ্ধসংখ্যাবাদিগণের মতেরও উপপত্তি প্রদর্শন করত,—

"ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্‌বিদুষাং কিমশোভনম্॥"

[ভাগবত, ১১।২২।২৫]

এই উক্তির দ্বারা তত্ত্বসম্বন্ধে ঋষিগণ কর্ত্তৃক [অধিকারিভেদে] নানা সংখ্যা বিধানের ন্যায্যত্ব ও যুক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলেও ভগবানের উক্তির অনুরূপ সমাধান হইবে।

শরীরকঞ্চুকিতঃ শিবো জীবো নিষ্কঞ্চুকঃ পরশিবঃ। ১।৫

ত্রিবিধ মলের দ্বারা আবৃত শিবই জীবরূপে পরিণত হয়েন, ত্রিবিধ মলরূপ আবরণ যাঁহার নাই, তিনিই তত্ত্বাতীত পরমশিব।

তাৎপর্য্য। তত্ত্ববিভাগ বলিয়া, এখন জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বলা হইতেছে। জীব [illegible] ত্রিংশৎ তত্ত্বের অন্তর্গত, পরমশিব তত্ত্বাতীত*, অতএব উভয়ের ভেদ [illegible] হইতেছে; এই অবস্থায় তান্ত্রিকস্বীকৃত অদ্বৈতবাদসিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। ইহার সমাধানের জন্যই এই সূত্রের অবতারণা। পরমশিব সর্ব্বস্বতন্ত্র, তাঁহার এই পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অন্যানপেক্ষ অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা করে না। মায়া পরমশিবেরই শক্তি। মায়া অঘটন ঘটাইতে পারে, এই জন্য মায়াকে অঘটনঘটনপটীয়সী বা দুর্ঘটা বলা হয়। পরমশিব নিজের দুর্ঘটা মায়াশক্তির দ্বারা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে আচ্ছাদিত করিলে যে পরিমিত স্বাতন্ত্র্য হয়, এই পরিমিত স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানের নাম আণব মল। আণব মলকেই অবিদ্যা বলা হয়। "শিবোঽহম্," "পরিপূর্ণঃ স্বতন্ত্রোঽহম্" ইত্যাকার জ্ঞানকে অবিদ্যাই আবৃত করে; এই আবরণই আণব মল।

পরমশিব নিজেই স্বীয় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে কিরূপে আচ্ছাদিত করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—যেমন সূর্য্য নিজের রশ্মির দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মেঘের সৃষ্টি করেন, আবার স্বয়ংসৃষ্ট মেঘের দ্বারাই নিজকে আচ্ছাদিত করেন; সেইরূপ পরমশিবও স্বয়ংসৃষ্ট অবিদ্যার দ্বারা নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত

* উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম পরমশিব এবং অপরব্রহ্ম শিব বা সগুণ শিব।

করিতে পারেন, ইহাতে কোন বাধা নাই। বস্তুতঃ জীব ও শিবের ভেদ বাস্তব নহে—ঔপাধিক, অর্থাৎ শরীররূপ উপাধির দ্বারা উপহিত শিবই জীব, উপাধি-রহিত হইলে জীবই আবার শিব। অতএব তান্ত্রিকসম্মত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইল না।

পরিচ্ছিন্ন আণব মলের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ পরমশিব কিরূপে আবৃত হইতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—মায়ার সামর্থ্য অনির্ব্বচনীয়; অতএব মায়াকার্য্যে অঘটনঘটনায় "কিরূপে ইহা সম্ভব হয়?" এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—

"দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কিমসম্ভবি।"

দুর্ঘট কার্য্যের একমাত্র বিধায়িনী মায়াতে অসম্ভব কি আছে? সুভগোদয়েও উক্ত হইয়াছে,—

"মায়াবিভিন্নবুদ্ধির্নিজাংশভূতেষু নিখিলভূতেষু।
নিত্যং তস্যা নিরঙ্কুশবিভবং বেলেব বারিধিং রুন্ধে।"

এই প্রকার আণব মল কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া স্বয়ং শিব দেহপরিমিত [illegible] অণুরূপ * ধারণ করত অন্য অনন্ত দেহপরিমিত জীবদিগকে নিজ হইতে [illegible]রূপে দর্শন করেন। এই ভেদজ্ঞান মায়ার কার্য্য, এই জন্য এই ভেদবুদ্ধির নাম [illegible] মল।

এই প্রকার ভেদজ্ঞানরূপ মায়িক মলের দ্বারা মলিন হইয়া জীব শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কার জীবে অবস্থিতি করে। এই সংস্কারবশে জীব জন্মমরণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে। এই সংস্কারের নাম কার্ম্ম মল।

সূত্রস্থ "শরীর" শব্দের দ্বারা আণব, মায়িক এবং কার্ম্ম, এই ত্রিবিধ মল কথিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ মলরূপ কঞ্চুক অর্থাৎ আচ্ছাদনের দ্বারা আবৃত শিবই জীব। পরমার্থসারে উক্ত হইয়াছে,—

"পরমং যৎ স্বাতন্ত্র্যং দুর্ঘটসম্পাদনং মহেশস্য।
দেবী মায়াশক্তিঃ স্বাত্মাবরণং শিবস্যৈতৎ॥"

পরমশিবের যে পরম স্বাতন্ত্র্য, দুর্ঘটসম্পাদিকা মায়াশক্তিই তাহার স্বরূপের আবরণ করে। সুভগোদয়েও উক্ত হইয়াছে,—

---
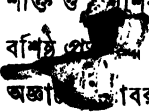
* মহতো মহান্ শিব অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীবরূপে পরিণত হন, এই জন্য এই অবস্থায় তাঁহার নাম অণু এবং অণুত্বসম্পাদক মলের নাম আণব মল।

"স তয়া পরিমিতমূর্ত্তিঃ সঙ্কোচিতসমস্তশক্তিরেষ পুমান্।
রবিরিব সন্ধ্যারক্তঃ সংহৃতরশ্মিঃ স্বভাসনেঽপ্যপটুঃ ॥"

যেমন সন্ধ্যাকালে আরক্ত সূর্য্য নিজের রশ্মিকে সংহৃত করেন, তখন নিজেকে প্রকাশিত করিতেও তাঁহার সামর্থ্য থাকে না; সেইরূপ মায়াশক্তিকর্ত্তৃক শিবের সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইলে সেই শিবই পরিমিতমূর্ত্তি পুরুষ অর্থাৎ জীবরূপ ধারণ করেন।

অথবা—শিবের শরীর ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর। ধ্যানশ্লোকে করচরণাদি-বিশিষ্ট যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূলশরীর। মন্ত্রাত্মক শরীর সূক্ষ্মশরীর এবং বাসনাত্মক শরীর পরশরীর। এই ত্রিবিধ শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত পরম-শিবই প্রথম তত্ত্ব শিব। এই শিবও জীব; ইহার ভাব এই—শিবেরও জীবত্ব আছে, অন্যের সম্বন্ধে আর কথা কি? ইহার দ্বারা শিবস্বরূপ লাভও পরম-পুরুষার্থ নয়, ইহা ধ্বনিত হইল।*

এতাদৃশ জীব ত্রিবিধ—শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও মিশ্র। অজ্ঞানের অভাবহেতু শিব, শক্তি ও [illegible]শিব শুদ্ধ জীব। অজ্ঞানে আবৃত বলিয়া মনুষ্য প্রভৃতি অশুদ্ধ জীব। বশিষ্ঠ প্র[illegible] কোন কোন বিষয়ে অজ্ঞানের অভাব ও কোন কোন বিষয়ে অজ্ঞা[illegible]বরণ আছে, এই হেতু ইঁহারা মিশ্র জীব।

স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ। ১।৬

নিজের অর্থাৎ পরমশিবস্বরূপের বিমর্শ অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞানই পুরুষার্থ অর্থাৎ অকৃত্রিম পরমপুরুষার্থ।

তাৎপর্য্য। জীবও ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া এখন জীবের পুরুষার্থ নির্দ্দেশ করিতেছেন। স্বশব্দের অর্থ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমশিব, তাহার বিমর্শ অর্থাৎ "সোঽহম্" আমি সেই শিব, ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞান†। যেমন—

---

* নির্ব্বাণমুক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ। নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমশিবস্বরূপলাভেই নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। সগুণব্রহ্ম বা শিবস্বরূপলাভে নির্ব্বাণমুক্তি হয় না, এই জন্য ইহা পরমপুরুষার্থ নহে।

† অনুভব ও অনুভবমূলক জ্ঞান ত্রিবিধ।—অনুভব, স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য সম্যক্ জ্ঞানের নাম অনুভব বা প্রত্যক্ষ। যেমন—সম্মুখবর্ত্তী ঘট প্রত্যক্ষ করিয়া "এই ঘট" ইত্যাকার ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অনুভব হয়। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে মনে তাহার বাসনা থাকে, এই বাসনার নাম সংস্কার। উদ্বোধক বস্তুর দর্শনাদিতে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ

কেহ কণ্ঠদেশে স্বর্ণ ধারণ করিয়াছে, কোন সময় সে কণ্ঠস্থ স্বর্ণ হারাইয়া গিয়াছে মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তখন কোন কারণে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে বুঝিতে পারে, কণ্ঠের স্বর্ণ কণ্ঠেই আছে*। সেইরূপ জীবের শিবস্বরূপত্ব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে. অবিদ্যার আবরণে জীব তাহা ভুলিয়া যায়, অবিদ্যার আবরণ দূর হইলে নিজের শিবত্বরূপ স্বরূপ লাভ করিতে পারে। ইহাই অকৃত্রিম পুরুষার্থ। ভগবানের কৃপা ভিন্ন ঈদৃশ পুরুষার্থলাভ হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও [গীতা] বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমাকে যে আশ্রয় করে, সে এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ভগবানের আরাধনা ভিন্ন তাঁহার প্রীতিলাভ করা যায় না। অতএব ভগবানের আরাধনাও পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির সাধন।

বর্ণাত্মকা নিত্যাঃ শব্দাঃ। ১।৭

বর্ণসমুদায়স্বরূপ শব্দ অর্থাৎ মন্ত্র নিত্য।

তাৎপর্য্য। যোগাদির দ্বারা ঈদৃশ পুরুষার্থলাভ হইতে পারে [illegible] বিষয়ে বহু শাস্ত্রও দেখিতে পাওয়া যায়; তবে উপাসনার আবশ্যকতা বর্ণ[illegible]য়োজন কি? না, উপাসনার আবশ্যকতা আছে। যোগাদির দ্বারা লভ্য মুক্তি পুনরাবৃত্তিরহিত নয়, অর্থাৎ ঈদৃশ মুক্তিতেও পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে,—

হইলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর যে স্মরণ হয়, তাহার নাম স্মৃতি। যেমন—পূর্ব্বানুভূত ঘটের সদৃশ একটি ঘট দেখিয়া পূর্ব্বানুভূত ঘটের "সেই ঘট" ইত্যাকার স্মরণ হয়। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার ও প্রত্যক্ষ, এই উভয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। যেমন—পূর্ব্বে একটি ঘট দেখিয়াছিলাম, সেই অনুভবজন্য সংস্কার আমার অন্তঃকরণে আছে, আবার সেই ঘটটি দেখিয়া "পূর্ব্বে যে ঘটটি দেখিয়াছিলাম, ইহা সেই ঘট," ইত্যাকার জ্ঞান হয়, ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা। অবিদ্যাবদ্ধ জীব নিজের শিবত্ব ভুলিয়া অণুত্ব লাভ করে, পরে সাধনার দ্বারা অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করত আবার শিবত্ব লাভ করিয়া "সোঽহম্" আমি সেই শিব, পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান লাভ করে; তখন তাহার বিভুত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি গুণসকল স্বতঃই স্ফুরিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান ভিন্ন এইরূপ হইতে পারে না।

* ইহার নাম "কণ্ঠচামীকরন্যায়"। চামীকর শব্দের অর্থ স্বর্ণ।

"মুক্তঞ্চ প্রতিবন্ধাত্তং পুনর্ব্বধ্নাতি চেশ্বরঃ।
বদ্ধঃ সংসরতে ভূয়ো যাবদ্দেবং ন বিন্দতি॥"

দেবতালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ঈশ্বর মুক্ত পুরুষকেও আবার বন্ধন করিয়া সংসারে প্রেরণ করেন। স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"সাঙ্খ্যযোগাদিসংসিদ্ধান্ শ্রীকণ্ঠস্তদহর্ম্মুখে।
সৃজত্যেব পুনস্তেন ন সদৃঙ্ মুক্তিরীদৃশী॥"

প্রলয়ের পর সৃষ্টিসময়ে শিব সাঙ্খ্যযোগাদিসংসিদ্ধ পুরুষদিগকে আবার সৃষ্টি করেন। এই হেতু সাঙ্খ্যযোগাদির দ্বারা লব্ধ মুক্তি, উপাসনার দ্বারা আত্মজ্ঞানলব্ধ মুক্তির সদৃশ নহে। অতএব উপাসনাই আত্মজ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়, ইহা সিদ্ধ হইল। উপাসনায় জপ করিতে হয়, জপের মুখ্য সাধন মন্ত্র, এই হেতু মন্ত্রবিষয়ে উপাসকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য এখন মন্ত্রের গুণ বর্ণিত হইতেছে। বর্ণাত্মক অর্থাৎ বর্ণসমুদায়রূপ শব্দই মন্ত্র*। এই মন্ত্র নিত্য। অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে স্বস্বরূপের অতিরিক্ত দেবতার অস্তিত্ব থাকে না, অতএব দেবতাবাচক মন্ত্রেরও অস্তিত্ব [illegible] না; অতএব এই স্থলে নিত্যত্ব কালত্রয়ের অবাধ্যত্বরূপ নিত্যত্ব নহে, মূ[illegible]বিদ্যার অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকে, মন্ত্রের অস্তিত্বও ততক্ষণ, ইহাই নিত্য[illegible]তাৎপর্য্য। অতএব এই স্থলে নিত্যত্ব, মূল অবিদ্যার সমসত্তাকত্ব, এইরূপ বুঝিতে হইবে। †

---

* সূত্রে মন্ত্র শব্দের উল্লেখ নাই। মন্ত্রের গুণ বলা হইতেছে, পরসূত্রে মন্ত্রশব্দও আছে। অতএব এই সূত্রে "শব্দ" শব্দের অর্থ সাধারণ শব্দ না হইয়া মন্ত্ররূপ শব্দ হইবে।

† ভাস্কররায় সেতুবন্ধে [৭।৪৩] বলিয়াছেন,—"অসমাপ্তকলুষাঃ শুদ্ধাস্ত সপ্তকোটি মহামন্ত্রাঃ। ন চ তেষাং জড়ত্বমিতি শক্যম্। শব্দশরীরস্য জড়ত্বেহপি শরীরিণামস্মাকমিব চেতনত্বোপপত্তেঃ। অতএবাপক্বাণবমলবজ্জীবত্বাভিপ্রায়েণ মন্ত্রাণামণুসংজ্ঞা। উক্তঞ্চ মৃগেন্দ্রসংহিতায়াং বিদ্যেশ্বরজন্ম-নিরূপণাবসরে,—

"অথানাদিমলাপেতঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বদৃক্ শিবঃ।
পূর্ব্বং ব্যত্যাসিতস্যাণোঃ পাশজালমপোহতি॥" ইতি।

আধিকারিকজন্ম নিরস্য মন্ত্রজন্ম প্রাপিতস্যেতি ব্যত্যাসিতপদস্যার্থঃ।" ভাস্কর সৌভাগ্যভাস্করেও [৯৩পৃঃ] বলিয়াছেন,—"অপক্বাণবমলবজ্জীবত্বাদেব মন্ত্রাণামণুসংজ্ঞাপি।"

ইহার মর্ম্ম এই—যাহাদের মায়িক মল ও কার্ম্ম মল দূর হইয়া, কেবল আণব মল আছে, তাহাদের নাম শুদ্ধ। শুদ্ধ সাধক অপক্বমল ও পক্বমলভেদে দ্বিবিধ। অপক্বমল শুদ্ধ সাধকগণ সপ্তকোটি মহামন্ত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মন্ত্র জড় নহে। চেতন আত্মার অধিষ্ঠানে যেমন জড়

মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা। ১।৮

মন্ত্রের শক্তি চিন্তা বা তর্কের অতীত।

তাৎপর্য্য। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ শিববক্ত্রাদ্বিনির্গতাঃ।"

সপ্তকোটি মহামন্ত্র শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। এই উক্তির দ্বারা মন্ত্রে সাদিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবিদ্যা অনাদি, কাজেই অবিদ্যাসমকালিকত্ব সম্ভব হয় না। অতএব সাদিত্বরূপ ইতরসাধারণ গুণের দ্বারা মন্ত্রের স্তুতি সম্ভব হয় না। এই হেতু পূর্ব্বসূত্র দ্বারা মন্ত্রগুণবর্ণনায় সন্তুষ্ট না হইয়া এই সূত্রে মন্ত্রের অসাধারণ গুণ বর্ণনা করিতেছেন। "মন্ত্রাণাম্" এই স্থলে সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী, "মন্ত্রাণাং মন্ত্রেষু" এইরূপ হইবে। "অচিন্ত্যশক্তিতা"—ন চিন্ত্যা অচিন্ত্যা শক্তিঃ যত্র তে অচিন্ত্যশক্তয়ঃ মন্ত্রাঃ, তেষাং ভাবঃ তত্তা, অস্তীতি শেষঃ। মন্ত্রের শক্তি চিন্তা বা তর্কের অতীত, এই জন্য মন্ত্র অচিন্ত্যশক্তি, ইহার ধর্ম্ম অচিন্ত্যশক্তিতা, এই অচিন্ত্যশক্তিতা মন্ত্রে আছে। অচিন্ত্যত্ব অর্থ তর্কের অবিষয়ত্ব [illegible]— এই মন্ত্রের সাধনায় এইরূপ ফল কেন হইবে? এইরূপ তর্কের উপ[illegible] পারে না। পূর্ব্বকথিত মায়াও তর্কের অতীত, তথাপি তন্নিবারণসমর্থা [illegible]র শক্তি মন্ত্রে নিহিত আছে, এই হেতু মন্ত্র অনায়াসেই জ্ঞানাবরক অবিদ্যার নিবর্ত্তনে সমর্থ হয়, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শরীর চেতনরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ শব্দরূপ মন্ত্র জড় হইলেও চেতন জীবের অধিষ্ঠানে মন্ত্রেরও চেতনত্ব হয়। মন্ত্রে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহাই মন্ত্রাধিষ্ঠিত জীব। যথা সৌভাগ্যভাস্কর-[১১৪পৃঃ]ধৃত তন্ত্ররাজে,—

"তন্মন্ত্রবীর্য্যমুদ্দিষ্টং মন্ত্রাণাং জীব ঈরিতঃ।"

মন্ত্র অপক্ক-আণবমলযুক্ত জীব, এই জন্য মন্ত্রের এক নাম অণু। মৃগেন্দ্রসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, —অনাদিমলসম্বন্ধরহিত সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বদ্রষ্টা শিব, যাহারা আধিকারিক জন্ম পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রজন্ম লাভ করিয়াছে, এমন জীবসমূহের পাশজাল অর্থাৎ মলসমূহ ছেদন করেন অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করেন। ইহার দ্বারা 'মন্ত্রশরীরী জীব' ইহা প্রতিপাদিত হইল। শরীরী হইলে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে [১।৩।২৮] বলিয়াছেন,— "ইদানীন্তু বিগ্রহবতী দেবতাঽভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্যুগপৎ অনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত, তথাপি বিগ্রহযোগাৎ অস্মদাদিবৎ জন্মমরণবতী সা।" দেবতাদিগেরও শরীর আছে বলিয়া তাঁহারাও জন্মমরণের অধীন। অতএব মন্ত্রেরও জন্মমরণ আছে।

সম্প্রদায়-বিশ্বাসাভ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ। ১।৯

সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের দ্বারা সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

তাৎপর্য্য। এই সূত্রে মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে সহকারী কারণ বলা হইতেছে। গুরুপরম্পরা যে আচার চলিয়া আসিতেছে, তাহার অনুসরণের নাম সম্প্রদায়। মন্ত্রের ফলসাধনতা বিষয়ে নিশ্চয়াবধারণ অর্থাৎ এই মন্ত্রের সাধনা করিলে এইরূপ ফল নিশ্চয়ই হইবে, এইরূপ অবধারণের নাম বিশ্বাস। সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের সহিত মন্ত্রের সাধন করিলে সকল বিষয়ে অর্থাৎ যাহা যাহা অভিলাষ করা যায়, সেই সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হয়। লোকব্যবহারে দেখা যায়—এক দণ্ডের দ্বারা এক ব্যাপারে ঘটই হয়, পট হয় না। এইরূপ তুরী [মাকু], বেমা [বস্ত্রবয়নের যন্ত্রবিশেষ] প্রভৃতির দ্বারা পট অর্থাৎ বস্ত্রই হয়, ঘট হয় না। এইরূপ লৌকিক সমস্ত কারণে এককার্য্যজনকত্বই নিয়ত আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক কারণে এক একটি কার্য্যই জন্মায়, বিরুদ্ধ কার্য্য জন্মাইতে পারে না, এইরূপ দেখা যায়। মন্ত্রে সেইরূপ এককার্য্যজনকত্ব নিয়ত নাই। একই মন্ত্রে [illegible]ভিলষিত সকল বিষয়ই জন্মাইতে পারে, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য "সর্ব্ব" প্র[illegible] হইয়াছে। ইহার দ্বারা শ্রোতার প্রবৃত্তির জন্য মন্ত্রের গুণও প্র[illegible]দিত হইল।

বিশ্বাসভূয়িষ্ঠং প্রামাণ্যম্।১।১০

ইহাতে বিশ্বাসবাহুল্যই প্রামাণ্য।

তাৎপর্য্য। মন্ত্ররূপ এক কারণ হইতে সর্ব্বসিদ্ধিরূপ বহু কার্য্যের উৎপত্তি লোকবিরুদ্ধ, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই লোকবিরুদ্ধ বাক্য কিরূপে প্রমাণ হইতে পারে? ইহার উত্তরেই এই সূত্রের অবতারণা। যাহার দ্বারা প্রমা অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রমাণ, প্রমাণের ভাব প্রামাণ্য। প্রামাণ্যজ্ঞান হইলেই কথিত বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে। "অতিশয় বহু" এই অর্থে বহু শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ে ভূয়িষ্ঠ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রস্থ "সর্ব্বসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হয়, এই বাক্যে অতিশয় বহু বিশ্বাসই প্রামাণ্য। ভ্রম, প্রমাদ [অনবধানতা] এবং বিপ্রলিপ্সা [প্রতারণা করিবার ইচ্ছা] যাহার নাই, তাহার নাম আপ্ত। বাক্যপ্রয়োগকর্ত্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় হইলে বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। তন্ত্রে স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, শিবের শিষ্য

পরশুরাম কল্পসূত্রে শিববাক্য বলিয়াই "সর্ব্বসিদ্ধিঃ" এই বাক্যের বিন্যাস করিয়াছেন। শিব ও পরশুরামের আপ্তত্ববিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। অতএব এই বাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুপরম্পরা উপদিষ্ট আচার অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রের সাধনা করিলে নিশ্চয়ই অভিলষিত ফললাভ হইবে।

গুরু-মন্ত্র-দেবতা-হৃদ্গাত্ম-মনঃ-পবনানা-

মৈক্যনিষ্কালনাদন্তরাত্মবিত্তিঃ। ১।১১

ভাবনার দ্বারা গুরু, মন্ত্র, দেবতা, আত্মা [জীবাত্মা], মনঃ ও প্রাণবায়ু, ইহাদের একত্ব সম্পাদন করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

তাৎপর্য্য। নিষ্কালন শব্দের অর্থ সম্পাদন, ঐক্যনিষ্কালন একত্বসম্পাদন। সূত্রে ভাবনা শব্দ না থাকিলেও অধ্যাহার করিতে হইবে, যেহেতু ভাবনা ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহাদের একত্ব সম্পাদনের সম্ভাবনা নাই। গুরু—মন্ত্রদাতা গুরু। মন্ত্র—গুরুদত্ত মন্ত্র। দেবতা—মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইষ্টদেবতা। আত্মা—সাধক স্বয়ং। মনঃ—চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ, এই চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ। পবন—পঞ্চ প্রাণবায়ু। অন্তরাত্মা—প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। বিত্তি—অব[illegible]র্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। শব্দ এবং অনুমান প্রমাণে জীবাত্মবিষয়ে যে জ্ঞান[illegible]হা পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, গুরু প্রভৃতির একত্বসম্পাদনে যে জ্ঞান হ[illegible]তাহা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না, এই জন্য এই সূত্রে অপরোক্ষ জ্ঞানের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাবনার দ্বারা ইহাদের ঐক্য সম্পাদন করিতে হয়, এই ভাবনা চিন্তামাত্র নহে, এই ভাবনা-প্রণালী একমাত্র গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। সাধক প্রথমতঃ দেবতার করচরণাদি-বিশিষ্ট স্থূল রূপের উপাসনা করেন এবং এই স্থূলরূপ দেবতার সহিত নিজের ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। গুরু, মন্ত্র, দেবতা ও সাধক, ইহারা শরীরধারী জীব, ইহাদের শরীররূপ উপাধি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা এক; অতএব শরীররূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে আত্মার একত্ব সম্পাদিত হয়। আবার মন্ত্র বাচক, দেবতা বাচ্য, বাচ্য বাচক অভিন্ন, এইরূপে দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য সম্পাদিত হয়। মনঃ ও প্রাণবায়ুর ঐক্য বিষ্ণুপুরাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—

"নভস্বান্ মনসো নাতিভিন্নোঽহতস্তন্নিরোধনাৎ:
মনো নিশ্চলতামেতি"।

প্রাণবায়ুর সহিত মনের অতিশয় ভেদ নাই, এই হেতু বায়ুর নিরোধে মনও নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। মনঃ ও বায়ু দেহাধিষ্ঠিত এবং দেহাধিষ্ঠিত আত্মারই অবস্থাবিশেষ, অতএব ইহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে ইহাদের ঐক্য সম্পাদন করিতে হয়। যদিও ইহাদের ঐক্যবিষয়ে এইপ্রকার নিশ্চয় জ্ঞান উপাসনাসময়ে সম্ভব হয় না, তথাপি চেষ্টা করিয়া ক্ষণমাত্রও ঐক্যসম্পাদন করিতে পারিলে, ইহা উপাসনার অঙ্গ হইবে।

অথবা এই সূত্রের অর্থ এইরূপও হইতে পারে—সাম্প্রদায়িক আচার অবলম্বনপূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদ্বারা উপাসনার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপে উপসনা করিলে গুরু, মন্ত্র, দেবতা, আত্মা, মনঃ ও প্রাণবায়ু, ইহাদের ঐক্যনির্ণয় এবং তাহার দ্বারা অন্তরাত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হইবে।

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং, তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং,
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ, তৈরর্চ্চনং
গুপ্ত্যা, প্রাকট্যান্নিরয়ঃ। ১।১২

ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহে অবস্থিত আছে, পঞ্চমকার সেই অভিব্যঞ্জক, সেই হেতু পঞ্চমকার দ্বারা গোপনে অর্চ্চনা করিবে, প্রকাশ করিলে নরকগামী হইতে হয়।

তাৎপর্য্য। এই পর্য্যন্ত মন্ত্রস্তুতি এবং তাহার সহকারিকারণ কথনের দ্বারা মন্ত্রজপরূপ ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। এইরূপে জপরূপ উপাসনা নিরূপণ করিয়া, এখন পূজারূপ উপাসনার বিধান করিতেছেন। ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, সেইরূপ আনন্দস্বরূপও, তাহার প্রমাণ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি। যেমন অজ্ঞানের দ্বারা চিৎরূপ আবৃত বলিয়া জীব তাহা জানিতে পারে না, সেইরূপ আনন্দরূপও দুঃখের দ্বারা আবৃত বলিয়া জীব তাহা জানিতে পারে না। কোন সময়ে ভার বহন করিয়া সেই ভার পরিত্যাগ করিলে ভারবহন-জনিত দুঃখাপগমে আনন্দ অনুভূত হয়, এতাদৃশ আনন্দও ব্রহ্মেরই স্বরূপ, পরন্তু দেহাবচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া দেহেই অবস্থিত আছে। পঞ্চমকার সেই দেহাবচ্ছিন্ন আনন্দের অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ অনুভবজনক। ইহার দ্বারা অনুষ্ঠাতার প্রবৃত্তির জন্য বিধীয়মান পঞ্চমকারের স্তুতি করা হইয়াছে। যেহেতু পঞ্চমকার এইপ্রকার শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ইহার দ্বারা গোপনে অর্চ্চনা করিবে। ইহার দ্বারা

গোপন এবং পঞ্চমকাররূপ দ্রব্য, এতদুভয়বিশিষ্ট অর্চ্চনরূপ ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। গুপ্তি—পশুর নিকট গোপন অর্থাৎ পশুভাবাপন্নকে স্বীয় আচার জানিতে দিবে না। প্রাকট্য অর্থাৎ গোপনীয়তা ভঙ্গ করিলে নিরয় অর্থাৎ নরক হয়।

ভাবনাদার্ঢ্যাদাজ্ঞাসিদ্ধিঃ। ১।১৩

ভাবনার দৃঢ়তা হইলে আজ্ঞাসিদ্ধি জন্মে।

তাৎপর্য্য। উপাসনা বলিয়া এখন উপাসকের ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে "অহমিদং জানামি" আমি ইহা জানি, এইরূপ জ্ঞান হয়। এই স্থলে "অহম্" অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং "ইদম্" অর্থাৎ দৃশ্য, এই দুইটি পদার্থে ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান আছে, তাহা না হইলে ইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। কৌলসাধকের ভেদজ্ঞান দূর করিয়া অভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। "অহম্" ও "ইদম্" অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভিন্ন, ইত্যাকার জ্ঞানলাভই কৌলসাধকের উদ্দেশ্য। এইপ্রকার জ্ঞানলাভের জন্য "অহম্" এর প্রসার বাড়াইতে হইবে। "ইদম্" পদার্থ অপেক্ষা "অহম্" পদার্থ শ্রেষ্ঠ, "ইদম্" পদার্থ "অহ[illegible]র্থেরই অন্তর্গত, এই বিবেচনাই এই স্থলে "ভাবনা" পদের অর্থ। এইরূপ [illegible] দার্ঢ্য অর্থাৎ অশিথিলতা। আজ্ঞাসিদ্ধি—নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্য। আজ্ঞাশব্দের অর্থ আদেশ, আজ্ঞাসিদ্ধি শব্দের অর্থ আদেশের অব্যর্থতা। ঈদৃশ ভাবনা দৃঢ় অর্থাৎ বদ্ধমূল হইলে সাধক কাহাকেও নিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া অভিশাপ প্রদান অথবা কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া বর প্রদান করিলে সেই অভিশাপ অথবা বরের অনুরূপ ফল নিশ্চয়ই হইবে; তাঁহার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইবে না। ভাবনাদার্ঢ্যের ফলবর্ণনার দ্বারা সর্ব্বদা ঈদৃশ ভাবনা উপাসনার অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বদর্শনানিন্দা। ১।১৪

কোনও দর্শনশাস্ত্রেরই নিন্দা করিবে না।

তাৎপর্য্য। উপাসকের দ্বিতীয় নিয়ম বলা হইতেছে। অন্য দেবতার উপাসনাবিধায়ক যে সকল দর্শন অর্থাৎ শাস্ত্র আছে, তাহার নিন্দা করিবে না। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনাবিধান ও তদ্বিধায়ক ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রের নিন্দা করিলে

তদধিকারীদিগের সংশয়োৎপত্তিহেতু স্বাবলম্বিত শাস্ত্রে অনাস্থা হইবে, অথচ কৌলশাস্ত্রেও অধিকার হইবে না, অতএব উভয়ভ্রষ্ট হইয়া নষ্ট হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও [গীতা] এই কথাই বলিয়াছেন,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।"

কর্ম্মে কিছু হয় না বলিয়া কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। শ্রুতিও [কৌলোপনিষৎ] বলিতেছেন,—"লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ"।

অন্য দেবতার উপাসকগণ উভয়ভ্রষ্ট হইয়া নষ্ট হউক, তাহাদের এইরূপ নাশে উপেক্ষাবুদ্ধি থাকিলেই সেই সকল শাস্ত্রের নিন্দায় প্রবৃত্তি হয়। কৌলসাধক সকলকেই আত্মবৎ দর্শন করিবেন। পরের নাশে উপেক্ষা থাকিলে সর্ব্বাত্মতা-বুদ্ধির হানি হয়, অতএব উপাসনাজন্য ফললাভ হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের অনিন্দাও উপাসনার অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

অগণনং কস্যাপি। ১।১৫

কাহাকেও গণনা করিবে না।

তাৎ[illegible]। তৃতীয় ধর্ম্ম বলা হইতেছে। সুরগুরু বৃহস্পতিও যদি কৌল-মার্গে[illegible]দ্ধ কোন কথা বলেন, তথাপি সুরগুরু বলিয়া তাঁহার গণনা করিবে না। শ্রুতিও [কৌলোপনিষৎ] বলিতেছেন,—"ন গণয়েৎ কমপি"।

সচ্ছিষ্যে রহস্যকথনম্। ১।১৬

নিজের রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় আচার সৎশিষ্যকে উপদেশ করিবে।

তাৎপর্য্য। চতুর্থ ধর্ম্ম বলা হইতেছে। এই সূত্র কৌলোপনিষদের [৩১] "আত্মরহস্যং ন বদেৎ" এই সূত্রের অপবাদ, "অর্চ্চনং গুপ্ত্যা" [কল্পসূত্র ১।১২] ইহার অপবাদ নহে। শিষ্যভিন্ন কৌলাচারপরায়ণ সাধকের সম্মুখে পূজা করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে স্বকীয় গোপনীয় আচারের উপদেশ দিবে না। উপদেশ একমাত্র সৎশিষ্যকেই দিবে, অসৎশিষ্যকেও দিবে না। সৎশিষ্য ও অসৎশিষ্যের লক্ষণ তন্ত্ররাজ কুলার্ণবপ্রভৃতি তন্ত্রে জ্ঞাতব্য।

সদা বিদ্যানুসংহৃতিঃ। ১।১৭

সর্ব্বদা উপাস্য মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান করিবে।

তাৎপর্য্য। ইহা পঞ্চম ধর্ম্ম। এই স্থলে "সদা" পদের দ্বারা পূজাদি বিহিত

নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানকালের অতিরিক্ত কাল বুঝিতে হইবে। বিদ্যা—স্বোপাস্য দেবতাবাচক মন্ত্র, অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র। অনুসংহতি—মন্ত্রপ্রতিপাদিত অর্থের অনুসন্ধান*।

অথবা অনুসংহতি শব্দের অর্থ মানস জপ। সর্ব্বদা মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে। আসনাদি নিয়মরহিত হইয়া জপ করা অনুচিত, এইরূপ সন্দেহ কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু মানসজপে নিয়ম নাই। পরমানন্দ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মানসেঽনন্তগুণিতং নিয়মস্তত্র নৈব তু।
গচ্ছন্ শয়ান আসীনো ভুক্তো বা যত্র কুত্রচিৎ॥
অস্নাতশ্চাপবিত্রশ্চ ন দোষস্তত্র বিদ্যতে।"

বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বকালং জপেদ্বিদ্যাং মনসা যস্তু কেবলম্।
নিয়তো বাপ্যনিয়তোঽপ্যথ কুর্ব্বংশ্চ নিত্যকম্।
তথাপি তস্য শুদ্ধস্য তরসা সংপ্রসীদতি।" †

সততং শিবতাসমাবেশঃ।১।১৮

সর্ব্বদা শিবত্বের সম্যবেশ ভাবনা করিবে।

তাৎপর্য্য। ষষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইতেছে। "শিবোঽহমস্মি" আমি প্রকাশস্বরূপ শিব আছি, সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনা করিবে। পূর্ব্বসূত্রে সর্ব্বদা মন্ত্রার্থচিন্তন এবং এই সূত্রে সর্ব্বদা শিবতাসমাবেশভাবনা বিহিত হইয়াছে। এককালীন উভয় ভাবনা অসম্ভব, অতএব উভয়ের বিকল্প বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের অতিরিক্ত কালে এই দুইয়ের একতরের অনুষ্ঠান করিবে। অথবা নিম্নাধিকারী মন্ত্রার্থভাবনা এবং মুখ্যাধিকারী শিবতাসমাবেশ ভাবনা করিবে।

* বীজমন্ত্রের যে অর্থ আছে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। দেবতা বাচ্য, মন্ত্র বাচক। বাচক মন্ত্রের দ্বারা বাচ্য দেবতা কিরূপে প্রতিপাদিত হন, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। বীজমন্ত্রের অর্থ কোন গ্রন্থে এক স্থানে নাই, নানা গ্রন্থে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে। অর্থজ্ঞানের সঙ্কেত না জানিলে অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থ বা বচন দেখিয়া বুঝা যাইবে না।

† সর্ব্বদা মানস জপ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থানুসন্ধান কর্ত্তব্য।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাবিহিতহিংসা-স্তেয়-লোকবিদ্বিষ্টবর্জনম্। ১।১৯

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অবৈধ হিংসা, চৌর্য্য, এবং লোকগর্হিত কর্ম্ম, এই সকল বর্জন করিবে।

তাৎপর্য্য। সপ্তম ধর্ম্ম বলা হইতেছে। কাম—"ইহা আমার হউক" এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা। ক্রোধ—তমোগুণের উদ্রেকে জাত অন্তঃকরণধর্ম্মবিশেষ। লোভ—দ্রব্যাদিতে স্বত্বত্যাগের প্রতিবন্ধক অত্যন্ত অনুরাগবিশেষ। মোহ—কোন্‌টি কার্য্য, কোন্‌টি অকার্য্য, তাহার বিচার না করা। মদ—গর্ব্ব। মাৎসর্য্য—বিদ্বেষজনিত গুণশালী জনে দোষারোপ। অবিহিতহিংসা—অনুরাগবশতঃ ভোজনের জন্য পশুপ্রভৃতির বধ। স্তেয়—বিনানুমতিতে পরদ্রব্যগ্রহণ। লোকবিদ্বিষ্ট—লোকগর্হিত কর্ম্ম, মাতৃবুদ্ধিতেও নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত আলাপ প্রভৃতি। এই সকল বর্জন করিবে।

একগুরূপাস্তিরসংশয়ঃ। ১।২০

[illegible] গুরুর উপাসনা করিবে, তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য। ইহা অষ্টম ধর্ম্ম। ন বিদ্যতে সংশয়ো যত্র ইতি অসংশয়ঃ। "অসংশয়" এই পদ "একগুরূপাস্তিঃ" ইহার বিশেষণ, আর্ষপ্রয়োগে ভিন্নলিঙ্গত্ব হইয়াছে। অনেক গুরুর সেবা করিলে পূর্ব্বগুরুর বিরুদ্ধ কথা যদি পরবর্ত্তী গুরু বলেন, তবে সংশয় উপস্থিত হইবে, এক গুরুর উপাসনায় সেইরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা নাই, অতএব এক গুরুর সেবাই কর্ত্তব্য।*

সর্ব্বত্র নিষ্পরিগ্রহতা। ১।২১

ভোগকামনায় পঞ্চমকারাদি গ্রহণ করিবে না।

তাৎপর্য্য। নবম ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে। সর্ব্বত্র—মপঞ্চকাদিষু। নিষ্পরিগ্রহতা—নির্গতঃ পরিগ্রহঃ ইচ্ছা যস্য সঃ নিষ্পরিগ্রহঃ, তস্য ভাবঃ তত্তা।

"পত্নী-পরিজনাদান-মূল-শাপাঃ পরিগ্রহাঃ।"

---

* রামেশ্বর এই স্থলে গুরুর সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। কৌলোপনিষদের "গুরুরেকঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাস্করের উক্তি যাহা বলা হইয়াছে, রামেশ্বরের উক্তিও তদনুরূপ, এই জন্য তাহা আর লিখিত হইল না।

অমরের এই উক্তি অনুসারে পরিগ্রহ শব্দের অর্থ আদান বা গ্রহণ; পরিগ্রহের মূল ইচ্ছা, অর্থাৎ ইচ্ছা না হইলে গ্রহণ হইতে পারে না। এতাদৃশ কোষানুসারে পরিগ্রহ শব্দ ইচ্ছার বাচক। পঞ্চমকার আমার হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করিবে না। এই কথা ভাগবতে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,—

"যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥"*

---

* [শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে] বসুদেব নারদকে ভাগবত ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে মহারাজ নিমির প্রশ্নে কবি প্রভৃতি নয় জন ব্রাহ্মণ যে ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন, তাহাই নারদ বলিয়াছিলেন।

হরিভজনবিমুখদিগের নিষ্ঠা কি? নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে চমস বলিতেছেন,—

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥" ১১।৫।১১

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,—"ননু ব্যবায়াদীনামপি 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' 'হুতশেষং ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ কিমেবং নিন্দ্যতে? অত আহ লোক ইতি। ব্যবায়ঃ স্ত্রীসঙ্গঃ। নিত্যাঃ রাগত এব নিত্যং প্রাপ্তাঃ। জন্তোঃ প্রাণিমাত্রস্য। অতস্তত্র তাসু চোদনা বিধির্নাস্তি। ননু 'ঋতাবুপেয়াৎ' ইত্যাদিনা বিধির্দর্শিতঃ। সত্যম্, ন ত্বয়মপূর্ব্ববিধিঃ, রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। কিন্তু নিয়মবিধিরূপেণ রাগিণামভ্যনুজ্ঞামাত্রং ক্রিয়তে। তদাহ ব্যবস্থিতিরিতি। তেষু ব্যবায়াদিষু। কৈঃ? বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈঃ। বিবাহবিষয় এব ব্যবায়ঃ কার্য্যঃ। যজ্ঞ এবামিষসেবা। 'সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্ণাতি' ইতি শ্রুতেঃ তত্রৈব মদ্যসেবা। ইতি নিয়মঃ ক্রিয়তে। নমু চ নিয়মপক্ষেঽপি আবশ্যকত্বাৎ ন নিন্দা যুক্তা, অত আহ আসু নিবৃত্তিরিতি। আসু ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবাসু নিবৃত্তিরিষ্টা। অয়ং ভাবঃ—নায়ং নিয়মবিধিরপি নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ, অতো নিবৃত্তিঃ পরিসংখ্যৈব।

ইহার তাৎপর্য্য এই—ব্যবায়, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান, এই তিন বিষয়ে লোকের অনুরাগবশতঃ নিত্যই প্রবৃত্তি আছে বলিয়া বিধির প্রয়োজন হয় না, যেহেতু অপ্রবৃত্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির জন্যই বিধির প্রয়োজন হয়। এইরূপ প্রবৃত্তিস্থলে নিয়ম করা হইল—"ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নীতে ঋতুকালে উপগত হইবে, "হুতশেষং ভক্ষয়েৎ" যজ্ঞশেষ আমিষ ভক্ষণ করিবে, "সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্ণাতি" [যজ্ঞে সুরাপান করিবার পাত্রের নাম সুরাগ্রহ]

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অতএব ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে সুরাপানের নাম ঘ্রাণভক্ষ। দেবতার উদ্দেশে ত্যাগবুদ্ধিতে পশু প্রভৃতির হননের নাম আলম্ভন।

অথবা সর্ব্বত্র—বস্তুমাত্রে, নিষ্পরিগ্রহতা—স্বীয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ সকল বস্তুতেই "ইহা আমার," "উহা আমার নহে" ইত্যাকার মমতা পরিত্যাগ করিবে।

উমানন্দ নিত্যোৎসবে এই সূত্রের "স্বভোগবুদ্ধিতে ধনসংগ্রহ করিবে না" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে "দ্রব্যার্জনং ক্রত্বর্থম্" এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া "দ্রব্যার্জনং কেবলপুরুষার্থঃ" এই সূত্রে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত উমানন্দের এইরূপ ব্যাখ্যার নিতান্ত বিরোধ হয়।

সৌত্রামণীযাগে সুরাপান করিবে। ইহা নিয়মবিধি, অর্থাৎ—বিবাহিতা পত্নীভিন্ন অন্যত্র উপগত হইবে না, যজ্ঞশেষ ভিন্ন অন্য আমিষ ভক্ষণ করিবে না, সৌত্রামণীযাগ ভিন্ন অন্যত্র সুরাপান ক[illegible]ই সকল স্থলেও নিবৃত্তি প্রশস্ত। বৈধ স্থলেও যে নিবৃত্তির বিধান করা হইল, ইহা [illegible]্যাবিধি, অর্থাৎ বৈরাগ্যবশতঃ ইচ্ছা করিলে ইহা হইতেও নিবৃত্ত হইতে পারে, নিবৃত্ত না হইলে পাপ হইবে না, বৈরাগ্য ভিন্ন নিবৃত্ত হইলে পাপ হইবে।

চমস ইহার এক শ্লোক পরেই "যদ্‌ঘ্রাণভক্ষঃ" [১১।৫।১৩] এই শ্লোকটি বলিয়াছেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—

"ব্যবায়াস্তভ্যনুজ্ঞানং ন যথেষ্টম্ অপিতু অন্যথৈব, ইত্যাহ যদিতি। যদ্যস্মাৎ সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ অবঘ্রাণং স এব বিহিতো ন পানম্। তথা পশোরপি আলম্ভনমেব বিহিতং নতু হিংসা। অয়মর্থঃ—দেবতোদ্দেশেন যৎ পশুহননং তদালম্ভনং 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইত্যাদিশ্রুতেঃ, ন তু হিংসা।

'যা বেদবিহিতা হিংসা ন সা হিংসেতি কীর্ত্ত্যতে।'

ইতি বচনাৎ। ভক্ষণোদ্দেশেন তু ক্রিয়মাণং হননং লৌকিকবৎ হিংসৈব। তত্র হি আলম্ভনমেব বিহিতং ন তু হিংসা। অতো ন যথেষ্টভক্ষণাভ্যনুজ্ঞা ইত্যর্থঃ। ব্যবায়োঽপি প্রজয়া নিমিত্তভূতয়া, ন তু রত্যৈ। অতো মনোরথবাদিনঃ ইমং বিশুদ্ধং স্বধর্ম্মং ন বিদুরিতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—সৌত্রামণীযাগে যে সুরাপান করা হয়, তাহার নাম অবঘ্রাণ, পান নহে; নিজের ইচ্ছামত সুরাপানের নাম পান। শাস্ত্রে অবঘ্রাণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই। দেবতার উদ্দেশে পশুহননের নাম আলম্ভন, হিংসা নহে; নিজের ভক্ষণের জন্য পশুহননের নাম হিংসা। শাস্ত্রে আলম্ভন বিহিত হইয়াছে, হিংসা বিহিত হয় নাই। পুত্র উৎপাদনের জন্য ব্যবায় বিহিত হইয়াছে, রতির জন্য বিহিত হয় নাই। মনোরথবাদিগণ এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম জানে না।

ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মকরণম্। ১।২২

ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

তাৎপর্য্য। দশম ধর্ম্ম বলা হইতেছে। ফল—কৃত্রিম সুখ এবং তাহার সাধন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম *। এই স্থলে ফল শব্দের দ্বারা ফলবিষয়ে ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা বুঝিতে হইবে। ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম করিবে না। "কাম্য কর্ম্ম করিবে না" এই কথা না বলিয়া "ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে" এইরূপ বলায় ইহা প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে,—ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কাম্য কর্ম্মও করিতে পারে।

অনিত্যকর্ম্মলোপঃ। ১।২৩

নিত্যকর্ম্ম লোপ করিবে না।

তাৎপর্য্য। একাদশ ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। "নিত্যঞ্চ তৎ ক[illegible], স্নান-সন্ধ্যা-পূজাদি, তস্য লোপঃ অননুষ্ঠানং নিত্যকর্ম্মলোপঃ. [illegible] নিত্যকর্ম্মলোপো যস্মিন্ উপাসকে স অনিত্যকর্ম্মলোপঃ, ভবেৎ ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ স্নান সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য। "নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য" এইরূপ না বলিয়া, ব্যতিরেকমুখে বলার উদ্দেশ্য এই যে,—নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কেবল যে ক্রতুবৈগুণ্য হইবে, তাহা নহে, প্রত্যবায় এবং নরকও হইবে।

মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ। ১।২৪

পঞ্চমকারের লাভ না হইলেও প্রতিনিধির দ্বারা নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করিবে।

তাৎপর্য্য। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" [১।১২] ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চমকারের দ্বারা নিত্যপূজা, এবং পূর্ব্বসূত্রে [১।২৩] নিত্যপূজার অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব বিহিত হইয়াছে।

---

* মুক্তিতে যে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়, তাহার নাম অকৃত্রিম সুখ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের উপভোগে যে ঐহিক সুখ, এবং স্বর্গবাসাদিজন্য যে পারত্রিক সুখ হয়, এই উভয়ই কৃত্রিম সুখ। অতএব কাম্যকর্ম্মের যে ফললাভ হয়, তাহা কৃত্রিম সুখ। কৌলসাধকের একমাত্র প্রার্থনীয় অকৃত্রিম সুখ, তাঁহারা কৃত্রিম সুখের প্রার্থী নহেন।

এই অবস্থায় নিত্যপূজার সাধনীভূত পঞ্চমকারের লাভ না হইলে নিত্যপূজা কিরূপে সম্পাদন করিবে ? ইহার উত্তরেই এই সূত্রের অবতারণা। "মপঞ্চকালাভে মুখ্যং নাস্তীতি ন কর্ম্মলোপঃ। কিন্তু প্রতিনিধিনাপি নিত্যক্রমঃ নিত্যপূজা তস্যাঃ প্রত্যবমৃষ্টিঃ অনুষ্ঠানং কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ।" *

মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস যাগে "ব্রীহির অভাবে কর্ম্ম লোপ হইবে" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া, ব্রীহির দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়, নীবারের দ্বারাও তাহা হইতে পারে ; অতএব "নিত্যকর্ম্মে ব্রীহির দ্বারা পুরোডাশ করিতে হইবে," এই নিয়মের লোপ হইলেও কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি স্বীকার করিয়া প্রতিনিধির দ্বারাও নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে †। এতাদৃশ ন্যায়কে মূল করিয়াই শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রে মুখ্যের অভাবে প্রতিনিধির প্রচার দেখা যায়। এই স্থলেও তাদৃশ যুক্তির দ্বারাই প্রতিনিধির প্রাপ্তি হইতে পারে, সূত্রের দ্বারা পৃথক্ নির্দ্দেশের প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,— শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মে মুখ্যের অলাভে প্রতিনিধির দ্বারা নিত্য ও নৈ[illegible]ভয় কার্য্যই হইতে পারে, এই স্থলে কেবল নিত্যপূজাই প্রতিনিধির দ্বারা হ[illegible]রে, নৈমিত্তিক পূজা প্রতিনিধির দ্বারা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাস্কররায় সেতুবন্ধে—

"চক্রপূজাং বিশেষেণ যোগিনীনাং সমাচরেৎ।"

[বামকেশ্বরতন্ত্র, ৮।২০১]

এই বচনের "বিশেষেণ" এই পদের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ "নিত্যপূজামপেক্ষ্য যোগিনীবীরাধিক্যভক্ষ্যভোজ্যাদ্যাধিক্যাদিনা" এইরূপ ব্যাখ্যা করত সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া "বিশেষদ্রব্যেণ বা ইত্যর্থঃ। তেন নিত্যপূজায়াং বিশেষদ্রব্যালাভেঽপি প্রতিনিধিনা নির্ব্বাহঃ সূচিত ইতি নিত্যপূজায়ামেব অভ্যনুজ্ঞা নতু অন্যত্র।" এইরূপ ব্যাখ্যা করত ইহার সাধকরূপে এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।‡ বিশেষদ্রব্য—পঞ্চমকার।

---

* সূত্রে প্রতিনিধিপদ নাই, ইহার অধ্যাহার করিতে হয়। ভাস্কর রায়ও বহু স্থানে এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

† শরৎপক্ক ধান্যের নাম ব্রীহি। এই ধান্যের তণ্ডুলচূর্ণের দ্বারা পুরোডাশ [পিষ্টকবিশেষ] প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা হোম করিতে হয়। ব্রীহি আউশ ধান নয়, ইহা ভিন্ন জাতি। নীবার—অযত্নজাত ধান্যবিশেষ।

‡ পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সেতুবন্ধে—"বিশেষেণ—নিত্যপূজামপেক্ষ্য যোগিনী-

নির্ভয়তা সর্ব্বত্র। ১।২৫

কাহাকেও ভয় করিবে না।

তাৎপর্য্য। দ্বাদশ ধর্ম্ম বলা হইতেছে। কৌলমার্গাবলম্বনে এবং পঞ্চমকার-সেবায় নরকাদিপ্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, সেই সকল শাস্ত্র হইতে ভয় দূর করিবে। সেই সকল শাস্ত্র রাগী অর্থাৎ আসক্ত পুরুষের ভয়ের কারণ, "আমি অনুরাগবশতঃ পঞ্চমকারসেবা করি না, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কৌল-মার্গাবলম্বন ও পঞ্চমকার সেবা করিতেছি, অতএব আমার ভয়ের কারণ নাই," এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া ভয় দূর করিবে।

সর্ব্বং বেদ্যং হব্যম্ ইন্দ্রিয়াণি স্রুচঃ শক্তয়ো জ্বালাঃ স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেব হোতা। ১।২৬

সাধক অন্তঃকরণবেদ্য সকল পদার্থকে হব্য, ইন্দ্রিয়সমূহকে স্রুক্, শক্তিত্রয়কে জ্বালা, নিজের আত্মার সহিত অভিন্ন শিবকে বহ্নি, এবং নিজকে [illegible]পে ভাবনা করিবে।

তাৎপর্য্য। এই সূত্রে সকল সিদ্ধান্তের সারভূত ধর্ম্ম বলা হইতেছে। "বেদ্যং" এই পদের পূর্ব্বে "অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ" এবং "হোতা" এই পদের পরে "ইতি ভাবয়েৎ" এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। যে বস্তুর দ্বারা হোম করা হয়, তাহার নাম হব্য বা হবিঃ। যে আধারে হব্য স্থাপন করিয়া হোম করা হয়, তাহার নাম স্রুক্। আহুত বস্তু অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়, অগ্নিই অবশিষ্ট থাকে। অন্তঃকরণ দ্বারা যাহা কিছু জানা যায়, সেই সমস্তের দ্বারা শিবরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, সেই সমস্ত ভস্ম হইয়া শিবই অবশিষ্ট থাকিবেন, ইহাতে

বীরাধিক্যভক্ষ্যভোজ্যাদ্যাধিক্যাদিনা। বিশেষদ্রব্যেণ বা ইত্যর্থঃ। তেন নিত্যপূজায়াং বিশেষ-দ্রব্যালাভেঽপি প্রতিনিধিনা নির্ব্বাহঃ সূচিতঃ। উক্তঞ্চ কল্পসূত্রে—'মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রম-প্রত্যবমৃষ্টিঃ' ইতি।" এইরূপ পাঠ আছে, "ইতি নিত্যপূজায়ামেব অভ্যনুজ্ঞা ন তু অন্যত্র" এই অংশ তাহাতে নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই—"চক্রপূজাং বিশেষেণ" এই বচনটি নৈমিত্তিক পূজায় উক্ত হইয়াছে। বিশেষদ্রব্য—পঞ্চমকার। পূজায় পঞ্চমকার বিহিতই আছে, আবার এই স্থলে বিশেষদ্রব্যের উল্লেখদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে,—নৈমিত্তিক পূজায় প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না, কেবল নিত্যপূজাতেই প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে।

সর্ব্বত্র "শিবময়" এইরূপ ধারণা হইতে পারিবে। ইন্দ্রিয়সমূহ যে সকল বিষয় অন্তঃকরণে উপস্থিত করে, অন্তঃকরণ তাহারই আলোচনা করিয়া জ্ঞানলাভ করে। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহ স্রুক্‌স্বরূপ। শিবের ইচ্ছা, জ্ঞানা ও ক্রিয়া, এই শক্তিত্রয় সঙ্কুচিত হইয়া জীবে অবস্থান করে। বহ্নির শিখা তাপ প্রদান করে, জীবনিষ্ঠ এই সঙ্কুচিত শক্তিত্রয়ও জীবকে তাপ প্রদান করে, অতএব এই শক্তিত্রয় বহ্নির জ্বালা অর্থাৎ শিখা। শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ শিবই সঙ্কুচিত হইয়া জীবরূপে পরিণত হয়েন, জীবের সহিত অভিন্ন শিবই বহ্নিস্বরূপ। "স্বাত্মা শিবঃ" এইরূপ উক্তির দ্বারা নিজের সহিত শিবের অভেদ ভাবনাও বিহিত হইয়াছে। "সততং শিবতাসমাবেশঃ" এই সূত্রে "শিবোঽহম্" এই প্রকার ভাবনা এবং এই স্থলে "শিবরূপপাবকোঽহম্" এই প্রকার ভাবনা বিহিত হইয়াছে, এই পার্থক্য। পাবকে প্রকাশকত্ব ধর্ম্ম আছে, শিবও স্বয়ংপ্রকাশ, অতএব শিব পাবকস্বরূপ। স্বয়ং অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ জীব হোতা অর্থাৎ হোমকর্ত্তা। পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ জীব অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ শিবাগ্নিতে হোম ক[illegible] এই কথা তন্ত্রান্তরে মন্ত্রবিশেষে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

> "অন্তর্নিরন্তরমনিন্ধনমেধমানে
> মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
> কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাসভূম্নি
> বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্ ॥" *

ইহার অর্থ এই—ইন্ধনশূন্য হইয়াও নিরন্তর অন্তরে প্রজ্বলিত, মোহরূপ অন্ধকারের পরিপন্থী, আশ্চর্য্যজনক রশ্মির বিকাসের দ্বারা অতিবিস্তৃত, কোন এক অনির্ব্বচনীয় সংবিদ্‌রূপ অগ্নিতে পৃথ্বীতত্ত্বাদি শিবতত্ত্বান্ত সমগ্র বিশ্বকে আহুতি প্রদান করিতেছি।

নিজে অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধির দ্বারা করাইলেও শ্রৌত-স্মার্ত্তাদি কর্ম্মের ফললাভ করা যায়। এই স্থলে "স্বয়মেব" এই এবকারের দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ শিবাগ্নিতে হোমরূপ এই যজ্ঞ স্বয়ংই করিতে হইবে, প্রতিনিধির দ্বারা করাইলে ফল হইবে না।

---

* তন্ত্রান্তরে অন্তর্যাগে হোমের আহুতি প্রদান এবং পঞ্চম মকার সাধনায় শক্তিকুণ্ডে বীর্য্যপাতরূপ আহুতি প্রদানের মন্ত্ররূপে এই শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে।

নির্ব্বিষয়চিদ্বিমৃষ্টিঃ ফলম্। ১।২৭

নির্ব্বিষয় অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক চিৎস্বরূপের জ্ঞানলাভ, পূর্ব্বোক্ত ভাবনার ফল।

তাৎপর্য্য। এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত ভাবনার ফল বলা হইতেছে। এইরূপ ভাবনার দ্বারা ভেদপ্রথাশূন্য নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্যরূপ শিববিষয়ে জ্ঞান অর্থাৎ এই বিশ্ব শিব হইতে ভিন্ন নহে—শিবময়, এইরূপ জ্ঞানলাভ হয়।

আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে। ১।২৮

আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ ফল আর কিছু নাই।

তাৎপর্য্য। অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ শিবই পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ জীবরূপে পরিণত হয়েন, অতএব শিবই জীবের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। স্বরূপলাভই মুক্তি। মুক্তিই পরমপুরুষার্থ, এই বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। অতএব তাদৃশ ভাবনায় পরম পুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। "স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ" [১।৬] এই সূত্রে পুরুষার্থের স্বরূপনির্দ্দেশ এবং বর্ত্তমান পুরুষার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে, অতএব পৌনরুক্ত্য হইল না।

এই পর্য্যন্ত পঞ্চাম্নায়সিদ্ধান্তরূপ পরশুরামের উক্তি ব্যাখ্যাত হইল। কেশবশর্ম্মা নামে কোন পুরুষ পরশুরামের উক্তির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কেবল ঈর্ষ্যাবশতঃ যুক্তিশূন্য প্রলাপবাক্যের দ্বারা এই সকল উক্তির দোষারোপ করিয়াছেন। সুধীগণ তাহা পাঠ করিলেই যুক্তিহীনতা বুঝিতে পারিবেন। মন্দবুদ্ধিদিগের শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য আমি [রামেশ্বর] মৎকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক গ্রন্থে কেশব শর্ম্মার উক্তির অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছি। গ্রন্থ-বিস্তৃতিভয়ে এখানে আর তাহা লিখিত হইল না।

সৈষা শাস্ত্রশৈলী। ১।২৯

ইহা শাস্ত্রের রীতি।

তাৎপর্য্য। "তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ" [১।৩] এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে" [১।২৮] এই সূত্র পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পঞ্চাম্নায়রূপ শাস্ত্রের রীতি, অর্থাৎ পঞ্চাম্নায় শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই সিদ্ধান্ত এই সকল সূত্রে কথিত হইয়াছে।

বেশ্যা ইব প্রকটা বেদাদিবিদ্যাঃ
সর্ব্বেষু দর্শনেষু গুপ্তেয়ং বিদ্যা। ১।৩০

বেদাদিবিদ্যা বেশ্যার মত প্রকট অর্থাৎ সুলভ। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে এই বিদ্যা গোপনীয়া।

তাৎপর্য্য। "বেদাদি" এই আদিপদের দ্বারা স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্র গৃহীত হইয়াছে। অর্থব্যয়ে বেশ্যোপভোগ যেমন সুলভ, অর্থব্যয়ে বেদাদি বিদ্যার লাভও তেমন সুলভ। অধ্যাপনের লোভমূলকতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,—

"ষণ্ণান্তু কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।"

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, এই তিনটি জীবিকা। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়েও মোক্ষের সাধনীভূত এই ব্রহ্মবিদ্যালাভের* সম্ভাবনা নাই। একমাত্র গুরুর কৃপাতেই ইহা লাভ করা যায়। প্রচুর অর্থ দিয়াও গুরুর কৃপা [illegible]রা যায় না। যেহেতু যে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রাও তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছতর। তাঁহার লোভের সম্ভাবনা কোথায়?

লোভবশতঃ গুরুর বিদ্যাদানে প্রবৃত্তি না হউক, পরোপকারবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে; ইহাতে তাঁহার কোন হানির সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে বেদাদিবিদ্যা একমাত্র ধনীর লভ্য, এই বিদ্যা দরিদ্রেও লাভ করিতে পারে, অতএব অতি সুলভ হইয়া পড়ে? না, পরোপকার-বুদ্ধিতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না; তাহার কারণ এই—পরের জন্য যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে পরের উপকার হইবে, এইরূপ যদি বুঝা যায়, তবেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু পরের উপকার ত হইবেই না, প্রত্যুত নিজের অপকার হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলে আর তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। এই ব্রহ্মবিদ্যা মলিনান্তঃকরণ শিষ্যকে প্রদান করিলে শিষ্যের ত উপকার হইবেই না, পরন্তু গুরুর বিদ্যাও নষ্ট হইবে। এই বিষয়ে যাস্ক [নিরুক্তে] এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

---

* কল্পসূত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। শ্রীবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে।

"মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ।" [ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত ত্রিশতী, ১১৪]

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মাং শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽয়তায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥"

ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—তুমি আমাকে গোপনে রক্ষা করিও, তাহা হইলে আমি তোমার নিধি হইয়া থাকিব। অসূয়াপরবশ, কুটিল, অসংযতেন্দ্রিয় পুরুষের নিকট আমাকে বলিও না, অর্থাৎ এবম্ভূত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিও না। ইহাদিগকে উপদেশ না দিলে আমি বীর্য্যশালিনী হইয়া থাকিব।

"ব্রহ্মবিদ্যাতিসংখিন্না ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং জগৌ।
গোপায় মাং সদৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্॥
শেবধিস্ত্বক্ষয়স্তেঽহং ইহলোকে পরত্র চ।"

ব্রহ্মবিদ্যা অতিশয় খিন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—তুমি আমাকে সর্ব্বদাই কুলবধূর মত গোপনে রাখিবে, তাহা হইলে আমি তোমার ইহলোকে এবং পরলোকে অক্ষয় নিধি হ[illegible]কিব।

এইরূপ আরম্ভ করিয়া—

"এবমাস্থা যেষু দোষাস্তেভ্যো বর্জয় মাং সদা।
এবং হি কুর্ব্বতো নিত্যং কামধেনুরিবাস্মি তে।
বন্ধ্যান্যথা ভবিষ্যামি লতেব ফলবর্জিতা॥" *

---

* রামেশ্বর এই বচনগুলির আকরের উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সেতুবন্ধে [৩।৪] প্রথমতঃ যাস্কধৃত শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে "বিদ্যা" ও "ব্রাহ্মণং" এই দুই পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"বিদ্যা শ্রীবিদ্যা, ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম অধীতে ব্রহ্ম বেদ বা ব্রাহ্মণঃ তং প্রতি আজগাম আগত্য উবাচ। ব্রহ্মশব্দাৎ "তদধীতে তদ্বেদ" ইত্যণ্।

"ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনাদ্বিদ্যাপদেন প্রকৃতবিদ্যৈব মুখ্যতয়া উচ্যতে। এতৎপ্রতিপাদকত্বাদ্‌-বেদাদিবিদ্যা গৌণ্য উচ্যন্তে।" ব্যাখ্যার পরে বলিয়াছেন,—"উপবৃংহিতশ্চেদম্ আত্মপুরাণে,—

ব্রহ্মবিদ্যাতিসংখিন্না ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং যযৌ।
বারাঙ্গনাসমাং মাহি মা কৃথাঃ সর্ব্বসেবিতাম্॥

এই সকল দোষ যাহাদের আছে, এমন পুরুষদিগকে উপদেশ দিতে আমাকে বর্জন করিও অর্থাৎ ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিও না। নিত্য এইরূপ করিলে আমি তোমার সম্বন্ধে কামধেনুর মত হইয়া থাকিব, অর্থাৎ তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। যদি ইহার অন্যথা কর, তবে ফলবর্জিতা লতার মত বন্ধ্যা হইয়া থাকিব, অর্থাৎ তুমি আমার নিকট কোন ফলই পাইবে না। এই সকল বচনের দ্বারা অপাত্রে ব্রহ্মবিদ্যাদানে গুরুর স্ববিদ্যানাশ শ্রুত হওয়া যায়। এই অবস্থায় কেবল পরেচ্ছায় গুরু কি জন্য অপাত্রে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবেন? তাদৃশ উপদেশপাত্র দুর্লভ। অতএব সর্ব্বদর্শনের মধ্যে এই বিদ্যা গুপ্তা অর্থাৎ দুর্লভা।

বর্ত্তমান সময় গুরুগণ বণিকের মত অর্থগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বিক্রয় করিতেছেন। এই সকল গুরুর গুরুত্ব নাই, ইহাদের দ্বারা শিষ্যেরও সন্তাপ-

---

গোপায় মাং সহৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্।
শেবধিষ্ট্বক্ষয়স্তেঽহমিহ লোকে পরত্র চ॥

নিন্দা গুণবতাং তদ্বৎ সর্ব্বদার্জ্জবশূন্যতা।
ইন্দ্রিয়াধীনতা নিত্যং স্ত্রীসঙ্গশ্চাবিনীতত্তা॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা গুরৌ ভক্তিবিবর্জনম্।
এবমাদ্যা যেষু দোষাস্তেভ্যো বর্জয় মাং সদা॥
এবং হি কুর্ব্বতো নিত্যং কামধেনুরিবাস্মি তে।
বন্ধ্যান্যথা ভবিষ্যামি লতেব ফলবর্জিতা॥

ইত্যন্তেন। এবঞ্চ নাস্তিকাদিসম্বন্ধমাত্রেণ গুরোরপি বিদ্যানৈষ্ফল্যে নাস্তিকাদীনান্তু বিদ্যা-প্রাপ্তাবপি সুতরাং ফলাভাব উক্তঃ।"

রামেশ্বর দোষশ্রুতির বচন উদ্ধৃত করেন নাই, ভাস্কর তাহা করিয়াছেন। গুণবানের নিন্দা, সর্ব্বদা কুটিলতা, ইন্দ্রিয়সেবাতৎপরতা, স্ত্রীসঙ্গ, অবিনীততা, কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা গুরুর প্রতি ভক্তিবর্জন, এই সকল এবং অন্যান্য দোষ যাহার আছে, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবে না। মনু বলিয়াছেন,—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥"

ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদার্থের উপবৃংহণ করিবে। এই পুরুষ আমাকে প্রহার করিবে, ইহা মনে করিয়া বেদপুরুষ অল্পজ্ঞকে ভয় করেন। এই স্থলে যাস্কধৃত শ্রুতিতে যাহা সংক্ষেপে ছিল, আত্মপুরাণ তাহার উপবৃংহণ অর্থাৎ শ্রুতির তাৎপর্য্য বাড়াইয়া বলিয়াছেন।

হানি হয় না। এইরূপ গুরু অর্থলোলুপত্ব হেতু পতিত হয়েন। এইরূপে গুরু শিষ্য উভয়েই পতনের পন্থা পরিষ্কার করেন, মুক্তির সোপানে পদক্ষেপ করিতে পারেন না *। কুলার্ণবতন্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শিষ্যের ধনাপহারী বহু গুরু আছেন, শিষ্যের সন্তাপহারক একটি গুরুও দুর্লভ।

তত্র সর্ব্বথা মতিমান্ দীক্ষেত ।১।৩১

তাদৃশ অধিকারী শ্রীবিদ্যোপাসনার পূর্ব্বে অবশ্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

তাৎপর্য্য। "তত্র" ইহা ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তমী। "তৎ" এই প্রকৃতির অর্থ শ্রীবিদ্যোপাসনা, ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ তদব্যবহিতপূর্ব্ববৃত্তিত্বরূপ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের আশ্রয় দীক্ষাপদার্থ, দীক্ষা ভাবনার করণ, এইরূপে অন্বয় হইবে। ইহাতে 'শ্রীবিদ্যোপাসনার অব্যবহিতপূর্ব্ববৃত্তি দীক্ষার দ্বারা ইষ্ট ভাবনা কর[illegible] বিশিষ্ট বোধ হইবে। ইহার দ্বারা অপ্রাপ্ত দীক্ষার বিধান করা হই[illegible]এব ইহা উৎপত্তিবিধি। সর্ব্বথা—অবশ্য। মতিমান্—পূর্ব্বোক্ত ভূমিকায় আরূঢ়। "মতিমান্" এই পদের স্বারস্য হেতু ইহা অধিকারবিধিও হইবে। তাদৃশ ভূমিকায় আরূঢ় পুরুষেরই ইহাতে অধিকার, অন্যের অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। †

শ্রীবিদ্যার পূজায় সুরার দ্বারা বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, সেই অর্ঘ্যকে জ্যোতির্ম্ময় করিতে হয়। কল্পসূত্রের তৃতীয় খণ্ডের ৩০শ সূত্রে প্রথমতঃ জ্যোতির্ম্ময়ত্ববিধানের মন্ত্র বলিয়া পরে বলা হইয়াছে,—

---

* প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বর এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। আর এখন? এখন এই বাণিজ্যযুগে অন্যান্য বাণিজ্যের উন্নতির সহিত ব্রহ্মবিদ্যা এবং ধর্ম্মের বাণিজ্যও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণ অন্যান্য বাণিজ্যে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও এই বাণিজ্যে সকলের অগ্রণী বলিয়াই বোধ হয়।

† ইহার পরে রামেশ্বর এক বিধিতে উৎপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি, এই দুইটি বিধি কি করিয়া থাকে, বিচারপূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিয়া বিস্তৃত বিচারের দ্বারা দীক্ষাপদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

বিভৈতাভিঃ অভিমন্ত্র্য জ্যোতির্ম্ময়ং তদর্ঘ্যং বিধায়। ৩৩০

ইহার ব্যাখ্যায় রামেশ্বর বলিয়াছেন,—প্রকাশের অপর নাম জ্যোতিঃ। প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পদ হইয়াছে। [অতএব "এই সকল মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিয়া সেই অর্ঘ্যকে জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ প্রকাশ-প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট করিয়া" এইরূপ অর্থ হইবে।] মলমিশ্র জ্যোতিতে প্রকাশ-প্রাচুর্য্য সম্ভব হয় না। যেমন রাহুগ্রস্ত দিবাকরে প্রকাশপ্রাচুর্য্য সম্ভব হয় না, রাহুমুক্ত দিবাকরেই তাহা অনুভূত হয়। মলিন দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় না, পরন্তু নির্ম্মলতা সম্পাদনেই প্রতিবিম্ব সম্যক্ প্রতিফলিত হয়। সেইরূপ সুরাতে নানাবিধ মল আছে, এই জন্য জ্যোতির্ম্ময়ত্ব সম্ভব হয় না, উক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিলে নিখিল-মলরহিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইতে পারে। এই জন্যই "জ্যোতির্ম্ময়ং বিধায়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

তদ্বিন্দুভিস্ত্রিশঃ শিরসি গুরুপাদুকামিষ্ট্বা
"আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতি-
র্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি
ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি
অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা"
ইতি তদ্বিন্দুমাত্মনঃ কুণ্ডলিন্যাং
জুহুয়াৎ। ৩৩১

সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরা দ্বারা তিনবার স্বীয় মস্তকে গুরুপাদুকার পূজা করিয়া অর্থাৎ গুরুপাদুকার উদ্দেশে তিনবার সুরা প্রদান করিয়া "আর্দ্রং জ্বলতি" ইত্যাদি "স্বাহা" ইত্যন্ত মন্ত্রের দ্বারা সেই গুরুপাদুকাযাগাবশিষ্ট সুরা নিজের কুণ্ডলিনী শক্তিতে আহুতি প্রদান করিবে।

তাৎপর্য্য। এই সূত্রে বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থ সুরাদ্বারা করণীয় কৃত্য বলা হইতেছে। [এই স্থলে বিন্দুশব্দের অর্থ সুরা] মস্তকে দ্বাদশান্তস্থানে গুরু-পাদুকার উদ্দেশে সুরা প্রদান করিবে। "তদ্বিন্দুং" ইহার দ্বারা গুরুপাদুকা-যাগশেষ সুরা গৃহীত হইয়াছে। সেই সুরা দ্বারা নিজের কুণ্ডলিনী

অর্থাৎ চিদ্বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।* "জুহুয়াৎ" এই পদের দ্বারা "হোমবুদ্ধিতেই পান করিবে, পানবুদ্ধিতে পান করিবে না," ইহাই সূচিত হইয়াছে। "বিন্দুং" এই পদের দ্বারা হোমদ্রব্যের অল্পত্ব অর্থাৎ হোমবুদ্ধিতে অল্প সুরা পান করিবে, ইহা সূচিত হইয়াছে। "বিন্দুং" এই দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রতিপত্তিরূপ সংস্কার সূচিত হইয়াছে, অতএব "গুরুপাদুকায়ৈ দত্তশেষং হোমেন সংস্কুর্য্যাৎ" এইরূপ অর্থ হইবে। এই হেতু শেষাভাবে হোম করিবে না।

সকল শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে সুরাপান পঞ্চ মহাপাতকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় তন্ত্রোক্ত সুরাসেবন কিরূপে মুক্তির উপায় হইতে পারে? বিশেষতঃ যে সকল তন্ত্রে সুরাপান বিহিত হইয়াছে, সেই সকল তন্ত্রেই সুরাপানের নিষেধও বহুল পরিমাণে উপলব্ধ হয়। যথা কুলার্ণবে,—

"সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ স্নানমানাভ্যুপবসেচ্ছিবে।
ঊর্দ্ধং নাভেস্ত্রিরাত্রং স্যান্মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দগ্ধঃ ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মদ্যপানজদোষস্য প্রায়শ্চিত্তমিতীরিতম্।"

ইহাতে সুরার দর্শন, আঘ্রাণ এবং স্পর্শনেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। ইচ্ছাকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত প্রজ্বলিত সুরাপানে প্রাণত্যাগ।† ত্রিপুরার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—

* ইহার দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরার পান বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সুরা পান করিতে হইবে। এই পীত সুরা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীরূপ চিদ্‌বহ্নিতে আহুত হইতেছে, ইহাই "কুণ্ডলিন্যাং জুহুয়াৎ" ইহার তাৎপর্য্য।

† স্মৃতিশাস্ত্রেও সুরাপানের প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। যথা,—

"সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥"

যে সুরা পান করিলে দেহনাশ প্রায়শ্চিত্ত, সেই সুরা পান করিয়া দেহরক্ষা করা যাইতে পারে না, অতএব ব্রাহ্মণের পক্ষে ঔষধার্থেও সুরা পান নিষিদ্ধ।

"কামান্মোহাদ্‌যদি সুরাং পিবেৎ সকৃদপি দ্বিজঃ।
বিদ্বানপি চ সন্ত্যাজ্যঃ তন্ত্রজ্ঞৈরবিচারিতম্‌॥"

ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা মোহবশতঃ একবারও যদি সুরাপান করে, তবে সে বিদ্বান্‌ হইলেও তন্ত্রজ্ঞকর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য। দেবীযামলেও উক্ত হইয়াছে,—

"আঘ্রাণং দর্শনঞ্চৈব সুরায়াঃ সন্ত্যজেদ্‌বুধঃ।"

পণ্ডিত সুরার আঘ্রাণ এবং দর্শনও পরিত্যাগ করিবেন। দর্শনও পরিত্যাগ করিবে, পানত্যাগে আর কথা কি? এইরূপ অন্য অন্য তন্ত্রেও বহু বচন আছে, গ্রন্থবিস্তরভয়ে তাহা লিখিত হইল না। অতএব সুরাপানবিধায়ক তন্ত্র-শাস্ত্র অশ্রদ্ধেয়।

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সুরাপাননিবর্ত্তক বচনসমূহ রাগপ্রাপ্ত সুরাপান-বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল বচনের দ্বারা আসক্তিপূর্ব্বক সুরাপান করিবে না, ইহাই বিহিত হইয়াছে; যজ্ঞার্থ সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। অন্যথা "ন ব্রাহ্মণং হন্যাৎ" এই নিষেধের দ্বারা "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভতে" এই শ্রুতির অপ্র[illegible] হয়। এই বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়া[illegible] যথা—"যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াঃ" ইত্যাদি।* যজ্ঞে সুরাপান বিহিত হইয়াছে, এই জন্য পান করিতে হইবে, যজ্ঞ সম্পাদনই ইহার উদ্দেশ্য, ইচ্ছাপূরণ নহে; কামকৃত পানের উদ্দেশ্য ইচ্ছাপূরণ, যজ্ঞ সম্পাদন নহে, অতএব উভয়ের একার্থতা নাই। এই হেতু নিষেধবিধির দ্বারা ইচ্ছাপূরণার্থ পানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, যজ্ঞার্থ পান নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অভিপ্রায় সূচনা করিবার জন্যই উক্ত ত্রিপুরার্ণবের বচনে "কামাৎ" এবং কুলার্ণবের বচনে "কামকৃতে" এই পদদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথাই তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"দোষোঽন্যত্র বরারোহে যজ্ঞে দোষো ন বিদ্যতে।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞেষু বাজিহত্যা তথা ভবেৎ॥"

দোষ অন্যত্র, যজ্ঞে দোষ হয় না। যেমন অশ্বমেধাদিযজ্ঞে অশ্বের হিংসায় দোষ হয় না। এই সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত অর্থ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

নৃসিংহাচার্য্য তারাভক্তিসুধার্ণবে ভাবশোধনপ্রকরণে "এবঞ্চ বীরস্যাপি

* ১৪৫ পৃঃ পাদটীকায় এই শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণস্য ক্ষীরমেব, অন্যস্য তদপি ন' এই কথা বলিয়া, পরে স্থলান্তরে উক্ত বিষয় দৃঢ় করিবার জন্য বহু বিচারের অবতারণা করিয়াছেন।* নৃসিংহাচার্য্যের উক্তি এই,—

"[কুলার্ণবে]—

"বীক্ষণ-প্রোক্ষণ-ধ্যান-মন্ত্র-মুদ্রাবিভূষিতম্।
দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্যাদ্দেবতাপ্রীতিকারকম্॥"

দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বীক্ষণ, মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা প্রোক্ষণ, অমৃতরূপে ধ্যান, মূলমন্ত্রজপ, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, এই সকল ক্রিয়ার দ্বাবা শোধিত তর্পণযোগ্য দ্রব্য অর্থাৎ সুরা দেবতার প্রীতিকারক। তর্পণ শব্দের অর্থ পান। ইহা ব্রাহ্মণের ইতর বিষয়ে বুঝিতে হইবে, যেহেতু—ব্রাহ্মণের সুরাপান নিষিদ্ধ। ইহাতে আপত্তি এই—কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণৈস্তু সদা পেয়ং ক্ষত্রিয়ৈস্তু রণাগমে।
বৈশ্যৈর্ধনপ্রয়োগে চ শূদ্রৈর্নৈব কদাচন

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধসময়ে, এবং বৈশ্য ধনপ্রয়োগকালে সু[illegible] করিবে, শূদ্র কখনই পান করিবে না। সময়াচারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেৎ সুরাম্।"

সৌত্রামণী যাগ এবং কুলাচারে ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে। যামলে উক্ত হইয়াছে,—

"সত্যে ক্রমাচ্চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্য-মধু-পিষ্টজৈঃ।
ত্রেতায়াং পূজিতা দেবী ঘৃতেন সর্ব্বজাতিভিঃ॥
মধুভিঃ সর্ব্ববর্ণৈস্তু পূজিতা দ্বাপরে যুগে।
পূজনীয়া কলৌ দেবী কেবলৈরাসবৈঃ শুভৈঃ॥"

সত্যযুগে ব্রাহ্মণ দুগ্ধদ্বারা, ক্ষত্রিয় ঘৃতদ্বারা, বৈশ্য মধুদ্বারা ও শূদ্র পিষ্টজ অর্থাৎ সুরার দ্বারা; ত্রেতাযুগে সকলেই ঘৃতদ্বারা এবং দ্বাপরে সকলেই মধুদ্বারা

---

* তারাভক্তিসুধার্ণব চতুর্থ তরঙ্গ ভাবপ্রকরণে "এবঞ্চ বীরস্যাপি" ইত্যাদি বাক্য এবং পঞ্চম তরঙ্গে নিত্যপূজাপ্রকরণে "বীক্ষণ প্রোক্ষণ" ইত্যাদি বচন হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধৃত সমগ্র বাক্য উক্ত হইয়াছে। তারাভক্তিসুধার্ণব তারাবিষয়ক বৃহৎ নিবন্ধ। মৈথিল পণ্ডিত নৃসিংহ ঠক্কুর ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, আমার নিকট হস্তলিখিত পুথি আছে।

দেবীর পূজা করিয়াছেন। কলিযুগে সকলের পক্ষেই সুরার দ্বারা দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে।

এই সকল বচনে কুলাচারে ব্রাহ্মণের সুরাপান বিহিত হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণের সুরাপানে অধিকার নাই, এই কথা কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে। লঘুস্তবে উক্ত হইয়াছে,—

"বিপ্রাঃ ক্ষৌণীভুজো বিশস্তদিতরে ক্ষীরাজ্য-মধ্বাসবৈঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও সুরার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"বর্ণানুক্রমভেদেন দ্রব্যভেদা ভবন্তি বৈ।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদে দ্রব্যের ভেদ হইবে। তথায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্।"

ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিকদ্রব্যের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। মহাকালসংহিতায় সুরার ভেদ বলিয়া, পরে বলা হইয়াছে,—

"এবং দদ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽপি পৈষ্টীন্তু ন কদাচন।
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু॥
রাজন্য-বৈশ্যয়োর্দানং ন দ্বিজস্য কদাচন।
এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

ক্ষত্রিয়ের সুরাদান করিতে হইলে পৈষ্টী সুরা প্রদান করিবে না, সুরার পরিবর্ত্তে কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক প্রদান করিবে। এইরূপ বৈশ্য সুরার পরিবর্ত্তে তাম্রপাত্রে গব্য অথবা মধু প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণের এইরূপ দান বিহিত নয়, ব্রাহ্মণ এইরূপ দান করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবে। ভৈরবীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা ঘৃতেন নৃপবংশজৈঃ।
মাক্ষিকৈর্বৈশ্যবর্ণৈস্তু আসবৈঃ শূদ্রজাতিভিঃ॥"

ব্রাহ্মণ দুগ্ধের দ্বারা, ক্ষত্রিয় ঘৃতের দ্বারা, বৈশ্য মধুর দ্বারা এবং শূদ্র সুরার দ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে। কুলচূড়ামণি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"যত্রাবশ্যং বিনির্দ্দিষ্টং মদিরাদানপূজনম্।
ব্রাহ্মণস্তাম্রপাত্রে তু মধু মদ্যং প্রকল্পয়েৎ॥"

যেখানে সুরাদানপূর্ব্বক পূজা অবশ্য বিহিত হইয়াছে, তথায় ব্রাহ্মণ তাম্র-পাত্রস্থ মধুকে সুরা কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা পূজা করিবে। হংসমাহেশ্বর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।
স্বগাত্ররুধিরং দত্ত্বা স্বাত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ॥"

ব্রাহ্মণ সুরাদান করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত এবং স্বগাত্ররুধির দান করিলে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।

গৃহ্যপরিশিষ্টে কলিধর্ম্মপ্রকরণে হরিনাথোপাধ্যায় কলিযুগে সৌত্রামণী যাগে সুরাপান নিষেধ বলিয়াছেন। এই সকল প্রমাণবলে "ব্রাহ্মণৈস্তু সদা পেয়া" এই কুলার্ণববচনের "ব্রাহ্মণৈস্তু সদা অপেয়া" এইরূপ অকার-প্রশ্লেষ করিয়া অর্থ করিতে হইবে,—"ব্রাহ্মণ কথনই সুরাপান করিবে না। মাতালের যুদ্ধ করা অসম্ভব, অতএব ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে সুরাপান করিবে না। মাতাল অবস্থায় ধনপ্রয়োগ করিলে কুড়ি টাকা দেওয়ার স্থলে একশত টাকা দিয়া ফেলিতে পারে, অতএব বৈশ্য ধনপ্রয়োগকালে সুরাপান [illegible]। শূদ্রের পক্ষে কথনও অপেয় নয়, অর্থাৎ সর্ব্বদাই পান করিবে।" এইরূপ যামলবচনের "পূজনীয়া কলৌ দেবি কেবলৈরাসবৈঃ" এই স্থলে অনুষজ্যমান "সর্ব্ববর্ণ" শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বুঝিতে হইবে।

"ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতমাজ্যং বল্কলসম্ভবম্।
মধু পুষ্পরসোদ্ভূতমাসবং তণ্ডুলোদ্ভবম্॥

ভৈরবীতন্ত্রের এই বচনে—বৃক্ষসমুদ্ভূত সুরার নাম ক্ষীর, বল্কলসম্ভূত সুরার নাম আজ্য, পুষ্পরসজাত সুরার নাম মধু, এবং তণ্ডুলজাত সুরার নাম আসব. এইরূপ পরিভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভৈরবীতন্ত্রের "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই বচনে উক্ত ক্ষীর পদের দ্বারা এইরূপ পরিভাষিত ক্ষীরনামক সুরা গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ব্রাহ্মণের অধিকার আছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই—যে স্থলে সুরার দ্বারা তর্পণাদির বিধান আছে, সেই স্থলে ব্রাহ্মণ দুগ্ধের দ্বারা তর্পণাদি করিবে। কিরূপ সুরার অনুকল্প দুগ্ধ হইবে? এই আকাঙ্ক্ষায় ভৈরবীতন্ত্রের বচনে বলা হইয়াছে—দুগ্ধকে বৃক্ষসমুদ্ভূত অর্থাৎ মৈরেয় সুরারূপে কল্পনা করিবে। আজ্য এবং মধু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে

হইবে। বচনের অর্থ এইরূপ না হইয়া "বৃক্ষসমুদ্ভূত সুরার নাম ক্ষীর" এইরূপ অর্থ হইলে—

"অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।"

উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয়ের উল্লেখ করা যায় না, এই ন্যায় অনুসারে "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" এইরূপ প্রয়োগ না হইয়া "বৃক্ষসমুদ্ভূতং ক্ষীরং" এইরূপ বিপরীত প্রয়োগ হইত। তণ্ডুলোদ্ভব শব্দের অর্থ ওদন অর্থাৎ অন্ন; শূদ্র অন্নের স্থানে আসব প্রদান করিবে, পৃথক্ অন্ন প্রদান করিবে না, ব্রাহ্মণাদিও আসব প্রদান করিবে না। শূদ্রের অন্নদান নিষেধ সম্বন্ধে—

"আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।"

শূদ্রের পক্ষে আমান্নই পক্বান্ন, পক্বান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য। এইরূপ স্মৃতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণের সুরাপানবিষয়েই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। তন্ত্রে শুক্রশাপোদ্ধারের উপায় বিহিত হইয়াছে। সুরা ব্রাহ্মণের অপেয় হই[illegible]পোদ্ধারের প্রয়োজন কি? শূদ্রের প্রতি তিনি শাপ প্রদান করেন [illegible] ইহার উত্তর এই—শূদ্রের সর্ব্বদাই সুরাপানে অধিকার আছে, ইহা [illegible]প্রসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে শুক্রশাপোদ্ধারের অদৃষ্টার্থতা আছে। বিশেষতঃ শুক্রশাপ-বিমোচন দেখিয়া ব্রাহ্মণের সুরাদান কল্পনা করিতে হইবে, এই অনুমান অপেক্ষা "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে" এই শ্রৌত নিষেধবিধি বলবান্।"

নৃসিংহ পণ্ডিত এই পর্য্যন্ত বিচার করিয়া "সুরাদান ব্রাহ্মণেতরপর" নিজের এই উক্তি দৃঢ় করিয়াছেন।

তাঁহার এই উক্তি অতীব মন্দ। তিনি নিজের উক্তির সাধকরূপে "দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেন" ইত্যাদি জ্ঞানার্ণববচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে এই বচনের মূল পরিশোধিত হয় নাই। ব্রীহি প্রভৃতির মত সাত্ত্বিক দ্রব্য নামে লোকপ্রসিদ্ধ কোন বস্তু নাই। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের স্বরূপ জানিবার জন্য যেমন ব্যাকরণ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্য কি? এই আকাঙ্ক্ষায় সাত্ত্বিক পদের শক্তি জানিবার জন্য শাস্ত্রের শরণ লইতে হইবে। ত্রিপুরার্ণব তন্ত্রে সেই শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধং দ্রব্যমীরিতম্।
ঐক্ষব-ক্ষৌদ্রজাতাভ্যা গৌড়ী স্যাৎ সাত্ত্বিকা স্মৃতা॥

মধূককুসুম-দ্রাক্ষা-তালবৃক্ষাদিসম্ভবা।
মাধ্বীতি কীর্ত্তিতা তজ্জৈ রাজসী সা ভবেচ্ছিবে॥
পিষ্টতণ্ডুলজাতা যা তামসী পৈষ্টিকী স্মৃতা।
সাত্ত্বিকী ব্রাহ্মণে খ্যাতা রাজসী নৃপ-বৈশ্যয়োঃ॥"

গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী, এই ত্রিবিধ দ্রব্য অর্থাৎ সুরা কথিত হইয়াছে। ইক্ষুজাত গুড় এবং মধু হইতে উৎপন্ন সুরার নাম গৌড়ী, ইহা সাত্ত্বিক দ্রব্য। মধুক পুষ্প [মউয়া ফুল], দ্রাক্ষা এবং তাল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন সুরার নাম মাধ্বী, ইহা রাজস দ্রব্য। পিঠা এবং চাউল হইতে উৎপন্ন সুরার নাম পৈষ্টী, ইহা তামস দ্রব্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে সাত্ত্বিকী গৌড়ী এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে রাজসী মাধ্বী বিহিত।

এইরূপ শাস্ত্র বর্ত্তমানে "ব্রাহ্মণেতরপর" এই উক্তি অজ্ঞানমূলক, ইহা নিশ্চয়রূপে প্রতীত হয়। মহাকালসংহিতার "এবং দদ্যাৎ ক্ষত্রিয়োঽপি" ইত্যাদি বচনের অর্থ এইরূপ—ক্ষত্রিয় পৈষ্টী সুরা প্রদান করিবে না, [যেহেতু—পৈষ্টী শূদ্রের বিহিত, ক্ষত্রিয়ের বিহিত নয়]। মুখ্য দ্রব্যের [illegible] ও বৈশ্য কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক অথবা তাম্রপাত্রে গব্য বা [illegible] প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ মুখ্যের অভাবে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে না, করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবে।

এই অবস্থায় এই জ্ঞানার্ণববচন বাদীর মতের সাধক হয় কিরূপে? যদি বল, ক্ষত্রিয়াদিকর্ত্তৃক প্রয়োগে মুখ্যের অভাবে কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেলোদকাদি বিহিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই এই সকল দ্রব্যে ব্রাহ্মণের নিবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া গেল, ব্রাহ্মণের নিবৃত্তির জন্য ভিন্নরূপে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, অতএব এই নিষেধবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণের সুরাদানই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ক্ষত্রিয়বৈশ্যকর্ত্তৃক প্রয়োগে মুখ্যের অভাবে প্রতিনিধির নিয়ম করায় তাহাদের সম্বন্ধে দ্রব্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রয়োগে মুখ্যের অভাবে দ্রব্যাকাঙ্ক্ষা রহিয়া গেল। অতএব ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেলোদকাদিরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারে। তাহার নিবৃত্তির জন্যই এই নিষেধবাক্যের প্রবৃত্তি। কাজেই এই বচন বাদীর মতের সাধক কিছুতেই হইতে পারে না।

নৃসিংহাচার্য্য নিজমতের সাধকরূপে "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" ইত্যাদি

ভৈরবীতন্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাও বালপ্রতারণামাত্র। যেহেতু ভৈরবীতন্ত্রে এই বচনের সমীপেই "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" ইত্যাদি বচনের দ্বারা ক্ষীরপদের অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। তিনি এই বচনের যে অর্থ করিয়াছেন—বৃক্ষসমুদ্ভূত সুরার দ্বারা যেরূপ তর্পণ করা হয়, ক্ষীরের দ্বারা সেইরূপ তর্পণ করিবে। এই অর্থ নিতান্ত অশুদ্ধ। বৃক্ষসমুদ্ভূতাদি পদত্রয়ের অর্থ কি? দ্রব্যসামান্যরূপ অর্থ, না দ্রব্যবিশেষরূপ অর্থ? সামান্য অর্থ গ্রহণ করিলে বৃক্ষজাত সমুদয় দ্রব্যকেই বুঝাইবে, কেবল বৃক্ষজাত সুরাকে বুঝাইবে না, অথচ এই স্থলে বৃক্ষসমুদ্ভূত শব্দ যোগরূঢ় এবং বৃক্ষজাত সুরা অর্থে প্রসিদ্ধ। সামান্যার্থ গ্রহণ করিলে এই প্রসিদ্ধ শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ বল্কল এবং পুষ্পও বৃক্ষজাত দ্রব্য, অতএব বৃক্ষসমুদ্ভূত পদের দ্বারাই আজ্য ও মধুর বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অবস্থায় একার্থক বল্কলসম্ভব ও পুষ্পরসোদ্ভূত পদদ্বয়ের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। বৃক্ষসমুদ্ভূতাদিপদ দ্রব্যবিশেষের বাচক, এইরূপ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে দ্রব্যবিশেষের কার্য্য ক্ষী[illegible] হইয়াছে, এইরূপ অর্থ হইবে। সেই বিহিত কার্য্যটি কি? দৃষ্ট [illegible] অদৃষ্টসাধন শাস্ত্রীয় কার্য্য? দৃষ্ট কার্য্য হইলে বিধানের প্রয়োজন হয় না, লোকব্যবহারেই জানা যাইতে পারে। অদৃষ্টসাধন শাস্ত্রীয় কার্য্যরূপ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে বৃক্ষসমুদ্ভূত সুরার দ্বারা করণীয় অদৃষ্টসাধন শাস্ত্রবিহিত তর্পণ ক্ষীরের দ্বারা করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ হইবে। এইরূপ অর্থ হইলে "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" ইহার দ্বারাই বৃক্ষসমুদ্ভূত কার্য্য তর্পণ ক্ষীরের দ্বারা করিবার বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এইরূপ পৃথক্ বিধানের কোন প্রয়োজন হয় না, অতএব "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আমার মতে—"ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই স্থলে ক্ষীরশব্দ দুগ্ধরূপ প্রসিদ্ধার্থের বাচক, না কোন বিশেষার্থের বাচক? এই আকাঙ্ক্ষায় "ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতং" এই বাক্যের দ্বারা বৃক্ষসমুদ্ভূতসুরারূপ বিশেষার্থ বিহিত হইয়াছে। ইহাতে কোন বাক্যের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয় না, অন্য কোন অনুপপত্তির গন্ধও থাকে না।

যিনি "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই স্থলে দুগ্ধ অর্থে অত্যন্তরূঢ় ক্ষীরপদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনিই আবার রূঢ়িশক্তি পরিত্যাগের জন্য "ক্ষীরং বৃক্ষ-

সমুদ্ভূতং" এইরূপ ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন ; এইরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না ; এই আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু কাশীখণ্ডে—

"অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব তথা সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
আসন্নমৃত্যুর্নো পশ্যেৎ"

মৃত্যু আসন্ন হইলে অরুন্ধতী, ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিতে পায় না। এই কথা বলিয়া পরে "অরুন্ধতীং নাসিকাগ্রং" নাসিকার অগ্রভাগের নাম 'অরুন্ধতী' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অরুন্ধতী প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যান্তর কথিত হইয়াছে। এইরূপ শত শত প্রয়োগ প্রদর্শন করা যাইতে পারে. প্রয়োজনাভাবহেতু অধিক লিখিত হইল না।

এই বচনের চতুর্থ চরণে "আসবং তণ্ডুলোদ্ভবং" এই স্থলে তণ্ডুলোদ্ভবশব্দ পিষ্টকোদ্ভব সুরার উপলক্ষক। যেহেতু—

"ক্ষীরমাজ্যং মধু তথা হ্যাসবঞ্চ মহেশ্বরি।
বৃক্ষ-ত্বক্-পুষ্প-পিষ্টোত্থং ক্রমাজ্জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ॥"

বৃক্ষজাত সুরার নাম ক্ষীর, বল্কলসম্ভূত সুরার নাম আজ্য, [illegible] সুরার নাম মধু এবং পিষ্টকসঞ্জাত সুরার নাম আসব। বৃহদ্বামকেশ্বর[illegible] এই বচনে পৈষ্টী সুরা অর্থে আসব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নৃসিংহাচার্য্য— 'ক্ষীরপদ বৃক্ষসমুদ্ভূত সুরা অর্থে প্রযুক্ত হইলে বিপরীত প্রয়োগ হইত' এইরূপ আপত্তি করিয়া, তাহার সাধকরূপে "অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বৃহদ্বামকেশ্বরবচনের দ্বারা তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ পরাহত হইল। এই স্থলে অর্থবিশেষের তাৎপর্য্যগ্রাহকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবের গন্ধও নাই।

পরপ্রীতির জন্য অশাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব অর্থাৎ বৃক্ষসমুদ্ভূতের উদ্দেশ্যত্ব এবং ক্ষীরের বিধেয়ত্ব স্বীকার করিলেও বাদীর আপত্তি যুক্তিসহ হয় না। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে "দধ্না জুহোতি", "যে যজমানাস্ত ঋত্বিজঃ", "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূমিকামঃ" ইত্যাদি স্থলে শত শত ব্যভিচার দেখা যায়। তবে "অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু" এই প্রামাণিক উক্তির কিরূপে সঙ্গতি হয়? ইহার উত্তর এই—বাধা না থাকিলে প্রায়ই প্রথম উদ্দেশ্যের নির্দ্দেশ করা হয়, ইহাই এই প্রামাণিক উক্তির অভিপ্রায়। এই স্থলে "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই বাক্যের ব্যর্থতাই বাধক, অর্থাৎ ক্ষীরকে উদ্দেশ করিয়া বৃক্ষসমুদ্ভূতত্বের বিধান

করিলে "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই কথা বলিবার আর কোন প্রয়োজন হয় না। এই জন্য ক্ষীরপদ উদ্দেশ্য না হইয়া বিধেয় হইয়াছে। এই কথা নৃসিংহাচার্য্যের অজ্ঞাত রহিল কেন?

এইরূপ "আসবং তণ্ডুলোদ্ভবং" এই বাক্যে তণ্ডুলোদ্ভব শব্দের অন্ন অর্থ করত তাহার সাধকরূপে "আমং শূদ্রস্য পক্কান্নম্" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি বালকের নিকটও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তিনি সাধকরূপে লঘুস্তব-রত্নের যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও পারিভাষিক ক্ষীরাদিই গৃহীত হইয়াছে, অতএব ইহাও তাঁহার সাধক হইতে পারে না।

নৃসিংহ শুক্রশাপবিমোচনরূপ হেতু অপেক্ষা "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা" ইত্যাদি শ্রৌতবিধির প্রাবল্য বলিয়াছেন, ইহাও অতি তুচ্ছ। "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে" এই বচনে নিষেধবিধির জ্ঞান হইতে পারে, এইরূপ প্রত্যক্ষ নঞ্‌শ্রুতি নাই, পরন্তু মদিরাদানের নিন্দাদ্বারা নিষেধবিধির কল্পনা করিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি এই বচনকে শ্রৌতনিষেধবিধি বলিতে [illegible] মাত্রে কি উত্তর করিতে পারেন, তাহা আমরা জানি না। এইরূপ [illegible]শাপবিমোচনের সহিত "সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেৎ সুরাম্" এই প্রত্যক্ষবিধিরূপ বচনী উদ্ধৃত করিয়া 'এই বচনের কি গতি হইবে' তাহার কল্পনা না করিয়া, কেবল মুখে "ব্রাহ্মণেতরপরম্" এই প্রতিজ্ঞামাত্রের দ্বারা অন্যের মোহ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে তান্ত্রিকসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

এই সকল বচনের ব্যবস্থা এই—"দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেন" ইহার ব্যাখ্যায় "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" ইহার, এবং লঘুস্তব ও মহাকালসংহিতাবচনের ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছি। "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই ভৈরবীতন্ত্রবচনে "ক্রমেণ ব্রাহ্মণাদ্যৈস্তু ক্ষীরাজ্যমাক্ষিকাসবৈঃ" এই বৃহদ্বাজকেশ্বরতন্ত্রবচনে * এবং লঘুস্তববচনে যাহা সামান্যরূপে উক্ত হইয়াছিল, "সত্যে ক্রমাচ্চতুর্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্য-মধু-পিষ্টজৈঃ" এই যামলবচনে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। ভৈরবীতন্ত্র প্রভৃতিতে ক্ষীরাদির অবিশেষে সর্ব্বদা প্রাপ্তি ছিল, যামলবচনে কালবিশেষে ও কর্ত্তৃবিশেষে ক্ষীরাদিদ্রব্যবিশেষের ব্যবস্থা করিয়া তাহার সঙ্কোচ করা হইয়াছে। "দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্" এই

* এই বচন পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই।

জ্ঞানার্ণববচনে সাত্ত্বিক দ্রব্য, এবং "ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা" এই ভৈরবীতন্ত্রবচনে ক্ষীর, ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে; গুড় এবং মধু হইতে উৎপন্ন গৌড়ী সাত্ত্বিক দ্রব্য এবং বৃক্ষজাত সুরার নাম ক্ষীর, অতএব যামলবচনের দ্বারা ইহার সঙ্কোচ সম্ভব হয় না। অতএব যুগচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক প্রয়োগে ক্ষীর ও সাত্ত্বিক দ্রব্যের বিকল্পে প্রাপ্তি হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সম্বন্ধে "রাজসী নৃপবৈশ্যয়োঃ" এই বচনের দ্বারা রাজসী সুরার বিধান করা হইয়াছে, ত্রিপুরার্ণববচনে মউয়াফুল, দ্রাক্ষা এবং তালবৃক্ষাদি-সম্ভূত সুরাকে রাজসী বলা হইয়াছে, অতএব সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের দ্রাক্ষাদিসম্ভূত রাজসী সুরা এবং যামল-বচন অনুসারে বল্কলজাত আজ্য নামক সুরা উভয়েরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া উভয়ের বিকল্প হইবে। বচনদ্বয়েই শূদ্রের একরূপ বিধান আছে, অতএব তাহার বিকল্প হইবে না। এইরূপ ত্রেতাদিযুগেও যথাযথ উহনীয়। কলিযুগে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে জ্ঞানার্ণব ও ত্রিপুরার্ণববচনের দ্বারা গুড় ও মধুজাত গৌড়ীনামক সাত্ত্বিকী সুরা এবং "পূজনীয়া কলৌ সর্ব্ববর্ণৈঃ কেবলমাসবৈঃ"* এই যামল-বচনের দ্বারা আসবের প্রাপ্তি হয়। অতএব ব্রাহ্মণের কলিযুগে গৌ[illegible]ব এই উভয়ের বিকল্প। এই স্থলে –

> "কৃতে তু শূদ্রৈঃ সম্পূজ্যা প্রত্যক্ষৈরাসবৈঃ প্রিয়ে।
> ত্রেতায়াং বৈশ্য-শূদ্রাভ্যাং নৃপাদ্যৈর্দ্বাপরে যুগে।
> কলৌ যুগে মহাদেবি ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ প্রপূজিতা॥"

সত্যযুগে শূদ্রজাতি, ত্রেতায় বৈশ্য ও শূদ্র, দ্বাপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই প্রত্যক্ষ আসবের দ্বারা পূজা করিবে। এই রহস্যার্ণববচনের উপস্থিতি হইলে সত্যেতরবচন সকলের দ্বারা সকল বর্ণের সম্বন্ধেই দ্রব্যেতরবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায, রহস্যার্ণববচনের দ্বারা সত্যযুগে শূদ্রাতিরিক্ত বিষয়ে পরিসংখ্যাবিধিরও প্রাপ্তি হয় †। তাহা হইলে সত্যযুগে বর্ণত্রয়ের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আসবের বিকল্প হয়।

অথবা রহস্যার্ণববচনে সত্যযুগে শূদ্রকর্ত্তৃক প্রয়োগে যে প্রত্যক্ষ আসবের

* পূর্ব্বে "পূজনীয়া কলৌ দেবী কেবলৈরাসবৈঃ শুভৈঃ" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

† ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ইচ্ছা করিলে আসব গ্রহণ করিতে পারেন, ইচ্ছা না করিলে গ্রহণ নাও করিতে পারেন। ইহার নাম পরিসংখ্যাবিধি। শূদ্রের গ্রহণ করিতেই হইবে, অতএব তাহার পক্ষে পরিসংখ্যা নহে।

বিধান করা হইয়াছে, তাহা [ভৈরবীতন্ত্রোক্ত] তণ্ডুলোদ্ভব আসব*। তাহা হইলে শূদ্রের তন্ত্রান্তরোক্ত আসবপ্রাপ্তিতে ব্যর্থতাভয়ে পরিসংখ্যা কল্পনা করিতে হয় না। তাহা হইলে সত্যযুগে ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক প্রয়োগে "কোন্ দ্রব্য গ্রহণ করিবে?" এই আকাঙ্ক্ষায় অন্য তন্ত্রোক্ত ক্ষীর প্রভৃতি দ্রব্য গ্রাহ্য, বিকল্প নয়। এইরূপ ত্রেতাযুগে রহস্যার্ণববচনে শূদ্র ও বৈশ্যের আসবের বিধান এবং যামলবচনে ঘৃতের প্রাপ্তি। এই স্থলে বিকল্প হইবে। এইরূপ রহস্যার্ণব ও যামলবচন অনুসারে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের আসব ও মধু, এই উভয়ের বিকল্প হইবে। কলিযুগে উভয় বচনেরই একরূপতা, অতএব বিরোধ নাই। এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত, পরিসংখ্যাপক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে। এই প্রকার "যত্রাবশ্যং বিনির্দ্দিষ্টং" ইত্যাদি কুলচূড়ামণিবচনে "মুখ্যাভাবে" এই কথা যোগ করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ইহাতে কুলচূড়ামণিবচনের অর্থ হইবে—যে স্থানে সুরাদ্বারা অবশ্যই পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে ব্রাহ্মণ মুখ্যদ্রব্যের অভাবে তাম্রপাত্রে মধু রাখিয়া, তাহাকে সুরা কল্পনা করত পূজা করিবেন। ইহাতে "তাম্রে গব্যং [illegible] রাজন্যবৈশ্যয়োর্দানং ন দ্বিজস্য কদাচন।" এই মহাকালসংহিতা-বচ[illegible]তে বিরোধ হয়। এই স্থলে পরমতেও তুল্যবলত্বহেতু বিকল্প অনিবার্য্য।

নৃসিংহ তাঁহার সাধকরূপে "ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে" এই হংসপারমেশ্বরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচন যদি ক্ষত্রিয়াদির কুলদ্রব্যবিধানের সমীপে উক্ত হইয়া থাকে, তবে ইহা বিধিশেষ অর্থবাদ, যদি সমীপে উক্ত না হইয়া থাকে, তবে ইহা অজিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণবিষয়ে বুঝিতে হইবে†। অজিতেন্দ্রিয়ের সুরাদাননিষেধ অগ্রে বলা যাইবে। "ব্রাহ্মণৈস্তু সদাঽপেয়ম্" কুলার্ণববচনে অকার প্রশ্লেষ করিয়া ব্রাহ্মণের যে সুরাপান নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা পুরুষার্থপর অর্থাৎ পুরুষের কামকৃতপানবিষয়ক, ইহা বাদীর অভিপ্রায়। যেহেতু তিনি সুরাপাননিষেধের হেতুরূপে যুদ্ধকালে বিকল হইলে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা অসম্ভব, ইত্যাদি বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন। এই অর্থ আমাদেরও ইষ্ট। যেহেতু যাগার্থ ভিন্ন কামকৃত সুরাপান ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ, এই কথা আমরাও বলি। হরিনাথ যে কলিযুগে সৌত্রামণীযাগে

* আসব শব্দে সুরামাত্রকেও বুঝায়, আবার তণ্ডুলোদ্ভব বিশিষ্ট সুরাকেও বুঝায়।

† ইহাতে বুঝা যাইতেছে—রামেশ্বর হংসপারমেশ্বরতন্ত্র দেখিতে পান নাই।

সুরাপান নিষেধ বলিয়াছেন, ইহাও আমাদের অনুমত। কিন্তু সৌত্রামণীযাগে সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া কুলাচারেও নিষিদ্ধ হয় নাই। কৈমুতিকন্যায়ে কুলাচারেও নিষেধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাও বলা যায় না; যেহেতু কলিযুগে সৌত্রামণীযাগে সুরাগ্রহণের নিষেধই হরিনাথের উদ্দেশ্য, কুলাচারে নহে; অতএব এই স্থলে কৈমুতিকন্যায়ের অবতারণায় অতিপ্রসঙ্গ হয় [যশ্চ হরিনাথোক্তঃ সৌত্রামণ্যাং কলৌ সুরাগ্রহনিষেধঃ সোঽপ্যস্মাকমনুমতঃ। ন তাবতা কুলাচারেঽপি নিষেধঃ সম্ভবতি। কলিযুগসম্বন্ধিসৌত্রামণিগ্রহত্বং সুরানিষেধোদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকং, তদনাক্রান্তত্বাৎ কুলাচারস্য কৈমুতিকন্যায়প্রবেশে অতিপ্রসঙ্গাৎ।]

অতএব বাদী ব্রাহ্মণবিষয়ে বাধক বলিয়া যে সকল প্রমাণ উপন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বাধকত্বের গন্ধও নাই, পরন্তু আমরা বহু সাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম। ইহার দ্বারা যিনি তন্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণাদিকর্তৃক পূজায় সুরার আদর, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইল। স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহার অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হই

"বিনা দ্রব্যাধিবাসেন ন স্মরেন্ন জপেৎ প্রিয়ে।
যে স্মরন্তি মহাদেবি তেষাং দুঃখং পদে পদে।
নাসবেন বিনা মন্ত্রং ন মন্ত্রেণ বিনাসবম্॥"

দ্রব্য অর্থাৎ সুরাগ্রহণ না করিয়া মন্ত্রস্মরণ অথবা জপ করিবে না, যদি স্মরণ করে, তবে তাহার পদে পদে দুঃখ হয়। সুরা বিনা মন্ত্রজপ এবং মন্ত্র বিনা সুরা গ্রহণ করিবে না। সময়াচারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ।"

মদ্য ও মাংস ভিন্ন পূজা নিষ্ফল। ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"বিনা হেতুকমাস্বাদ্য ক্ষোভযুক্তো মহেশ্বরি।
ন পূজাং ন জপং কুর্য্যান্ন ধ্যানং ন চ চিন্তনম্॥"

হেতুক অর্থাৎ সুরাপান ভিন্ন ক্ষোভযুক্ত হইয়া পূজা, জপ, ধ্যান, চিন্তা কিছুই করিবে না। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পূজনং মম।
দুঃখসঙ্ঘাকরো ভূত্বা যোগিনীনাং পশুর্ভবেৎ॥"

যে মদ্য ও মাংস ভিন্ন আমার পূজা করে, সে দুঃখ লাভ করিয়া যোগিনীগণের ভক্ষ্য পশুরূপে পরিণত হয়। সময়াকমাতৃকায় উক্ত হইয়াছে,—

"যঃ কুর্য্যাদাদিমদ্রব্যবিহীনং তব পূজনম্।
তব ক্রোধেন দগ্ধঃ সন্ ভস্মীভবতি নান্যথা॥"

যে আদিম দ্রব্য অর্থাৎ সুরা পরিত্যাগ করিয়া তোমার পূজা করে, সে তোমার ক্রোধে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়।

আমার প্রদর্শিত যুক্তিপ্রমাণ অনুসারে এই সকল প্রমাণও ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় নৃসিংহাচার্য্যের "ব্রাহ্মণেতরপরম্" এই উক্তি যে নিতান্ত অশুদ্ধ, ইহা আমার যথামতি অকৃত্রিম বিচারের দ্বারা প্রতিভাত হইতেছে। ইহার পর নির্ম্মৎসর পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। ত্রিপুরোপনিষদের "ইমাং বিজ্ঞায় সুধয়া মদন্তি" এই সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যে এইরূপ ব্যবস্থাই উক্ত হইয়াছে *।

* ইমাং বিজ্ঞায় সুধয়া মদন্তি পরিস্রুতা তর্পয়ন্তঃ স্বপীঠম্।
নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো বসন্তি পরং ধাম ত্রৈপুরং চাবিশন্তি॥"
[ত্রিপুরামহোপনিষৎ ৭]

ভাস্কররায়কৃতভাষ্যম্। "এবং বর্ণিতায়া দেবতায়া উপাস্তিং বিধাতুং সপ্তমীমৃচমাহ। ইমাং পূর্ব্বোক্তাং পরদেবতাং বিজ্ঞায় বিধিবিশেষপূর্ব্বকং জ্ঞাত্বা গুরূপসদনদীক্ষাদিপূর্ব্বকমুপাস্তিং স্বীকৃত্য স্বপীঠং স্বশরীরাভিন্নং শ্রীচক্রং তত্র দেবতাং সাবরণাং সুধয়া পরিস্রুতা পীযূষীকৃতেন দ্রব্যেণ তর্পয়ন্তঃ তর্পণাদ্যুপচারৈঃ পূজয়ন্তঃ যে মদন্তি বিষয়ভানপ্রমোষপূর্ব্বকং স্বাত্মৈকবিষয়কনির্ব্বিকল্পবিষয়ভাজো ভবন্তি তে মহতো নাকস্য পৃষ্ঠে বসন্তি ত্রৈপুরং পরং ধাম চাবিশন্তি চেত্যর্থঃ। অমৃতীকরণং সংস্কারান্তরাণামুপলক্ষণম্। তদভিমানিদেবতায়াং সুধাদেবীতি সংবিচ্চ সংস্কারমন্ত্রবর্ণাদবগম্যতে।

"মন্ত্রসংস্কারসংশুদ্ধং তদেবামৃতমুচ্যতে।

ইতি রুদ্রযামলঞ্চ। মহানাকপৃষ্ঠবাসঃ ত্রিবিধপুরুষার্থফলোপলক্ষকঃ। ত্রিপুরায়াঃ পরং ধাম তু মুক্তোপসর্প্তব্যং স্বরূপং, তেন মোক্ষ উচ্যতে। সর্ব্বান্ কামান্ মোক্ষঞ্চাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ।

"এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সগুণা নির্গুণা চেতি দ্বিবিধোক্তা মনীষিভিঃ॥
সগুণা রাগিভিঃ পূজ্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা॥
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানর্চ্চিতা বিধিপূর্ব্বকম্।"

ইতি দেবীভাগবতে স্মরণাৎ। শ্রীবিদ্যাদীক্ষিতো দ্রব্যবতা স্বপীঠার্চ্চনেন নির্ব্বিকল্পবৃত্তিদ্বারা

সৌভাগ্যানন্দসন্দোহ নামক নিবন্ধে আমাদের ব্যবস্থাপিত অর্থই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে যে—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চ মকারের শোধন বিহিত হইয়াছে, শূদ্রের বেদমন্ত্রপাঠে অধিকার নাই, পঞ্চ মকারদ্বারা উপাসনা শূদ্রপর বলিলে বিধির অনবকাশ হইয়া পড়ে, এই হেতুতে

সর্ব্বান্ কামান্ ভাবয়েদিতি ভাবনাবিশিষ্ট-ভাবনান্তরবিধিঃ পর্য্যবস্যতি। "সর্ব্বথা মতিমান্ দীক্ষেত" [পরশুরামকল্পসূত্রম্] ইত্যাদি কল্পসূত্রাদিগতবিশেষণবিধীনামিয়মেব শ্রুতির্ম্মূলম্। "বিজ্ঞায় তর্পয়ন্তঃ" ইত্যধিকারিবিশেষণতয়া শ্রুতমপি তর্পণং ফলভাবনাকরণত্বেন সম্বধ্যতে "হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইতিবৎ। অপ্রাপ্তার্থকত্বাদ্বিধিশক্তিপ্রতিবন্ধাভাবাচ্চ মন্ত্রত্বেঽপি ন বিধিব্যাঘাতঃ। "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে" "প্রণীয়াদিন্দ্রাধমানায় তব্যান্ (?)" "আস্ত জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন (?)" ইত্যাদিমন্ত্রাণামপি বহুশো বিধিত্বস্বীকারাৎ। বস্তুতো "মদন্তি" ইত্যস্য যদাগ্নেয়বাক্য ইব লেট্ত্বকল্পনয়া ভাবার্থাধিকরণন্যায়েন চিদ্-দেব্যভিন্নাত্মমাত্রবিষয়ক-বৃত্তিবিশেষবোধকমদধাত্বর্থস্যৈব করণত্বম্। অন্তর্যাগপদবাচ্যতাপি তস্যৈব, যজতের্ব্বৃত্তিবিশেষ-বাচকত্বাৎ। "পরিস্রুতা" ইতি তু মত্বর্থলক্ষণয়া ধাত্বর্থেনান্বেতি। ভাবনান্বিতয়োরুভয়োরুরু-পৈকহায়ণীন্যায়েন বা পাষ্টিকোঽন্বয়ঃ। প্রতিতিষ্ঠন্তীত্যস্যৈব "নাকস্য পৃষ্ঠে" ইত্যাদের্ভাব্যসমর্পক-ত্বম্। চকারেণ ফলান্তরসমুচ্চয়কথনাৎ। "পূত এব তেজস্ব্যন্নাদ ইন্দ্রিয়াবো [illegible]" ইত্যত্রৈব সম্বন্ধিসম্বলিতাধিকারত্বম্। অনেকেষাং পুরুষার্থানাং ব্যাসজ্যবৃত্তিফলত্[illegible] যাবৎ। ন পুনঃ "সর্ব্বেভ্যঃ কামেভ্যঃ" ইতিবৎ প্রত্যেকপর্য্যাপ্তম্। তর্পণন্তু ফলবদফলন্যায়েনাঙ্গম্। "ইমাং বিজ্ঞায়" ইতি বিদ্বত্তাধিকারিতাবচ্ছেদকো ধর্ম্মঃ। অতএব—

কুলদীক্ষাবিহীনানাং নাধিকারো দ্বিজন্মনাম্।"

ইতি সময়াচারস্মৃতিরুপপদ্যতে। ইহ "তর্পয়ন্তঃ" ইতি তৃপ্রত্যয়েন বহির্যাগবিধৌ বক্ষ্যমাণে [১২ ঋচি] "নিবেদয়ন্ স্বাত্মীকৃত্য" ইতি চ শতৃ-ল্যপ্ প্রত্যয়াভ্যাং দেবতানিবেদন-স্বাত্মীকরণয়োঃ সমানকালত্বকথনাদ্দিব্যপানবিধাবেব শ্রুতেঃ স্বারস্যং, ন বীরপানবিধৌ। তেন—

"পানন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্য-বীর-পশুক্রমৈঃ।
দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং বীরমুদ্রাসনে কৃতম্॥"

ইতি স্মৃতের্ম্মূলং শ্রুত্যন্তরমন্বেষ্যম্। পুরুষার্থনিষেধাস্তু রাগপ্রাপ্তৈকবিষয়ত্বাৎ ক্রত্বর্থেন বিহিতেষু ন প্রবর্ত্তন্ত এব।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন শিবে চিত্তং নিবেশয়েৎ।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥"

ইত্যাদিপৌরাণবচসামীদৃশাশয় এব স্বারস্যাৎ। স্পষ্টানাং তত্র বচসাং ক্রত্বর্থসর্ব্ববর্ণোদ্দেশেন বিধায়কানাং বহুলমুপলম্ভাৎ। তেষাঞ্চেদৃশানেকশ্রুতিপ্রত্যক্ষশ্রুতিমূলকত্বেন বলাবলচিন্তানব-কাশাদিতি দিক্।"

পঞ্চমকারোপাসনায় ব্রাহ্মণের অধিকার সাধিত হইল। এই 'হেতু' অতিশয় দুর্ব্বল। যে হেতু "বর্ষাসু রথকার আদধীত" এই স্থলে রূঢ়িশক্তি দ্বারা যোগার্থের বাধ হওয়ায় সঙ্কর জাতির আধানে অধিকার সিদ্ধ হইয়া তদনন্তর তদুপযুক্ত বেদমন্ত্রপাঠে অধিকারও কল্পিত হইয়াছে, এই ষাষ্ঠ ন্যায়োক্ত যুক্তির দ্বারা শূদ্রেরও পঞ্চমকারোপাসনায় এবং তদুপযোগী বেদমন্ত্রপাঠে অধিকার অনিবার্য্য। অতএব এই হেতুর দ্বারা ঈপ্সিতসিদ্ধি হইতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা সুরাপানে ব্রাহ্মণের অধিকারব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থিত অধিকার সকলের পক্ষে নহে, কামাদিরহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই ইহাতে অধিকারী। এই হেতু পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অয়ন্তু পরমঃ কৌলমার্গঃ সম্যঙ্ মহেশ্বরি।
অসিধারাব্রতসমো মনোনিগ্রহহেতুকঃ॥
স্থিরচিত্তস্য সুলভঃ সুফলস্তূর্ণসিদ্ধিদঃ।
অন্যস্য বিফলো দুঃখহেতুঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি॥"

কৌলমার্গ অসিধারা ব্রততুল্য মনোনিগ্রহের হেতু, ইহা স্থিরচিত্তের সুলভ, সফল ও শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ এবং অস্থিরচিত্তের পক্ষে বিফল ও দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। ত্রিপুরার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—

"অয়ং সর্ব্বোত্তমো ধর্ম্মঃ শিবোক্তঃ সুখসিদ্ধিদঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য সুলভো নান্যস্যানন্তজন্মভিঃ॥
যদূর্দ্ধরেতসাং সর্ব্বত্যাগিনামনিকেতিনাম্।
ক্ষণেন স্মৃতমাত্রেণ মোহমুৎপাদয়ত্যলম্॥
তদেবাত্র হি সংসিদ্ধৌ কারণং সর্ব্বমীরিতম্।
ইতো মদ্যমিতো মাংসং ভক্ষ্যমুচ্চাবচং তথা॥
তরুণ্যশ্চারুবেশাঢ্যা মদঘূর্ণিতলোচনাঃ।
তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্ব্বথা হ্যতিদুষ্করম্॥
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য কথং স্যাদেতদীশ্বরি।"

শিবপ্রোক্ত সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম এই কৌলমার্গ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে সুলভ এবং সুখে সিদ্ধিপ্রদ। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ অনন্ত জন্মেও ইহার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যে দ্রব্য স্মরণমাত্রেই গৃহশূন্য সর্ব্বত্যাগী ঊর্দ্ধরেতা

পুরুষগণেরও অতিশয় মোহ উৎপাদন করে, এই কৌলমার্গে সেই দ্রব্য সিদ্ধির কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। এই দিকে মদ্য, এই দিকে মাংস, এই দিকে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, এই দিকে মনোহরবেশা মদঘূর্ণিতলোচনা সুন্দরী যুবতীগণ, ইহাতে চিত্তসংযম সর্ব্বথা অতি দুষ্কর। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন পুরুষ কিরূপে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে? ভাবচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে,—

"তন্ত্রাণামতিগূঢ়ত্বাৎ তদ্ভাবোঽপ্যতিগোপিতঃ।
ব্রাহ্মণো বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিমান্ বশী॥
গূঢ়তন্ত্রার্থভাবস্য নির্ম্মথ্যোদ্ধরণক্ষমঃ।
কৌলমার্গেঽধিকারী স্যাদিতরো দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥"

তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গূঢ়, তাহার ভাবও অতিশয় গূঢ়। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয় যে ব্রাহ্মণ গূঢ় তন্ত্রশাস্ত্রের ভাব মন্থন করিয়া, তাহা হইতে সার উদ্ধার করিতে সমর্থ, তিনিই কৌলমার্গে অধিকারী। অন্যে এই মার্গে প্রবেশ করিলে দুঃখভাজন হইয়া থাকে। কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—

"অহো ভুক্তস্তু যন্মদ্যং মোহয়েৎ ত্রিদশানপি।
তন্মোরেয়ং শিবং* পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ।
জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ॥"

যে মদ্য পীত হইলে দেবতাদিগেরও মোহ উৎপাদন করে, সেই মঙ্গলজনক মদ্য পান করিয়া যে মানব অবিকৃত অবস্থায় দেবতাগতমানসে মন্ত্র জপ করিতে পারে, সেই কৌলিক, সেই মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ভগবান্ পরশুরামও "কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাবিহিতহিংসাস্তেয়-লোকবিদ্বিষ্টবর্জনম্" [১।১৯, ১৪৪ পৃঃ] এই সূত্রে জিতেন্দ্রিয়তাই কৌলাচারের মুখ্য ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগে আজ্যাবেক্ষণ প্রভৃতি অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, চক্ষু না থাকিলে আজ্যাবেক্ষণ অসম্ভব, অতএব চক্ষুষ্মানেরই যাগে অধিকার, অন্ধের অধিকার নাই; সেইরূপ কামক্রোধাদি বর্জন প্রভৃতি কৌলাচারের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরই ইহাতে অধিকার, অজিতেন্দ্রিয়ের অধিকার নাই, ইহাই সূত্রকারের

* "শিবং" এই বিশেষণের তাৎপর্য্য এই—মোহজনক বলিয়া মদ্য অমঙ্গলকারক, সংস্কার দ্বারা মোহজনকত্বশক্তি দূর করতঃ শিব অর্থাৎ মঙ্গলজনক করিয়া পান করিতে হইবে।

অভিপ্রায়। এইরূপ অন্য অন্য তন্ত্রে এই বিষয়ে বহু বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রয়োজনাভাব এবং গ্রন্থগৌরবভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বর্ত্তমান সময়ে অজিতেন্দ্রিয়, চপলজিহ্ব, শিশ্নোদরপরায়ণ পুরুষগণ অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ মদ্যপানাদিলোভে নিজকে কৌলিক বলিয়া পরিচয় দিয়া, লিখিত-বচনসমূহে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজের অধিকার বিচার না করিয়াই নিজের অভিপ্রায়সাধক "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা", "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" ইত্যাদি কুলার্ণববচনসমূহের প্রতি আদর দেখাইয়া যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা এই সকল কুলার্ণববচনের অভিপ্রায় জানে না, অথবা জানিলেও ধূর্ত্ততাবশতঃ প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া নিজের অনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ইহারা ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখলাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত পরলোকে যমসদনে মহাপাতকজনিত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাদৃশ পুরুষগণ পতিত, তন্ত্রগোষ্ঠীতে ইহাদের নামও স্মরণ করিবে না। এই জন্যই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এতাদৃশ কৌলিকের যথেষ্ট [illegible] করা হইয়াছে। এই হেতু জিতেন্দ্রিয়, ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত, বিদ্বান্, পূর্ব্বপ্রা[illegible]তে ভক্তিভূমিকায় আরূঢ় পুরুষেরই ইহাতে অধিকার। অনধিকারী কৌলাচার অবলম্বন করিলে তাহার পতনই হইয়া থাকে। কৌলমার্গে অনধিকারী বৈদিক মার্গে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিবে।

কেহ বলিয়া থাকেন—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কৌলমার্গে প্রবেশ করিয়া পঞ্চমকার গ্রহণ না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে কেবল জলদ্বারা পূজা করিবে। ইহার নাম দক্ষিণমার্গ। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সাক্ষাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ইহার নাম বামাচার। এই মত অশ্রদ্ধেয়। যিনি এইরূপ বলেন, তিনি বামাচার কাহাকে বলে, তাহাই জানেন না। ত্রিকূটা-রহস্যে—

> "বামাচারং প্রবক্ষ্যামি শ্রীবিদ্যাসাধনং প্রিয়ে।
> যং বিধায় কলৌ শীঘ্রং মান্ত্রিকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ॥
> মালা নৃদন্তসম্ভূতা পাত্রং মানুষমুণ্ডকম্।
> আসনং সিংহচর্ম্মাদি কঙ্কণং স্ত্রীকচোদ্ভবম্॥"

এইরূপ উপক্রম করিয়া বিস্তৃতরূপে বামাচার বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুখ্যদ্রব্য অর্থাৎ মদ্যের নামও নাই। আমার পরমেষ্ঠিগুরু ললিতাসহস্রনাম-ভাষ্যে "সব্যাপসব্যমার্গস্থা" এই নামের ব্যাখ্যায় বামাচার বিস্তৃতরূপে বলিয়া-

ছেন। কালিকাপুরাণেও বামাচার উক্ত হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে এখানে উক্ত হইল না, বিশেষজিজ্ঞাসুগণ উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে অবগত হইবেন।*

---

* ভাস্কররায় রামেশ্বরের পরমেষ্ঠিগুরু। ভাস্কররায় বামমার্গ সম্বন্ধে সেতুবন্ধে [১।১৭৬] বলিয়াছেন,—

"যে তু অর্থরত্নাবলীকৃত ঈদৃশাৎ তত্র তত্রানুবাদাৎ সুন্দরীপূজনং বামমার্গেণৈব প্রশস্তং ন দক্ষিণমার্গেণ ইত্যাহুঃ তে মানাভাবাদুপেক্ষ্যাঃ। "সব্যাপসব্যমার্গস্থা" "দক্ষিণাদক্ষিণারাধ্যা" ইতি ললিতাসহস্রনামবিরোধাচ্চ। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবা জায়তে" ইত্যাদিশ্রুত্যা নিত্যস্য ঋণাপাকরণস্য বামমার্গে বিরহেণ নিন্দিতত্বয়া মুক্তৌ বিলম্বেন চ শিষ্টানাং তত্র নিষ্কম্প-প্রবৃত্ত্যযোগাচ্চ। যদপি বীরদ্রব্যকরণকং পূজনমেব বামো মার্গ ইতি ব্যবহরন্তি তদপি তন্ত্রানা-লোকনজনিতভ্রমবিলসিতং, দক্ষিণমার্গার্চনেঽপি কারণাদেরেব করণত্বাৎ ব্রীহিযবয়োরিব বৈকল্পিকদ্রব্যান্তরবিধানাভাবাৎ। গুড়োদাদীনাং [গুড়ার্দ্রাদীনাং ?] প্রতিনিধিত্বেন মুখ্যালাভ এব তত্রাধিকারাৎ।

"শক্তঃ প্রথমকল্পস্য নানুকল্পং সমাচরেৎ।"

ইতি নিষেধবলেন প্রথমাধিকারিণ ইতরানুষ্ঠানাযোগাৎ। কস্তর্হি বামো মা[illegible] ইতি চেৎ, সৌভাগ্যভাস্করেঽস্মাভির্নির্ণীত এবেতি গৃহাণ।"

ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [১৮৩ পৃঃ] "সব্যাপসব্যমার্গস্থা" এই নামের ব্যা[illegible] বলিয়াছেন,—

"উপাসনাক্রমে হি দ্বৌ মার্গৌ দৃশ্যেতে বামমার্গো দক্ষিণমার্গশ্চেতি। তত্র বামমার্গো নাম স্বস্ববর্ণাশ্রমবিহিতানি যাবন্তি কর্ম্মাণি শ্রৌতান্যগ্নিহোত্রাদীনি স্মার্ত্তান্যষ্টকাদীনি তান্ত্রিকাণি মন্ত্রসিদ্ধ্যাদীনি তেষু সর্ব্বেষু যা যা দেবতাঃ প্রধানভূতা অঙ্গভূতা বা তত্তৎস্থানে স্বোপাস্যামেব দেবতাং সর্ব্বত্র ভাবয়েৎ। তত্তদ্দেবতাবাচকপদোত্তরং বিশেষ্যত্বেন স্বদেবতাবাচকপদং সর্ব্বমন্ত্রেষু নিক্ষিপেদিত্যাকারকঃ। ঈদৃশে মার্গে দেবর্ষিপিতৃণামৃণশোধনাভাবজন্যং পাতকম্। দক্ষিণমার্গেতু শ্রৌতাদিতত্তৎকর্ম্মাঙ্গদেবতাস্থানে স্বোপাস্যদেবতৈব ভাবনীয়েতি ন নির্ব্বন্ধঃ, অপিতু তত্তদ্দেবতা-বিষয়কতন্ত্রেষু যানি কর্ম্মাণি বিহিতানি তদঙ্গত্বেনৈবেতি সর্ব্বকর্ম্মণামুপরোধাভাবাদস্মিন্ মার্গে তাদৃশং পাতকং নাস্তীতি ঝটিতি মোক্ষঃ। বামমার্গেতু বিলম্বিতঃ। ঋণশোধনাভাবেন কঞ্চিৎ কালং প্রতিবন্ধাৎ। ন চৈবং সত্যনুষ্ঠানতোঽপি কঠিনে মোক্ষাংশেঽপি বিলম্বিতে সাধনে কথং শিষ্টানাং বামমার্গে প্রবৃত্তিরিতি বাচ্যম্। ঐহিকানামুচ্চাবচফলানামিহৈব জন্মনি ভোগলিপ্সয়া মোক্ষে স্বল্পবিলম্বস্য সোঢ়ব্যত্বাৎ। ভুক্তি-মুক্তিপ্রদত্বেন বৈষয়িকশিষ্টানাং প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ। ঐহিকভোগবিরক্তশিষ্টানাস্তু মোক্ষে বিলম্বস্যাসোঢ়ব্যত্বাদ্দক্ষিণ এব মার্গে প্রবৃত্তিরিতি বিবেকঃ। তদিদং সবিস্তরং নিরূপিতং কালিকাপুরাণে,—

"সর্ব্বত্র দেবীমন্ত্রেষু বৈদিকেষ্বপি ভৈরবীম্। ত্রিপুরাং চিন্তয়েন্নিত্যং বেদমন্ত্রেষু চ ক্রমাৎ॥

পরমানন্দতন্ত্রের টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে,—অজিতেন্দ্রিয় সাধক কৌলমার্গে

দেবনামসু সর্ব্বেষু ভৈরবীতি পদং সদা। কুর্য্যাদ্‌বিশেষণং নিত্যং নোচ্চার্য্যং নির্ব্বিশেষণম্ ॥
আপঃ পুনস্তু পৃথিবীমুক্ত্বা ত্রিপুরভৈরবীম্। কুর্য্যাদাচমনং বিপ্রো ক্রমপদায়াং তথাচরেৎ ॥
ইদং বিষ্ণুর্ভৈরবস্তু বিচক্রম ইতীরিতম্। মৃদালম্বনকৃত্যেষু মন্ত্রমেতং নিযোজয়েৎ ॥
গায়ত্রীং ত্রিপুরাদ্যাস্ত ভৈরবীমুচ্চরন্ শিবাম্। মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥
উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যন্তু শেষে ভৈরবমীরয়েৎ ॥
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং ব্রহ্ম ভৈরবম্। আবাহনে চ স্বপিতৃন্ ভৈরবানিতি তর্পয়েৎ ॥
তৃপ্যতাং ভৈরবীমাতঃ পিতৃভৈরব তৃপ্যতাম্। আদৌ চ ত্রিপুরাং পূর্ব্বং তর্পণেঽপি প্রযোজয়েৎ ॥
জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদৌ যত্র যত্র প্রপূজয়েৎ। তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ ভৈরবীম্ ॥
এবন্তু বাম্যভাবেন যজেৎ ত্রিপুরভৈরবীম্। এষা বামেন মার্গেণ পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥
ঋষীন্ দেবান্ পিতৃংশ্চৈব মনুষ্যান্ ভূতসঞ্চয়ান্। যো যজেৎ পঞ্চভির্যজ্ঞৈঋর্ণানাং পরিশোধনৈঃ ॥
বিধিবৎস্নানদানাভ্যাং সর্ব্বং যদ্‌বিধিপূজনম্। ক্রিয়তে সরহস্যন্তু তদ্দাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে ॥
সর্ব্বত্র পিতৃদেবাদৌ যস্মাত্তবতি দক্ষিণঃ। দেবী চ দক্ষিণা যস্মাৎ তস্মাদ্দক্ষিণ উচ্যতে ॥
যা দেবী পূজ্যমানা তু দেবাদীনামশেষতঃ। যজ্ঞভাগান্ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সা বামা তু প্রকীর্ত্তিতা ॥
প্র[illegible] ৎবেদ্‌বামস্তুমার্গে সততং রতঃ। পঞ্চ যজ্ঞান্ ন বা কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদ্‌বামপূজনে ॥
অ[illegible] ভাগং হি যতো গৃহ্ণাতি বামিকা। যঃ পূজয়েদ্‌বাম্যভাবৈর্ন তস্য ঋণশোধনম্ ॥
পিতৃ-দেব-নরাদীনাং জায়তে তু কদাচন। সর্ব্বত্র ত্রিপুরাযোগস্তেন মার্গেণ গচ্ছতঃ ॥
যদা জায়েত প্রাজ্ঞস্য তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। চিরেণ লভতে মোক্ষং বামেন ত্রৈপুরো নরঃ ॥
ঋণশোধনজৈঃ পাপৈরাক্রান্তস্তেন ভৈরব। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বত্র বল্লভঃ ॥
মদনোপমকান্তেন শরীরেণ বিরাজতা। সরাষ্ট্রকঞ্চ রাজানং বশীকৃত্য সমন্ততঃ ॥
মোহয়ন্ বনিতাঃ সর্ব্বাঃ কুর্ব্বংশ্চ মদবিহ্বলাঃ। সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ তরক্ষূংশ্চ ভূতপ্রেতপিশাচকান্ ॥
বশীকুর্ব্বন্ বিচরতি বায়ুবেগো হ্যবারিতঃ। বালাং বা ত্রিপুরাং দেবীং মধ্যাং বাপ্যথ ভৈরবীম্ ॥
যো যজেৎ পরয়া ভক্ত্যা পঞ্চবাণোপমঃ কৃতী। কামেশ্বরীন্তু কামাখ্যাং পূজয়েত্তু যথেচ্ছয়া ॥
দাক্ষিণ্যাদথবা বাম্যাৎ সর্ব্বথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। মহামায়াং শারদাঞ্চ শৈলপুত্রীং তথৈবচ ॥
যথা তথা প্রকারেণ দাক্ষিণ্যেনৈব পূজয়েৎ। যো দাক্ষিণ্যং বিনা ভাবং মহামায়াদিমর্চ্চতি ॥
স পাপঃ সর্ব্বলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি রোগধৃক্। অন্যাস্তু শিবদূত্যাদ্যা যা দেব্যঃ পূর্ব্বমীরিতাঃ ॥
তা দাক্ষিণ্যাদ্‌বামতো বা পূজনীয়াস্তু সাধকৈঃ। কিন্তু যঃ পূজকো বামঃ সোঽন্যাশাপরিলোপকঃ।
সর্ব্বাশাপূরকো যস্মাদ্দক্ষিণস্তত উত্তমঃ ॥"

ইতি বেতালভৈরবৌ প্রতি শিববচনম্ ।"

রামেশ্বর ত্রিকূটারহস্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—বামাচারে মন্ত্রের নামও নাই, এই উক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু—বামাচারে মন্ত্রাদির অত্যাবশ্যকতা অন্যান্য গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রবেশ করিয়া পঞ্চমকারের পরিবর্ত্তে গন্ধোদকের দ্বারা পূজা করিবে। ইহা অসৎ ব্যবস্থা। যেহেতু পরমানন্দতন্ত্রেই বিংশ উল্লাসে উক্ত হইয়াছে,—

"মুখ্যালাভে চানুকল্পো নান্যথা তু কদাচন।"

মুখ্যদ্রব্য না পাইলেই অনুকল্প গ্রহণ করিবে, মুখ্যের প্রাপ্তিতে অনুকল্প গ্রহণ করিবে না। মুখ্য দ্রব্যে যাহার অধিকার নাই, প্রতিনিধিতে তাহার অধিকার শশবিষাণতুল্য। সেই হেতু অজিতেন্দ্রিয় সাধক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপাততঃ অন্য মার্গে অন্য দেবতার উপাসনাদ্বারা অন্তঃকরণের দৃঢ়পরিপক্কতা সম্পাদন করিয়া, পরে কৌলমার্গ আশ্রয় করিবেন। এই বিষয়ে কুলসারে উক্ত হইয়াছে,—

"অন্যাসাং দেবতানান্ত ভূয়ো ভূয়ো নিষেবণাৎ।
পরিপক্কমনাঃ কৌলে লব্ধপ্রামাণ্যকো নরঃ।
বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য প্রবিশেদত্র নেতরঃ॥"

ভূয়োভূয়ঃ অন্য দেবতার সেবায় পরিপক্কমনাঃ পুরুষ কৌলমার্গের প্রামাণ্য বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করতঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া [illegible]মার্গে প্রবেশ করিবে, এইরূপ না হইলে কৌলমার্গ আশ্রয় করিবে না। [illegible]রাণে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যান্যদেবতানামকীর্ত্তনং জন্মকোটিষু।
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা শ্রীদেবীনামকীর্ত্তনে॥
চরমে জন্মনি যথা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ।
নামসাহস্রপাঠশ্চ তথা চরমজন্মনি॥"

[ললিতাসহস্রনাম, ২০৭, ২০৮]

যিনি বহু জন্ম পর্য্যন্ত অন্য দেবতার নামকীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারই শ্রীদেবীর [শ্রীবিদ্যার] নামকীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়। শেষ জন্মে শ্রীবিদ্যার উপাসনা এবং ললিতাসহস্রনাম পাঠে প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার উপাসনা ও সহস্রনাম পাঠ করিলে আর জন্ম হয় না, মুক্তি হয়। যামলেও উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রুতি-স্মৃতিপ্রোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানাদ্‌বহুজন্মসু।
শোধিতঞ্চ মনো জ্ঞাত্বা শ্রীবিদ্যোপাসকো ভবেৎ॥"

বহু জন্মে শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে মন শোধিত হইয়াছে, এইরূপ জানিয়া শ্রীবিদ্যার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। ফেৎকারীতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বথা গোপনীয়েয়ং বিদ্যা স্যাদজিতেন্দ্রিয়ে।
তেন বীর্য্যবতী বিদ্যা ন বিদ্যা স্যাৎ প্রকাশতঃ॥
কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলপূজাং কুলং জপম্।
নেদৃশানাং প্রবক্তব্যং যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ॥"

এই বিদ্যা অজিতেন্দ্রিয়ের নিকট সর্ব্বথা গোপন করিবে। বিদ্যা গোপনে বীর্য্যবতী এবং প্রকাশে বীর্য্যহীনা হয়। নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করিলে সাধক অজিতেন্দ্রিয়ের নিকট কুলপুষ্প, কুলদ্রব্য, কুলপূজা ও কুলজপ বলিবে না।

অজিতেন্দ্রিয়কে কৌলাচার বলাও নিষিদ্ধ হইয়াছে, অজিতেন্দ্রিয়ের কৌলাচার স্বীকারে আর বক্তব্য কি আছে। অতএব অজিতেন্দ্রিয়ের কৌলমার্গে অধিকার নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

শিষ্টৈঃ সার্দ্ধং চিদগ্নৌ হবিঃশেষং হুত্বা। ৫। ২২

শিষ্টের সহিত চিদগ্নিতে হবিঃশেষ অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ সুরা আহুতি প্রদান করিবে।

[illegible]। এই সূত্রে হবিঃশেষ অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ মদ্যের স্বীকার [illegible]ত হইয়াছে। শিষ্টের লক্ষণ কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"অহো ভুক্তস্তু যন্মদ্যং মোহয়েৎ ত্রিদশানপি।
তন্মৈরেয়ং শিবং পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ।
জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ॥"

মর্ম্ম—যে মদ্য পান করিয়া দেবতাগণও মোহপ্রাপ্ত হন, যে মানব সেই মদ্যকে মঙ্গলদ্রব্যে পরিণত করিয়া পান করতঃ বিকার প্রাপ্ত হয় না, অথচ দেবতাগতমানস হইয়া জপে সমর্থ হয়, সেই কৌলিক, সেই মুক্তির অধিকারী।

এই প্রকার শিষ্টত্ব কেবল সময়াচারপরায়ণ সাধকেই বর্ত্তমান। "শিষ্টৈঃ সার্দ্ধং" এই বিশেষণের দ্বারা আধুনিক কেবল জিহ্বাচপল কৌলিকম্মন্যগণকে মণ্ডলে প্রবেশ করিতে দিবে না, ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। "শিষ্টৈঃ সার্দ্ধং" ইহার তাৎপর্য্য এই—দেবতার প্রসাদরূপ মদ্য উপস্থিত সময়াচারপরায়ণ শিষ্টদিগকে স্ব স্ব চিদগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে দিবে, নিজেও আহুতি প্রদান করিবে। দেহস্থিত চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ অগ্নি অর্থাৎ তেজের নাম

চিদগ্নি।* দেবতার উদ্দেশে অর্পিত দ্রব্যের নাম হবিঃ। তাহা দেবতা গ্রহণ করিলে দেবতার প্রসাদরূপ যে দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম হবিঃশেষ। "হুত্বা" এই পদের দ্বারা "দ্রব্যপানে কেবল হোমবুদ্ধিই করিবে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ে ইচ্ছা কখনও করিবে না" ইহাই সূচিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কামনায় মদ্যপান করিবার জন্য যে মণ্ডলে প্রবেশ করে, সে পতিতই হয়, ইহাই ইহার অভিপ্রায়।

মদ্যপান ত্রিবিধ। যথা পরমানন্দতন্ত্রে—

"স্বাত্মীকারস্ত্রিধা দেবি দিব্য-বীর-পশুক্রমাৎ।
উদ্বাসাবধি দিব্যঃ স্যাৎ তৎপশ্চাদ্বীর উচ্যতে॥
অসংস্কৃতঃ পশুঃ প্রোক্তো বিপ্রাণামাদ্য এব তু।
অপশুঃ ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাং ত্রিতয়ং ভবেৎ॥"

মর্ম্ম—স্বাত্মীকার অর্থাৎ দ্রব্যপান দিব্য, বীর ও পশুক্রমে তিন প্রকার। দেবতাবিসর্জ্জনের পূর্ব্বে দিব্যপান, বিসর্জনের পরে বীরপান [illegible] অসংস্কৃত দ্রব্যপান পশুপান। ব্রাহ্মণ কেবল দিব্যপানের অধিকারী, [illegible] বৈশ্য দিব্য ও বীরপানে অধিকারী এবং শূদ্র ত্রিবিধ পানেই অধিকারী। কুলার্ণ[illegible] তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং দিব্যং বীরং ভুক্তিপ্রদং ভবেৎ।"

দিব্যপান ভোগ-মোক্ষপ্রদ এবং বীরপান কেবল ভোগপ্রদ।

দ্রব্যপানের পরে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে হয়। দ্রব্যপানরূপ আহুতি প্রদানসময়ে এই মন্ত্র দুইটি পাঠ করিতে হয়,—

"অন্তর্নিরন্তরমনিন্ধনমেধমানে
মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশমানে
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্॥১

---

* আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ তেজঃ। অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করিতে হয়, এই জন্য চিদগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে। হবিঃশেষ মদ্য পান করিয়া মনে করিবে—সংস্কার ও দেবতার তর্পণের দ্বারা পবিত্রীকৃত এই হবিঃশেষ মদ্য চিদগ্নি আত্মার আহুতি প্রদান করিতেছি। আহুত পদার্থের দ্বারা অগ্নির স্ফুরণ হয়, এই আহুত হবিঃশেষ মদ্যের দ্বারাও চিদগ্নির স্ফুরণ হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তাবাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।

সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥" ২

মর্ম্ম—অন্তঃ অর্থাৎ দেহের ভিতরে ইন্ধন ব্যতিরেকে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত, মোহরূপ অন্ধকারের পরিপন্থী, অদ্ভুত রশ্মিসমূহের দ্বারা বিকাশমান, কোন অনির্ব্বাচ্য সংবিৎ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ বহ্নিতে পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বাত্মক বিশ্বকে আহুতি প্রদান করিতেছি।

সুষুম্নাপথে মনোরূপ স্রুকের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্ব্বদা আহুতি প্রদান করিতেছি।

এই মন্ত্রদ্বয়ে যেরূপ ধ্যান বিহিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবী-যামলেও উক্ত হইয়াছে,—

"হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যায়েদাত্মানমাত্মনা।"

[দ্রব্যপানরূপ] হোমের দ্বারা চেতনা অর্থাৎ চিতিশক্তিকে জয় করিয়া আত্মার দ্বারাই আত্মার ধ্যান করিবে। কুলার্ণবেও উক্ত হইয়াছে,—

"তন্মৈরেয়ং শিবং পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ।

জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥"

[বিকারের হেতু] সেই মদ্যকে মঙ্গলকররূপে পরিণত করিয়া পান করত যে মানব বিকারপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু শিবধ্যানৈকনিষ্ঠ হইয়া জপ করিতে সমর্থ হয়, সেই কৌলিক এবং সেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। পরমানন্দতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"স্বীকৃত্য তৎপ্রসাদং বৈ ধ্যায়েন্নিশ্চলমম্বিকাম্।"

দেবীর প্রসাদ [কুলদ্রব্য অর্থাৎ মদ্য] পান করিয়া নিশ্চল অর্থাৎ অবিচলিত-চিত্তে দেবীকে ধ্যান করিবে। বীরচূড়ামণি এবং গণেশ্বরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"দ্রব্যমাস্বাদ্য বিধিনা মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ।

ততো ধ্যায়েৎ পরং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥"

বিধিপূর্ব্বক দ্রব্য পান করিয়া মনকে নিশ্চল অর্থাৎ স্থির করিবে, পরে সনাতন আত্মজ্যোতিরূপ পরম জ্যোতিকে ধ্যান করিবে।

মদ্যপানের দ্বারা মনোনিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যানবিধায়ক বহু বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

"যাবৎ সুষুপ্ততা ন স্যাদধিকারিত্বমেব চ।
তাবদেব হুনেদ্দেবি নিষ্ফলস্ত্বন্যথা ভবেৎ॥"

যে পর্য্যন্ত সুষুপ্তি অবস্থা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ হইয়া নিশ্চল-ধ্যানাধিকারিতা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত হোম অর্থাৎ মদ্যপান করিবে। ইহার ন্যূন অথবা অধিক পান নিষ্ফল।

"বিকারে তু সমুৎপন্নে ধ্যানযোগবিহীনতঃ।
যোগিনীনাং পশুর্দেবি মণ্ডলাচ্চ বহিষ্কৃতঃ॥"

হে দেবি, মদ্যপানে চিত্তবিকার জন্মিলে ধ্যান হইতে চ্যুত হয় বলিয়া ঈদৃশ মদ্যপায়ী যোগিনীদিগের ভক্ষ্য পশুরূপে পরিণত হয়। অতএব এতাদৃশ মদ্যপায়ীকে মণ্ডল অর্থাৎ চক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

এই তন্ত্রবাক্যে অধিকপানরূপ হোমে ধ্যানভ্রংশরূপ অনর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার দ্বারাও ধ্যানের আবশ্যকতা সিদ্ধ হয়। ধ্যানের আবশ্যকতাবিষয়ে এইরূপ বহু বচন আছে, গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে আর লিখিত হইল না।

এইপ্রকার মদ্য সেবনের প্রথম ফল চিত্তের একাগ্রতা। চিত্তের [illegible]তা ভিন্ন ধ্যান সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্য—

"তাবদেব হুনেদ্দেবি যাবদানন্দসংপ্লুতঃ।
মনো নিশ্চলতাং যাতি চিত্তঞ্চাপি প্রসন্নতাম্॥
বিকারে তু সমুৎপন্নে ধ্যানযোগবিহীনতঃ।
যোগিনীনাং পশুর্দেবি মণ্ডলাচ্চ বহিষ্কৃতঃ॥"

হে দেবি! যে পর্য্যন্ত আনন্দোদয়, মনের নিশ্চলতা ও চিত্তের প্রসন্নতা না হয়, সেই পর্য্যন্ত দ্রব্যপানরূপ হোম করিবে। চিত্তবিকার উপস্থিত হইলে দেবতার ধ্যান হইতে চ্যুত হয় বলিয়া ঈদৃশ মদ্যপায়ী যোগিনীগণের ভক্ষ্য পশুরূপে পরিণত হয়; অতএব এতাদৃশ মদ্যপায়ীকে মণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

পরমানন্দতন্ত্রের এই বচনে অযোগ্যের মদ্যপানে অনিষ্ট ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"কুলদ্রব্যং সমাশ্রিত্য মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ।"

কুলদ্রব্য অর্থাৎ মদ্যকে আশ্রয় করিয়া মন নিশ্চল করিবে। ত্রিপুরার্ণব-তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"অয়ং সর্ব্বোত্তমো ধর্ম্মঃ কৌলমার্গো মহেশ্বরি।
অসিধারাব্রতসমো মনোনিশ্চলহেতুকঃ॥
তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্ব্বথা হ্যতিদুষ্করম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য"

হে মহেশ্বরি! এই কৌলমার্গ সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম। ইহা অসিধারা ব্রতের* মত মনের নিশ্চলতার হেতু। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন মানবের ইহাতে চিত্তসংযম সকল রকমেই অতি দুষ্কর।

মনোনিগ্রহদ্বারা ধ্যানার্থ মদ্যপান কর্ত্তব্য, অন্যথা মদ্যপান অনিষ্টফলপ্রদ, ইহাই এই সকল তন্ত্রবাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য তন্ত্রবাক্য উপলব্ধ হয়। এই সকল তন্ত্রবাক্য লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ পরশুরাম সূত্রে "শিষ্টৈঃ সহ" এই কথা বলিয়াছেন।

ঈদৃশ ধ্যানসমর্থ সাধক ব্রতাদিদিবসেও অনাদৃত হইয়াও অবিচারে মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক পাত্র যাচ্ঞা করত মদ্যপানরূপ আহুতি প্রদান করিয়া ধ্যান সম্পাদন [illegible] পারেন। এই কথা ত্রিপুরার্ণবে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"এবং সাময়িকো ভক্ত্যা মান-দম্ভবিবর্জ্জিতঃ।
অনাদৃতোঽপ্যনাহূতো ব্রজেন্মণ্ডলমুত্তমম্॥
ব্রতী বাপি হুনেদেব ন দোষস্তত্র বিদ্যতে।
ব্রতাদিশঙ্কয়া যস্তু ন ব্রজেদাদৃতোঽপি সন্॥
ব্রতং তস্য প্রতিহতমনর্থং চ সমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কনিষ্ঠাহূতোঽপি প্রবিশেদেব মণ্ডলে॥"

এই প্রকার সময়াচারপরায়ণ সাধক মান-দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া অনাদৃত এবং অনাহূত হইয়াও ভক্তিপূর্ব্বক উত্তম মণ্ডলে প্রবেশ করিবে। সাধক তখন ব্রতী অর্থাৎ নিয়মস্থ থাকিলেও মদ্যপানরূপ আহুতি প্রদান করিবে, তাহাতে দোষ হইবে না। যে সাধক আদৃত হইয়াও ব্রতাদিনাশ আশঙ্কায় মণ্ডলে প্রবেশ করে না, তাহার ব্রত নষ্ট এবং অনর্থলাভ হয়। অতএব কনিষ্ঠকর্তৃক আহূত হইয়াও মণ্ডলে প্রবেশ করিবে।

এই স্থলে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বয়সের দ্বারা নির্ণীত হয় না, দীক্ষার

* ভূমিতে অর্দ্ধপ্রোথিত অসিশ্রেণীর উপর দিয়া গমন করিতে হইলে চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা।

পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই কথা রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"বালোঽপি দীক্ষিতঃ পূর্ব্বং জ্যেষ্ঠঃ স তু কুলাগমে।"

বালকও পূর্ব্বে দীক্ষিত হইলে কৌলমার্গে সেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

"দ্বিজোঽপি দীক্ষিতঃ পশ্চাদন্ত্যজঃ পূর্ব্বদীক্ষিতঃ।
দ্বিজঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥"

দ্বিজ পরে ও অন্ত্যজ পূর্ব্বে দীক্ষিত হইলে দ্বিজ কনিষ্ঠ এবং অন্ত্যজই জ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহাই কুলশাস্ত্রের নির্ণয়।

রুদ্রযামলেই অন্য বচনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পরে দীক্ষিত হইলেও জ্যেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোন স্থলে উচ্ছিষ্টগ্রহণ বিষয়ে যোনিসম্বন্ধের দ্বারাও জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা ত্রিপুরার্ণবে,—

"বিদ্যাসম্বন্ধতো বাপি যোনিসম্বন্ধতস্তথা।
জ্যেষ্ঠানামপি চোচ্ছিষ্টং দীক্ষিতানাঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥"

বিদ্যাসম্বন্ধে অথবা যোনিসম্বন্ধে দীক্ষিত জ্যেষ্ঠের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ [illegible]।

"দীক্ষাহীনস্য [illegible]ষ্টং জনক[illegible]াপি দী[illegible]ক্ষতঃ।
ন ভক্ষয়েৎ সকৃদ্বাপি ভুক্ত্বা পাতিত্যমাপ্নুয়াৎ॥"

দীক্ষিত সাধক দীক্ষাহীন পিতারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না, করিলে কৌলমার্গ হইতে পতিত হইবে।

এখন প্রসঙ্গতঃ কাহার পক্ষে কি পরিমাণ মদ্যপান বিহিত, তাহা বিবেচিত হইতেছে। বালামন্ত্রের উপাসক তিন পাত্র, পঞ্চদশী মন্ত্রের উপাসক চারি পাত্র, এবং ষোড়শী মন্ত্রের উপাসক* পাঁচ পাত্র গ্রহণ করিবে। ইহা পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"সৌভাগ্যাদোপাসকস্য চতুস্তত্ত্বং ভবেচ্ছিবে।
বালাদ্যুপাসকানান্তু তৎপূজোক্তবিধানতঃ॥
তেষান্তু তত্ত্বত্রিতয়মন্তৎ সর্ব্বং সমং ভবেৎ।
দীক্ষাবতাং পূর্ণপাত্রং পঞ্চমন্তু ভবেচ্ছিবে।
হুত্বা শিবাগ্নৌ ক্রমশস্ত্রি-চতুঃ-পঞ্চপাত্রকম্॥"

---

* বালামন্ত্র শ্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ। শ্রীবিদ্যার পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র পঞ্চদশী এবং ষোড়শাক্ষর মন্ত্র ষোড়শী নামে প্রসিদ্ধ।

তৎ তৎ মন্ত্রের পূজায় উক্ত বিধান অনুসারে সৌভাগ্যদ অর্থাৎ পঞ্চদশী মন্ত্রের উপাসক চারি পাত্র এবং বালা প্রভৃতি মন্ত্রের উপাসক তিন পাত্র গ্রহণ করিবে। অন্য মন্ত্রের উপাসক বালামন্ত্রের তুল্য অর্থাৎ তিন পাত্র গ্রহণ করিবে। হে শিবে! [ষোড়শী মন্ত্রে] দীক্ষিত সাধকের পক্ষে পঞ্চম পাত্রই পূর্ণপাত্র। [বালাদিমন্ত্রের সাধকগণ] যথাক্রমে তিন, চারি ও পাঁচ পাত্র চৈতন্যরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
আনন্দাৎ তৃপ্যতে দেবী মূর্চ্ছয়া ভৈরবঃ স্বয়ম্।
বমনাৎ সর্ব্বদেবাস্ত তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ॥"*

পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিয়া ভূতলে পতিত হইবে, তথা হইতে উঠিয়া আবার পান করিবে, তাহা হইলে পুনর্জন্ম হয় না। মদ্যপানে আনন্দোদয় হইলে উপাস্যা দেবী, মূর্চ্ছা হইলে স্বয়ং ভৈরব এবং বমন হইলে সকল দেবতা তৃপ্তিলাভ করেন। [illegible]এব আনন্দ, মূর্চ্ছা এবং বমন, এই তিনেরই আচরণ করিবে।

এ[illegible]প বচনের দ্বারা কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতিতে অনিয়ত পান বিহিত [illegible]য়াছে। এই অবস্থায় পাত্রনিয়ম কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে অজ্ঞ অথচ বুভুৎসু মানবের জন্য এই সকল বচনের অভিপ্রায় উক্ত হইতেছে। "পীত্বা পীত্বা" ইত্যাদি বচন এবং—

"আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।"

ইত্যাদি কুলার্ণববচনে যে যথেচ্ছ পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সকলের

---

* তন্ত্রসারকার "পীত্বা পীত্বা" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে চতুর্থাশ্রমিপর বলিয়াছেন। পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—মূলাধারে কুণ্ডলিনী ও পৃথ্বীতত্ত্ব অবস্থিত আছে, কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত করিলে তাঁহাদের সামরস্যে যে অমৃত ক্ষরিত হয়, সাধক তাহা পুনঃ পুনঃ পান করিবে। কুণ্ডলিনী ভূতলে অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্বের আধার মূলাধারে পতিত হইলে আবার তাহাকে উত্থাপিত করিয়া সেই অমৃত পান করিবে। তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না অর্থাৎ মুক্তিলাভ হইবে। তন্ত্রসারকার বা রামেশ্বর কেহই এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গও করেন নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'পূর্ণাভিষেক-যুক্তানাং" ইত্যাদি বচন এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী "আনন্দাৎ তৃপ্যতে দেবী" এবং "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যং" ইত্যাদি বচনগুলিই এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিরোধী।

পক্ষে নহে, পূর্ণারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে। এই জন্য কুলার্ণবে "আগলান্তং" ইত্যাদি বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে—

"পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে।"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যং" ইত্যাদি বচন লিখিত হইয়াছে। পূর্ণাভিষেকের লক্ষণ কুলার্ণবতন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"যো নিন্দা-স্তুতি-শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদিসম্ভবে।
সমঃ সর্ব্বত্র যোগীশো হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতঃ॥
তত্ত্বত্রয়-শ্রীচরণ-মূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবতা-গুরুভক্তশ্চ শাম্ভবীমুদ্রয়ান্বিতঃ॥
স চ পূর্ণাভিষিক্তঃ স্যাৎ কৌলিকো ন তু দীক্ষয়া॥"

যে সাধক নিন্দা-স্তুতি, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানী, যাঁহার ইষ্ট-প্রাপ্তিতে হর্ষ ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে বিমর্ষ নাই, তত্ত্বত্রয়, গুরুর চরণ ও মূলমন্ত্রের অর্থ বিষয়ে যিনি তত্ত্বজ্ঞ, যিনি শাম্ভবীমুদ্রাযুক্ত এবং দেবতা ও গুরুভক্ত, এবম্ভূত কৌলিক যোগিশ্রেষ্ঠই পূর্ণাভিষিক্ত, কেবল দীক্ষার দ্বারা পূর্ণা[illegible]ওয়া যায় না।

ঈদৃশ পূর্ণাভিষিক্ত সাধকই পূর্ণারূঢ়, তাঁহার সম্বন্ধেই "আগলান্তং" ইত্যা[illegible] বিধান। এই জন্যই অমৃতারহস্যে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মজ্ঞানী সুরাং পীত্বা কুলাচারে চরন্ মুহুঃ।
ভূমৌ পততি তস্যাঙ্গে লগন্তি যদি রেণবঃ।
তাবৎকালং রেণুসংখ্যং ব্রহ্মলোকে স মোদতে॥"

কুলাচারপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক পুনঃ পুনঃ সুরাপান করিয়া ভূমিতে পতিত হইলে তাঁহার অঙ্গে যদি ধূলিকণা লাগে, তবে সেই সাধক ধূলিকণা-সমসংখ্য কাল ব্রহ্মলোকে বাস করেন।

এই বচনে "ব্রহ্মজ্ঞানী" এই সমষ্টিশব্দের দ্বারা কুলার্ণবোক্ত বিশিষ্টার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আধুনিক আসক্তিপরায়ণ মানবগণ তন্ত্রার্থ না জানিয়া, নিজের অধিকার বিচার না করিয়া "পীত্বা পীত্বা" ইত্যাদি তন্ত্রবচনসমূহ লোকসমাজে প্রদর্শন করত স্বয়ং যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে, অন্যেরও বুদ্ধিভ্রংশ জন্মায়।* এই সকল

* একশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বর সেই দেশের সেই সময়ের লোকদের

মানব যাবচ্চন্দ্রদিবাকর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। এই বিষয়ে পরমানন্দতন্ত্রে প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"যাবন্ন চলতে দৃষ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরম্॥
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং যাবন্ন মুখবৈকৃতিঃ।
তাবদেব পিবেদ্দ্রব্যমন্যথা পতনং ভবেৎ॥"

যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মদ্য পান করিবে।, ইহার অতিরিক্ত পানের নাম পশুপান। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও মুখবিকৃতি না হয়, সেই পর্য্যন্ত পান করিবে, ইহার অন্যথায় পতন অবশ্যম্ভাবী।

সাধক নিজের যোগ্যতা বুঝিয়া পাত্র গ্রহণ করিবেন. গুরুও শিষ্যের যোগ্যতা বুঝিয়া পাত্র প্রদান করিবেন। এই বিষয়ে কুমারীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কৌলিকে পাত্রমধিকং প্রযচ্ছত্যবিচারয়ন্।
তদীয়মধিকারং স সহ তেনৈব মজ্জতি॥"

যে [illegible]ক শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া, তাহাকে অধিক পাত্র প্রদান করেন, তিনি সেই শিষ্যের সহিত পতিত হয়েন।

নীলাতন্ত্রে পানপাত্রের প্রমাণ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"পানমেকপ্রযত্নেন যাবদ্দ্রব্যস্য বৈ ভবেৎ।
তদারম্ভে ভবেৎ পাত্রং ন ন্যূনং নাধিকং শিবে॥"

এক প্রযত্নে যতটুকু দ্রব্য পান করা যায়, তাহার নাম পাত্র, অর্থাৎ ততটুকু মদ্যকে একপাত্র বলে। হে শিবে! পাত্রে তাহার ন্যূন বা অধিক দ্রব্য প্রদান করিবে না। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"উল্লাসভেদমজ্ঞাত্বা প্রাপ্য মূঢ়ত্বমম্বিকে।
জিহ্বালোলুপভাবেন চেন্দ্রিয়প্রীণনায় চ।
যঃ পিবেৎ তস্য তামিস্রে মাতৃকাঃ পাতয়ন্তি বৈ॥"

যে মূঢ় মানব উল্লাসভেদ না জানিয়া জিহ্বালোভ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মদ্য পান করে, মাতৃকাগণ তাহাকে তামিস্রনামক নরকে পাতিত করেন।

সম্বন্ধেই এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন; আর বর্ত্তমান সময় অস্মদ্দেশে কৌলমার্গের দোহাই দিয়া কত অনাচারই সঙ্ঘটিত হইতেছে। এই সকল অনাচারই কৌলমার্গের প্রতি লোকসমাজের ঘৃণাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

এই সকল কারণে আধুনিক অতিজিতেন্দ্রিয় সাধকেরও আরম্ভোল্লাস পর্য্যন্ত অনুসরণ করাই সঙ্গত। এই জন্য তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অশক্তাবুধ-বালানামারম্ভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অসমর্থ, অজ্ঞান এবং বালকের পক্ষে আরম্ভোল্লাসই বিহিত। আরম্ভোল্লাসের লক্ষণ তন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"যস্য যাবৎ পাত্রমুক্তমারম্ভস্তস্য তাবতা।"

যাহার যেরূপ পাত্র বিহিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তাহাই আরম্ভোল্লাস।* এই স্থলে এই বিষয় আর পল্লবিত করা হইল না। এই সম্বন্ধে অবশিষ্ট বক্তব্য চরম খণ্ডে উল্লাসবিলাসে বিবৃত করা হইবে। ৫।২২

ইয়মেব মহতী বিদ্যা সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী তস্যাঃ প্রধানসচিবপদং শ্যামা, তৎক্রমবিমৃষ্টিঃ সদা কার্য্যা। ৬।১

এই শ্রীবিদ্যাই মহতী বিদ্যা, ইনিই সিংহাসনেশ্বরী সম্রাজ্ঞী। [illegible]ধান সচিব শ্যামা [কালী], এই শ্যামার উপাসনা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

তাৎপর্য্য। এই প্রকরণে [ষষ্ঠ খণ্ডে] শ্যামার উপাসনা বিহিত হইয়া তাহার ক্রম বিবৃত হইয়াছে। এক দেবতার উপাসকের পক্ষে অন্য দেবতার উপাসনা অবৈধ। এই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি।"

যে নিজের উপাস্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, যে নিজের উপাস্য দেবতা হইতে চ্যুত হয়, শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় না এবং পাপী হয়।

অতএব শ্রীবিদ্যোপাসকের পক্ষে শ্যামার উপাসনা কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

---

* এক চুমুকে যতটুকু মদ্য পান করা যায়, তাহার নাম এক পাত্র। আরম্ভোল্লাসে এক পাত্র মদ্য পান করিবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—আরম্ভোল্লাসে তিন চুলুক মাত্র পান করিবে। সাধারণতঃ তিন চুলুকেই এক পাত্র হয়। সকলে এক চুমুকে সমপরিমাণ পান করিতে পারে না, কাজেই পাত্রের পরিমাণ অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, এই জন্যই এই বচনে "যস্য যাবৎ পাত্রমুক্তম্" এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ পরশুরাম শ্যামাক্রম বলিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ উক্ত আপত্তি নিরসনের জন্য প্রথম সূত্রে শ্যামার গুণ ও স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

"ইয়ং" বক্ষ্যমাণা অর্থাৎ যাঁহার কথা পরে বলা হইবে। "ইয়ং" এই পদের পরে "যা" এই পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। "যা মহতী নিরবধিকমহত্ত্ববতী" অর্থাৎ যাঁহার মহত্ত্বের সীমা নাই। পরাশক্তি শক্তিমান্ পরশিবেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে পারেন না। পরশিব তাঁহার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া এই স্থলে সিংহাসন শব্দের অর্থ পরশিব। সেই সিংহাসনরূপ শরশিবের ঈশ্বরী অর্থাৎ শিবনিষ্ঠ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার ব্যাপারে সঙ্কল্প-নির্ব্বাহের কর্ত্রী*। এই বিষয়ে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"
[আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী ১]

শিব শক্তিযুক্ত হইলেই প্রভুত্বসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন, অন্যথা তাঁহার স্প[illegible]ক্ষমতা থাকে না। অগস্ত্যসংহিতায় বিদ্যাবতীস্তুতিতে উক্ত [illegible]য়াছে,—

"যয়া দেব্যা বিরহিতঃ শিবোঽপি হি নিরর্থকঃ।
নমস্তস্যৈ সুমীনাক্ষ্যৈ দেব্যৈ মঙ্গলমূর্ত্তয়ে॥"

যে দেবীকর্ত্তৃক বিরহিত হইলে শিবেরও কোন সার্থকতা থাকে না, সেই মঙ্গলমূর্ত্তি মীনাক্ষীদেবীকে নমস্কার করিতেছি।

এই শক্তি বৈদান্তিকগণের স্বীকৃত মায়া হইতে ভিন্ন। ইনি চিদ্রূপা, জড়-স্বভাবা নহেন। এই সম্বন্ধে সূতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী।
শিবাভিন্না তয়া হীনঃ শিবোঽপি হি নিরর্থকঃ॥"

সেই মঙ্গলদায়িনী পরমা দেবী শিবা অর্থাৎ শক্তি সৎস্বরূপা, পরানন্দরূপিণী

---

* যাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনিই ঈশ্বর। নির্গুণ পরশিবের ঐশ্বর্য্য নাই, কাজেই তিনি ঈশ্বর নহেন। ঐশ্বর্য্য একটি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, গুণ ও শক্তি এক বস্তু। কাজেই ঐশ্বর্য্য থাকিলে নির্গুণত্ব সম্ভব হয় না। শক্তিযুক্ত শিবই ঈশ্বর, অতএব শক্তিই পরশিবের ঐশ্বর্য্যনির্ব্বাহকর্ত্রী বা ঈশ্বরী।

এবং মুক্তিদায়িনী। ইনি শিব হইতে অভিন্ন। শিবও শক্তিহীন হইলে তাঁহার কোন সার্থকতা থাকে না।

এখন আপত্তি এই—মুখ্য সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব শিবে অবস্থিত, শক্তি তাহার নির্ব্বাহিকামাত্র। তাহা হইলে মুখ্য জগৎকর্ত্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি শিবনিষ্ঠ, শক্তি তাঁহার সহকারিণী। অতএব মুখ্যত্বহেতু শিবই উপাস্য হইতে পারেন, শক্তি উপাস্যা হইতে পারেন না।

ইহার উত্তর এই—ক্ষিত্যাদি কার্য্যসমূহ কারণ ভিন্ন উপপন্ন হয় না। এই অনুপপত্তিহেতু শিব অথবা শক্তির কল্পনা করিতে হয়। চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা শিব অথবা শক্তি কাহাকেও দেখা যায় না। এইরূপ কল্পনার আরম্ভে বৈদান্তিকগণ বলেন—চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মের ধর্ম্ম মায়া, সেই মায়া অবিদ্যা এবং জড়স্বভাবা, সেই মায়াই জগতের উপাদান, পরব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তোপাদান; জড়স্বভাবা মায়া উপাদান বলিয়া জগৎও জড়স্বভাব এবং মায়া মিথ্যা বলিয়া জগৎও মিথ্যা। তান্ত্রিকগণ বৈদান্তিকগণের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—যে মায়া অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা চিতের ধর্ম্ম [illegible] চিতের ধর্ম্ম? চিতের ধর্ম্ম হইলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভিন্নতাহেতু মায়া জড়স্বভাবা হ[illegible] পারে না। বেদান্তিগণ মায়াকে চিতের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, অথচ জড়স্বভাবা বলেন, ইহা উপপন্ন হইতে পারে না। মায়াকে অচিতের ধর্ম্ম বলিলে অদ্বৈতবাদের হানি হয়। এবং—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধিষ্ঠান বলিয়া জানিবে। এই শ্রুতি-প্রমাণের সঙ্গেও বিরোধ হয়। অতএব গত্যন্তরের অভাবহেতু মায়াকে চিতের ধর্ম্ম বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে মায়ার জড়ত্ব সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইল। চিতের অতিরিক্ত শক্তি নাই, এই কথাও বলা যায় না। আমরাও সেই কথাই বলিতেছি, অর্থাৎ চিৎ ও শক্তি অভিন্ন হইলেও ব্যবহারদশায় উভয়ের কিঞ্চিৎ ভেদ কল্পনা করা হয়, ইহা আমাদের অভিমত। পৃথিবীর অতিরিক্ত গন্ধের অভাব হইলেও*

---

* পৃথিবীর গুণ গন্ধ, গুণ গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। অতএব যেখানে গন্ধ থাকিবে, সেইখানেই পৃথিবী থাকিবে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। এইরূপে গন্ধ ও পৃথিবী অভিন্ন হইলেও ব্যবহারদশায় ইহাদের কিঞ্চিৎ ভেদ স্বীকৃত হয়।

ব্যবহারানুরোধে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ঈষৎ ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মী শিব ও ধর্ম্ম শক্তি, এই উভয় চিৎস্বরূপ হইলেও উক্তরূপ ব্যবহারার্থ উভয়ের ঈষৎ ভেদ কল্পিত হয়। এইরূপে শিব ও শক্তি উভয়ের জগদুপাদানত্ব সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু জগৎ জড়স্বভাব। প্রকাশ হইতে কখনও অন্ধকার আবির্ভূত হইতে পারে না, সেইরূপ চিন্মাত্রস্বরূপ শিব হইতে অচিৎ অর্থাৎ জড়স্বভাব জগতের আবির্ভাব অসম্ভব। অতএব যেমন সূক্ষ্ম বটবীজে বৃহৎ বটবৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে, পরে অবয়বশৈথিল্যপূর্ব্বক বিস্তারের দ্বারা ক্রমে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ জগৎ চিৎস্বরূপ শিবে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে, পরে সৃষ্টিসময়ে অবয়বের শৈথিল্য ও বিস্তারের দ্বারা সুবৃহৎ জগৎরূপে আভিভূর্ত হয়; আবার প্রলয়সময়ে অবয়ব সঙ্কোচপূর্ব্বক সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া শিবে বিলীন হয়। এই বিস্তার-সঙ্কোচকর্ত্তৃত্ব চিৎস্বরূপ শিবে অবস্থিত আছে, শিব জগতের উপাদান নহেন, উপাদান-কারণ শক্তি *। বণিক্ প্রভাতে পণ্যবস্তুর প্রসারণ করিয়া দোকান সাজাইয়া লয়, আবার রাত্রিতে তাহার সঙ্কো[illegible]রিয়া দোকান গুটাইয়া রাখে; এই স্থলে যেমন বণিকের কেবল [illegible]ঙ্কোচকর্ত্তৃত্বমাত্র, শিবের কর্তৃত্বও সেইরূপ। নির্গুণ শিবের কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না, সঙ্কোচন প্রসারণও ক্রিয়া; ক্রিয়া সম্পাদনে শক্তির প্রয়োজন, অতএব এইপ্রকার সঙ্কোচন-প্রসারণ-ক্রিয়াতেও চিচ্ছক্তি শিবের সহকারিণী।

এখন আপত্তি হইতেছে—চিতের অতিরিক্ত, চিৎ হইতে ঈষৎ ভেদবিশিষ্ট, চিতের কর্ত্তৃত্বনির্ব্বাহিকা শক্তিস্বীকারের প্রয়োজন কি? কর্ত্তৃত্ব ও নির্ব্বাহকত্ব চিতেই অবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিলেই হইতে পারে, সহকারী কারণ-শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। ঘটের কর্ত্তা কুম্ভকার, উপাদানকারণ মৃত্তিকা, এবং সহকারী কারণ কুলাল অর্থাৎ চক্র। সহকারী কারণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে চক্রও ঘটের কর্ত্তা হইতে পারে।

ইহার উত্তর এই—শ্রুতি, স্মৃতি ও লোকব্যবহারে শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির উল্লেখ

---

* উপাদান-কারণের গুণ কার্য্যে থাকে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। রামেশ্বর জগতের উপাদানকারণ শক্তিকে চিৎস্বরূপা বলিয়া, তাহার কার্য্য জগৎকে জড়স্বভাব বলিয়াছেন, অথচ ইহার কোন মীমাংসা করেন নাই। বক্ষ্যমাণ ভাস্কররায়ের উক্তিতে ইহার মীমাংসা আছে।

দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীভাগবতেও এইরূপ স্মৃতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—

"শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥

ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥

তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
কারণং সৈব কার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥

বস্তুজালং শক্তিহীনং শক্তং কর্ত্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তন্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তং যদা ভবেৎ॥"

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার শক্তিই ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, ইঁহারা কেহই [শক্তিহীন হইয়া] নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা শক্তিযুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারেন। সেই শক্তিই প্রত্যেক কার্য্যের কারণ, [illegible] প্রত্যক্ষই অবগত হওয়া যায়। কোন বস্তুই শক্তিহীন হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না, শক্তিযুক্ত হইলে সকল বস্তুই কার্য্যে সমর্থ হয়।

দেবীভাগবতে এইরূপ বহু বাক্যের দ্বারা অতিবিস্তৃতরূপে শক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লোকব্যবহারেও দেখা যায়—গোপবধূ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই "এই কার্য্য করিতে আমার শক্তি আছে, সেই কার্য্য করিতে আমার শক্তি নাই" এইরূপ ব্যবহার নির্ব্বিবাদেই করিয়া থাকে।

অতএব শক্তির অস্তিত্ব বহুপ্রমাণসিদ্ধ। শক্তিনির্ব্বাহ্য জগৎও সূক্ষ্মরূপে। শিবকুক্ষিতে সর্ব্বদা অবস্থান করে।

অথবা চিৎ অর্থাৎ শিবের যে শক্তি, তাহার পরিণামই জগৎ। শক্তিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন। ইহা যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়ং সখে তে দুঃখদঃ কথম্।"

হে সখে! এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ চিতেরই বিলাস, অতএব তাহা কিরূপে তোমার দুঃখের কারণ হইতে পারে?

ইহাতে চিৎ ও শক্তির ঈষৎ ভেদ অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া চিতের নির্ব্বিকারত্ববোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না, অত্যন্তভেদ স্বীকৃত হয় না বলিয়া অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিরও বাধা হয় না।

এই প্রকার শক্তি বস্তুমাত্রেই কার্য্যোৎপত্তির পরে অনুভূত হয়, পূর্ব্বে হয় না। বিদ্যারণ্যস্বামী [মাধবাচার্য্য] পঞ্চদশীর অন্তর্গত ভূতপঞ্চবিবেকে এই কথাই বলিয়াছেন। যথা,—

"নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
নহি শক্তিং কচিৎ কশ্চিদ্‌বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা॥"

ব্রহ্মের শক্তি মায়া অগ্নির শক্তির মত নিস্তত্ত্ব ও কার্য্যগম্য। কেহই কোন স্থলেই কার্য্যের পূর্ব্বে শক্তি বুঝিতে পারে না।

এইরূপে শিবনিষ্ঠা, শিব হইতে অভিন্না, শিবের ধর্ম্মরূপা, শিবনিষ্ঠকর্তৃত্ব-নির্ব্বাহিকা শক্তি সিদ্ধ হইল। সেই শক্তিই উপাস্যা, চিন্মাত্রস্বরূপ শিব উপাস্য হইতে পারেন না। উপাস্য দেবতার গুণ-নামকীর্ত্তনাদির নাম উপাসনা। শক্তিরহিত কেবল-শিব গুণাভাবহেতু নির্গুণ, অতএব তাঁহার ধ্যান-স্তুতি-নামকীর্ত্তনাদি সম্ভব হইতে পারে না, অতএব শক্তিরহিত কেবল-শিব উপাসনার অযোগ্য। এই কথা যোগিনীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে।"

শক্তিরহিত সূক্ষ্ম শিবতত্ত্বের নাম অর্থাৎ বাচক শব্দ এবং ধাম [প্রকাশ] অর্থাৎ শব্দজন্য জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রুতিও বলিতেছেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়। *

কেবল-শিব "নেতি নেতি" অর্থাৎ তিনি ইহা নন, তিনি উহা নন, এই সর্ব্বনিষেধশেষরূপে জ্ঞেয়। অতএব কেবল-শিববিষয়ক জ্ঞান উপাসনাদি কর্ম্মের বিরোধী; অতএব কেবল-শিব উপাস্য হইতে পারেন না †। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

---

* যাহার রূপ ও গুণ আছে, তাহার বিষয়েই বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং মনও তাহার বিষয় চিন্তা করিতে পারে। শক্তিরহিত পরশিবের রূপ ও গুণ কিছুই নাই, কাজেই তাঁহার বিষয়ে বাক্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না, মনও তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে পারে না।

† যাহার রূপ ও গুণ নাই, তাহার স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কেবল-শিবের

"শিবোঽপি শবতাং যাতঃ কুণ্ডলিন্যা বিবর্জিতঃ।"

কুণ্ডলিনী অর্থাৎ শক্তিকর্ত্তৃক বিবর্জিত শিব শবতা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার কোন ক্রিয়া থাকে না।

নিরাকারগ্রহণার্থ যথাকথঞ্চিৎ বলয়াকারে মনকে প্রেরণা করিলেও নিরাকার শিব শুভাশুভধর্ম্মহীন বলিয়া তাঁহাতে মন ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারে না। ভগবান্‌ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই কথা বলিয়াছেন। যথা,—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"

অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণের প্রতি আসক্তচিত্তের অধিকতর ক্লেশ হয়। অতএব মনের স্থৈর্য্যের জন্য কোন একটি রূপ কল্পনা করিতে হয়। নাম ও গুণের সহিত পরব্রহ্মের যে রূপ কল্পিত হয়, তাহার নামই শক্তি। *

রূপ ও গুণ নাই, কাজেই তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, তিনি তাহা নহেন, এইমাত্র বলা যাইতে পারে; তিনি যে কিং-স্বরূপ, তাহা বলা যাইতে পারে না। নির্গুণ শিব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পা[illegible] কিন্তু তাহা উপা[illegible]না ন[illegible]; পরন্তু উপাসনার দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ করিতে হয়। জ্ঞানলাভ করিলে আর উপ[illegible]য়োজন থাকে না। কাজেই কেবল শিব উপাস্য নহেন—জ্ঞেয়।

* ব্রহ্মের রূপকল্পনা নিয়া অনেক তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। "উপাসকানাং ভেদার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই বচনে "কল্পনা" এই কৃদন্ত প্রয়োগের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েই ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারে। ইহাতে "ব্রহ্মণঃ" এই পদে কর্ত্তাতে, কি কর্ম্মে ষষ্ঠী, ইহা নিয়াই যত গণ্ডগোল। এক পক্ষ কর্ত্তাতে ষষ্ঠী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—স্বয়ং ব্রহ্মই বিভিন্নমতাবলম্বী উপাসকগণের উপাসনা-সৌকর্য্যার্থ নিজের রূপকল্পনা করিয়াছেন। অপর পক্ষ বলেন,—এই স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী, উপাসকগণই নিজেদের উপাসনার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে উপাসকের কল্পিত রূপ ব্রহ্ম নহে, যেহেতু ব্রহ্মের কোন রূপ নাই। এই তর্ক নিরর্থক; ব্রহ্মের রূপ উপাসকের কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিলেও, যিনি অনন্ত রূপের আধার, রূপময় সমগ্র জগৎ যাঁহার কুক্ষিগত, তাঁহার বাহিরে ত উপাসক কোন রূপ কল্পনা করিতে পারিবে না; অতএব উপাসক যে রূপই কল্পনা করুক না কেন, তাহাই ব্রহ্মের রূপ হইবে। প্রকৃত পক্ষে তাহাও নহে, সগুণ ব্রহ্ম স্বয়ংই শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [২০ পৃঃ] বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম দ্বিবিধ, প্রথম নিষ্কল অর্থাৎ নির্গুণ, দ্বিতীয় সকল অর্থাৎ সগুণ। "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরশ্চাপরঞ্চ" এই শ্রুতিতে পর ও অপর, এই উভয়বিধ ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য, ইহা অবগত হওয়া যায়। অপরব্রহ্মই সকল বা সগুণ ব্রহ্ম। এই অপর ব্রহ্ম দ্বিবিধ,—প্রথম জগন্নিয়ামক, দ্বিতীয় জগদাত্মক। ইহা "জগন্নিয়ন্তা জগদাত্মকশ্চ"; "শিবঃ কর্ত্তা শিবো ভোক্তা শিবঃ সর্ব্বমিদং জগৎ," "দেবী দাত্রী চ ভোক্ত্রী চ দেবী সর্ব্বমিদং জগৎ," "স্থিতি-সংযমকর্ত্তা চ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে

ইহাও দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সগুণা নির্গুণা চেতি দ্বিধোক্তা সা মনীষিভিঃ॥
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা॥
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানর্চ্চিতা বিধিপূর্ব্বকম্।"

শক্তি এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত আছেন, সেই শক্তিই ব্রহ্মরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। সেই শক্তি দুই প্রকার—সগুণা ও নির্গুণা, ইহা মনীষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সগুণা শক্তি রাগী অর্থাৎ

অবগত হওয়া যায়। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" তিনি কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব, এই শ্রুতিবাক্যেও "অকাময়ত" এই পদের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ, এবং "বহু স্যাং" এই পদের দ্বারা তিনিই পরিণামি কারণ বা উপাদান কারণ, ইহা অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" এই অধিকরণে "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এই সূত্রেও ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিমিত্তকারণরূপে জগন্নিয়ন্তা এবং উপাদানকারণরূপে জগদাত্মক। কার্য্য উপাদানকারণ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন মৃদ্‌ঘট তাহার উপাদানকারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ জগৎও তাহার উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অতএব ব্রহ্ম জগদাত্মক। জগদাত্মক ব্রহ্মের জগৎই আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। এই জগদাত্মক ব্রহ্ম চর অর্থাৎ চেতন এবং অচর অর্থাৎ জড়, এই দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে আবার চরজগদাত্মক ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদিভেদে এবং জড়জগদাত্মক ব্রহ্ম আকাশাদিভেদে বহু প্রকার। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোধান ও অনুগ্রহভেদে নিয়মনব্যাপার অনেক প্রকার; সেই হেতু জগন্নিয়ন্তা ব্রহ্মও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবভেদে অনেক প্রকার। আবার ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বস্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের বাসনাভেদে এবং কার্য্যভেদে বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রহ্মের রূপ অনন্ত। সুপ্রভেদতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"যতীনাং মন্ত্রিণাঞ্চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাস্তথা।
ধ্যান-পূজানিমিত্তং হি তনুর্গৃহ্ণাতি মায়য়া।"

যতি [সন্ন্যাসী], মন্ত্রী [মন্ত্রসাধক], জ্ঞানী [জ্ঞানমার্গী] ও যোগী, ইহাদের ধ্যান ও পূজার নিমিত্ত ঈশ্বর মায়াকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরই যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, মূর্ত্তি যে উপাসকের কল্পিত নহে, ইহা এই সুপ্রভেদবচনে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুপ্রভেদ একখানি শৈবতন্ত্র। মায়া অর্থাৎ শক্তিকে আশ্রয় না করিয়া তিনিও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন না, এই জন্য কল্পিতমূর্ত্তিমাত্রই শক্তি।

সংসারাসক্ত সাধকের এবং নিগুর্ণা শক্তি বিরাগী অর্থাৎ সংসারে অনাসক্ত সাধকের উপাস্যা। সেই শক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের স্বামিনী অর্থাৎ এই চতুর্ব্বর্গ তাঁহারই অধীন। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যাহার অভিলাষ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করা যায়, তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে উক্ত প্রমাণ ও যুক্তিসমূহের দ্বারা পরা শক্তিই উপাস্যা, ইহা স্থিরীকৃত হইল। পরশিব নিগুর্ণ। এই নিগুর্ণ পরশিববিষয়ে বৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। এই জ্ঞান শক্ত্যুপাসনাসাধ্য অর্থাৎ শক্তির উপাসনার দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়। অতএব সূত্রে উক্ত পরা শক্তির "সিংহাসনেশ্বরী" ও "সাম্রাজ্ঞী" এই দুইটি বিশেষণ উপপন্ন হইল।

নিগুর্ণ শিবই "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত ইচ্ছাশক্তির সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টির উন্মুখ হইলে তাঁহাকেই শক্তি বলা হয়। শিবই শক্তিরূপ ধারণ করিয়া উপাসনার যোগ্য হয়েন, এই তত্ত্ব অবগত হইয়া উপাসনা করিতে হয়। *

---

* শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বামকেশ্বরতন্ত্র ও ভাস্কর রায়ের অভিমত এই,—

"ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে।
স্থূল-সূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা॥" [বামকেশ্বরতন্ত্র, ৪।৪]

হে প্রিয়ে! ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা পরমা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা শক্তি। ইনি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীকৃত জগতের আদিভূতা, এই জন্য ইঁহার নাম আদ্যাশক্তি। ইনি স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তিবিষয়ে মাতৃকা অর্থাৎ জননিত্রী।

সমগ্র জগতের প্রলয়কালে বিনষ্ট প্রাণিগণের কর্ম্মফল সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে নিজের মধ্যে স্থাপন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবস্থান করেন। এই সময়ে শক্তিও ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন। প্রলয়ের শেষে বিনষ্ট প্রাণিগণের কর্ম্মফল-পরিপাক-বৈচিত্র্যবশতঃ আবার সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্তা শক্তি সিসৃক্ষাদিরূপে [সিসৃক্ষা—সৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা] ব্যক্ত হয়েন। এই প্রথম আবির্ভূতা শক্তিই ত্রিপুরা। ইনিই অনন্তশক্তিসমষ্টিরূপা, এই জন্য পরমা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সৃষ্টির আদিতে উৎপৎস্যমান জগতের কারণরূপে প্রথম আবির্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া ইনি আদ্যা। যদিচ ইঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন, তথাপি প্রলয়ের প্রথম ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া চরম ক্ষণ পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিয়াও সৃষ্টিসমর্থ ছিলেন না। এই সিসৃক্ষাদিরূপা শক্তিই স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া উত্তরোত্তর সৃষ্টির বিধান করিয়াছেন, এই অভিপ্রায়েই ইনি "আদ্যা" নামে অভিহিতা হইয়াছেন। এই শক্তি ইচ্ছারূপা হইলেও নির্ব্বিষয়ক চিন্মাত্র হইতে আবির্ভূতা বলিয়া ইনি চিদ্রূপাও বটেন। ইনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট জগৎকে জ্ঞান,

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই পুটত্রয়ে কল্পনা করিয়াছেন, এই জন্ম "জ্ঞানাদিতঃ" এই কথা বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ—ইনি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপে ত্রিপুটীকৃত জগতের আদিভূতা। এই জন্মই "ত্রিভ্যঃ পুরা ত্রিপুরা" তিনের আদিতে বর্ত্তমানা বলিয়া ত্রিপুরা, এই ব্যুৎপত্তি ধ্বনিত করিবার জন্ম "ত্রিপুরা" এই পদকে বিশেষ্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই শক্তিই প্রক্ষ্যমাণ সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রৈলোক্য অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিবিষয়ে মাতৃকা অর্থাৎ জনয়িত্রী মাতা।

ইহাতে আপত্তি এই—তন্ত্রশাস্ত্র সৎকার্য্যবাদী, অতএব তাহার মতে, যে পদার্থের অস্তিত্ব নাই, তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রলয়কালে অনুপলভ্যমান জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এই প্রকার জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইলে শশশৃঙ্গাদিরও উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

"কবলীকৃত-নিঃশেষ-তত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।" [বামকেশ্বর তন্ত্র, ৪।৫]

"প্রলয়কালে কবলীকৃতাঃ নিগীর্ণাঃ নিঃশেষাঃ তত্ত্বগ্রামাঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসমূহাঃ যেন স্বরূপেণ তাদৃশস্বরূপবতী।" সেই শক্তি প্রলয়কালে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক জগৎকে নিঃশেষরূপে কবলীকৃত অর্থাৎ নিজের মধ্যে স্থাপিত করিয়া অব্যক্তরূপে অবস্থান করেন। তাহার পরে তিনি সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত বিশ্বকে সৃষ্টিসময়ে স্থূলরূপে ব্যক্ত অবস্থায় প্রকটিত করেন। যোগবাশিষ্ঠেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"যথাণ্ডান্তর্জলে মহী সর্ব্বাণ্ডীদং তথাত্মনি।
ফল-পত্র-লতা-পুষ্প শাখা-বিটপ-মূলবান্॥
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্।"

সমগ্র পৃথিবী যেমন ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলে অবস্থিতি করে, সেইরূপ এই বিশ্ব পরমাত্মায় অবস্থিতি করে। ফল পত্র লতা পুষ্প শাখা মূল, এই সকলের সহিত বৃক্ষ যেমন সূক্ষ্মভাবে বৃক্ষবীজে নিহিত থাকে, সেইরূপ প্রলয়কালে এই জগৎও সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে।

যে জগৎ প্রলয়কালে সূক্ষ্মসংস্কাররূপে শক্তিতে বিলীন হইয়া ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাহাই সৃষ্টিসময়ে স্থূলরূপে আবির্ভূত হয়। শশশৃঙ্গাদির সংস্কাররূপেও সত্তা থাকে না, কাজেই তাহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

এখন আপত্তি হইতেছে—প্রলয়কালে নিখিল বিশ্বকে কবলিত করিয়া শক্তিও সূক্ষ্মাকারে অব্যক্ত অবস্থায় পরশিবে বিলীন থাকেন, আবার সৃষ্টি সময়ে শক্তি পরশিব হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আবির্ভূত হইয়া সৃষ্ট্যাদিব্যাপার সম্পাদিত করেন। ইহাতে বুঝা গেল যে—জগতের কারণ শক্তি, এবং শক্তির কারণ পরশিব। এই অবস্থায় পরশিব হইতেই সৃষ্ট্যাদিব্যাপারের উপপত্তি হইতে পারে, মধ্যবর্ত্তী শক্তিকল্পনার প্রয়োজন কি? এইরূপ কল্পনা "তদ্ধেতোরেবাস্তু তদ্ধেতুত্বং কিং তেন" এই স্থায়ের বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

"তস্যাং পরিণতায়াস্তু ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে।" [বামকেশ্বরতন্ত্র, ৪।৫]

সেই শক্তিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন, এই অবস্থায় পরশিবনামক কোন পদার্থের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

এই স্থলে "তু" শব্দ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তক এবং আবশ্যকত্বব্যঞ্জক। ইহার তাৎপর্য্য এই—শক্তিপরিণামকল্পনা অবশ্যই করিতে হয়, এবং তাহা হইতেই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারের উপপত্তি হয়, এই অবস্থায় পরশিবকল্পনা ব্যর্থ।

ইহার ভাব এই—উপনিষদ অর্থাৎ বৈদান্তিকগণ বলেন, চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তিই মায়া, এই মায়া জড়া। এই মায়াই জগতের উপাদানকারণ এবং ব্রহ্ম বিবর্ত্তকারণ। মায়া জড় ও মিথ্যা, তাহার পরিণাম বলিয়া জগৎও জড় এবং মিথ্যা। অদ্বৈত শ্রুতিসমূহের ইহাই তাৎপর্য্য।

তান্ত্রিকগণ বলেন—পরচিৎ অর্থাৎ পরব্রহ্মে অবস্থিত চিচ্ছক্তি বৈদান্তিকগণও স্বীকার করেন। এই চিচ্ছক্তি অনন্তরূপা অর্থাৎ অনন্তশক্তিস্বরূপা, বিশ্বে যত কিছু শক্তি সম্ভব হইতে পারে, সমস্তই ইহাতে নিহিত আছে। মায়াশক্তিও ইনিই। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে," "মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগৎ এই শক্তিরই পরিণাম, অর্থাৎ এই চিচ্ছক্তিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন। অতএব জগৎও চিদ্রূপ, জড় নহে। "চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়ম্' এই বিশ্ব চিতেরই বিলাস, ইহা যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে। অতএব জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে। জগৎ ও ব্রহ্মে অত্যন্ত ভেদ নাই, অতএব "সর্ব্বং ব্রহ্ম" এই স্থলে সামানাধিকরণ্যের অসঙ্গতি হয় না। জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদ মিথ্যা; এই বিরোধাপাদক ভেদ মিথ্যা বলিয়া অদ্বৈত[illegible]তির বি[illegible]ধ সম্ভব হ[illegible] না। [illegible] "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।" "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদি[illegible]" ই[illegible]দি ব্যাসসূত্রগুলিরও এই অর্থেই তাৎপর্য্য, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বৈদান্তিক ও তা[illegible] উভয় পক্ষেরই শক্তিকে জগতের কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই অবস্থায় বৈদান্তিকগণের কল্পিত ব্রহ্মকে জগতের কারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। মৃদ্ঘটের প্রতি পরিণামি-মৃত্তিকাপেক্ষা অন্য বিবর্ত্তকারণ কিছুই উপলব্ধ হয় না। অতএব উপনিষদে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে যে উক্ত হইয়াছে—একমাত্র মৃত্তিকার জ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্তিকার পরিণাম ঘট-শরাব-প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহা উপপন্ন হয়।

এখন আপত্তি হইতেছে—দাহকত্ব প্রভৃতি শক্তি বহ্নি প্রভৃতিতেই অবস্থিত থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মীকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরূপা শক্তির অবস্থিতি অসম্ভব। অতএব শক্তিভনির্ব্বাহের জন্যই ব্রহ্ম বা পরশিব কল্পনা করিতে হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

"পরো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো যদা ভবেৎ॥" [বামকেশ্বরতন্ত্র, ৪।৬]

হে পরমেশানি! পরশিবও শক্তিরহিত হইলে কিছুই করিতে সমর্থ হয়েন না। তিনি যখন শক্তিযুক্ত হন, তখনই [সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে] সমর্থ হয়েন।

ইহার ভাব এই—আমরা শক্তিব্যসনিতাহেতু এইরূপ কল্পনা করিতেছি না। পরন্তু ক্ষিত্যাদি প্রপঞ্চের কার্য্যত্বহেতু কারণ ব্যতিরেকে তাহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। নৈয়ায়িক-

গণও ক্ষিত্যাদির সকর্তৃকত্ব কার্য্যত্বদ্বারাই অনুমান করিয়াছেন। ইহা বৈদান্তিকগণেরও অভিপ্রেত। বিদ্যারণ্যস্বামী ভূতপঞ্চবিবেকে এই কথা বলিয়াছেন,—

"নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
নহি শক্তিং ক্বচিৎ কশ্চিদ্‌বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা॥"

অগ্নির দাহিকাশক্তির মত এই ব্রহ্মের শক্তি মায়া নিস্তত্ত্বা, কার্য্যের দ্বারা ইহাকে জানিতে পারা যায়। কেহই কোন স্থলেই কার্য্যের পূর্ব্বে শক্তিকে জানিতে পারে না।

কারণ স্বীকার না করিলে কার্য্যত্বের উপপত্তি হয় না, এই জন্য নির্দ্ধর্মক অর্থাৎ শক্তিহীন পরশিবকে কারণরূপে কল্পনা করিলেও কার্য্যত্বের অনুপপত্তিই থাকিয়া যায়। অতএব জগতের কার্য্যত্ব-নির্ব্বাহের জন্য পরশিবে অধিষ্ঠিতা শক্তি কল্পনা করিতেই হইবে। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥
ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
কারণং সৈব কার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥"

সেই শক্তিই স্বেচ্ছায় এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, ইঁহারা কেহই শক্তিহীন হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারেন না, শক্তিযুক্ত হইয়াই করিয়া থাকেন। সেই শক্তিই সকল কার্য্যের কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়।

শক্তিসূত্রেও উক্ত হইয়াছে,——"চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" বিশ্বসিদ্ধির হেতুভূতা চিতিশক্তি স্বতন্ত্রা। আমরা শক্তিকারণতাবাদী, আমাদের মতে পরশিবের কল্পনা না করিলেও কার্য্যত্বের অনুপপত্তি হয় না। এক শক্তিরই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, এই উভয়াত্মকত্ব কল্পনা করিলে ধর্ম্মিরূপ পরশিবের কল্পনা না করিলেও শক্তির ধর্ম্মত্বের অনুপপত্তি হয় না। বৈদান্তিকগণও শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করেন। পরশিব শক্তিরহিত হইলে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন না। যেহেতু কোন কার্য্য করিতে হইলে সেই কার্য্যের চিকীর্ষা অর্থাৎ করিবার ইচ্ছা, সেই কার্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই কার্য্যের কৃতিমত্তা অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা, এই তিনটি যাঁহার আছে, তিনিই কর্ত্তা হইতে পারেন, অন্যথা কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। পরন্তু এই তিনটিই যথাক্রমে ইচ্ছা, জ্ঞানা ও ক্রিয়া, এই শক্তিত্রয়ের ব্যাপার। পরশিব তাদৃশ শক্তিযুক্ত হইলেই কার্য্যক্ষম হইতে পারেন। শিবের শক্তিসাহিত্য বিষয়ে যেমন এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক সম্ভব হয়, শক্তির শিব-সাহিত্য বিষয়ে সেইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পরশিব স্বীকার না করিলেও শক্তির দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। অতএব পরশিবের কোন আবশ্যকতা নাই।

এখন আপত্তি হইতেছে,—পরশিব কল্পনা করিয়া অন্তরূপে জগৎকর্তৃত্বের উপপত্তি হইলেও কর্ম্মপরায়ণদিগের কর্ম্মফলদানের জন্য, জ্ঞানীদিগের মুক্তির জন্য এবং উপাসকদিগের উপাসনার জন্যও পরশিব কল্পনা করিতে হয়। যেহেতু জড় কর্ম্মফলদানে সমর্থ নহে, নিগুর্ণ শিবই মুক্ত পুরুষের গম্য, এবং উপাস্য ব্যতিরেকে উপাসনাও সম্ভব হয় না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

"শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে।
জ্ঞাতেনাপি মহাদেবি শর্ম্ম কর্ম্ম ন কিঞ্চন॥
ধ্যানাবষ্টম্ভকালে তু ন রতির্ন মনঃস্থিতিঃ।" [বামকেশ্বরতন্ত্র, ৪।৭]

শক্তিরহিত সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় শিবে নাম [অর্থাৎ বাচক শব্দ], এবং ধাম [প্রকাশ, অর্থাৎ বাচকশব্দজন্য জ্ঞান] থাকিতে পারে না। শক্তিরহিত শিব যথাকথঞ্চিৎরূপে জ্ঞাত হইলেও তাঁহার দ্বারা শর্ম্ম [সুখ অর্থাৎ মুক্তি] এবং কর্ম্ম [কর্ম্মফলপ্রাপ্তি] সম্ভব হয় না। শক্তিরহিত শিববিষয়ে ধ্যানাবষ্টম্ভ অর্থাৎ সমাধিসময়ে তাঁহাতে রতি অর্থাৎ মনের আনন্দ, এবং মনঃস্থিতি অর্থাৎ মনের স্থিরতা হইতে পারে না।

একটি শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই শব্দে যে বস্তুকে বুঝায়, তাহার নাম বাচ্য, এবং বাচ্য বস্তুর বোধক শব্দের নাম বাচক। বাচক শব্দই "নাম" বলিয়া আখ্যাত হয়। বস্তুর কোন একটি গুণের উল্লেখ করিয়াই বাচকশব্দরূপ নামের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। গুণই ধর্ম্ম বা শক্তি। যেমন—ঐশ্বর্য্যরূপ গুণ আছে বলিয়া সগুণ ব্রহ্মে ঈশ্বরশব্দের প্রবৃত্তি হয়। আর [illegible]চক শব্দে বাচকত্ব ধর্ম্ম এবং বাচ্য বস্তুতে বাচ্যত্ব ধর্ম্ম আছে, এই ধর্ম্মও শক্তি। শক্তিহীন শিবে কো[illegible] ধর্ম্ম নাই, কাজেই তাহাতে বাচক শব্দ বা নামের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। উপাসনায় নাম[illegible]ন, স্তুতিপাঠ, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা প্রভৃতি করিতে হয়, পরন্তু এই সকলই উপাসনা, এই সকল ছাড়িয়া উপাসনা হইতে পারে না। শক্তিহীন শিবে গুণ বা ধর্ম্ম নাই বলিয়া তাঁহাতে এই সকলের প্রয়োগ অসম্ভব, কাজেই তাঁহার উপাসনাও অসম্ভব। কোন গুণ বা ধর্ম্মকে নিমিত্ত করিয়াই প্রবৃত্তি হয়, শক্তিহীন শিবে প্রবৃত্তিনিমিত্ত গুণ বা ধর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি দুর্জ্ঞেয়, এই জন্য তাঁহাকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, এই উভয়াত্মিকা শক্তি স্বীকার করিলে তাহাতে নামকীর্ত্তনাদি প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় না, পরন্তু সুকর হয়। অতএব উপাসনার জন্যও পরশিব-কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

এখন আপত্তি এই,—কল্পিতধর্ম্মযুক্ত বস্তুতেই শব্দের প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই বস্তুও শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্মের কল্পনা করা হয়, সেই ধর্ম্মে ধর্ম্মীর সমান সত্তা থাকিবার আবশ্যকতা হয় না, অর্থাৎ ধর্ম্মের বাহিরেও ধর্ম্মীর সত্তা থাকিতে পারে। অতএব নির্দ্ধর্ম্মক শিবের জ্ঞান অসম্ভব হইতে পারে না।

ইহার উত্তরেই বলিতেছেন,—"জ্ঞাতেনাপি মহাদেবি শর্ম্ম কর্ম্ম ন কিঞ্চন"। ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য যে কোন উপায়ে পরশিবকে জানিতে পারিলেও তাদৃশ জ্ঞানে মোক্ষ-জনকতা বা কর্ম্মের উপযোগিতা নাই। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্"—সেই প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই জগতের সমস্ত পদার্থ প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত

হয়। এই শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত জগতের প্রকাশ দেখিয়া ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সর্ব্বদাই হইতেছে বলিয়া অতি সুলভ। এইরূপ সুলভ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি বা কর্ম্মফলপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। অতএব—

"শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জিতঃ।
শক্তিহীনো হি যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥"

কুণ্ডলিনী অর্থাৎ শক্তিকর্ত্তৃক বিবর্জিত হইলে শিবও শবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ শবের মত ক্রিয়াশূন্য হয়েন। যে কোন পুরুষ শক্তিহীন হইলে সকল কর্ম্মে অসমর্থ হয়। এই দেবীভাগবত-বাক্য উপপন্ন হয়। মোচকত্বও একটি ধর্ম্ম বা শক্তি, এবং কর্ম্মফলদাতৃত্বও একটি ধর্ম্ম বা শক্তি। অতএব শক্তিহীন শিবের মুক্তিদাতৃত্ব এবং কর্ম্মফলদাতৃত্বও সম্ভব হয় না বলিয়া মুক্তি এবং কর্ম্মফলপ্রাপ্তির জন্যও পরশিবকল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

এখন আপাত্ত হইতেছে,—ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া "ঘটমহং জানামি" ইত্যাদি জ্ঞানেও ব্রহ্মের অস্তিত্বজ্ঞান হইলেও সবিকল্প জ্ঞানের পরমপুরুষার্থসাধনতা নাই, একমাত্র সকলধর্ম্ম-শূন্য-ব্রহ্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই পরমপুরুষার্থের অর্থাৎ মুক্তির সাধক। অতএব যোগমার্গে ধ্যানের দ্বারা নির্ব্বিকল্প-সমাধিপ্রাপ্তির জন্য পরশিবকল্পনার প্রয়োজন হয়।

ইহার উ[illegible]রে ব[illegible]লিতেছেন,—"ধ্যান[illegible]ঃ স্তকালে তু ন রতির্ন মনঃস্থিতিঃ।" পরশিব শুভা-শুভধর্ম্মহী[illegible], অসুন্দর, সৌন্দর্য্যও একটি ধর্ম্ম, তাহার অভাব বলিয়াও অসুন্দর। অসুন্দর [illegible]বে মনের রতি হইতে পারে না বলিয়া ধ্যান সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় বলপূর্ব্বক মন[illegible] ধ্যানে প্রবর্ত্তিত করিলেও কিঞ্চিৎকালস্থায়ী হইতে পারে, মন দীর্ঘকাল তাহাতে স্থায়ী হইতে পারে না, ধ্যানাবষ্টম্ভরূপ স্থৈর্য্য অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প-সমাধিও সম্ভব হইতে পারে না। নির্ব্বিকল্প-সমাধি না হইলে পরমপুরুষার্থসিদ্ধিও হয় না। অতএব যোগিগণের ধ্যানের জন্যও পরশিব-কল্পনার কোন সার্থকতা নাই।

শক্তি স্বয়ংই ধর্ম্ম এবং স্বয়ংই ধর্ম্মী, অতএব তাঁহাতে নাম, ধাম, শর্ম্ম, কর্ম্ম, রতি, স্থিতি, সকলই সম্ভব হয়। এই জন্যই দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সগুণা নির্গুণা চেতি দ্বিবিধোক্তা মনীষিভিঃ॥
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা॥
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানর্চ্চিতা বিধিপূর্ব্বকম্।"

এই সকল যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, শক্তিই কর্ম্মপরায়ণদিগের কর্ম্মফল-প্রদান এবং জ্ঞানীদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; তিনিই উপাসকদিগের উপাসনাযোগ্যা এবং যোগিগণের ধ্যানযোগ্যা। শক্তিই এই সকলে সমর্থা, পরশিব হইতে এই সকলের কিছুরই আশা নাই। অতএব শক্তিকারণতাবাদী তান্ত্রিকগণের পরশিব কল্পনার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই প্রকার জল্পকথার দ্বারা "যাঁহারা পরশিব ব্যতিরেকে পরাশক্তি স্বীকার করেন না," তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা হইল। এখন বাদকথার অনুসরণ করা হইতেছে। [একমাত্র বাদিপরাজয়ই যে তর্কের উদ্দেশ্য, তাহার নাম জল্পকথা, আর কেবলমাত্র সিদ্ধান্তনির্ণয়ের জন্য যে তর্কের উপন্যাস হয়, তাহার নাম বাদকথা।]

"প্রবিশ্য পরমার্গান্তঃ সূক্ষ্মাকারস্বরূপিণী ॥

কবলীকৃত-নিঃশেষ-বীজাঙ্কুরতয়া স্থিতা। [বামকেশ্বরতন্ত্র, ৪।৮]

সূক্ষ্মাকারস্বরূপিণী সেই শক্তি সূক্ষ্মজগৎ ও স্থূলজগৎকে নিঃশেষরূপে কবলীকৃত করিয়া পরশিবের মধ্যে প্রবেশ করত অবস্থিতি করেন।

পরশিবের মার্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তিস্থানই পরমার্গ, পরশিব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াই আছেন, পরশিবের ব্যাপ্তির বাহিরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি ধূলিকণাও থাকিতে পারে না। শক্তি এই প্রকার পরমার্গ অর্থাৎ পরশিবের ব্যাপ্তিস্থানের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। যেখানে যেখানে পরশিবের ব্যাপ্তি আছে, শক্তিও সেখানেই আছেন। শক্তি ও শিব অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ, একজকে ছাড়িয়া অন্য থাকিতে পারেন না, কাজেই শিবের অবস্থিতিস্থানে শক্তির অবস্থিতিও অবশ্যই থাকিবে। শক্তিহীন শিব নিষ্ক্রিয় শূন্যাকার, অর্থাৎ তাঁহার থাকা না থাকা তুল্য। শক্তি ঈদৃশ শূন্যাকার শিবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শূন্যাবস্থা দূরীকরণপূর্ব্বক উচ্ছূনতা অর্থাৎ স্ফীততা সম্পাদনের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াই যেন অবস্থিতি করেন। বৃক্ষবীজে বৃক্ষ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত থাকে, বৃক্ষের এই প্রকার বীজনিহিত সূক্ষ্মাবস্থার না[illegible] বী[illegible] পরে স্থূলাকারে পরিণতির নাম অঙ্কুরাবস্থা। শিবতত্ত্ব হইতে পৃথ্বীতত্ত্ব পর্য্যন্ত ষ[illegible] তত্ত্বাত্মক বিশ্বেরও এই দুইটি অবস্থা। প্রলয়কালে স্থূল জগৎ সূক্ষ্মজগতে এবং সূক্ষ্ম [illegible] শক্তিতে লীন হয়, তাহা হইলে স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎ তখন নিঃশেষরূপেই শক্তির কুক্ষিগত হয়। শক্তি এইরূপে বিশ্বকে কবলীকৃত করিয়া পরশিবে লীন হয়েন। এই সময়ে শক্তির আকার ও স্বরূপ সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। অবয়বসংস্থানের নাম আকার, আর বস্তুর ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা না থাকিলে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, তাহাই সেই বস্তুর স্বরূপ। যেমন—বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির অবস্থানের দ্বারা বৃক্ষের যে অবস্থা, তাহা বৃক্ষের আকার, এবং বৃক্ষত্ব বৃক্ষের স্বরূপ।

প্রলয়কালে ঈদৃশ শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্মকোটিতে অবস্থান করেন। এই অবস্থাতেই তিনি নির্গুণা ব্রহ্মস্বরূপিণী। কার্য্যের পূর্ব্বে শক্তির অনুভূতি হয় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এইরূপ এই অবস্থায় কোন কার্য্য থাকে না বলিয়া ব্রহ্মকোটিপ্রবিষ্টা শক্তিরও পৃথক্ অনুভূতি হয় না, এই জন্য শক্তি ব্রহ্মস্বরূপ। সৃষ্টির উন্মুখসময়ে শক্তির স্ফুরণ হয়, এবং স্ফুরিত শক্তি হইতে যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের বিকাশ হয়। এইরূপে জগতের বিস্তৃতির সহিত শক্তিরও নানা বিভূতি-মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। শক্তিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন, এবং তিনিই জগতের নিয়মন করেন, এইজন্য শক্তিই জগৎস্বরূপা এবং শক্তিই জগতের নিয়ন্ত্রী। অতএব কর্ম্ম ও উপাসনা প্রভৃতির ফল শক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন। এই জন্য শক্তিই উপাস্যা, পরশিব উপাসনার যোগ্য নহেন।

ঈদৃশী পরা শক্তি বিশ্বের সাম্রাজ্ঞী অর্থাৎ নিয়ন্ত্রী *। তাঁহার প্রধান সচিব অর্থাৎ মন্ত্রণাবিভাগের প্রধান কর্ত্রী শ্যামা। "প্রধানসচিবপদং—অত্র সচিবপদং সাচিব্যরূপধর্ম্মপরং, তস্য পদং আশ্রয়ঃ শ্যামেতি"। সেই শ্যামার যে ক্রম অর্থাৎ উপাসনাক্রম, তাহার বিমৃষ্টি অর্থাৎ অনুসরণ সদা কর্ত্তব্য। এই স্থানে "সদা" এই পদের দ্বারা নির্ব্বাধে যাবজ্জীবন শ্যামা উপাসনার প্রাপ্তি থাকিলেও শ্যামাপ্রকরণে অগ্রে "এবং নিত্যসপর্য্যাং কুর্ব্বন্ লক্ষজপং জপ্ত্বা" এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া শ্যামামন্ত্রের লক্ষ জপ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্তই প্রত্যহ একবার শ্যামার পূজা করিবে, লক্ষজপ পূর্ণ হইলে আর শ্যামার উপাসনা করিবে না †। ৬।১

প্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং হি ন্যায্যম্। ৬।২

প্রধান রাজপুরুষকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার দ্বারা রাজার প্রসন্নতা সম্পাদন করাই ন্যায়সঙ্গত।

তাৎপর্য্য। সর্ব্বনিয়ন্ত্রী স্বতন্ত্রা পরাশক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার অনুবর্ত্তিনী শ্যামার উপাসনায় প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার পরিহার মানসে ভগবান্ পরশুরাম শ্যামার উপাসনা উপপাদন করিবার জন্য এই সূত্রে লৌকিক দৃষ্টা[illegible] বর্ণনা করিয়াছেন।

[illegible]লোকে দেখা যায়, রাজদর্শনোৎসুক মানব প্রথমতঃ প্রধান রাজপুরুষের সে[illegible]া করিয়া, পরে তাহার দ্বারা রাজদর্শন লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে সত্বর এবং অল্প আয়াসে ফললাভও হইয়া থাকে। সেইরূপ এই স্থলেও উপাসনার

ঈশ্বর মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেন, অতএব ঈশ্বরের পুংমূর্ত্তি, স্ত্রীমূর্ত্তি সমস্তই শক্তিময়। শিব-শক্তি অবিনাভাব সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া কখনও তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি হইতে পারে না, পুংমূর্ত্তিতেও শিব-শক্তি উভয়েই আছেন, স্ত্রীমূর্ত্তিতেও শিব-শক্তি উভয়েই আছেন। শক্তির দুইটি রূপ—পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি; পুংশক্তির স্ফুরণে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরের পুংমূর্ত্তি এবং স্ত্রীশক্তির স্ফুরণে দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীমূর্ত্তি। অতএব যাঁহারা শিব বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শক্তিরই উপাসনা করেন। এই তত্ত্ব অবগত হইয়াই উপাসনা করিতে হয়। [পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত বামকেশ্বরতন্ত্র ও ভাস্কররায়কৃত সেতুবন্ধ নামক তাহার টীকা ৪।৪—৮]

* শ্রীবিদ্যা বা ললিতাই পরা শক্তি, ইনিই দশমহাবিদ্যার মধ্যে ষোড়শী নামে পরিচিতা।

† শ্যামামন্ত্রের লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হয়। পুরশ্চরণে মন্ত্রসিদ্ধি এবং দেবতা সন্তুষ্ট হন শ্যামার সন্তোষ সাধনই শ্যামা-উপাসনার উদ্দেশ্য, অতএব পুরশ্চরণের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির পর আর শ্যামা-উপাসনার প্রয়োজন নাই। এই বিধান কেবল শ্রীবিদ্যা-উপাসকের পক্ষেই।

দ্বারা সেই পরাশক্তির প্রধানভূতা শ্যামার সন্তোষ সাধন করত তাঁহার দ্বারা পরা শক্তির প্রসন্নতালাভই ন্যায্য, ইহাই এই সূত্রের ভাব। "দ্বারা" এই পদের দ্বারা পরা শক্তির উপাসনার পূর্ব্বে শ্যামার উপাসনার কর্ত্তব্যতা সূচিত হইয়াছে। "ন্যায্যম্" এই পদের দ্বারা "শ্যামা-উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই" ইহাও সূচিত হইয়াছে। লোকে এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন সমর্থ পুরুষ মন্ত্রিপ্রভৃতির উপাসনা না করিয়া, স্বয়ংই রাজকৃপা সম্পাদন করত রাজার নিকট হইতেই অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাপেক্ষা মন্ত্রিপ্রভৃতির দ্বারা রাজ-প্রসাদন ন্যায্য। ইহার ভাব এই—যে সাধক সাক্ষাৎভাবে প্রধান দেবতার কৃপা সম্পাদনে অসমর্থ, তিনি প্রথমতঃ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে গণপতি, শ্যামা ও বারাহীর* উপাসনা করত তাঁহাদের কৃপালাভ করিয়া, পরে শ্রীবিদ্যার উপাসনা আরম্ভ করিবেন। সমর্থ সাধক দীক্ষার পরে গণপতি উপাসনা করিয়াই শ্রীবিদ্যার উপাসনা আরম্ভ করিবেন। ফলাধিক্যকামী সাধক উক্তক্রমে এবং ন্যূনফলকামী সাধক গণপতি উপাসনার পরেই শ্রীবিদ্যার উপাসনা করিবেন। ইহাই ব্যবস্থা।†

এবং নিত্যসপর্য্যাং কুর্ব্বন্ লক্ষজপং জপ্ত্বা
তদ্দশাংশক্রমেণ চ হোম-তর্পণ ব্রাহ্মণ-
ভোজনানি বিদধ্যাৎ। ৬।৩৭

এইরূপে প্রত্যহ শ্যামার পূজা করিয়া শ্যামামন্ত্র লক্ষসংখ্যক জপ করিবে। পরে তদ্দশাংশক্রমে হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পাদন করিবে।

তাৎপর্য্য। এই স্থলে "কুর্ব্বন্" এই পদের দ্বারা "পূজা জপের অঙ্গ" ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি পূজা প্রধান এবং জপ তাহার অঙ্গ হয়, তবে যে পর্য্যন্ত লক্ষজপ পূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত পূজার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না। অঙ্গের অনুসারে প্রধানের আবৃত্তি লোকে বা বেদে দেখা যায় না। রাজা অনুচরগণের অনুগমন করেন না, অনুচরগণই রাজার অনুগমন করিয়া থাকে।

* কল্পসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে গণপতির উপাসনা এবং সপ্তম খণ্ডে বারাহীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

† এই সূত্রের পরে ৩৬শ সূত্র পর্য্যন্ত শ্যামার উপাসনাপ্রয়োগ বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। এই প্রয়োগের সহিত তন্ত্রসার-কালীতন্ত্র-কুমারীতন্ত্র প্রভৃতিসম্মত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত কালীপূজাপ্রয়োগের সাদৃশ্য নাই।

অতএব জপসমাপ্তি পর্য্যন্ত পূজার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া জপই প্রধান। অতএব লক্ষজপ সম্পূর্ণ হইলেই পূজার সমাপ্তি, আর শ্যামার পূজা করিতে হইবে না। "তদ্দশাংশক্রমেণ"—জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, এবং তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে*। ৬।৩৭

এতন্মন্ত্রজাপী ন কদম্বং ছিন্দ্যাৎ, গিরা কালীতি
ন বদেৎ, বীণা-বেণু-নর্ত্তন-গায়ন-গাথাগোষ্ঠীষু
ন পরাঙ্মুখো গচ্ছেৎ, গায়কং ন নিন্দ্যাৎ।৬।৩৮

শ্যামামন্ত্রজপশীল সাধক কদম্ববৃক্ষ ছেদন করিবে না; বাক্যের দ্বারা "কালী" এই কথা উচ্চারণ করিবে না; বীণা ও বংশীর বাদ্য, নৃত্য, গীত, গাথা, এই সকলের গোষ্ঠীতে পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিবে না, অর্থাৎ নৃত্যদর্শন এবং বাদ্য ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরে গমন করিবে। +

তাৎপর্য্য। শ্যামামন্ত্রজপশীল সাধকের পক্ষে এই সকল ধর্ম্ম জপকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতে হইবে।

ললিতোপাসকো নেক্ষুখণ্ডং ভক্ষয়েৎ, ন দিবা
স্মরেদ্‌বার্ত্তালীং, ন জুগুপ্সেত সিদ্ধদ্রব্যাণি,
ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীষু নিষ্ঠুরতাং, বীরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছেৎ,
ন তং হন্যাৎ, ন তদ্‌দ্রব্যমপহরেৎ, নাত্মেচ্ছয়া
মপঞ্চকমুররীকুর্য্যাৎ, কুলভ্রষ্টৈঃ সহ নাসীত,
ন বহু প্রলপেত, যোষিতং সম্ভাষমাণামপ্রতি-
সম্ভাষমাণো ন গচ্ছেৎ, কুলপুস্তকানি গোপয়েৎ,
ইতি শিবম্। ৬।৩৯

ললিতা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার উপাসক ইক্ষুখণ্ড ভক্ষণ করিবে না, দিবাভাগে বার্ত্তালী অর্থাৎ বারাহীর নাম স্মরণ করিবে না, সিদ্ধদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমকারের নিন্দা করিবে না, স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবে না, বীরভাবাপন্ন সাধকের

---

* পুরশ্চরণের জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণ ভোজন, এই পাঁচটি অঙ্গ। এই সূত্রে অভিষেকের উল্লেখ নাই, টীকাকারও তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন নাই।

+ কল্পসূত্রে শ্যামা সঙ্গীতমাতৃকা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই জন্য শ্যামা-উপাসকের পক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্ত্রীগমন করিবে না, বীর সাধকের হিংসা করিবে না, বীরের দ্রব্য অপহরণ করিবে না, আত্মতৃপ্তির জন্য পঞ্চমকার সেবন করিবে না, কুলভ্রষ্টের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না, কুলভ্রষ্টের সহিত বহু কথা বলিবে না, যে কোন নারী সম্ভাষণ করিলে তাহাকে প্রতিসম্ভাষণ না করিয়া গমন করিবে না, কুলগ্রন্থসকল গোপনে রাখিবে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রে শ্যামা-উপাসকের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসঙ্গতঃ এবং প্রাধান্য-হেতুক এই সূত্রে শ্রীবিদ্যা-উপাসকের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। "ইক্ষুখণ্ডং" এইরূপ নির্দ্দেশ করায় ইক্ষুবিকার গুড় শর্করা প্রভৃতি ভক্ষণে দোষ হইবে না। বীরের লক্ষণ তন্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"অহমি প্রলয়ং কুর্ব্বন্ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ।
স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মানন্দনিমগ্নধীঃ॥"

যিনি প্রতিযোগী "ইদং" পদার্থকে "অহং" পদার্থে বিলীন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত স্বাত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহার নাম বীর।* এইপ্রকার বীরসাধকের স্ত্রীগমন, তাঁহার হিংসা ও তাঁহার দ্রব্য অপহরণ নিষিদ্ধ। আত্মোদ্দেশে [illegible] নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তদুদ্দেশ্যে পঞ্চমকার সেবন নিষিদ্ধ। যে মানব [illegible] কৌলমার্গে প্রবেশ করিয়া, পরে তাহা পরিত্যাগ করে, তাহার নাম কু[illegible]ষ্ট, তাহার সহিত একত্র উপবেশন ও বহু বাক্য কথন নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"কুলমার্গং সমাশ্রিত্য জন্মান্তরকৃতাংহসা।
তন্মার্গং ত্যজতা সাকং ন তিষ্ঠেন্ন চ সংবদেৎ।
ততো বরঃ পশুর্জ্জ্ঞেয়ঃ তৎ দৃষ্ট্বাপঃ সুসংস্পৃশেৎ॥"

যে মানব কুলমার্গ আশ্রয় করিয়া, পরে জন্মান্তরীয় পাপের ফলে সেই মার্গ

---

* "অহং" ইহার অর্থ আত্মা বা আমি। "ইদং" ইহার অর্থ "অহং" পদার্থের প্রতিযোগী অর্থাৎ "আমি" পদার্থ ব্যতিরিক্ত সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ। যে সাধক সাধনার দ্বারা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থকে "অহং" অর্থাৎ "আমি" বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহার নিকট "অহং" হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, কাজেই "ইদং" বা জগৎ "অহং" পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। এই প্রকার বীর সাধক "অহং" পদার্থকে কেবল নিজের দেহমধ্যে সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ না রাখিয়া সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া দেন।

পরিত্যাগ করে, তাহার সহিত একত্র অবস্থান ও আলাপ করিবে না। এবম্ভূত কুলভ্রষ্ট অপেক্ষা পশুভাবাপন্ন মানব শ্রেষ্ঠ। সেই কুলভ্রষ্টকে দেখিলে জল স্পর্শ করিবে।

যাহাতে নিজের আচার প্রকাশ পায়, এমন কথা কুলভ্রষ্টের সহিত আলাপ করিবে না, ইহাই "ন বহু প্রলপেত" এই স্থলে "বহু" পদের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। অতএব অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় তাহার সহিত আলাপ করা যাইতে পারে। "অপ্রতিসম্ভাষমাণঃ" ইহার অর্থ - প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া। কুলপুস্তক—কৌলমার্গপ্রতিপাদক গ্রন্থ। "ইতি শিবম্" ইহা প্রকরণসমাপ্তির সূচক। ৬।৩৯

ইত্থং সাঙ্গাং সঙ্গীতমাতৃকামিষ্ট্বা সংবিৎসাম্রাজ্ঞী-
সিংহাসনাধিরূঢ়ায়া ললিতায়া মহারাজ্ঞ্যা দণ্ডনায়িকা-
স্থানীয়াং দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টানুগ্রহ-নিরর্গলাজ্ঞাচক্রাং
সময়সঙ্কেতাং কোলমুখীং বিধিবদ্বরিবস্যেৎ। ৭।১

[illegible]প [illegible] অর্থাৎ আবরণ-দেবতার সহিত সঙ্গীতমাতৃকা অর্থাৎ শ্যামার [illegible] করিয়া, পরে পরশিবের পট্টমহিষী, সিংহাসনে অধিরূঢ়া মহারাজ্ঞী [illegible]তার দণ্ডনায়িকাস্থানীয়া দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টানুগ্রহবিষয়ে নিরর্গল আজ্ঞা-শক্তিশালিনী সময়সঙ্কেতা বারাহীর যথাবিধি উপাসনা করিবে।

তাৎপর্য্য। ইত্থং—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে। সাঙ্গাং—আবরণ-দেবতার সহিত। সঙ্গীতমাতৃকাং—মাতঙ্গী [শ্যামা] *। ইষ্ট্বা—উপাসনা করিয়া। ইহার দ্বারা বারাহী ও সঙ্গীতমাতৃকার অঙ্গাঙ্গিভাব প্রতিপাদিত হয় নাই। যেহেতু বারাহী ও সঙ্গীতমাতৃকা, এই উভয়ের উপাসনাই ললিতোপাসনার অঙ্গ, ইহা প্রমাণান্তরসিদ্ধ। ইহার দ্বারা সঙ্গীতমাতৃকা-উপাসনার পরবর্ত্তী কাল বারাহী-উপাসনার অঙ্গ, ইহামাত্রই বিহিত হইয়াছে। সংবিৎ—পরশিব। তাঁহার সাম্রাজ্ঞী—পট্টমহিষী। রাজার সর্ব্বোত্তম আসনের নাম সিংহাসন, তাহাতে অধিরূঢ়া। দণ্ডনায়িকাস্থানীয়া—দণ্ডবিভাগের প্রধান কর্ত্রী †।

* সূত্রকার সঙ্গীতমাতৃকাশব্দ এবং টীকাকার মাতঙ্গীশব্দ শ্যামার পর্য্যায়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

† ললিতারূপিণী পরাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্রী বলিয়া বিশ্বের সর্ব্বনিয়ন্ত্রী মহারাজ্ঞী। রাজ্য-পরিচালনার মন্ত্রণাবিভাগ ও দণ্ডবিভাগ, এই দুইটি বিভাগই প্রধান। তন্মধ্যে মহারাজ্ঞী

"দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টানুগ্রহ-নিরর্গলাজ্ঞাচক্রাম্" এই বিশেষণের দ্বারা দণ্ডনায়িকা বারাহীর অধিকার বিবৃত হইয়াছে। দুষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের অনুগ্রহ দণ্ডনায়িকারই কার্য্য। সেই বিষয়ে নিরর্গল অর্থাৎ বাধাশূন্য আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ আজ্ঞাশক্তি ইহাঁর আছে। ইহার ভাব এই—কোন কোন সেবক স্বামীর বিচার অর্থাৎ তাহারও নিয়ন্তা একজন আছেন, এইরূপ বিবেচনা করেন না; এই জন্য তাঁহারা নিগ্রহানুগ্রহেও সমর্থ হইতে পারেন না, বারাহী দেবী সেইরূপ নহেন। ইহার দ্বারা ইনি ললিতাদেবীর অতিপ্রীতিপাত্র, ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। "সময়ো রহসি প্রোক্তঃ কালে কার্য্যক্ষমেঽপি চ" এই ত্র্যক্ষরকোষ অনুসারে সময় শব্দের অর্থ গুপ্ত; "সঙ্কেতঃ শাস্ত্র-পন্থানৌ" এই বৈজয়ন্তীকোষ অনুসারে সময় শব্দের অর্থ শাস্ত্রপদ্ধতি। বারাহীর শাস্ত্রপদ্ধতি গুপ্তা, এই জন্য ইনি সময়সঙ্কেতা। ইহার দ্বারা "এই বিদ্যা অতিশয় গোপনীয়া" ইহা সূচিত হইয়াছে। "কোলঃ পোত্রী কিরিঃ কিটিঃ" এই অমরকোষ অনুসারে কোল শব্দের অর্থ বরাহ। ইঁহার মুখ কোল অর্থাৎ বরাহের মুখের মত, এই জন্য ইঁহার নাম কোলমুখী *। "বিধিবৎ" ইহার অর্থ বক্ষ্যমাণ

ললিতার মন্ত্রণাবিভাগের কর্ত্রী শ্যামা এবং দণ্ডবিভাগের কর্ত্রী বারাহী। এই জন্য মন্ত্রিণী এবং বারাহীর নাম দণ্ডিনী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত ললিতাসহস্রনামে [৮] হইয়াছে,—

"মন্ত্রিণী-দণ্ডিণীদেব্যোঃ প্রোক্তে নামসহস্রকে।
ন তু শ্রীললিতাদেব্যাঃ প্রোক্তং নামসহস্রকম্॥"

ইহার ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"মন্ত্রিণী, মন্ত্রো রাজ্যাধিকারোপযোগিনী মননক্রিয়া, স অস্যা অস্তীত্যর্থে ইনিঃ, অমাত্যেত্যর্থঃ। সা চ তন্ত্রেষু রাজশ্যামলেত্যুচ্যতে। দণ্ডিণী—দণ্ডো দমনসাধনং তদ্বতী। সা চ তন্ত্রেষু বারাহীতি প্রসিদ্ধা।"

* বারাহীদেবীর মুখই বরাহের মুখের মত, অন্য অঙ্গ বরাহের মত নহে। টীকাকার ৭১.৪ সূত্রের টীকায় তন্ত্রান্তর হইতে বারাহীর এইরূপ ধ্যানশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"পাথোরুহপীঠগতাং পাথোরুহমেচকাং কুটিলদংষ্ট্রাম্।
কপিলাক্ষিত্রিতয়াং ঘনকুচকুম্ভাং প্রণতবাঞ্ছিতবদান্যাম্॥
দক্ষোর্দ্ধ্বতোঽরি-খড়্গাং মুষলমভীতিং তদন্যতস্তদ্বৎ।
শঙ্খং খেটং হল-বরান্ করৈর্দধানাং স্মরামি বার্ত্তালীম্॥"

"অত্র অরিঃ চক্রং, দক্ষোর্দ্ধ্বতঃ ঊর্দ্ধ্বমারভ্য, তদ্বৎ বামেঽপ্যূর্দ্ধ্বমারভ্যৈব"। ইহার অর্থ—বারাহী দেবী পদ্মাসনগতা, নীলোৎপলতুল্যশ্যামবর্ণা, চক্রদংষ্ট্রা, কপিলবর্ণ নয়নত্রয়বিশিষ্টা, ঘনসন্নিবিষ্টস্তনদ্বয়া,

বিধির দ্বারা। অন্য দেবতার উপাসনায় কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইলেও তাহার দ্বারা দেবতার প্রীতি ও ফললাভ হইয়া থাকে, বারাহীর উপাসনায় অঙ্গহানি হইলে তাহা হইবে না, ইহাই "বিধিবৎ" এই পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অন্যথা "বিধিবৎ" এই পদের অনুবাদকত্বাপত্তি হয়। "বরিবস্যেৎ" ইহার অর্থ পূজা করিবে। ইহা উৎপত্তিবিধিবাক্য*। ৭।১

ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ইতি ব্রহ্মার্পণাহুতিং হুত্বা। ১০।২৭

ইহার পূর্ব্বে প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মের অধিকার অনুসারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় মনের দ্বারা যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বলিয়াছি, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর, শিশ্ন ও কর্ম্মের দ্বারা যাহা করিয়াছি, সেই সমস্ত [illegible] ব্রহ্মে অর্পিত হউক, এই মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মার্পণাহুতি প্রদান করিবে[illegible]।২৭

ব্যবহার-দেশ-স্বাস্থ্য-প্রাণোদ্বেগ-সহায়াময়-বয়াংসি প্রবিচার্য্যৈব তদনুকূলঃ পঞ্চমাদিপরামর্শঃ। ১০।৫৬

ব্যবহার, দেশ, স্বাস্থ্য, প্রাণোদ্বেগ, সহায়, রোগ, বয়স, এই সকল বিচার

অষ্টভুজা, দক্ষিণের চারি হস্তে ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া চক্র, খড়্গ, মুষল ও অভয়মুদ্রা, বামের চারি হস্তে ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্খ, খেটক [চর্ম্ম], লাঙ্গল ও বরমুদ্রা, দেবী প্রণত ভক্তের অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বারাহীর রূপ সম্বন্ধে সূত্রকার স্বয়ংও পরে বলিয়াছেন,—"ধ্যানং দেব্যাঃ মেঘমেচকা কুটিলদংষ্ট্রা কপিলনয়না ঘনস্তনমণ্ডলা চক্র-খড়্গ-মুষলাভয়-শঙ্খ-খেট-হল-বরপাণিঃ পদ্মাসীনা বার্ত্তালী ধ্যেয়া" [কল্পসূত্র, ৭।২৪]।

* ইহার পরে সপ্তম খণ্ডসমাপ্তি পর্য্যন্ত বারাহীর উপাসনাপ্রয়োগ বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে।

† রামেশ্বর এই সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। হোমের পরে উক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মার্পণাহুতি প্রদান এই সূত্রের দ্বারা বিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দীয় তন্ত্রসারে পূজার অন্তে এক চুলুক জল হাতে লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত দেবতার হস্তে নিক্ষেপপূর্ব্বক দেবতায় আত্মসমর্পণ বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রসারে "ভবতু স্বাহা" ইহার পরে "মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে ওঁ তৎ সৎ" এইটুকু অতিরিক্ত আছে। পূজার পরে তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রের দ্বারা আত্মসমর্পণ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে।

করিয়া ইহাদের অনুকূলতা বিবেচনা করত পঞ্চমকারের আদিমকার মদ্য সেবন করিবে।*

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে নিত্যপূজায় মুখ্য পঞ্চমকারের অভাবে প্রতিনিধির দ্বারা পূজা উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রে প্রতিনিধি গ্রহণের অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যবহার—পশুজন অর্থাৎ পশ্বাচারপরায়ণ মানবের সহিত লৌকিক কার্য্য-বিশেষ আবশ্যক হইলে তাহা করিতে হয়, ইহাই "ব্যবহার"। পূজার সময়ে মদ্য সেবন করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই পশু মানবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে তাহারা মদ্য সেবনের চিহ্ন দেখিয়া সাধকের নিন্দা করিতে পারে, অথচ কৌলমার্গে অবশ্যপ্রতিপাল্য গোপনীয়তাও ভঙ্গ হয়। অতএব এইরূপ স্থলে মুখ্য মদ্য গ্রহণ না করিয়া প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য করিবে। যে সময়ে এইরূপ ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না, তখন মুখ্য মদ্যই গ্রহণ করিবে।†

দেশ—যে দেশে মুখ্য মদ্য সেবন করিলে [illegible]বৈষম্যজনিত শরীর বিকারের সম্ভাবনা, অপরিহার্য্য কারণে সেই দেশে গমন করিলে তথায় মুখ্য [illegible] গ্রহণ

---

* পঞ্চানাং মানাং মকারাণাং আদিঃ আদিমকারঃ পঞ্চমাদিঃ মদ্যমিত্যর্থঃ, তস্য পরামর্শঃ সেবনম্। মদ্যের প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী মকারচতুষ্টয়ের মুখ্যদ্রব্য লাভ হইলেও প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব এই সূত্রে "পঞ্চমাদি" শব্দের দ্বারা কেবল মদ্যের উল্লেখ থাকিলেও ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে পঞ্চমকারেরই প্রতিনিধি উক্ত হইয়াছে। "ব্যবহার" প্রভৃতি সাতটি অবস্থা কেবল মদ্যসেবনেরই অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে, এই জন্য এখানে পঞ্চ-মকার না বলিয়া "পঞ্চমাদি" শব্দের দ্বারা কেবল মদ্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। "মদ্য" অথবা "আদিমকার" না বলিয়া "পঞ্চমাদি" বলার উদ্দেশ্য এই—মদ্যের প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে পাঁচটি মকারেরই প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল অবস্থা অন্য মকারের প্রতিকূল হইলেও "পঞ্চমাদি" শব্দের দ্বারা মদ্যের উল্লেখেই অন্য মকারেরও প্রতিনিধিগ্রহণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া সেইগুলির আর পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই।

† সূত্রে প্রতিনিধিগ্রহণের কোন উল্লেখ নাই, কেবল "অনুকূলরূপে মদ্যসেবন করিবে" এই মাত্র আছে। ইহার দ্বারাই "প্রতিকূল হইলে মদ্য সেবন করিবে না" ইহা এবং পঞ্চমকার দ্বারাই পূজার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মদ্য গ্রহণ না করিলে তাহার প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাও প্রাপ্ত হওয়া গেল। অবস্থা সেবনের প্রতিকূল হইলে সেবন না করিয়া কেবল পূজা করাও সঙ্গত নহে, যেহেতু হবিঃশেষ দ্রব্য সেবনের বিধান করা হইয়াছে।

করিবে না, প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য করিবে। দেশ অনুকূল হইলে মুখ্য মদ্যই গ্রহণ করিবে।

স্বাত্মা—"সু সমীচীনশ্চাসৌ আত্মা চেতি স্বাত্মা, স্বাত্মনো ভাবঃ স্বাত্ম্যম্। অত্র আত্মা মনঃ। তত্ত্বঞ্চ সাত্ত্বিকবৃত্তিমত্ত্বম্।" এই স্থলে আত্মশব্দের অর্থ মনঃ। সু সমীচীন অর্থাৎ সাত্ত্বিকবৃত্তিবিশিষ্ট যে আত্মা অর্থাৎ মনঃ, তাহার নাম স্বাত্মা, এই স্বাত্মার যে ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহার নাম স্বাত্ম্য। অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক বৃত্তির নাম স্বাত্ম্য। সাত্ত্বিকবৃত্তির লক্ষণ গীতায় [১৮।৩০] উক্ত হইয়াছে,—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥" *

হে পার্থ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ বুঝিতে পারে, তাহার নাম সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

এই প্রকার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যাঁহার আছে, তিনিই মুখ্য মদ্য গ্রহণ করিবেন, যাঁহার এই প্রকার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নাই, তিনি প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য করিবেন। এই [illegible] তন্ত্রসারধৃত রুদ্রযামলবচনে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"কুলদ্রব্যং নিষেবেত যদা সত্ত্বাধিকা মতিঃ।
অন্যথা সেবনং কুর্ব্বন্ পতনায়ৈব কল্পতে॥"

মনে সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলেই কুলদ্রব্য সেবন করিবে, অন্যথা সেবন করিলে পতিত হইতে হয়।

এই প্রকার সাত্ত্বিকী অন্তঃকরণবৃত্তি মনে উদিত হইল কি না, তাহা নিজেই বুঝিয়া নিতে হয়, অন্যে বলিয়া দিতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, অন্তঃ-

---

* প্রবৃত্তি—শ্রীধরমতে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি; শঙ্করমতে সংসারবন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মমার্গ। নিবৃত্তি—শ্রীধরমতে অধর্ম্মে নিবৃত্তি, শঙ্করমতে মুক্তির হেতুভূত সন্ন্যাসমার্গ। কার্য্য—দেশ-কাল-পাত্রানুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অকার্য্য—দেশ-কাল-পাত্রানুসারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভয়—যাহা হইতে ভয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভয়ের কারণ। অভয়—যাহা ভয়ের কারণ নয়। বন্ধন—সংসারবন্ধন এবং সংসারবন্ধনের হেতু। মোক্ষ—মুক্তি ও মুক্তির উপায়। বুদ্ধির বৃত্তি—জ্ঞান। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম্ম করা উচিত নয়, প্রবৃত্তি-মার্গ কি, নিবৃত্তিমার্গই বা কি, কাহা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক ভয়ের সম্ভাবনা, কাহা হইতে বা ভয়ের সম্ভাবনা নাই, স্বাভাবিক মুক্ত পুরুষ কিরূপে সংসারে বদ্ধ হয়, কিরূপেই বা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, বন্ধ এবং মুক্তির স্বরূপই বা কি, যে বুদ্ধির দ্বারা এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

করণশুদ্ধি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া, পরে মুখ্য মদ্য গ্রহণ করিবে। শাস্ত্র এই প্রকারে সাত্ত্বিকবৃত্তিশূন্য পূজাকর্ত্তার মুখ্যদ্রব্য সেবন নিষেধ করিতেছেন।

আধুনিক কৌলিকাভাসগণ "আমরা কৌলিক" এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করত অধিকারস্বরূপ, এমন কি, অধিকারের গন্ধ পর্য্যন্তও না জানিয়া পানপাত্র কক্ষে গ্রহণ করত গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেছে। শিষ্টাভাসগণ এই প্রকার কৌলাভাসদিগকে মণ্ডলে প্রবেশ করাইয়া হবিঃশেষ কুলদ্রব্য পাত্রসংখ্যা লঙ্ঘন করত পান করাইয়া থাকেন। এই প্রকার কৌলাভাস ও শিষ্টাভাসদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। অসদালাপ-সমাবেশে আর প্রয়োজন নাই।

প্রাণোদ্বেগ—প্রাণের উদ্বেগ। মদ্য সেবন করিয়া প্রাণে আনন্দের উদয় না হইয়া উদ্বেগ অশান্তি উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে, মদ্যপান সহ্য হইবে না। এই প্রকার সহন-শক্তি আছে কি না, তাহা পুর্ব্বেই বিবেচনা করিতে হইবে। সহন-শক্তি থাকিলে মুখ্যদ্রব্য সেবন করিবে, অন্যথা করিবে না—প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য করিবে।

সহায়—সাহায্যকারী। পূজাদি কার্য্যে সাহায্যকারী মানুষের প্রয়োজন হয়। সাহায্যকারিগণ বিশ্বাসী কি না, তাহাদের দ্বারা গোপনী[illegible] সম্ভাবনা আছে কি না, বিবেচনা করিতে হইবে। বিশ্বাসী সহায়ের অভাবে [illegible] মুখ্যদ্রব্য সেবন করিবে না, প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে।

আময়—রোগ। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে মুখ্য মদ্য সেবন করিবে না, প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে।

বয়ঃ—বয়স অনুকূল কি না, বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ বালক এবং জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মুখ্য মদ্য সেবন করিবে না।* ১০।৫৬

সর্ব্বভূতৈরবিরোধঃ ।১০।৫৭

কোনও প্রাণীর সহিত বিরোধ করিবে না।

---

* সংস্কারের দ্বারা মদ্যের দোষ দুর করিয়া সেবন করিতে হয়, ইহা পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, দোষরহিত মদ্য সেবনেও বিকার উপস্থিত হইলে দোষরাহিত্যের সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তর এই—দোষরহিত মদ্য চিত্তের মোহ জন্মাইতে পারে না, শরীর-বিকার জন্মাইতে পারে। দ্রব্যগুণ শরীরের উপর ক্রিয়া করিবেই। জীবন্মুক্ত পুরুষও শারীর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। তবে তাদৃশ উচ্চস্তরের সাধক ইচ্ছা করিলে দ্রব্যগুণ এবং শারীর ধর্ম্মেরও অন্যথা করিতে পারেন। নিম্নস্তরের সাধক তাহাতে সমর্থ নহেন। এই সকল ধর্ম্ম নিম্নস্তরের সাধকের জন্য বিহিত। উচ্চস্তরের সাধক সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে কতক সাধক ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এখন প্রসঙ্গক্রমে অবশিষ্ট সাধক ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। গোপনীয়তাভঙ্গের আশঙ্কাতেই সকলের সহিত বিরোধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাহারও সহিত বিরোধ করিলে সে দ্বেষবশতঃ গোপনে অথবা ছদ্মবেশে সাধকের আচার অবগত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিতে পারে। বিরোধ না থাকিলে আচার অবগত হইবার জন্য তাদৃশ যত্ন করিবে না; দৈবাৎ অবগত হইলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ইহাই এই সূত্রের ভাব।* ১০।৫৭

পরিপন্থিষু নিগ্রহঃ ।১০।৫৮

নিজের আচরিত সাধনায় যাহারা ব্যাঘাত জন্মাইবে, তাহাদের নিগ্রহ করিবে।

তাৎপর্য্য। কাহারও সহিত বিরোধ না করিলে ব্যাঘাতকারীর অভাব হইতে পারে; তথাপি কোন কোন দুর্জ্জন "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" এই দোষান্বেষণ-ন্যায়ের অধীন হইয়া দোষান্বেষণপূর্ব্বক গোপনীয়তাভঙ্গ প্রভৃতি অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত [illegible] পারে। লৌকিক অথবা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা ঈদৃশ দু[illegible] নিগ্রহ করিবে।† ১০।৫৮

অনুগ্রহঃ সংশ্রিতেষু। ১০।৫৯

আশ্রিত জনের প্রতি অনুগ্রহ করিবে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সূত্রের দ্বারা উদাসীনের প্রতি বিরোধাভাব এবং পরিপন্থীর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মানব কৌলসাধকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেবাদির দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে তাহার প্রতি অনুগ্রহরূপ কর্ত্তব্য এই সূত্রে বিহিত

---

* রামেশ্বরের উদ্ভাবিত এই সূত্রের ভাব সম্যক্ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কৌলসাধক সকলকেই আত্মতুল্য মনে করিবেন; সকলেই আত্মতুল্য হইলে কাহার সহিত বিরোধ করিবেন? আত্মতুল্য মানব বিরোধের পাত্র হইতে পারে না। এই সূত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য, রামেশ্বর-প্রদর্শিত উদ্দেশ্য গৌণ।

† নিজদেহের কোন অঙ্গ দুষ্ট হইয়া সমগ্র দেহের ব্যাঘাতক হইলে যেমন তাহার ছেদনই বিহিত, সেইরূপ আত্মতুল্য হইলেও পরিপন্থী দুর্জ্জনের নিগ্রহই বিহিত।

হইয়াছে। এই প্রকার আশ্রিতকে অনুগ্রহ করিয়া বিদ্যা প্রদানাদির দ্বারা তাহার মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে। ১০।৫৯

গুরুবদ্‌গুরুপুত্র-কলত্রাদিষু বৃত্তিঃ। ১০।৬০

গুরুপুত্র, গুরুপত্নী প্রভৃতির প্রতি গুরুর মত আচরণ করিবে।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা আশ্রিত শিষ্যের প্রতি গুরুর আচরণ উক্ত হইয়াছে; এখন প্রাপ্তবিদ্য শিষ্যের আচরণ এই সূত্রে কথিত হইতেছে। এই স্থলে "আদি" পদের দ্বারা গুরুর পূজ্য গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরুর গুরু, গুরুর পিতা মাতা প্রভৃতির প্রতিও গুরুর মত ব্যবহার কর্ত্তব্য। এই স্থলে গুরুপুত্রাদির প্রতি গুরুবৎ বৃত্তি অতিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গুরুবৃত্তি কি, তাহা কথিত হয় নাই, তথাপি অতিদেশের দ্বারা জ্ঞাপিত তন্ত্রান্তরোক্ত গুরুধর্ম্মই সূত্রকারের অনুমত, ইহা বুঝা যাইতেছে। কুলার্ণবাদি তন্ত্রে গুরুর প্রতি এইরূপ আচরণ বিহিত হইয়াছে,—

"একগ্রামে ক্রোশদূরে চার্দ্ধযোজনকে স্থিতঃ।
গুরোস্ত্রিসন্ধ্যৈকসন্ধ্যে পঞ্চপর্ব্বসু দর্শনম্॥
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি।
তত্তদ্‌যোজনসংখ্যাকৈঃ মাসৈঃ স্যাদ্‌গুরুদর্শনম্॥
অতিদূরে নমেচ্ছিষ্যঃ তদ্দিশাভিমুখো গুরুম্।
রিক্তহস্তো নৈব চিরাৎ পশ্যেদেবং গুরুং স্বকম্॥
গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাম্।
ন কুর্য্যাদ্‌যন্ত্র-মূর্ত্ত্যাদৌ শিলাবুদ্ধ্যাদিকং তথা॥
গুরুং পশ্যেৎ সদা ভক্ত্যা সাক্ষাচ্ছিবময়ং বুধঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥
ঋণদানং তথাদানং তথৈব ক্রয়-বিক্রয়ে।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুভিঃ সার্দ্ধং তদাজ্ঞাং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥
শিরসা ন বহেদ্‌ভারং পাদুকাভাবনাপরঃ।
নাভিমানং গুরোঃ কার্য্যে লজ্জাং কুর্য্যাৎ কদাচন॥
গুরুমিত্র-সুহৃদ্‌-দাসী-দাসাদ্যান্ মানয়েৎ সদা।
বাহনং পাদুকাঞ্চৈব চামরং ব্যজনং তথা॥

তাম্বূলভক্ষণং সেব্যভাবং গুর্ব্বগ্রতস্ত্যজেৎ।
পাদপ্রক্ষালনং দন্তধাবনং মল-মূত্রয়োঃ॥
বিসর্গং ক্ষৌরমভ্যঙ্গং শয়নং স্ত্রীনিষেবণম্।
দুর্ব্বাক্যং রোদনং হাস্যং প্রপদোদ্‌ঘাটনং তথা॥
দূষণং কলহং বাদমধোবায়ুং দুরাগ্রহম্।
অঙ্গভঙ্গং ন কুর্য্যাদ্বৈ গুরুসম্মুখতঃ ক্বচিৎ॥
গুরোরাসন-বস্ত্রাঙ্গচ্ছায়াং নোল্লঙ্ঘয়েৎ ক্বচিৎ।
অধঃস্থে তু গুরাবূর্দ্ধং ন তিষ্ঠেন্নাগ্রগো ভবেৎ॥
ন বিশেদুত্থিতে তস্মিন্ স্বাঙ্গচ্ছায়াং ন পাতয়েৎ।
গুরুনাম ন গৃহ্নীয়াজ্জপাচ্ছ্রাদ্ধাদৃতে ক্বচিৎ॥"

গুরুর সহিত একগ্রামে বাস করিলে তিন বেলা, গুরু এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলে দিনের মধ্যে এক বেলা, এবং অর্দ্ধযোজন দূরে অবস্থিত হইলে পঞ্চপর্ব্বদিবে গুরুদর্শন করিবে। গুরু এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত [illegible] অবস্থিত হইলে যোজনসংখ্যক মাসের মধ্যে একবার গুরুদর্শন [illegible] গুরু অতিদূরে অবস্থিতি করিলে তিনি যে দিকে থাকেন, সেই দিকে অভিমুখ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। অনেক দিন পরে গুরুর দর্শন করিলে রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না। গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর-বুদ্ধি এবং যন্ত্র-মূর্ত্তি প্রভৃতিতে শিলাবুদ্ধি করিবে না *। বিদ্বান্ শিষ্য গুরুকে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক সাক্ষাৎ শিবরূপে দর্শন করিবে। শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, গুরু রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাণ করিতে পারে না। গুরুর সহিত ঋণদান, ঋণগ্রহণ এবং ক্রয়-বিক্রয় করিবে না। কখনও গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুপাদুকাভাবনাপরায়ণ শিষ্য কখনও মস্তক দ্বারা ভারবহন করিবে

* আদিগুরু স্বয়ং আদিনাথ মহাকাল গুরুশরীরে আবির্ভূত হইয়া দীক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত। এই জন্য গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিবে না, এবং গুরুর মৃত্যুতে অশৌচ গ্রহণও করিবে না। মন্ত্রের অক্ষরাবলী শরীর এবং তাহাতে অধিষ্ঠিত দেবতা আত্মা, অধিষ্ঠিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অক্ষর-সমষ্টির মন্ত্রত্ব নাই, অতএব মন্ত্রে অক্ষর-বুদ্ধি করিবে না। শিলা, ধাতু প্রভৃতির দ্বারা দেবতার যন্ত্র ও মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে সেই যন্ত্র ও মূর্ত্তির পূজ্যত্ব হয়, অতএব যন্ত্র ও মূর্ত্তিতে শিলাবুদ্ধি বা ধাতুবুদ্ধি করিবে না।

না *। গুরুর কার্য্য করিতে কখনও অভিমান অথবা লজ্জা করিবে না। সর্ব্বদা গুরুর মিত্র, সুহৃৎ, দাসী, দাস প্রভৃতিকে সম্মান করিবে। গুরুর সম্মুখে বাহনে আরোহণ, পাদুকা পরিধান, চামর অথবা ব্যজনের দ্বারা বাতাস গ্রহণ, তাম্বূল ভক্ষণ ও অপরের সেবা গ্রহণ করিবে না। গুরুর সম্মুখে পাদপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, মল-মূত্র পরিত্যাগ, ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈলাভ্যঙ্গ, শয়ন, স্ত্রী-সেবা, কাহারও প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ, রোদন, হাস্য, পদাগ্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক উপবেশন, কাহারও প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ, কাহারও সহিত কলহ বা তর্ক, অধোবায়ু-নিঃসারণ, দুরাগ্রহ অর্থাৎ যাহা পাইবার বা করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা পাইবার বা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ, অঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ শরীর মোচড়ান, এই সকল কখনও করিবে না। গুরুর আসন, বস্ত্র ও শরীরের ছায়া কখনও লঙ্ঘন করিবে না। গুরু অধোদেশে অবস্থান করিলে নিজে উচ্চস্থানে অবস্থান করিবে না। গুরুর অগ্রগামী হইবে না। গুরু উত্থিত হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে না। গুরুর শরীরে নিজের শরীরচ্ছায়া পাতিত করিবে না। জপ ও শ্রাদ্ধকাল ব্যতীত গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না †।

এই সকল বচনের দ্বারা গুরুর প্রতি যেরূপ আচরণ বিহিত। গুরুপুত্র এবং গুরুপত্নীর প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিবে। "গুরুপুত্র-কলত্রাদিষু" এই স্থলে "আদি" পদের দ্বারা গুরুর মান্য অর্থাৎ গুরুর গুরু, গুরুর পিতামাতা প্রভৃতি এবং নিজের জ্যেষ্ঠ সাধকগণ গৃহীত হইয়াছে। অধোলিখিত তন্ত্রান্তরবচন ইহার সাধক।

"গুরুপত্নী-সুত-জ্যেষ্ঠান্ গুরুবৎ পূজয়েৎ সদা।"

গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও নিজের জ্যেষ্ঠদিগকে গুরুর মত পূজা করিবে। স্বজ্যেষ্ঠগণের সম্মানার্হতা কুলার্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা,—

* মস্তকে সহস্রদল কমলের অধোদেশে দ্বাদশদল পদ্মমধ্যে গুরুপাদুকা অবস্থিত আছেন। যে সাধক এই গুরুপাদুকার ভাবনা করেন, তিনি তাহার উপরে ভার চাপাইতে পারেন না। [গুরুপাদুকাপঞ্চকস্তোত্র ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।]

† কুলগুরুর নাম উল্লেখ করিয়া গুরুমন্ত্র জপের বিধান আছে। কৌলশাস্ত্রে কৌলশাস্ত্রানুগত পদ্ধতি অনুসারে শিষ্যকর্ত্তৃক কুলগুরুর শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতাও বিহিত হইয়াছে। এই দুই সময়ে গুরুর নাম গ্রহণ করিবে।

"পূজামধ্যে গুরৌ জ্যেষ্ঠে পূজ্যে বাপি সমাগতে।
নত্বা ব্রূয়াৎ স্থিতঃ শেষমাচরেৎ তদনুজ্ঞয়া।
আসীনঃ প্রহ্বভাবেন শ্রেষ্ঠভাবমদর্শয়ন্॥"

পূজাকালে পূজা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে গুরু অথবা পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সমাগত হইলে তাঁহাকে প্রণাম ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ শ্রেষ্ঠভাব প্রদর্শন না করিয়া, নম্রভাবে উপবেশন করত পূজার অবশিষ্ট কার্য্য সমাপন করিবে।

জ্যেষ্ঠের লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কথিত সকলের প্রতি এই প্রকার আচরণ করিবে। তাহার মধ্যে একমাত্র গুরু ভিন্ন অন্যের সম্বন্ধে এক যোজনাদি দূরে থাকিলেও দর্শন, স্বীয় মস্তকে ধ্যান* প্রভৃতি কোন কোন আচরণ পরিত্যাগ করিবে। যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম নিষিদ্ধ। যথা,—

"গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যা হি পাদয়োঃ।"

এই [illegible] এইখানেই সমাপ্ত করা গেল, আর বিস্তৃতিতে প্রয়োজন নাই।১০।৬০

আদিমস্তু স্বয়ং সেবনমাগমদৃষ্ট্যা দোষদং ত্যাজ্যম্।১০।৬১

আদি-ম অর্থাৎ প্রথম মকার মদ্য স্বয়ং সেবন করিবে, কিন্তু দোষপ্রদ মদ্য পরিত্যাগ করিবে।

তাৎপর্য্য। "শিষ্টৈঃ সার্দ্ধং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মদ্যসেবন পূর্ব্বেই বিহিত হইয়াছিল, এখন এই সূত্রে তাহার অনুবাদ করিয়া ত্যাজ্যাংশের নিরূপণ করা হইতেছে। আগম শব্দের অর্থ তন্ত্র, তন্ত্রে যাহা দোষপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাজ্য। পূর্ব্বে যজ্ঞাঙ্গরূপে মদ্যসেবন তন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি দোষদ মদ্য ত্যাজ্য। যেমন সাধক স্বয়ং নিজের অধিকার বিচার না করিয়াই কেবল "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" এই বচনবলে বৃথা মদ্যপান করিয়া দোষযুক্ত মদ্যপানে পতিতই হয়, তাহার শ্রেয়োলাভ হয় না। অতএব কৌলোপনিষদ্ভাষ্যে "যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ," "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" ইত্যাদি তন্ত্রবাক্যের সিদ্ধিমাত্রপরত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয় আমি [রামেশ্বর] পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে নিরূপণ করিয়াছি।১০।৬১

---

* স্বীয় মস্তকে দ্বাদশদল পদ্মে গুরুর ধ্যান তন্ত্রে বিহিত আছে।

সানন্দস্য রুচিরস্যামোদিনো লঘুনো বার্ক্ষস্য
গৌড়স্য পিষ্টপ্রকৃতিন অন্ধসো বাল্কলস্য
কৌসুমস্য বা যথাদেশসিদ্ধস্য বা তস্য পরিগ্রহঃ।১০।৬২

সানন্দ, রুচির, আমোদী, লঘু, এমন বার্ক্ষ, গৌড়, পিষ্টপ্রকৃতি, অন্ধঃ, বাল্কল, অথবা কৌসুম মদ্য গ্রহণ করিবে। অথবা যে দেশে যেরূপ মদ্য প্রসিদ্ধ, তাহাই গ্রহণ করিবে।

তাৎপর্য্য। ভগবান্ পরশুরাম প্রসঙ্গক্রমে এখন এই সূত্রের দ্বারা কীদৃশ এবং কি উপাদানে প্রস্তুত মদ্য গ্রাহ্য, তাহার নিরূপণ করিতেছেন। এই স্থলে "তস্য" এই "তদ্" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "আদি-ম" অর্থাৎ মদ্য পরিগৃহীত হইয়াছে। "তস্য" এই পদের দ্বারা উপস্থাপিত মদ্যের একাদশটি বিশেষণ এই সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম চারিটি বিশেষণ গুণবাচক, অবশিষ্ট বিশেষণগুলি প্রকৃতিবাচক।

(১) সানন্দস্য—যাহা সেবনে আনন্দের উদয় হইতে পারে। [illegible] দ্রব্যে আনন্দ-সাহিত্যং জনকতাসম্বন্ধেন আনন্দবিশিষ্টত্বম্ আনন্দাবির্ভাবসা[illegible] যাবৎ।"

(২) রুচিরস্য—রুচির শব্দের অর্থ মনোজ্ঞ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক, যাহার দর্শনমাত্রেই মন প্রসন্ন হয়।

(৩) আমোদিনঃ—আমোদ শব্দের অর্থ সুগন্ধ। আমোদী—সুগন্ধযুক্ত।

(৪) লঘুনঃ—যে দ্রব্য সেবনে শরীরস্থ ধাতুর বৈষম্য হয় না, তাহার নাম লঘু।

(৫) বার্ক্ষস্য—তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন মদ্যের নাম বার্ক্ষ।

(৬) গৌড়স্য—গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্যের নাম গৌড়।

(৭) পিষ্টপ্রকৃতিনঃ—পিষ্টক হইতে উৎপন্ন মদ্য।

(৮) অন্ধসঃ—অন্ধস্ শব্দের অর্থ অন্ন; "ভিস্সা স্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নম্" ইত্যমরঃ। অন্ন হইতে উৎপন্ন মদ্যের নাম অন্ধস্।

(৯) বাল্কলস্য—বৃক্ষবল্কল হইতে উৎপন্ন মদ্যের নাম বাল্কল।

(১০) কৌসুমস্য—মধুক [মৌয়া] প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল হইতে উৎপন্ন মদ্যের নাম কৌসুম।

(১১) যথাদেশসিদ্ধস্ত—যে দেশে যে দ্রব্যের দ্বারা মদ্যপ্রস্তুত প্রসিদ্ধ আছে, সেই দেশে সেই দ্রব্য হইতে উৎপন্ন মদ্যই গ্রাহ্য।

উপর্য্যুক্ত বৃক্ষ, গুড়, পিষ্টক, অন্ন, বৃক্ষবল্কল, পুষ্প, এই ছয়টি দ্রব্য ভিন্ন অন্য বস্তু হইতেও যে মদ্য প্রস্তুত হয়, ইহা "যথাদেশসিদ্ধস্ত" এই বিশেষণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য দ্রব্য হইতে প্রস্তুত মদ্যের উল্লেখ যোগিনীতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

> "দ্রাক্ষোদ্ভবা চ খার্জ্জূরী মাধ্বী গৌড়ী তথান্নজা।
> মধুপুষ্পভবা বার্ক্ষী খ্যাতা সপ্তপ্রকারতঃ।
> যথোত্তরং হ্রাসগুণমাদ্যমাদ্যং তথোত্তমম্॥"

(১) দ্রাক্ষোদ্ভবা—দ্রাক্ষা অর্থাৎ আঙ্গুর ও কিস্‌মিস হইতে উৎপন্ন। (২) খার্জ্জূরী—খেজুর গাছের রস হইতে উৎপন্ন। (৩) মাধ্বী—মধু হইতে উৎপন্ন। (৪) গৌড়ী—গুড় হইতে উৎপন্ন। (৫) অন্নজা—অন্ন হইতে উৎপন্ন। (৬) মধুপুষ্পভবা—মৌয়াফুল হইতে উৎপন্ন। (৭) বার্ক্ষী—বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। এই সাত প্রকার সুরা প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বগুলি উত্তম এবং পর [illegible] ক্রমে অল্পগুণবিশিষ্ট। *

[illegible]চ সূত্রের লেখার ভঙ্গীতে সূত্রোক্ত সাত প্রকার মদ্যের তুল্য বিকল্প বলিয়াই বোধ হয়, তথাপি লিখিতযোগিনীতন্ত্রবচনানুসারে ক্রম ধরিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের অভাবে পর পর দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ব্যবস্থা। যেহেতু

* যোগিনীতন্ত্রোক্ত সাতপ্রকার সুরার মধ্যে খার্জ্জূরী ও বার্ক্ষী সূত্রোক্ত বার্ক্ষমদ্যের অন্তর্ভূত। গৌড়ী—গৌড়, অন্নজা—অন্ধঃ, এবং মধুপুষ্পোদ্ভবা কৌসুম মদ্যের অন্তর্গত। দ্রাক্ষোদ্ভবা ও মাধ্বী সুরা "যথাদেশসিদ্ধস্ত" এই বিশেষণের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। গৃহীতব্য প্রত্যেক মদ্যেই আনন্দ-জনকত্ব, তৃপ্তিজনকত্ব, সুগন্ধ এবং লঘুত্ব, এই চারিটি গুণ থাকা আবশ্যক; অন্যথা দোষযুক্ত হইবে, দোষযুক্ত মদ্য পরিত্যাজ্য. ইহা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রের বচন অনুসারে দ্রাক্ষাফল হইতে উৎপন্ন সুরাই সর্ব্বোত্তম, ইহার প্রাপ্তি হইলে অন্য সুরা গ্রহণ করিবে না। ইহার অভাবে খেজুরগাছ হইতে উৎপন্ন সুরা গ্রহণ করিবে, তাহার অভাবে মাধ্বী, তাহার অভাবে গৌড়ী, তাহার অভাবে অন্নজা, তাহার অভাবে মধুপুষ্পভবা এবং তদভাবে বার্ক্ষী সুরা গ্রাহ্য। বার্ক্ষী সুরা সকলের নিকৃষ্ট। খার্জ্জূরী সুরা বৃক্ষোদ্ভবা হইলেও মাধ্বীপ্রভৃতি পাঁচ প্রকার সুরা অপেক্ষা উত্তম, কেবল দ্রাক্ষোদ্ভবা হইতে নিকৃষ্ট; এই জন্য "বার্ক্ষী" পদের দ্বারা ইহার প্রাপ্তি হইলেও পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। খেজুরগাছ ভিন্ন তাল প্রভৃতি অন্য গাছ হইতে উৎপন্ন সুরাই এই স্থলে বার্ক্ষীপদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

উত্তম দ্রব্যের সদ্ভাবে নিকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ অন্যায্য। এই বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

সূত্রে উক্ত না হইলেও এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রান্তরে উক্ত মন্তের প্রতিনিধি অর্থাৎ অনুকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অথানুকল্পাঃ প্রোচ্যন্তে শৃণু দেবি সমাহিতা।
হেতুদ্রব্যং দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ঞ্চাষ্টগন্ধকম্॥
সমানং বটকং কৃত্বা সংশোষ্য স্থাপয়েচ্ছিবে।
অনুদ্ঘৃষ্যোদকে তত্তু যোজয়েদর্ঘ্যপাত্রকে॥
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে ক্ষীরন্তু তক্রকম্।
গুড়মিশ্রং জলং বাপি জলং চন্দনমিশ্রিতম্॥
মুখ্যালাভে চানুকল্পাঃ"

হে দেবি! এখন অনুকল্প কথিত হইতেছে, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। হেতুদ্রব্য অর্থাৎ মদ্য, দ্বিতীয় মকার অর্থাৎ মাংস, তৃতীয় মকার অর্থাৎ মৎস্য, এবং অষ্ট গন্ধ,* এই দ্রব্যগুলি সমানভাবে গ্রহণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত [illegible]ত শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে। পরে পূজার সময়ে ইহা জলের দ্বারা ঘর্ষ[illegible] অর্ঘ্যপাত্রে প্রদান করিবে। ইহা মদ্যের প্রথম অনুকল্প। দ্বিতীয়—কা[illegible]পাত্রে নারিকেলজল। তৃতীয়—তাম্রপাত্রে দুগ্ধ। চতুর্থ—গুড়মিশ্রিত তক্র অর্থাৎ ঘোল। পঞ্চম—গুড়মিশ্রিত জল। ষষ্ঠ—চন্দনমিশ্রিত জল। মুখ্য মদ্যের অভাবে যথাক্রমে এই সকল দ্রব্য অনুকল্পরূপে গ্রহণ করিবে।†

---

* শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব-ভেদে গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ। তন্মধ্যে চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চৌর [চোরনামক গন্ধদ্রব্য], কুঙ্কুম [জাফ্‌রান্], গোরোচনা, জটামাংসী, কপি [সিহ্লক, শিলারস], এই মিলিত আটটি দ্রব্য শাক্ত গন্ধাষ্টক। যথা শারদাতিলকে [৪।৭৯],—

"গন্ধাষ্টকং তৎ ত্রিবিধং শক্তি-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্।
চন্দনাগুরু-কর্পূর-চৌর-কুঙ্কুম-রোচনাঃ।
জটামাংসী কপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥"

এই স্থলে শাক্ত গন্ধাষ্টকই গ্রহণ করিতে হইবে।

† পূর্ণানন্দগিরি, ব্রহ্মানন্দগিরি, জগদানন্দ মিশ্র, সর্ব্বানন্দ, গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ স্ব স্ব নিবন্ধে নানা তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মদ্যের বহুপ্রকার অনুকল্পের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অনুকল্পেরও বিধান করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না, অনুসন্ধিৎসুগণ সেই সকল নিবন্ধ দেখিতে পারেন।

"গুড়োদকং তথা তক্রম্" এই ত্রিপুরার্ণববচন এবং "গুড়মিশ্রেণ তক্রেণ" এই কুলার্ণববচন অনুসারে "তক্রকম্" ও "জলম্" এই দুই পদের মধ্যবর্ত্তী "গুড়মিশ্রম্" এই বিশেষণ দেহলীদীপকন্যায়ে * "তক্রকম্" ও "জলম্" এই উভয় পদের সহিতই অন্বিত হইবে। ১০।৬২

তদনন্তরং মধ্যময়োরস্বয়মসুবিমোচনম্। উপাদিমে
নায়ং নিয়মঃ। মধ্যমে তু সংজ্ঞপনে তত্রায়ং মন্ত্রঃ—
উদ্বুধ্যস্ব পশো ত্বং হি নাশিবস্ত্বং শিবো হ্যসি।
শিবোৎকৃত্তমিদং পিণ্ডং মত্তস্ত্বং শিবতাং ব্রজ॥ ইতি।১০।৬৩

মদ্যগ্রহণের পরে মধ্যম মকারদ্বয় অর্থাৎ মাংস ও মৎস্য গ্রহণসময়ে সাধক স্বয়ং পশুর ও মৎস্যের প্রাণ বিয়োগ করিবে না। উপাদিম অর্থাৎ মাংস বিষয়ে এই নিয়ম নাই, অর্থাৎ মাংসগ্রহণে স্বয়ং পশুহনন করিতে পারে। মধ্যম অর্থাৎ মাংসবিষয়ে স্বয়ং পশুর প্রাণ বিয়োগ করিতে হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ম[illegible] যথা,—হে [illegible]পো! তুমি উদ্বুদ্ধ হও, [উদ্বুদ্ধ হইয়া অবগত হও যে] তুমি অ[illegible]র্থাৎ শিব ভিন্ন আর কেহ নও, তুমি শিবরূপে অবস্থিত আছ। শি[illegible] তোমার পিণ্ড অর্থাৎ শরীর ছিন্ন হইতেছে। তুমি আমা হইতে শিবত্ব প্রাপ্ত হও।

তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকারের প্রকৃতিভূত পশুর প্রাণ বিয়োগ স্বয়ং করিবে না, অন্যের দ্বারা করাইবে, ইহাই "অস্বয়ম্ অসুবিমোচনম্" ইহার ফলিত অর্থ। অন্য হননকর্ত্তার অভাব হইলে কি করিবে? এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য বলিতেছেন,—"উপাদিমে নায়ং নিয়মঃ" অন্য হননকর্ত্তার অভাব হইলে মাংসগ্রহণকালে এই নিয়ম নাই অর্থাৎ তখন স্বয়ংই পশুহনন করিবে। অন্যের অভাবে স্বয়ং পশুর হনন করিতে হইলে "উদ্বুধ্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে হনন করিবে।

---

* চৌকাঠের চারি দিকে চারিটি কাষ্ঠফলক থাকে। গৃহদ্বারস্থ চৌকাঠের ঊর্দ্ধস্থিত কাষ্ঠফলকের নাম ঊর্দ্ধোডুম্বর, পার্শ্বদ্বয়স্থ কাষ্ঠফলকদ্বয়ের নাম শাখা, এবং নিম্নস্থ মৃত্তিকাসংলগ্ন কাষ্ঠফলকের নাম দেহলী। দেহলীতে প্রদীপ স্থাপন করিলে গৃহ এবং বাহির, উভয়ই আলোকিত হয়, এইরূপ এই স্থলেও পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী "গুড়মিশ্রম্" এই বিশেষণটি "তক্রম্" এবং "জলম্" এই উভয় পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে। ইহার নাম দেহলীদীপক ন্যায়।

কিরূপ পশুর মাংস ও কিরূপ মৎস্য গ্রহণ করিবে? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সূত্রে কিছু উক্ত হয় নাই। এই জন্য তন্ত্রান্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ মাংসপ্রকৃতি পশু নির্ণীত হইতেছে। যথা যোগিনীতন্ত্রে,—

"দ্বিতীয়ভেদং বক্ষ্যামি দ্বিবিধং তচ্ছৃণু প্রিয়ে।
ভূচরং খেচরঞ্চৈব পুনস্তদ্দ্বিবিধং স্মৃতম্॥
গ্রামজং বনজঞ্চাপি গ্রামজং ছাগ-মেষকৌ।
বরাহঃ শল্যকো রোজো রুরুর্হরিণ এব চ॥
খড়্গী গোধা চ শশকঃ দশধা ভূচরাঃ স্মৃতাঃ।
রোগিণঃ কালবিহতাঃ পরিত্যাজ্যা মহেশ্বরি॥
কোমলাঃ পুষ্টসর্ব্বাঙ্গা ভবেয়ুশ্চোত্তমোত্তমাঃ।
গ্রাম্যারণ্যৌ কুক্কুটৌ চ ময়ূরস্তিত্তিরিস্তথা॥
চক্রবাকঃ সারসশ্চ রাজহংসস্তথৈব চ।
জলকুক্কুট-হংসৌ চ চটকো দশ খেচরাঃ॥"

হে প্রিয়ে! দ্বিতীয় মকার অর্থাৎ মাংসের প্রকৃতিভূত পশুর ভেদ ব[illegible]তেছি, শ্রবণ কর। পশু দ্বিবিধ—ভূচর ও খেচর। আবার গ্রামজ ও বনজভেদে [illegible] পশু দ্বিবিধ। ছাগ ও মেষ, এই দুইটি পশু গ্রামজ। বরাহ, শল্যক [শ[illegible]], রোজ [হরিণবিশেষ], রুরু [হরিণবিশেষ], হরিণ, খড়্গী [গণ্ডার], গোধা [গুইসাপ], শশক, এই আটটি পশু বনজ। গ্রামজ দুইটি ও বনজ আটটি, এই দশটি পশু ভূচর। রোগী ও কালবিহত* পশুর মাংস গ্রহণ করিবে না। যে পশুর মাংস কোমল এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট, এমন পশুর মাংসই অতিশয় উত্তম। গ্রাম্যকুক্কুট, আরণ্যকুক্কুট, ময়ূর, তিত্তিরি, চক্রবাক, সারস, রাজহংস, জলকুক্কুট ও হংস, এই দশটি খেচর।

উক্ত ভূচর দশটি ও খেচর দশটি, এই কুড়িটি পশুর মাংসের মধ্যে যাহার সম্ভব হয়, তাহাই গ্রহণ করিবে।

মাংসের পাকসংস্কার ত্রিপুরার্ণবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"মধুরাম্ল-হিঙ্গু-বীজ-মরীচাজ্যসুপাচিতম্।
সুগন্ধং মৃদু পকঞ্চ সুস্বাদু চ মনোহরম্॥"

---

* "কালবিহতাঃ" ইহার তাৎপর্য্য এই—রোগাদির দ্বারা মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিবে না। জীবিত পশু আনিয়া বধ করত তাহার মাংস গ্রহণ করিবে।

মাংসকে মধুররস, অম্লরস, হিঙ্গু, বীজ [পদ্মবীজ বা পুষ্করমূল ?], মরীচ ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা সুন্দররূপে পাক করিয়া কোমল, সুগন্ধ, সুস্বাদু ও মনোহর করিতে হইবে।

এই সকল পশুর অভাব হইলে মাংস ও মৎস্যের প্রতিনিধি ডামরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"মাংসানুকল্পোঽপূপঃ স্যান্মৎস্যস্য তু কদল্যপি।"

মাংসের অনুকল্প অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক, এবং মৎস্যের অনুকল্প কদলীফল। এখন তৃতীয় অর্থাৎ মৎস্যের ভেদ কথিত হইতেছে। যথা যোগিনীতন্ত্রে,—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মশ্চ দেবেশি তৃতীয়ং দ্বিবিধং স্মৃতম্।"

তৃতীয় মকার মৎস্য ও কূর্ম্ম এই দুই প্রকার। মৎস্যের পাকসংস্কার ত্রিপুরার্ণবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অল্পকণ্টকসংযুক্তং সুপক্কং স্বাদুসংযুতম্।
লিকুচ[illegible]দিসংযুক্তং বিধিনা সংস্কৃতং তথা॥"

[illegible] বড় কাঁটাগুলি ফেলিয়া দিয়া, অল্প কাঁটা রাখিয়া, তাহাতে স্বাদুদ্রব্য ও [illegible]াম্ল [চুক্র অর্থাৎ চুঁকা পালং] প্রভৃতির সংযোগে পাকশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সুন্দররূপে পাক করিলে মৎস্য সংস্কৃত হইবে। এইরূপ সংস্কৃত মৎস্য গ্রহণ করিবে।

মৎস্যের অনুকল্প রহস্যার্ণবে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"সংবিৎসংযুক্ত-চণকপিষ্টজং বটকং শিবে।
মীনাকৃতিকৃতং বাপি মূলকং বাপি বা শিবে॥"

সংবিৎ [সিদ্ধি বা ভাঙ্] এবং চণক [বুট বা ছোলা], এই দুই দ্রব্য একত্র বাটিয়া, তাহার দ্বারা মৎস্যাকার বটক [বড়া] প্রস্তুত করিবে, ইহা মৎস্যের অনুকল্প। অথবা মৎস্যের অনুকল্পরূপে মূলা গ্রহণ করিবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"অলাভে তু তৃতীয়স্য দ্বিতীয়ে ত্র্যম্বকং জপেৎ।"

মৎস্যের অভাব হইলে মাংস স্পর্শ করিয়া, "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি ত্র্যম্বক-মন্ত্র জপ করিয়া, তাহার দ্বারাই মৎস্যের কার্য্য সম্পাদন করিবে।

চতুর্থ মকার অর্থাৎ মুদ্রার বিষয় যোগিনীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"চণকোত্থা মাষজা বা মুদ্রাঃ স্থাঘৃতপাচিতাঃ।
তৈলপক্বা অপি শিবে মধুরাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ॥
লবণাদ্যৈঃ সংস্কৃতা বা গোধূমৈস্তণ্ডুলাদিভিঃ।
নির্ম্মিতা রুচিরাকারাঃ স্বাদুযুক্তা মহেশ্বরি॥"

হে শিবে! ঘৃত অথবা তৈলের দ্বারা পাক করা ছোলা অথবা মাষ হইতে উৎপন্ন মধুর সুসংস্কৃত মুদ্রা গ্রহণ করিবে, অথবা লবণ প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত গোধূম ও তণ্ডুল প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত মনোহর স্বাদুদ্রব্যযুক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিবে।

মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা পর্য্যুষিত হইলে বর্জ্জন করিবে, ইহা ত্রিপুরার্ণবে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"এতৎ পর্য্যুষিতং সর্ব্বমনর্হং পূজনাদিষু।
তৎপূজয়া প্রকুপ্যন্তি যোগিন্যস্ত্বতিভীষণাঃ॥"

এই সকল দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে পূজাদির অযোগ্য হয়। পর্য্যুষিত দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিলে অতিভীষণ যোগিনীগণ ক্রুদ্ধ[illegible]ন।

তন্ত্রান্তরে পর্য্যুষিত মদ্যও পূজার অযোগ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে

"প্রথমাদি চতুর্থান্তং যামাৎ পর্য্যুষিতং ভবেৎ।
প্রথমাদি চতুর্থান্তং সর্ব্বং ত্যাজ্যং সুসাধকৈঃ॥"

মদ্য, মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা, এই চারি দ্রব্য প্রস্তুতের এক প্রহর পরেই পর্য্যুষিত হয়। সাধকগণ পর্য্যুষিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন।

সম্ভব হইলেই পর্য্যুষিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে, অন্যথা ক্রয়ক্রীত মদ্যও গ্রহণ করিবে। তন্ত্রসারধৃত নীলতন্ত্রবচনের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ক্রয়ক্রীত মদ্যের পর্য্যুষিতত্ব দোষ সম্ভব হয় না। দোষদুষ্ট দ্রব্য সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। তন্ত্রে এই সকল দোষ প্রতিপাদিত হইয়াছে,—

"তথা বিকৃতিমাপন্নং মার্জারাদ্যৈরপাহৃতম্।
কেশাশ্রু-নখ-নিষ্ঠীবদূষিতং চ পরিত্যজেৎ॥"

যে দ্রব্য বিকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে দ্রব্য বিড়াল প্রভৃতি মুখ দিয়া নষ্ট করিয়াছে, যে দ্রব্যে চুল, দাড়ি, নখ ও থুথু মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা দোষদুষ্ট, এইপ্রকার দোষদুষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

মণ্ডলের বাহিরে পঞ্চমকার গ্রহণ করিবে না, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে তাহার অপবাদ অর্থাৎ অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"দেব্যৈ নিবেদিতং সর্ব্বং প্রথমাদিকমদ্রিজে।
যেন কেনাপি সংস্পৃষ্টং সমানীতং সুসংস্কৃতম্॥
উদ্বাসনান্তরং বাপি মণ্ডলাদ্বাহ্যতোঽপি বা।
আদরেণ সমাদেয়ং সর্ব্বৈঃ পর্ব্বতগোত্রজে॥
উপবাসপরৈশ্চাপি স্বীকর্ত্তব্যং সুভক্তিতঃ।
ভোজনাদৌ তথা সর্ব্বৈঃ স্বীকর্ত্তব্যং প্রসাদকম্॥
নিবেদিতং যৎ প্রথমং সর্ব্বৈরাপোশনান্ততঃ।
চুলুকেন সমাদেয়ং মূলং স্বাহান্তমুচ্চরেৎ॥
এতৎ সর্ব্বং তদমৃতং করোতি শৃণু শঙ্করি।"

হে অদ্রিজে! দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত দেবীর প্রসাদ সুসংস্কৃত মদ্যাদি কুলদ্রব্যসকল যে কেহ স্পর্শ করিয়া আনয়ন করুক, তাহা দেবীবিসর্জ্জনের পরেই হউক, অথবা মণ্ডলের বাহিরেই হউক, আদরপূর্ব্বক সকলেই গ্রহণ করিবে। [illegible] উপবাসদিনেও তাহা ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। সকল সাধকই নি[illegible] ভোজনকালে আপোশনের পরে ভোজ্যদ্রব্য ভোজনের পূর্ব্বে দেবী উদ্দেশ্যে পূজাকালে নিবেদিত তাঁহার প্রসাদ প্রথম অর্থাৎ মদ্য চুলুকে করিয়া স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত পান করিবে*। দেবীর প্রসাদ মদ্য এইরূপে পীত হইলে তাহা সকল ভুক্ত বস্তুকে অমৃত করিয়া থাকে।

পঞ্চ মকারের মধ্যে যাহার অনুকল্প গ্রহণ করিবে, তাহার পরবর্ত্তী মকারের মুখ্যদ্রব্য লাভ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবে না, তাহারও অনুকল্প গ্রহণ করিবে। যেমন দ্বিতীয় মকার মাংসের অভাবে তাহার অনুকল্প গ্রহণ করিলে তৃতীয় মকার মুখ্য মৎস্যের লাভ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবে না, ইহারও অনুকল্প গ্রহণ করিবে। অন্য মকার সম্বন্ধেও এইরূপ। পরমানন্দতন্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—

---

* হবিঃশেষ মদ্য কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি প্রদান করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নিজের দেহমধ্যে মূলাধারে ইষ্টদেবতারূপিণী কুণ্ডলিনী অবস্থিত আছেন। নিজের মুখে আহুতি প্রদান করিলেই কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি প্রদান করা হয়। হোমে স্বাহান্ত মন্ত্রপাঠের বিধান আছে। এই জন্য এই স্থলে স্বাহান্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চুলুকের দ্বারা মদ্যপান বিহিত হইয়াছে।

"পূর্ব্বানুকল্পে তু পরং মুখ্যং নৈব তু যোজয়েৎ।"

পঞ্চম মকার অর্থাৎ মৈথুন তিন প্রকার। তাহার মধ্যে প্রথম দূতীযাগ। দূতীযাগে সদাশিব এবং তত্তুল্য পুরুষই অধিকারী, সাধারণ মানবের ইহাতে অধিকার নাই। পরমানন্দতন্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো যো যোঽসৌ সংসারপারগঃ।
স এব যজনে দূত্যা অধিকারী তু নাপরঃ॥"

যে সাধক অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ এবং যিনি সংসারসমুদ্রের পরপারে গমন করিয়াছেন, তিনিই দূতীযাগের অধিকারী, অপর নহে। *

অতএব বর্ত্তমান সময় দূতীযাগানুষ্ঠানের অভাবহেতু তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা বর্ণন পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় প্রকার কথিত হইতেছে। যথা রহস্যার্ণবে,—

"ত্রিধা তু পঞ্চমং প্রোক্তং দূতীযাগস্তদাদিমঃ।
এষ প্রকারো দেবেশি যোগিরাড়েকগোচরঃ॥
দ্বিতীয়স্তু সমর্চ্চান্তে দূতী পূজ্যা যথাবিধি।
যোনিকুণ্ডে শিবাত্মাগ্নৌ মন্ত্রমাবর্ত্তয়ন্ ক্রমাৎ॥
রেতোহবির্হাবয়িত্বা দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ।"

পঞ্চম মকার তিন প্রকার। তন্মধ্যে দূতীযাগ প্রথম। এই দূতীযাগের প্রকার একমাত্র যোগিরাজই জানেন। দ্বিতীয় প্রকার এই—শক্তিপূজার অন্তে যুবতী স্ত্রীকে দূতীরূপে কল্পনা করিয়া যথাবিধি তাহার পূজা করিবে। পরে তাহার যোনিরূপ কুণ্ডে শিবরূপ বহ্নিতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রেতোরূপ হবিঃ আহুতি প্রদান করিয়া দেবতার প্রীতিলাভ করিবে।

পঞ্চম মকারের এই দ্বিতীয় প্রকারও নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেই আচরণ করিবে। ইহা স্বতন্ত্রতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"আদ্যং তত্র কলৌ দেবি ত্রিসহস্রান্তমিষ্যতে।
দ্বিতীয়স্তু ভবেদ্দেবি স্বযোষিৎসু সুরেশ্বরি॥"

পঞ্চম মকারের প্রথম প্রকার অর্থাৎ দূতীযাগ কলির তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত

---

* কৃষ্ণানন্দীয় তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতিতে দূতীযাগ দ্রষ্টব্য।

বিহিত, তাহার পরে দূতীযাগ বিহিত নহে। হে সুরেশ্বরি! দ্বিতীয় প্রকারও নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেই আচরণ করিবে।*

পঞ্চম মকারের তৃতীয় প্রকার রহস্যার্ণবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অথবা শিষ্যভূতাং বা চান্যাং বাপি মহেশ্বরি।
প্রার্থিতো বা তয়া স্বেন প্রার্থিতাং বাপি শঙ্করি॥
সম্পূজয়িত্বা পূজান্তে ভোগপাত্রং নিবেদ্য চ।
মনসা তাং সমাগচ্ছন্ দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥"

হে শঙ্করি! শিষ্যভূতা অথবা অন্য কোন যুবতী স্ত্রী যদি প্রার্থনা করে, অথবা নিজেই তাহাকে প্রার্থনা করত পূজাস্থানে আনয়ন করিয়া যথাবিধি তাহার পূজা করিবে। পূজার পরে তাহাকে ভোগপাত্র নিবেদন করত মনে মনে তাহাতে উপগত হইয়া, সেই মানসিক মৈথুন দেবতা উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে।†

---

* দূতীযাগ পরস্ত্রীতে সম্পাদন করিতে হয়। তন্ত্রে দূতীযাগের প্রয়োগ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা সাধা[illegible]ণের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃ[illegible]। ইহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ হইলেও তাহার বিবরণ লিখিতে [illegible] যেরূপ ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান কালে রুচিবিরুদ্ধ এবং বর্ত্তমান [illegible]ও তাহার প্রতিকূল। এই জন্য তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল। বস্তুতঃ যেরূপ জিতে[illegible] পুরুষের ইহাতে অধিকার, তাদৃশ জিতেন্দ্রিয়ত্ব সদাশিব বা তত্তুল্য যোগিরাজ ভিন্ন অন্যে সম্ভব হইতে পারে না। কলিভাবপ্রভাবিত ভোগলম্পট আধুনিক মানবে তাদৃশ জিতেন্দ্রিয়ত্ব সম্ভব হইতে পারে না বলিয়াই কলির তিন সহস্র বৎসর পরে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সুকৃতিবলে তিন সহস্র বৎসর পরেও তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সম্ভব হয়, তবে তিনি দূতীযাগের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এই জন্যই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বঙ্গদেশীয় কৌলনিবন্ধগুলিতে দূতীযাগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে কোন কোন শিবতুল্য জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ দূতীযাগের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও বঙ্গদেশে বহু ভোগলম্পট মানব কৌলমার্গ, দূতীযাগপ্রতিপাদক বঙ্গদেশীয় সেই সকল নিবন্ধ, এবং দূতীযাগের অনুষ্ঠাতা সেই সকল মহাপুরুষের নামের দোহাই দিয়া দূতীযাগের ভান করতঃ নিজেদের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে। বঙ্গদেশেও প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মভীরু কৌলসাধকগণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও স্বস্ত্রীতেই পঞ্চম মকার সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

† যে যুবতী স্ত্রীতে পঞ্চম মকার সাধন করিতে হয়, তাহার নাম শক্তি। ইষ্টদেবতা-পূজার সময়ে মদ্যপূর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। এই সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি পাত্রের নাম ভোগপাত্র। ভোগপাত্র শক্তিকে প্রদান করিতে হয়, এবং সেই পাত্রের মদ্য শক্তির পান করিতে হয়।

উক্ত তিন প্রকার মৈথুন মুখ্য। ইহাদের অভাবে যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ প্রতিনিধি উক্ত হইয়াছে,—

"রক্তন্তু করবীরং বৈ তথা কৃষ্ণাপরাজিতা।
এতৎ প্রোক্তং লিঙ্গ-যোন্যোঃ পুষ্পং তত্র তু যোজয়েৎ॥"

রক্ত করবীর লিঙ্গপুষ্প এবং কৃষ্ণাপরাজিতা যোনিপুষ্প। এই উভয় পুষ্প পঞ্চম মকারের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবে। পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কুসুমে লিঙ্গ-যোন্যোর্ব্বা সকাশ্মীরঞ্চ চন্দনম্।"

লিঙ্গপুষ্প ও যোনিপুষ্পে কুঙ্কুম [জাফ্রান্] ও চন্দন প্রদান করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই—চন্দনকে শুক্র কল্পনা করিয়া লিঙ্গপুষ্প রক্তকরবীরে এবং কুঙ্কুমকে শোণিত কল্পনা করিয়া যোনিপুষ্প কৃষ্ণাপরাজিতায় প্রদান করিবে; পরে উভয়ের মৈথুনবুদ্ধি কল্পনা করিয়া তাহা দেবতায় অর্পণ করিবে*। ইহাই পঞ্চম মকারের অনুকল্প। এই অনুকল্পের অনুষ্ঠানও সাময়িক পূজার অন্তে বিধেয়। অর্ঘ্যপাত্রে পঞ্চম মকারের প্রতিনিধি প্রদানও যোগীর কর্ত্তব্য, সাধারণ সাধকের নহে †; যোগীর পক্ষেও কলির তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্তই বিধেয়, তাহার পরে নহে। এইরূপে পঞ্চমকারপ্রকার কথিত হইল

সর্ব্বত্র বচনপূর্ব্বং প্রবৃত্তিঃ। ১০।৬৪

কুলশাস্ত্রের বিধিনিষেধ বিবেচনা করিয়া কুলশাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।

* করবীরপুষ্প হইতে তাহার বৃন্তটি ধীরে ধীরে খসাইলে সেই বৃন্তের সহিত একটি সূক্ষ্ম দণ্ড নির্গত হয়, এই দণ্ডের অগ্রভাগ শিবলিঙ্গাকার। অপরাজিতাপুষ্প যোনির আকার, ইহা স্থূলতই প্রত্যক্ষ হয়।

† মৈথুনজাত মিশ্রিত শুক্রশোণিতের নাম অবস্থাভেদে কুণ্ডোত্থ ও গোলোত্থ। কুণ্ড-গোলোত্থ দ্রব্য দেবতার অর্ঘ্যে প্রদান করিবার বিধান আছে। অবস্থাবিশেষে স্ত্রীশোণিতের নাম স্বয়ম্ভুকুসুম, ইহাও দেবতাকে প্রদান করিবার বিধান আছে। মুখ্য কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য ও স্বয়ম্ভুকুসুম অথবা ইহাদের প্রতিনিধি জিতেন্দ্রিয় যোগী ভিন্ন সাধারণ সাধক ইহাদের কিছুই দেবতাকে প্রদান করিবে না। কলির তিন সহস্র বৎসর পরে যোগীও ইহা প্রদান করিবেন না, ইহাই রামেশ্বরের অভিপ্রায়। বর্ত্তমান সময় [১৩৩৩ সনে] কলির ৫০২৬ বৎসর। যে কৌলসাধক মল, মূত্র, শুক্র, শোণিত প্রভৃতিতে ঘৃণা ও অপবিত্রতা-বুদ্ধি পরিহার করিয়া ইহাদিগকে পবিত্র বলিয়া ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অর্ঘ্যপাত্রে কুণ্ড-গোলোত্থ দ্রব্য দানের অধিকারী।

তাৎপর্য্য। সর্ব্বত্র—কুলশাস্ত্রবিহিতক্রিয়াসামান্যবিষয়ে। "বচনপূর্ব্বং" ইহা প্রবর্ত্তনরূপ ক্রিয়ার বিশেষণ। বচন—কুলশাস্ত্রবাক্য। কৌলমার্গের যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে সেই ক্রিয়া সম্বন্ধে কৌলশাস্ত্রে কি কি বিহিত এবং কি কি অবিহিত, তাহার বিবেচনা করিতে হইবে।১০।৬৪

দশকুলবৃক্ষানুপপ্লবঃ। ১০।৬৫

দশটি কুলবৃক্ষ ছেদন করিবে না।

তাৎপর্য্য। সূত্রে কুলবৃক্ষের নাম উক্ত হয় নাই। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"শ্লেষ্মাতক-করঞ্জাম্র-নিম্বাশ্বত্থ-কদম্বকাঃ।
বিল্বো বটোডুম্বরৌ চ তিন্তিড্যা সহিতা দশ॥" *

শ্লেষ্মাতক [চাল্‌তা], করঞ্জ, আম্র, নিম্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, বিল্ব, বট, যজ্ঞডুমুর, তেঁতুল, এই দশটি কুলবৃক্ষ। ১০।৬৫

স্ত্রীবৃন্দাদিমকলস-সিদ্ধলিঙ্গি-ক্রীড়াকুলকুমারীকুল-
সহকারা[illegible]োকৈক[illegible]রু-পরেতাবনি-মত্তবেশ্যা-শ্যামা-
রক্তবসনা-মত্তেভানাং দর্শনে বন্দনম্। ১০।৬৬

[illegible]ন্দ, আদি-ম-কলস, সিদ্ধলিঙ্গী, ক্রীড়াকুল কুমারীকুল, সহকারবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ, একতরু, পরেতাবনি, মত্তবেশ্যা, শ্যামা, রক্তবসনা, মত্তেভ, এই সকল দর্শন করিলে প্রণাম করিতে হইবে।

তাৎপর্য্য। স্ত্রীবৃন্দ শব্দে সুবাসিনী অর্থাৎ সধবা স্ত্রীসমূহ বুঝিতে হইবে, বিধবা স্ত্রীসমূহ নহে। যেহেতু তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"সুবাসিনী-কুমারীণাং সমূহং মদিরাঘটম্।"

---

* কুলবৃক্ষ সম্বন্ধে কৃষ্ণানন্দীয় তন্ত্রসার ও তারারহস্যবৃত্তিকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—
"কুলবৃক্ষো যথা—

পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ
শ্রী-চূতৌ বীক্ষ্য দোর্ভ্যাং তিলকতরু-নমেরুঃ স্যাৎ পিয়ালশ্চ গীত্যা।
সংলাপাৎ কর্ণিকারঃ কুরুবকতরুরালিঙ্গনাৎ সিন্দুবারঃ
কাদম্বঃ কামিনীনামুদয়তি নিয়তং স্পর্শনাচ্চম্পশাখী।

তথাচ শ্রুতিঃ—"দশকুলবৃক্ষাণামনুপপ্লবঃ। দশকুলবৃক্ষা যথা—

শ্লেষ্মাতক-করঞ্জৌ চ বিল্বাশ্বত্থ-কদম্বকাঃ।
নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্মৃতাঃ॥"

আদি-ম-কলস—মদ্যপূর্ণ ঘট, মদ্যপাত্র। সিদ্ধলিঙ্গী—সিদ্ধের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন আছে যাহার, অর্থাৎ যিনি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এমন সাধক।* ক্রীড়াকুল কুমারীকুল—ক্রীড়ায় ব্যাকুল কুমারীসমূহ। সহকার—যে আম্রবৃক্ষের ফল অতিশয় সুগন্ধি, তাহার নাম সহকার। অশোক—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। একতরু—এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় বৃক্ষ। যদি কোন স্থানে যে কোন রকম একটি-মাত্র বৃক্ষ অবস্থিত থাকে, এবং তাহার মূল হইতে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত অন্য কোন বৃক্ষের অস্তিত্ব না থাকে, তবে সেই বৃক্ষের নাম একতরু। পরেতাবনি—প্রেতভূমি, শ্মশান। মত্তবেশ্যা—যৌবনোন্মত্তা অথবা মদ্যপানমত্তা বেশ্যা। শ্যামা—যৌবনমধ্যস্থা অর্থাৎ মধ্যমযৌবনা স্ত্রী। রক্তবসনা—রক্তবস্ত্র-পরিধানা স্ত্রী। মত্তেভ—মদমত্ত হস্তী। ইহাদের দর্শনে প্রণাম করিতে হইবে। এই প্রণাম মনে মনে করিবে; যেহেতু—প্রকাশ্য কায়িক প্রণাম করিলে আচারের গোপনীয়তা রক্ষা হইবে না।১০।৬৬

পঞ্চপর্ব্বসু বিশেষার্চ্চা। ১০।৬৭

পঞ্চ পর্ব্বদিনে বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা ইষ্টদে[illegible]র পূ[illegible] করিবে।

তাৎপর্য্য। এখন এই সূত্রে নৈমিত্তিক পূজা বলা হইতেছে। [illegible]ষ্টমী, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই পাঁচটি দিনের নাম [illegible]। যথা তন্ত্রে,—

"কৃষ্ণাষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যৌ পূর্ণিমাঽমা চ সংক্রমঃ।
এতানি পঞ্চ পর্ব্বাণি"

এই পাঁচটি পর্ব্বদিনে বিশেষ দ্রব্য অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চমকারের দ্বারা পূজা করিবে, এই সময়ে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না। পঞ্চ পর্ব্বকে নিমিত্ত করিয়া পূজা করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নৈমিত্তিক পূজা। নৈমিত্তিক পূজায় প্রদোষব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য। যথা নিত্যাতন্ত্রে,—

"প্রদোষব্যাপ্তিতিথ্যাদৌ কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চ্চনম্।
বিষমে ত্বধিকং গ্রাহ্যং সমে পরদিনং তথা।
রাত্রিব্যাপ্তেরলাভে বৈ পর্ব্বযোগে দিবৈব তু॥"

---

*পুরশ্চরণাদি সাধনায় মন্ত্র সিদ্ধ হইল কি না, তাহা জানিবার উপায়স্বরূপ বহু চিহ্ন বা লক্ষণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। রামেশ্বর কল্পসূত্রের [৭।৩৭] টীকায় বক্রতুণ্ডকল্প, ভৈরবীতন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃতভাবে এই সকল লক্ষণ বলিয়াছেন।

প্রদোষব্যাপিনী তিথিতে নৈমিত্তিক পূজা করিবে। উভয় দিনে প্রদোষ পাইয়া বৈষম্য হইলে অর্থাৎ একদিন প্রদোষের অধিক কাল ও অন্য দিন প্রদোষের অল্প কাল পাইলে যে দিন প্রদোষের অধিক কাল পাইবে, সেই দিন পূজা হইবে; আর উভয় দিন তুল্যরূপে প্রদোষ পাইলে পরদিনে পূজা হইবে। উভয় দিন প্রদোষের অপ্রাপ্তি হইলে পরদিনে দিবাভাগে এবং সংক্রান্তিপ্রভৃতি পর্ব্বযোগেও দিবাভাগেই পূজা হইবে। "রাত্রিব্যাপ্তেঃ" এই স্থলে রাত্রিপদ প্রদোষপর।

পঞ্চমকারের প্রতিনিধির দ্বারা নৈমিত্তিক পূজা করিবে না, ইহার প্রমাণ প্রথম খণ্ডে "মপঞ্চকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" [১।২৪] এই সূত্রের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। নৈমিত্তিক পূজায় অশক্তি অর্থাৎ অসামর্থ্য দ্বিবিধ—(১) কুলদ্রব্যের অভাবহেতু অসামর্থ্য এবং (২) শরীরপীড়া ও উপযুক্ত স্থানের অভাবহেতু অসামর্থ্য। এইরূপ অসামর্থ্যে পূজার প্রতিনিধি পরমানন্দতন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"নৈমিত্তিকে [illegible] জপেদষ্টোত্তরং শতম্।"

[illegible] পূজায় অসমর্থ হইলে তাহার অনুকল্প অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করি[illegible]বে। নৈমিত্তিক পূজায় বিহিত কালেই অনুকল্প জপও করিতে হইবে। সংক্রান্তিপর্ব্বনিমিত্তক পূজা সংক্রমণজনিত পুণ্যকালে করিবে।

সূত্রে "পঞ্চপর্ব্বসু" এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া পঞ্চপর্ব্বে সূত্রানুযায়ী পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু "দমন", "পবিত্রারোপণ" প্রভৃতি ক্রিয়া কাম্য, অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় হইবে না, করিলে বিশেষ ফল হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল।১০।৬৭

আরম্ভ-তরুণ-যৌবন-প্রৌঢ়-তদন্তোন্মনাবস্থোল্লাসেষু প্রৌঢ়ান্তাঃ সময়াচারাঃ। ততঃ পরং যথাকামী। স্বৈরব্যবহারেষু বীরাবীরেষ্বযথামননাদধঃপাতঃ।১০।৬৮

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত [প্রৌঢ়ান্ত], উন্মন, অনবস্থ, এই সাতটি উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার, তাহার পর স্বৈরাচার। স্বৈরব্যবহারে বীর ও অবীর বিষয়ে অযথা মনন করিলে অধঃপাত অর্থাৎ নরক হয়।

তাৎপর্য্য। উল্লাস—উপাসকের অবস্থাবিশেষ। যে অবস্থায় উপাসনা-বিষয়ে ইচ্ছামাত্রের উদয় হয় অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মে না, তাহার নাম আরম্ভোল্লাস। যে অবস্থায় সদ্‌গুরুলাভ ও তাঁহা হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্র পাঠের জন্য ইচ্ছার উদয় হয়, তাহার নাম তরুণোল্লাস। যে অবস্থায় তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার নাম যৌবনোল্লাস। যে অবস্থায় তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ধ্যানের চেষ্টা করা হয়, তাহার নাম প্রৌঢ়োল্লাস। ধ্যান করার ক্ষমতা কিঞ্চিৎ আয়ত্ত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার নাম তদন্তোল্লাস। ধ্যানের দ্বারা কিঞ্চিৎকাল মনোলয় করিবার শক্তি লাভ করিলে যে অবস্থা হয়, তাহার নাম উন্মনোল্লাস। যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া উপাস্য দেবতায় নিশ্চলভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ পূর্ণারূঢ় অবস্থার নাম অনবস্থোল্লাস। ইহার প্রমাণ পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"যস্য যাবৎ পাত্রমুক্তমারম্ভস্তস্য তাবতা।
তৎপশ্চাৎ তরুণো দেবি ঈষদ্‌বোধোদয়ে সতি॥
তৎপশ্চান্মধ্যবোধস্য চোদয়াদ্‌যৌবনো মতঃ।
যত্নান্মনোলয়ো দেবি যদা স্যাদ্‌যাবতা শিবে॥
প্রযত্নাত্তু লয়ো যত্র প্রৌঢ় ইত্যুচ্যতে শিবে।
ঈষচ্চলো লয়শ্চাপি প্রৌঢ়ান্তঃ সমুদাহৃতঃ॥
যদা যত্নাৎ সঞ্চলনং তদা স্যাদুন্মনঃ শিবে।
নিশ্চলত্বং সর্ব্বথা চেৎ তদাত্যন্তিক ঈরিতঃ॥"

যাহার যেরূপ পাত্র [একপ্রযত্নপেয় বলিয়া] উক্ত হইয়াছে, যে অবস্থায় সেই-রূপ পাত্র গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম আরম্ভোল্লাস। তাহার পরে ঈষৎ জ্ঞানের উদয় হইলে তরুণোল্লাস। তাহার পরে মধ্যবিধ জ্ঞানের উদয় হইলে যৌবনোল্লাস। যে অবস্থায় বিশেষ যত্ন করিয়া ইষ্টদেবতায় মনের লয় করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার নাম প্রৌঢ়োল্লাস। যে অবস্থায় মন ঈষৎ চঞ্চল থাকে অথচ সময় সময় দেবতায় লীন হয়, তাহার নাম প্রৌঢ়ান্ত বা তদন্তোল্লাস। যে অবস্থায় দেবতায় লীন মনকে যত্নপূর্ব্বক সঞ্চালিত করিতে হয়, তাহার নাম উন্মনোল্লাস। যে অবস্থায় দেবতায় লীন মনকে যত্ন করিয়াও সঞ্চালিত করা যায় না, তাহার নাম অনবস্থোল্লাস।

ইহার ভাব এই—পূর্ব্বে অধিকারিভেদে পাত্রসংখ্যার ব্যবস্থা প্রমাণের

সহিত উক্ত হইয়াছে ; ব্যবস্থাসিদ্ধ সেই পরিমাণ পাত্রগ্রহণের নাম আরম্ভোল্লাস। ঈষৎ উন্মাদ অবস্থারূপ বোধ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য পাত্রবৃদ্ধি করিতে হয়, এই অবস্থার নাম তরুণোল্লাস। ইহা হইতে আরও পাত্রবৃদ্ধি করিলে যে অবস্থায় মধ্যম বোধ অর্থাৎ মধ্যবিধ জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম যৌবনোল্লাস। যে পরিমাণ পাত্রসেবনে স্বীয় যত্নের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের আচরণ করিয়া স্বাভাবিক চঞ্চল মনের স্থিরতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই পরিমাণ পাত্রসেবনের নাম প্রৌঢ়োল্লাস। যে পরিমাণ পাত্রসেবনে যত্ন ব্যতিরেকেই মন দেবতায় স্থির হয়, আবার যত্ন ব্যতিরেকেই ঈষৎ সঞ্চালিত হয়, সেই পরিমাণ পাত্রসেবনের নাম তদন্তোল্লাস। যে পরিমাণ পাত্রসেবনে যত্ন ব্যতীত মন স্থির হয়, অথচ যত্ন করিয়া স্থির মনকে সঞ্চালিত করিতে হয়, সেই পরিমাণ পাত্রসেবনের নাম উন্মনোল্লাস। যে পরিমাণ পাত্রসেবনে যত্ন ব্যতীতই মন নিশ্চলভাবে দেবতায় বিলয় প্রাপ্ত হয়, যত্ন করিয়াও তাহাকে সঞ্চালিত করা যায় না, সেই পরিমাণ পাত্রসেবনের নাম অনবস্থোল্লাস।

প[illegible]ন্দতন্ত্রে এই[illegible]প উল্লাসভেদে পাত্রসেবনবৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া সপ্ত উ[illegible] কে কোন্ উল্লাসের অধিকারী, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা,

"অশক্তাবুধ-বালানামারম্ভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তরুণো নূতনানাং স্যাদ্‌ভক্তিমাত্রস্য যৌবনঃ॥
প্রৌঢ়ঃ স্যাদারুরুক্ষোর্ব্বৈ মধ্যারূঢ়স্য তৎপরঃ।
পূর্ণারূঢ়স্যোন্মনশ্চ তদ্বদাত্যন্তিকোঽপি বা॥"

অসমর্থ, অজ্ঞান ও বালক আরম্ভোল্লাসের অধিকারী। নূতন সাধকের পক্ষে তরুণোল্লাস এবং ভক্তিনিষ্ঠ সাধকের যৌবনোল্লাস বিহিত। ধ্যানমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক সাধকের প্রৌঢ়োল্লাস, ধ্যানমার্গে মধ্যারূঢ় সাধকের তদন্ত উল্লাস, এবং পূর্ণারূঢ় সাধকের উন্মন ও অনবস্থ উল্লাস বিহিত।

এই প্রকারে এই সকল বচনের তত্ত্ব মন্থন করিলে আমার [রামেশ্বরের] উক্ত উল্লাসলক্ষণই পর্য্যবসিত হইবে। নিরুক্ত উল্লাসরূপ দশাবিশেষ উপাসক একমাত্র নিজের অন্তঃকরণদ্বারা বুঝিয়া লইবেন, অর্থাৎ নিজে কোন্ উল্লাসের অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা নিজেই বুঝিয়া লইবেন। স্বয়ং জ্ঞানলাভ করিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় দশা সম্যক্ বিবেচনা করিবেন। এইরূপে

বিবেচনা করিয়া চতুর্থ প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সময়াচার অবলম্বন করিবেন, তাহার পরে যথাকামী অর্থাৎ স্বৈরাচার অবলম্বনপূর্ব্বক বিহরণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য।

এইরূপে অধিকারিভেদে সময়াচারের গ্রহণ ও পরিত্যাগ বিহিত হইয়াছে। স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ অধিকার বিচার না করিয়া যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলে পতন অনিবার্য্য। এই হেতুই সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—"স্বৈরব্যবহারেষু" ইত্যাদি। তদন্ত, উন্মন ও অনবস্থ উল্লাসের অধিকারী সাধকের নাম বীর; এবং আরম্ভ, তরুণ, যৌবন ও প্রৌঢ় উল্লাসের অধিকারী সাধকের নাম অবীর। এই বীর ও অবীরের অযথা মনন অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া স্বৈরাচারী অর্থাৎ যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলে পতন অর্থাৎ নরকগমন হইবেই*। স্বতন্ত্রতন্ত্রে এই বিষয় প্রকটীকৃত হইয়াছে। যথা,—

"উল্লাসভেদমজ্ঞাত্বা প্রাপ্য মূঢ়ত্বমম্বিকে।
জিহ্বালোলুপভাবেন চেন্দ্রিয়প্রীণনায় চ॥
যঃ পিবেৎ তস্তু তামিস্রে মাতৃকাঃ পাতয়ন্তি হি।"

যে মূঢ় উল্লাসভেদ না জানিয়া জিহ্বার লোভে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মদ্য পান করে, মাতৃকাগণ তাহাকে তামিস্রনামক নরকে পাতিত করেন। আর অতিবিস্তৃতির প্রয়োজন নাই।১০।৬৮

রক্তাত্যাগ-বিরক্তাক্রমণোদাসীনাপ্রলোভনবর্জ্জনম্।১০।৬৯

অনুরক্তা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না, বিরক্তা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিবে না, এবং উদাসীনা স্ত্রীকে ধনাদির দ্বারা প্রলোভিত করিয়া উপভোগ করিবে না।১০।৬৯

ঘৃণা-শঙ্কা-ভয়-লজ্জা-জুগুপ্সা-কুল-জাতি-
শীলানাং ক্রমেণাবসাদনম্।১০।৭০

ঘৃণা অর্থাৎ দয়া, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, জাতি ও স্বভাব, এইগুলি ক্রমে পরিত্যাগ করিবে।

তাৎপর্য্য। ঘৃণা শব্দের অর্থ দয়া, বৈধ পশুহিংসা প্রভৃতিতে দয়া প্রকাশ। শঙ্কা—আশঙ্কা, মাংসগ্রহণাদিবিষয়ে, পশুবধ প্রভৃতিতে এবং মদ্যপানাদিতে

---

* সাধকে বীরের ধর্ম্ম নাই, অথচ বীরের ধর্ম্ম আছে, এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ মদ্যপানাদি করাই অযথামননপূর্ব্বক স্বৈরাচার।

পাপ হইবে কি না, এই সকল করা কর্ত্তব্য কি না, এইরূপ সংশয়। ভয়—রাজা, গুরুজন প্রভৃতির ভয়। লজ্জা—লোকলজ্জা। জুগুপ্সা—নিন্দা, পঞ্চমকার-গ্রহণাদিতে লোকতিরস্কারজনিত মানসিক বৃত্তিবিশেষ। কুল—বংশ, বংশ-গৌরব, আমি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এইরূপ আচরণ করিলে আমার বংশমর্য্যাদার হানি হইবে, এইরূপ বংশগৌরব। জাতি—ব্রাহ্মণত্বাদিজাতি-বিষয়ক অভিমান, এইরূপ আচরণ করিলে আমার ব্রাহ্মণত্বের গৌরব নষ্ট হইবে, এই প্রকার জাত্যভিমান। শীল—আমাকে সৎস্বভাব বলিয়া সকলে জানে, এইরূপ আচরণ করিলে সকলে আমার স্বভাবের নিন্দা করিবে, এই প্রকার স্বভাবের অভিমান। ক্রমে ক্রমে এইগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে।*

এই পরিত্যাগ বিষয়ে ছয়টি ভূমিকা। প্রথম ভূমিকায় আরূঢ় সাধক কোন্‌টি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কোন্‌টি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। প্রথম ভূমিকায় এই বিবেচনামাত্রই কর্ত্তব্য। প্রথম ভূমিকায় যাহা ত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, দ্বিতীয়

---

* [illegible]গিরি, ব্রহ্মানন্দগিরি, জগদানন্দ মিশ্র প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণ স্ব স্ব নিবন্ধে কু[illegible]র এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
পাশবদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।"

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল, জাতি, এই আটটি পাশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু। এই অষ্ট পাশের দ্বারা বদ্ধ বলিয়াই মানব পশু। এই অষ্ট পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানব সদাশিব হইতে পারে। রামেশ্বর ঘৃণা শব্দের অর্থ দয়া বলিয়াছেন; বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ প্রচলিত ঘৃণা অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন নিবন্ধকার পাশমুক্তের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—ঘৃণাপাশ হইতে মুক্ত হইলে মল মূত্র, শুক্র শোণিত প্রভৃতি স্পর্শাদিতে মনে কিছুমাত্র বিকারের উদয় হইবে না, বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান হইবে। লজ্জাপাশ হইতে মুক্ত হইলে পিতা মাতা প্রভৃতির সম্মুখেও মৈথুনাদি ব্যাপারের অনুষ্ঠানে মনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিকারের উদয় হইবে না। ভয়পাশ হইতে মুক্ত হইলে ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্প প্রভৃতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেও মনের কিছুই বিকার হইবে না। শঙ্কাপাশ হইতে মুক্ত হইলে কোন কার্য্য করিতেই মনে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইবে না। জুগুপ্সাপাশ হইতে মুক্ত হইলে সকল লোক তীব্র নিন্দা করিলেও মনের কিঞ্চিন্মাত্রও বিকার হইবে না। কুল শীল এবং জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভূমিকায় তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছামাত্র করিবেন। তৃতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়া ত্যাজ্য বিষয় কিরূপে ত্যাগ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় স্থির করিবেন। চতুর্থ ভূমিকায় ত্যাজ্য বিষয় সেই উপায়ে ত্যাগ করিবার জন্য যত্ন করিবেন। পঞ্চম ভূমিকায় ত্যাজ্য বিষয় মনে মনে ত্যাগ করিবেন, বাহ্য ব্যাপার ত্যাগ করিবেন না। ষষ্ঠ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া সকলরূপেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন *। এইরূপে সাধক সেই সেই ভূমিকায় আরোহণজ্ঞান সম্যক্ বিচার করিয়া নিজে সেইরূপ ভূমিকায় আরোহণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া, পরে সেই সেই ভূমিকায় নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিবেন। ইহার অন্যথা করিলে পতন অর্থাৎ নিরয়গমন হইবে। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥"

স্ব স্ব অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ, ইহার বিপর্য্যয় হইলেই দোষ। গুণ ও দোষের ইহাই নিশ্চয়।

গুণ ও দোষ কোন বস্তুতে নিয়ত নাই, অধিকারিভেদে গুণ-[illegible]ত হয়, ইহাই ভাগবতশ্লোকের ভাব †।১০।৭০

গুরু-প্রগুরুসন্নিপাতে প্রগুরোঃ প্রথমং প্রণতিঃ
তদগ্রে তদনুরোধেন তন্নতিবর্জনম্।১০।৭১

গুরু ও প্রগুরুর একত্র অবস্থিতি হইলে প্রথমতঃ প্রগুরুকে প্রণাম করিবে। প্রগুরুর সম্মুখে প্রগুরুর উপস্থিতির অনুরোধে গুরুকে প্রণাম করিবে না।

তাৎপর্য্য। গুরু—মন্ত্রদাতা গুরু। প্রগুরু—গুরুর মন্ত্রদাতা গুরু। "তদগ্রে" ইহার তাৎপর্য্য এই—যে পর্য্যন্ত প্রগুরুর সম্মুখে গুরু অবস্থান করিবেন,

---

* সূত্রে "ক্রমেণাবসাদনম্" ইহার দ্বারা ক্রমে বর্জনের কথা বলা হইয়াছে, এককালে বর্জন বিহিত হয় নাই। ক্রমে কিরূপে বর্জন করিতে হইবে, তাহাই রামেশ্বর ছয়টি ভূমিকার উপন্যাস করিয়া দেখাইয়াছেন।

† যেমন কৌল সাধকের মদ্যপান গুণ, কিন্তু সাধারণের মদ্যপান দোষ। একের পক্ষে যাহা গুণ, অন্যের পক্ষে তাহা দোষ, ইহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই পর্য্যন্ত গুরুকে প্রণাম করিবে না, একগৃহে থাকিয়াও প্রগুরুর চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে প্রণাম করিবে *।

সূত্রে "প্রথমং প্রণতিঃ" এই স্থলে "প্রথমং" এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম প্রগুরুকে প্রণাম করিয়া, পরে গুরুকে প্রণাম করিবে; কিন্তু "তন্নতিবর্জনম্" ইহার দ্বারা গুরুর প্রণাম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তবে "প্রথমং" এই পদের সার্থকতা কি? সূত্রকার কখনও ব্যর্থ পদ প্রয়োগ করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—"প্রথমং" এই পদের সার্থকতা এই—"তন্নতিবর্জনং" ইহার দ্বারা নতিসামান্য নিষিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু দণ্ডবৎ প্রণাম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "তন্নতিবর্জনম্" ইহার দ্বারা নতিসামান্যের বর্জন প্রাপ্ত হওয়া গেলেও—

"গুরোর্গুরৌ সমীপস্থে প্রগুরুং পূজয়েচ্ছিবে।
গুরোঃ পূজাদিকং সর্ব্বং মনসৈব প্রকল্পয়েৎ॥"

হে শিবে! গুরুর সম্মুখে গুরুর গুরু উপস্থিত থাকিলে প্রগুরুরই পূজা করিবে। গুরুর পূজাদি মনে[illegible]ন কল্পনা করিবে। "পূজাদিকং" এই স্থলে আদিপ[illegible] দ্বারা নমস্কার গৃহীত হইয়াছে।

[illegible]ানন্দতন্ত্রের এই বচনের সহিত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া ইহার অর্থের সঙ্কোচ করিতে হইবে। অর্থাৎ নতিসামান্যের বর্জনরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, কায়িক নতিবর্জনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার দ্বারা প্রগুরুর কায়িক প্রণাম ও গুরুর মানস প্রণাম বিহিত হইল। এই স্থলে প্রথম প্রগুরুকে কায়িক প্রণাম করিয়া, পরে গুরুকে মানস প্রণাম করিবে, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই সূত্রে "প্রথমং" এই পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এইরূপ গুরু, প্রগুরু ও তাঁহার গুরু উপস্থিত থাকিলেও প্রথম প্রগুরুর গুরুকে কায়িক প্রণাম করিয়া, পরে যথাক্রমে প্রগুরু ও গুরুকে মানস প্রণাম করিবে। যথা যোগিনীতন্ত্রে,—

"গুরূণাং সন্নিপাতে তু সর্ব্বান্তং তত্র পূজয়েৎ।" ১০.৭১

---

* পূর্ব্বে উদ্ধৃত কুলার্ণববচনে গুরুর সম্মুখে অন্যের সেবাগ্রহণের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রণাম সেবার মধ্যেই পরিগণিত। অতএব গুরু স্বীয় গুরুর সম্মুখে শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করিতে পারেন না, এই জন্যই প্রগুরুর সম্মুখে গুরুর প্রণাম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "তদনুরোধেন" এই পদের ইহাই ভাব।

অভ্যর্হিতেষ্বপরাঙ্মুখ্যম্ ।১০।৭২

অভ্যর্হিত সাধকের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবে না ।

তাৎপর্য্য । নিজের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী সাধক অভ্যর্হিত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । এইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধকের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে না, তাঁহার নিকট স্বীয় জ্ঞানের বহির্ভূত জ্ঞেয় বিষয় অবগত হইবে; ইহাই এই সূত্রের ভাব ।১০।৭২

মুখ্যতয়া প্রকাশবিভাবনা ।১০।৭৩

মুখ্যরূপে প্রকাশের ভাবনা করিবে ।

তাৎপর্য্য । প্রকাশ—তত্ত্বাতীত পরমশিব, উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। মুখ্যরূপে তাঁহার ভাবনাই সকল শাস্ত্রাভ্যাসের ফল, এইরূপ অবগত হইবে। সকল শাস্ত্রই তাদৃশ ভাবনাসিদ্ধির উপায় বলিয়াছে, তাঁহার ভাবনা ভিন্ন অন্য ভাবনা নিষ্ফল, ইহাও শাস্ত্রবাণী, এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইবে। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য । ১০.৭৩ ।

অধিজিগমিষা শরীরার্থাসূনাং গুরবে ধারণম্ ।১০।৭৪

মুখ্যরূপে গুরুর উদ্দেশেই অধিজিগমিষা এবং শরীর, অর্থ ও প্রাণ, [illegible]দের ধারণ করিবে ।

তাৎপর্য্য । এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্র হইতে 'মুখ্যতয়া" এই পদের অনুবৃত্তি হইবে। অধিজিগমিষা—কার্য্যোদ্দেশে কোন সময়ে কোন স্থানে গমনের ইচ্ছা। এক সময়ে নিজকার্য্যে ও গুরুর কার্য্যে গমনের প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ গুরুর কার্য্যে গমন করিয়া, পরে নিজের কার্য্যে গমন করিবে। এইরূপ শরীরধারণ, অর্থসঞ্চয় এবং প্রাণধারণও গুরুর জন্যই মুখ্য, নিজের জন্য গৌণ, এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। যদি দেহপাত করিয়াও গুরুর হিত সম্ভব হয়, তবে তাহাও করিবে, নিজের উপভোগের জন্য শরীর ধারণ করিবে না। অর্থ এবং প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে ।১০।৭৪

এতদুক্তকরণম্ ।১০।৭৫

গুরু যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে ।

তাৎপর্য্য । গুরু নীচ কার্য্যের আদেশ করিলেও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অবিচারিতভাবে তাহা করিবে ।১০।৭৫

অপরীক্ষণং তদ্বচনে ব্যবস্থা ।১০।৭৬

গুরুবাক্য পরীক্ষা করিবে না, তাহাই ব্যবস্থা মনে করিবে।

তাৎপর্য্য। গুরু শাস্ত্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত হইলে* তাঁহার বাক্য নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করিবে না, অর্থাৎ তিনি সৎ বলিয়াছেন, কি অসৎ বলিয়াছেন, তাহার বিচার করিবে না, অবিচারিতভাবে তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিবে। তাঁহার বাক্যই ব্যবস্থা অর্থাৎ "আমার গুরু সর্ব্বতন্ত্রার্থবিৎ, অতএব তিনি শাস্ত্রবহির্ভূত আদেশ করিতে পারেন না, শাস্ত্রসঙ্গত আদেশই করিবেন" এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান করিবে। ১০।৭৬

সর্ব্বথা সত্যবচনম্ ।১০।৭৭

সর্ব্বথা সত্যবাক্য বলিবে।

তাৎপর্য্য। সর্ব্বথা অর্থাৎ সঙ্কটকালেও সত্য বলিবে, মিথ্যা বলিবে না। অথবা সর্ব্বথা অর্থাৎ সঙ্কটকাল ব্যতীত সত্য বলিবে। তাহা হইলে স্মৃতিশাস্ত্রে যে সঙ্কটকালে ও বিবাহাদিতে মিথ্যাকথনের অনুজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার বাধ হয় না।।১০.৭৭

পরদার-ধনেষনাসক্তিঃ। ১০।৭৮

পরদার ও পরধনে আসক্তিশূন্য হইবে।১০।৭৮

স্বস্তুতি-পরনিন্দা-মর্ম্ম-বিরুদ্ধবচন-পরিহাস-
ধিক্কারাক্রোশ-ত্রাসনবর্জ্জনম্ ।১০।৭৯

আত্মপ্রশংসাবাক্য, পরনিন্দাবাক্য, মর্ম্মবাক্য, বিরুদ্ধবাক্য, পরিহাস, ধিক্কার, আক্রোশ, ত্রাসন, এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

---

* পূর্ব্বসূত্রে "এতদ্" শব্দ ও এই সূত্রে "তদ্" শব্দের দ্বারা ৭৫তম সূত্র হইতে গুরু শব্দের অনুকর্ষণ করা হইয়াছে, কোথাও শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্তের উল্লেখ নাই। রামেশ্বর এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"তদ্বচনে গুরুলক্ষণবিশিষ্টগুরুবচনং স্ববুদ্ধ্যা ন পরীক্ষয়েৎ।" ইহার তাৎপর্য্য এই—গুরুর লক্ষণে "সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ" এইরূপ বিশেষণ আছে, অর্থাৎ গুরুর সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত থাকা চাই। এইরূপ গুরু শাস্ত্রবহির্ভূত অসৎ উপদেশ বা আদেশ কখনও করিতে পারেন না, অন্যথা শাস্ত্রবহির্ভূত বাক্যও বলিতে পারেন। পূর্ব্বে জ্ঞানদুর্ব্বল গুরুর আদেশ লইয়া জ্ঞানবান্ শিক্ষাগুরুর আশ্রয় গ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব সূত্রকারও জ্ঞানদুর্ব্বল গুরুর বাক্যে বিচারাভাব ব্যবস্থাপিত করিতে পারেন না, ইহা মনে করিয়াই রামেশ্বর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য। "দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে" এই ন্যায় অনুসারে "বিরুদ্ধ" শব্দের পরবর্ত্তী "বচন" শব্দ স্বস্তুতি, পরনিন্দা, মর্ম্ম ও বিরুদ্ধ, এই চারি শব্দের সহিতই অন্বিত হইবে। স্বস্তুতিবচন—আত্মপ্রশংসা-বাক্য। পরনিন্দা বচন—পরকুৎসাবাক্য। মর্ম্মবচন—অন্যের গোপনীয় দোষ-প্রকাশক বাক্য। বিরুদ্ধবচন—"তোমার মৃত্যু হইবে" ইত্যাদিরূপ শ্রুতি-কটু বাক্য। পরিহাস—অবহেলা, যেমন দরিদ্রকে দেখিয়া "তুমি মহারাজ, আমরা তোমার কিঙ্কর" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ। ধিক্কার—"তোমাকে ধিক্" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া অথবা না করিয়াও লোকসমাজে কাহাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা। আক্রোশ—রোদনাদি। ত্রাসন—"এখনই তোমার শিরশ্ছেদন করিব" ইত্যাদিরূপ ভয় প্রদর্শন। এই সকল বর্জ্জন করিবে।১০।৭৯

প্রযত্নেন বিদ্যারাধনদ্বারা পূর্ণখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছা
চেত্যেতে সাময়িকাচারাঃ।১০।৮০

বিশেষ যত্নপূর্ব্বক শ্রীবিদ্যার আরাধনার দ্বারা পূর্ণখ্যাতি সমাবেশবিষয়ে ইচ্ছা করিবে। এই সকল সাময়িকাচার।

তাৎপর্য্য। "প্রযত্নেন" এই পদের তাৎপর্য্য এই—ইন্দ্রিয়[illegible]বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবে, ই[illegible] পূর্ণখ্যাতিসমাবেশের সম্ভাবনা ত নাইই, পরন্তু পতন অনিবার্য্য। অত[illegible] এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দেবতার উপাসনা করিতে হইবে। বিদ্যা শব্দের অর্থ শ্রীবিদ্যা। শ্রীবিদ্যার আরাধনার দ্বারা পূর্ব্বকথিত অপূর্ণখ্যাতির নিরাস করিয়া, জীবের স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণখ্যাতি যাহাতে প্রকাশিত হয়, সেই বিষয়ে ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনে জাগরূক রাখিবে*। সময় শব্দের অর্থ কুল-শাস্ত্রমর্য্যাদা—তাহাতে বর্ত্তমান সাধকের নাম সাময়িক। পূর্ণখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছা পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইল, তাহা সাময়িকের আচার, অর্থাৎ সময়াচার-পরায়ণ সাধকের এই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইবে †।১০।৮০

* দেহাবচ্ছিন্ন জীব অপূর্ণ, এই অপূর্ণতাজ্ঞানের নাম অপূর্ণখ্যাতি। এই অপূর্ণ-খ্যাতিতে "ইদং" অর্থাৎ জগৎ এবং "অহং" অর্থাৎ জীব, এই উভয়ে ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। জগৎ শিবময়, শিবের বাহিরে জগতের কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই, আমিই সেই পরিপূর্ণ শিব, এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাম পূর্ণখ্যাতি।

† সপ্তম অনবস্থ উল্লাসের অধিকারী সাধকই পূর্ণখ্যাতি লাভ করিতে পারেন। প্রৌঢ় উল্লাস

পরে চ শাস্ত্রানুশিষ্টাঃ ।১০।৮১

উক্ত ধর্ম্মের অতিরিক্ত যে সকল ধর্ম্ম তন্ত্রান্তরে বিহিত হইয়াছে, তাহাও গ্রহণ করিবে।* ১০।৮১

ইত্থং বিদিত্বা বিধিবদনুষ্ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠস্য
সর্ব্বতঃ কৃতকৃত্যতা শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহ-
কাশ্যোর্নান্তরং জীবন্মুক্তঃ ।১০।৮২

এইপ্রকার অবগত হইয়া যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিতবান্ কুলনিষ্ঠ সাধকের সর্ব্বপ্রকারে কৃতকৃত্যতা সম্পন্ন হয়। তাঁহার শরীরত্যাগ অর্থাৎ মৃত্যুতে চণ্ডালগৃহ ও কাশীতে কোন পার্থক্য নাই, যেহেতু তিনি জীবন্মুক্ত।

তাৎপর্য্য। কৌলমার্গে যাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, এমন কুলনিষ্ঠ সাধক কল্পসূত্রে এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সর্ব্বপ্রকারে কৃতকৃত্য হইতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার কৃত্য কর্ম্ম নিঃশেষরূপেই কৃত হয়, করিবার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না, জীবনের [illegible]দিষ্ট কর্ম্ম শেষ হয়। এই কৃতকৃত্যতালাভ জীবিত অবস্থার ফল, মৃত্যু[illegible] চণ্ডালগৃহ এবং কাশীতে তুল্যতা। এইরূপ অনুষ্ঠান যাহারা না করে, [illegible]র পক্ষে কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি, কীকটাদি নিন্দিত দেশে মৃত্যু হইলে নরক, এবং পুণ্যদেশে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ, এইরূপ ফলের তারতম্য হয়। এইপ্রকার অনুষ্ঠানবান্ সাধকের কোন তারতম্য নাই, কীকটাদি নিন্দিত দেশ, চাণ্ডালাদিগৃহ, পুণ্যদেশ, কি কাশী, যে স্থানেই মৃত্যু হউক, তাঁহার মুক্তি অনিবার্য্য। অদ্বৈতজ্ঞানেই মুক্তি, অদ্বৈতভাব স্বাভাবিক, কাজেই মুক্ত অবস্থাও স্বাভাবিক। অবিদ্যা অদ্বৈতজ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভেদজ্ঞান উপস্থিত করে, তাহাতেই জীব স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থা পরিহার করিয়া, বদ্ধ

পর্য্যন্ত সময়াচার। সময়াচারী সাধক পূর্ণখ্যাতি লাভের অধিকারী নহে, পূর্ণখ্যাতি সমাবেশনেচ্ছার অধিকারী, তিনি "আমি যেন পূর্ণখ্যাতি লাভ করিতে পারি" এইরূপ অভিলাষ সর্ব্বদাই মনে জাগরূক রাখিবেন, তাহা হইলে তদনুকূল ব্যাপারে সর্ব্বদা যত্ন থাকিবে।

* রামেশ্বর এই সূত্রের টীকায় ত্রিকূটারহস্য হইতে কৌলের অন্ত্যেষ্টিবিধি, রুদ্রযামলান্তর্গত দেবীরহস্যের পঞ্চষষ্টিতম পটল হইতে কৌলশ্রাদ্ধ [ইহার অপর নাম মণ্ডলশ্রাদ্ধ], এবং স্বতন্ত্রতন্ত্রের ত্রয়োদশ পটল হইতে কৌলপ্রায়শ্চিত্তবিধি অতিবিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না, জিজ্ঞাসুগণ তাঁহার উক্তি হইতেই জানিয়া লইবেন।

অবস্থায় পরিণত হয়। এই বদ্ধ অবস্থায় যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মই স্বর্গ ও নরকের জনক। কৌলমার্গের সাধনায় চরম ভূমিকা অনবস্থ উল্লাস পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে অবিদ্যা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কারণ না থাকিলে কার্য্যও থাকিতে পারে না, কাজেই তখন অবিদ্যার কার্য্য ভেদজ্ঞান এবং বদ্ধ অবস্থা দূর হইয়া, অদ্বৈতজ্ঞান ও স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। অবিদ্যা এবং তজ্জনিত ভেদজ্ঞানই কর্ম্ম ও স্বর্গ-নরকের কারণ, অবিদ্যা ও ভেদজ্ঞান দূর হইলে তাহার কার্য্য কর্ম্ম এবং স্বর্গ-নরকও থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। জীবিত অবস্থাতেই যে মুক্তি, তাহার নাম জীবন্মুক্তি। অবিদ্যানাশের জন্যই কৌলমার্গের সাধনা। কৌলমার্গের সাধক চরম ভূমিকায় আরোহণ করিয়া, জীবিত অবস্থাতেই অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জীবন্মুক্ত অবস্থায় উপনীত হন। অবিদ্যা নষ্ট হওয়াতে তাহার কার্য্য কর্ম্মফল স্বর্গ-নরকভোগও আর হইতে পারে না। মুক্তি পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছেন, কাশীমরণে আর নূতন করিয়া কি মুক্তি হইবে? মুক্তের ত আর মুক্তি নাই, বদ্ধেরই মুক্তি। মুক্ত পুরুষের চণ্ডালগৃহে মৃত্যুতেও নরকের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই উক্ত, তাঁহার মৃত্যুতে চণ্ডালগৃহ ও কাশী তুল্য। অতএব কৌলসাধনতুল্য পরম-পুরুষার্থসাধন আর নাই, ইহাই এই সূত্রের ভাব।

কল্পসূত্রের প্রথম খণ্ডে যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা দীক্ষার ফল। এইরূপ প্রত্যেক খণ্ডের ফলশ্রুতি সেই সেই খণ্ডে উক্ত কর্ম্মের ফল। এই সূত্রে যে ফল বলা হইল, তাহা বিশিষ্টানুষ্ঠানের ফল, এই খণ্ডে উক্ত কর্ম্মের ফল নহে।১০।৮২

য ইমাং দশখণ্ডীং মহোপনিষদং মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্ত-
সর্ব্বস্বভূতামধীতে স সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু যষ্টা ভবতি
যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি ইতি হি
শ্রূয়তে ইত্যুপনিষৎ ইতি শিবম্।১০।৮৩

যিনি মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তের সর্ব্বস্বভূত দশখণ্ডাত্মক এই মহোপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল যজ্ঞের যষ্টা অর্থাৎ ফলভোক্তা হইতে পারেন। শ্রুতিতেও শোনা যায়—যে যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করা যায়, অধ্যয়নের দ্বারাই সেই সেই যজ্ঞের ফললাভ করা যায়। উপনিষৎ সমাপ্ত হইল।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক বেদভাগের নাম উপনিষৎ। সাক্ষাৎ ও পরম্পরা, এই দুই প্রকারে ব্রহ্মপ্রতিপাদন হইতে পারে। মহোপনিষৎ [ত্রিপুরামহোপনিষৎ] সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক। এই কল্পসূত্রও মহোপনিষদ্রূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থের অনুবাদক,* অতএব ইহারও ঔপচারিক মহোপনিষত্ব আছে, এই জন্যই সূত্রে ইহাকেও মহোপনিষৎ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা "এই কল্পসূত্র কেবল ব্রহ্মপ্রাপক শাস্ত্র, অতএব পরমপুরুষার্থসাধন বলিয়া ইহার অধ্যয়ন কর্ত্তব্য" ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিনের পূর্ব্ববর্ত্তিনী অর্থাৎ নিত্যা, তাঁহার নাম ত্রিপুরা। যথা ত্রৈপুরসিদ্ধান্তে,— "ত্রিভ্যঃ পুরা ত্রিপুরা।" কালিকাপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"ত্রিকোণং মণ্ডলঞ্চাস্য ভূপুরঞ্চ ত্রিরেখকম্।
মন্ত্রোঽপি ত্র্যক্ষরঃ প্রোক্তঃ তথা রূপত্রয়ং পুনঃ॥
ত্রিবিধা কুণ্ডলী শক্তিঃ ত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে।
সর্ব্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাৎ তস্মাৎ তৎ ত্রিপুরা মতা॥"

ইঁ[illegible] মণ্ডল অর্থাৎ [illegible]ন্ত্র ত্রিকোণ, যন্ত্রস্থ ভূপুরও ত্রিরেখাযুক্ত, ইঁহার মন্ত্র [illegible]র তিনটি রূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, এই তিন দেবতার সৃষ্টির জন্য ইনি ত্রিবিধা কুণ্ডলী শক্তিরূপে বিরাজমানা, ইঁহার সকল ব্যাপারেই তিন তিন সংখ্যা আছে বলিয়া ইঁহার নাম ত্রিপুরা। †

ত্রিপুরারহস্যে ত্রিপুরা পদের বহুপ্রকার নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, গ্রন্থ-বিস্তৃতিভয়ে এবং অতিশয়প্রয়োজনের অভাব হেতু তাহা লিখিত হইল না। ত্রিপুরা সম্বন্ধী সিদ্ধান্ত ত্রৈপুর সিদ্ধান্ত। নবনীত যেমন দধির সারভূত, সেইরূপ এই মহোপনিষৎ অর্থাৎ কল্পসূত্র ত্রৈপুর সিদ্ধান্তের সর্ব্বস্বভূত অর্থাৎ সারভূত। এই মহোপনিষৎ যে অধ্যয়ন করে, সে সর্ব্বযজ্ঞে অর্থাৎ এই কল্পসূত্রে বিহিত গণপত্যাদির উপাসনা হইতে পরার উপাসনা পর্য্যন্ত সকল যজ্ঞে যষ্টা অর্থাৎ যজনকর্ত্তা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—উপাসনাও যজ্ঞবিশেষ, উপাসনা না করিয়াও কেবল মাত্র এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত উপাসনার ফল

---

* ত্রিপুরামহোপনিষৎকে মূল করিয়াই এই কল্পসূত্র লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুরামহোপনিষদে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থ ত্রিপুরামহোপনিষদের অনুবাদমাত্র। ত্রিপুরামহোপনিষৎ শ্রুতি, এই গ্রন্থ তন্মূলক স্মৃতি।

† শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীরই অপর নাম ত্রিপুরা।

লাভ হইবে। এই বিষয়ে সূত্রে "যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি" এই আরণ্যকশ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য এই,—যে কোন যজ্ঞের বিধায়ক শ্রুতি অধ্যয়ন করিলেই সেই যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতি শব্দ উপসংহারদ্যোতক। উপনিষৎ শব্দের অর্থ উপনিষৎপ্রতিপাদক কল্পসূত্র। আর্ষগ্রন্থে উপসংহারে মঙ্গলবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয়, এখানে শিবশব্দ মঙ্গলবাচক। ১০,৮৭

নিত্যোৎসব

কৌলগুরুর লক্ষণ

সুন্দর—যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনিন্দনীয়। সুমুখ—যিনি ঈষৎ হাস্যসহ কথা বলেন। স্বচ্ছ—যিনি সর্ব্বদাই সরল ব্যবহার করেন, কখনও কুটিল ব্যবহার করেন না। সুলভ—যাঁহার মনে কোনরূপ গর্ব্ব নাই, পরন্তু সর্ব্বদাই সন্তোষ বিরাজিত আছে। বহুতন্ত্রবিৎ—যিনি সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। অসংশয়—যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মনের সংশয় দূর করিয়াছেন। সংশয়চ্ছিৎ—যিনি শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার মনের সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ। নিরপেক্ষ—যিনি দীক্ষা বা উপদেশপ্রদান প্রভৃতি বিষয়ে ধনপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, উপযুক্ত অধিকারী বুঝিয়া কেবল অনুগ্রহবুদ্ধিতেই তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। গুরু—যিনি শিষ্যকে সর্ব্বদা হিতউপদেশ প্রদান করেন। এই প্রকার কৌলসাধককে শিষ্য গুরুরূপে বরণ করিবে। ইহার ব্যতিক্রমে গুরু শিষ্যের দুঃখদায়ক হইয়া থাকেন।*

---

*উমানন্দ, নিত্যোৎসবে তন্ত্ররাজতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গুরু ও শিষ্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। অন্যান্য নানা তন্ত্রে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণে আরও অনেক কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ই তন্ত্ররাজে উক্ত এই কয়েকটি বিশেষণের অন্তর্ভূত হয়।

কৌলমার্গগমনেচ্ছু শিষ্যের লক্ষণ

সুন্দর, সুমুখ, স্বচ্ছ, সুলভ*, শ্রদ্ধাবান্—কৌলমার্গে যাহার শ্রদ্ধা আছে। সুস্থিরাশয়—যাহার অভিপ্রায় সুস্থির অর্থাৎ দৃঢ়, কখনও বিচলিত হয় না। অলুব্ধ—ভোগ্য বস্তুতে বিশেষতঃ পঞ্চমকারে যাহার লোভ নাই, যে পঞ্চমকার সেবনের লোভেই কৌলমার্গ-গমনে ইচ্ছুক নহে, পরন্তু পরমপুরুষার্থলাভের জন্যই কৌলমার্গগমনে অভিলাষী। স্থিরগাত্র—যাহার গাত্র স্থির অর্থাৎ শরীরচাঞ্চল্য নাই। প্রেক্ষ্যকারী—যে চারি দিক্ দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করে। জিতেন্দ্রিয়—যে বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারিয়াছে। আস্তিক—ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। দৃঢ়ভক্তি—গুরু, মন্ত্র ও দেবতায় যাহার দৃঢ় ভক্তি আছে। এই প্রকার শিষ্যকে গুরু দীক্ষা প্রদান করিবেন।

ত্রিপুর সিদ্ধান্ত

(৩৫) পৃথিবী, (৩৪) অপ, (৩৩) তেজঃ, (৩৩) বায়ু, (৩২) আকাশ, এই পঞ্চ স্থূল ভূত। (৩১) গন্ধ, (৩০) রস, (২৯) রূপ, (২৮) স্পর্শ, (২৭) শব্দ, এই পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূত। (২৬) উপস্থ, (২৫) পায়ু, (২৪) পাদ, (২৩) পাণি, (২২) বাক্, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। (২১) ঘ্রাণ, (২০) রসনা, (১৯) চক্ষুঃ, (১৮) ত্বক্, (১৭) শ্রোত্র, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। (১৬) রজোগুণাত্মক অহঙ্কার, (১৫) সত্ত্বগুণাত্মিকা বুদ্ধি, (১৪) তমোগুণাত্মক মনঃ, এই অন্তঃকরণত্রয়। (১৩) গুণত্রয়সাম্যরূপা প্রকৃতি। (১২) চিত্ত বা জীবাত্মস্বরূপ পুরুষ। পরমশিবে অবস্থিত স্বতন্ত্রতা, নিত্যতা, নিত্যতৃপ্ততা, সর্ব্বকর্তৃতা ও সর্ব্বজ্ঞতা, এই পাঁচটি ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইলে যথাক্রমে (১১) নিয়তি, (১০) কাল, (৯) রাগ, (৮) কলা ও (৭) অবিদ্যা, এই পাঁচটি নামে আখ্যাত হয়। জগৎ ও পরমশিবের ভেদ-বুদ্ধির নাম,(৬) মায়া। জগৎ ও পরমশিবের অভেদবুদ্ধির নাম (৫) শুদ্ধবিদ্যা। পরমশিব যখন জগৎকে "ইদং"রূপে দর্শন করেন, তখন তিনি (৪) ঈশ্বর নামে আখ্যাত হন। তিনিই (৩) সদাশিবরূপে জগৎকে "অহং"রূপে দর্শন করেন। পরমশিবের জগৎসিসৃক্ষা অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছার নাম (২) শক্তি।

---

* সুন্দর, সুমুখ, স্বচ্ছ ও সুলভ, এই চারিটি বিশেষণ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই তুল্য।

এই শক্তিযুক্ত পরমশিব প্রথম তত্ত্বরূপ (১) শিব। এই ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বই এই শাক্তদর্শন বা ত্রৈপুর দর্শনের প্রমেয় পদার্থ। এই ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বাত্মক বিশ্বই পরমশিবের শরীর। ঈশ্বর স্বীয় লীলাব্যাপারে যখন নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যা, এই পাঁচটি কঞ্চুকের দ্বারা নিজের স্বরূপ আবৃত করেন, তখনই তিনি জীবনামে আখ্যাত হন। এই কঞ্চুক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই জীব পরমশিব হইতে পারে। স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধিই পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি। *

মন্ত্রোপাসনা

বর্ণাত্মক শব্দসমূহ নিত্য। মন্ত্রে অন্য পদার্থের অসদৃশ অচিন্ত্য শক্তি নিহিত আছে। একমাত্র স্বগুরুপরম্পরা উপদেশের দ্বারা লভ্য ধর্মবিশেষের নাম সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের দ্বারা গুরু, শাস্ত্র ও দেবতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলে সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়। এই শাস্ত্রের প্রামাণ্য একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা অধিগম্য। শ্রীগুরুর উপদিষ্ট পন্থায় [illegible] ও আধ্যাত্মিক [illegible]বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া গুরু, মন্ত্র, দেবতা ও আত্মা, ইহাদের ঐক্য ভাবনা করিলে [illegible]আত্মার জ্ঞানলাভ হয়। স্বরূপানন্দের অভিব্যঞ্জক পঞ্চ মকারের দ্বারা [illegible] করিবে। প্রকাশে নরক হয়। উক্তরূপ ভাবনার দৃঢ়তা হইলে অলৌকিক উপায়ে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের সামর্থ্য হয়।

উপাসকধর্ম্ম

অন্য দর্শনের নিন্দা করিবে না। স্বীয় উপাস্য দেবতা ব্যতিরেকে অন্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব মনে করিবে না। সর্ব্বদা স্বীয় উপাস্য মন্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান করিবে। সর্ব্বদা "শিবোঽহম্" আমিই শিব, এইরূপ ভাবনা করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অবৈধ হিংসা, চৌর্য্য, লোকের সহিত বিরোধ, স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষ, নিজের বিদ্বিষ্ট পদার্থ, এই সকল বর্জ্জন করিবে। গুরু সর্ব্বজ্ঞ হইলে একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তাঁহারই উপদেশ গ্রহণ করিবে, অন্যের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইবে না। গুরুবাক্য এবং শাস্ত্রে

---

* উমানন্দ অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে ত্রৈপুর সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিয়াছেন। তর্কবিহীন সরল সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তজ্ঞানই উপাসনার উপযোগী। আমরা উমানন্দের উক্তির অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম।

সর্ব্বত্র সংশয় পরিত্যাগ করিবে। একমাত্র নিজের উপভোগ-বুদ্ধিতে অর্থাদির উপার্জ্জন করিবে না। ফলের অভিসন্ধি না করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মের আচরণ করিবে। নিজের বর্ণ ও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম লোপ করিবে না। পঞ্চ মকারের লাভ না হইলেও নিত্যপূজা লোপ করিবে না। বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাহাকেও ভয় করিবে না।

সর্ব্বসারভূত ধর্ম্ম

ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তাহা হবিঃ। ইন্দ্রিয়সমূহ স্রুক্। জীবে অবস্থিত পরমশিবের সঙ্কুচিত স্বতন্ত্রতা, নিত্যতা, নিত্যতৃপ্ততা, সর্ব্বকর্তৃতা ও সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি জ্বালা অর্থাৎ বহ্নির শিখা। জীবে অবস্থিত পরমশিবই বহ্নি। স্বয়ং অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা হোতা। এই প্রকার হোমের ফল নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপলাভের পরে আর কিছু নাই। ইহাই এই শাস্ত্রের মর্য্যাদা।*

দীক্ষার আবশ্যকতা

[illegible]দ্যা বেশ্যার মত প্রকট। সকল দর্শনের মধ্যে এই বিদ্যা অতিশয় গুপ্তা। বুদ্ধিমান্ মানব সর্ব্বপ্রযত্নে এই বিদ্যায় দীক্ষিত হইবে। কৌলিক দীক্ষা তিন প্রকার—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী।

শাম্ভবী দীক্ষা

গুরু, শিষ্যের মস্তকে কামেশ্বরী ও কামেশ্বরের রক্ত ও শুক্ল চরণদ্বয়ের বিন্যাস ভাবনা করিয়া, তাহা হইতে ক্ষরিত অমৃতের দ্বারা শিষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর মল দূরীভূত করিবেন। ইহা চরণবিন্যাসরূপা শাম্ভবী দীক্ষা।†

---

* সহস্রারস্থিরস্থিত পরমশিব বা পরমাত্মাই হৃৎপুণ্ডরীকে জীবাত্মরূপে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সমাহৃত বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। এই পরমাত্মাকে বহ্নি এবং সঙ্কুচিত স্বতন্ত্রতাশক্তি অর্থাৎ নিয়তি, সঙ্কুচিত নিত্যতাশক্তি অর্থাৎ কাল, সঙ্কুচিত নিত্যতৃপ্ততাশক্তি অর্থাৎ রাগ [অনুরাগ], সঙ্কুচিত সর্ব্বকর্তৃতাশক্তি অর্থাৎ কলা, সঙ্কুচিত সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা, এই পাঁচটি শক্তিকে সেই বহ্নির শিখা কল্পনা করিয়া, সেই বহ্নিতে ইন্দ্রিয়রূপ স্রুক্ দ্বারা আহৃত বিষয়রূপ হবিঃ আহুতি প্রদান করিবে। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তাহা জীবাত্মরূপ পরমশিবে আহুতি প্রদানমাত্র, আত্মসুখের জন্য নহে, এইরূপ সর্ব্বদা ভাবনা করিতে হইবে। যে দ্রব্য বহ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়, তাহার নাম হবিঃ। যাহাতে হবিঃ রাখিয়া আহুতি প্রদান করা হয়, তাহার নাম স্রুক্।

† শ্রীবিদ্যার অপর নাম কামেশ্বরী, শ্রীবিদ্যার ভৈরব অর্থাৎ শিবের নাম কামেশ্বর। কল-

শাক্তী দীক্ষা

গুরু, শিষ্যের মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দীপ্তিশালিনী প্রজ্বলিত পাবক-তুল্যা পরাসংবিদ্রূপা প্রকাশলহরী ভাবনা করিয়া, তাহার কিরণসমূহের দ্বারা শিষ্যের পাপরূপ পাশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু দগ্ধ করিবেন। ইহা শক্তিপ্রবেশরূপা শাক্তী দীক্ষা।

মান্ত্রী দীক্ষা

দীক্ষাপদ্ধতিতে উক্ত বিধি অনুসারে মণ্ডপে ঘটস্থাপন, মণ্ডলনির্ম্মাণ, যন্ত্ররচনা প্রভৃতি করিয়া যথাবিধি পূজা হোম প্রভৃতি সমাপন করত শিষ্যকর্ণে বীজমন্ত্র প্রদানের নাম মান্ত্রী দীক্ষা।

দীক্ষাত্রয়ে মুখ্য গৌণ পক্ষ

গুরু, এক সময়ে এক প্রয়োগে শিষ্যকে এই দীক্ষাত্রয় প্রদান করিবেন। প্রথমতঃ শাম্ভবী, পরে শাক্তী, তাহার পরে মা[illegible] দীক্ষা প্রদান করিবেন। ইহাই মুখ্য পক্ষ। প্রথমতঃ শাম্ভবী দীক্ষা প্রদান করিয়া, কিছুকাল পরে [illegible] দীক্ষা এবং তাহার কিছুকাল পরে মান্ত্রী দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন[illegible] ইহা[illegible]গৌণ পক্ষ।

গুরু, শিষ্যকে এই দীক্ষাত্রয় প্রদান করিয়া, তাহার পরে যথাবিধি ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিবেন। পরে দশখণ্ডাত্মক কল্পসূত্রে উক্ত আচারের উপদেশ দিবেন।

স্ত্রীলোকের এই ত্রিবিধ দীক্ষা হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে বাগ্দীক্ষা বিহিত। মন্ত্রোপদেশের নাম বাগ্দীক্ষা।*

শিষ্যের পরচিদ্রূপ সম্পাদন

তাহার পরে গুরু শিষ্যকে "দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন

সূত্রের টীকায় ও নানা তন্ত্রে এই ত্রিবিধ দীক্ষা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাদের অবান্তর-ভেদও অনেক আছে। উমানন্দ এই দীক্ষাত্রয়ের আভাসমাত্র এই স্থলে প্রদান করিয়াছেন। আমরাও বাহুল্যবোধে বিস্তৃত বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, উমানন্দের লিখিত বিবরণের অনুবাদমাত্র প্রদান করিলাম।

* বর্ত্তমান সময় আমাদের দেশে যে দীক্ষা প্রচলিত আছে, তাহাই বাগ্দীক্ষা বা মন্ত্রোপদেশ। ইহাতেও পূজা হোম প্রভৃতি করিতে হয়।

সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই তুমি" এইরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়া ললিতা, শ্যামা ও বারাহী, এই তিন বিদ্যার দ্বারা তাহার অঙ্গ তিনবার পরিমার্জ্জন করতঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ লইয়া শিষ্যকে নিজের মত পরচিৎস্বরূপ করিবেন।

সর্ব্বমন্ত্রাধিকার লাভ

তাহার পরে শিষ্য শ্রীগুরুর উপদিষ্ট বিধানে "আমি আর অপূর্ণ জীব নহি, আমি পরিপূর্ণ পরমাত্মা বা শিব" এইরূপ ক্ষণকাল ভাবনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করতঃ বিভবানুসারে ধন, বসন, আভরণ প্রভৃতির দ্বারা শ্রীগুরুর আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট জ্ঞাতব্য রহস্য বিষয় সকল অবগত হইবে। শিষ্য ইহাতেই অবশিষ্ট সকল মন্ত্রের অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

ইহার পরে গুরু হবিঃপ্রতিপত্তি অর্থাৎ দেবতার প্রসাদস্বরূপ মদ্যসেবন, বিশেষার্ঘ্য [illegible]সর্জ্জন প্রভৃতি দীক্ষাবিহিত পূজার অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

[illegible] দীক্ষায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিরই অধিকার, অন্যের [illegible] না। ইহা 'সুন্দরীমহোদয়' নামক নিবন্ধে ব্যবস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ জ্ঞানা[illegible]বতন্ত্রে,—

> "সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বেদার্থজ্ঞানিনে সুব্রতায় চ।
> দীক্ষা দেয়া"

এই বচনে বেদার্থজ্ঞানীকে এই দীক্ষা দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে। শূদ্রাদির বেদার্থজ্ঞানে অধিকার নাই, কাজেই তাহাদের এই দীক্ষাও হইতে পারে না। *

---

* বাগ্দীক্ষা বা মন্ত্রোপদেশ শূদ্রাদিরও হইতে পারে। বহুকাল হইতেই তাদৃশ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই অভাব হইয়াছে, এই জন্য উক্ত দীক্ষাত্রয়ের পরিবর্ত্তে দ্বিজাতির সম্বন্ধেও বাগ্দীক্ষার প্রচলন বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ত্রিবিধ দীক্ষা কেবল শ্রীবিদ্যার সম্বন্ধেই বিহিত।

উমানন্দ নিত্যোৎসবে কল্পসূত্রানুসারেই শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। ইহার প্রথমেই কৌলমার্গের যে কয়টি বিষয় সরল ও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। অনাবশ্যকবোধে পদ্ধতির বিবরণ প্রদানে বিরত থাকিলাম।

উপসংহার

আমরা এই পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রীয় কৌলমার্গাবলম্বী সাধক পণ্ডিতগণের নিবন্ধ হইতেই কৌলমার্গের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণের কথা বিশেষ কিছু বলি নাই। তাহার উদ্দেশ্য, বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক সাধকগণ পঞ্চমকারের ছড়াছড়ি করিয়া গিয়াছেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা; ইহা অবগত নহেন, এমন লোক শিক্ষিতসমাজে নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে এখনও বৈদিক মার্গের বিশেষ প্রচলন আছে। তথায় তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা, বিশেষতঃ কৌলমার্গের সাধনা কিরূপ প্রবল ছিল এবং এখনও আছে, তাহা বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজে এখনও অপরিচিত। যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে কৌলসাধনার জন্মভূমি ও একমাত্র লীলাক্ষেত্র বলেন, দাক্ষিণাত্যের এই সকল নিবন্ধের কথা পাঠ করিয়া তাঁহাদের ভ্রা[illegible] দূর [illegible] মনে করি[illegible]ই আমরা এইরূপ করিয়াছি। বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে যুক্তি ও দার্শনিক বিচার [illegible] সাধনার উপায়ই বিবৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের নিবন্ধগুলি যুক্তি [illegible] দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও দার্শনিক বিচার, আধুনিক শিক্ষিতগণের মুখরোচক, এই জন্যও আমরা দাক্ষিণাত্য নিবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। বঙ্গীয় নিবন্ধগুলি যখন রচিত হইয়াছিল, তখন যুক্তি ও দার্শনিক বিচারের প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই নিবন্ধকারগণ স্ব স্ব নিবন্ধে তাহার অবতারণা করেন নাই। তাঁহারা তান্ত্রিক দর্শনে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এই কথা বলা যায় না, যেহেতু—তাঁহাদের নিবন্ধের স্থানে স্থানে যে সকল ইঙ্গিত আছে, তাহার দ্বারা তান্ত্রিক দর্শনে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।*

বঙ্গদেশীয় নিবন্ধসমূহের অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে, অধিকাংশই অমুদ্রিত আছে, তথাপিও নিতান্ত দুর্লভ নহে। জিজ্ঞাসুগণ পূর্ণানন্দ গিরির শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শাক্তক্রম, শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী; ব্রহ্মানন্দ গিরির তারারহস্য, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী; গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যের তারারহস্যবৃত্তিকা; জগদানন্দ মিশ্রের

---

* জগদম্বা সময় দিলে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলে তান্ত্রিক দর্শন সম্বন্ধে পৃথক্ গ্রন্থ প্রণয়ন ও তাহাতে এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

কৌলিকার্চ্চনদীপিকা ; সর্ব্বানন্দের সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র ; শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের তন্ত্ররত্ন ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গীয় সাধকগণের কৌলমার্গ সম্বন্ধে অভিমত অবগত হইতে পারেন। বঙ্গদেশে আরও বহু নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, বাহুল্যবোধে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না, প্রসিদ্ধগুলিরই নাম নির্দ্দেশ করা হইল। মিথিলাতেও বহু তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৃসিংহ ঠক্কুরের "তারাভক্তিসুধার্ণব" একখানি বৃহৎ ও উপাদেয় নিবন্ধ। নেপালের মহারাজ প্রতাপ শাহের সঙ্কলিত "পুরশ্চর্য্যার্ণব" অতি সুবৃহৎ ও উপাদেয় নিবন্ধ।

কালী, তারা প্রভৃতি দেবতা-ভেদে কৌলাচারের কিছু কিছু ভেদ আছে ; দেবতাভেদে কৌলাচারের নামও ভিন্ন ভিন্ন ; যেমন—তারার উপাসনায় বিহিত কৌলাচারের নাম চীনাচার বা মহাচীনাচার। পুরশ্চর্য্যার্ণবে এই সকল ভেদপ্রাপ্ত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত কৌলাচারের অতিবিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, জিজ্ঞাসুগণ তথায় তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

কেব[illegible] এক শ্রীবি[illegible]বিষয়ে[illegible] মুখ্য কৌলাচার বিহিত। বঙ্গদেশে শ্রীবিদ্যার উ[illegible]অতিবিরল, কালী তারা প্রভৃতির উপাসকই অধিক। এই জন্য বঙ্গদেশীয় [illegible]বন্ধগুলিতে তত্তৎদেবতার বিহিত আচারই বিবৃত হইয়াছে, মুখ্য কৌলাচার বিবৃত হয় নাই। পূর্ণানন্দ গিরিকৃত "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি"তে মুখ্য কৌলাচারই বিবৃত হইয়াছে। "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" শ্রীবিদ্যার উপাসনাপ্রতিপাদক নিবন্ধ। দাক্ষিণাত্যের শাক্তসম্প্রদায় প্রায় সকলেই শ্রীবিদ্যার উপাসক, অন্য বিদ্যার উপাসক অতি বিরল।* এই জন্য দাক্ষিণাত্যের নিবন্ধগুলি শ্রীবিদ্যার

---

* রাজসাহি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতে অবস্থানকালীন আমি তান্ত্রিক শাক্তদর্শনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম। শাক্তদর্শনের গ্রন্থ বর্ত্তমান সময় অতি দুর্লভ। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোন গ্রামে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী নামক কোন পণ্ডিতের নিকট এই বিষয়ে বিশেষ সন্ধান পাওয়া যাইবে। পরে পত্রব্যবহারে তাঁহার সহিত পরিচয় লাভ করায় তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন,—মান্দ্রাজ ট্রিপ্লিকেন নামক স্থানে এস্, ভি, শ্রীনিবাস আয়ার নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন, ইনি আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত এবং গভর্ণমেণ্টে ও সাধারণে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইঁহার নিকট দেবী আগম অর্থাৎ শাক্ততন্ত্র সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি আছে ; ইঁহার নিকট পত্র লিখিয়া এই সকল পুথির প্রতিলিপি আনাইতে পারি। তদনুসারে আমি উক্ত আয়ার মহোদয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃতভাষায় পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি ইংরাজিতে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি

উপাসনাপ্রতিপাদক এবং তাহাতে মুখ্য কৌলাচারই বিবৃত হইয়াছে। আরও একটি কথা—দাক্ষিণাত্যে কেরলসম্প্রদায় এবং বাঙ্গালায় গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রচলিত; এই উভয় সম্প্রদায়ে সাম্প্রদায়িক ভেদও কিছু কিছু আছে। এই সাম্প্রদায়িক ভেদ এবং তদ্‌গত রহস্যও পুরশ্চর্য্যার্ণবে বিবৃত হইয়াছে।

বামাচার ও কৌলাচার ভিন্ন, উভয় আচারেই পঞ্চমকারসেবন বিহিত হইয়াছে। বামাচার বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে, কৌলাচার বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণেরও অবলম্বনীয়; বামাচার শূদ্রাদির পক্ষে বিহিত; বেদাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণও বামাচারের পথে কৌলাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালা দেশ হইতে বিশুদ্ধ বৈদিক মার্গ বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে*। এই জন্য বেদাচারপরায়ণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ বামাচারের আশ্রয় না লইয়া, দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারে প্রবেশ করিতেন,

---

ইংরাজিতে নাম দস্তখত করিবার পূর্ব্বে দেবনাগর অক্ষরে "শ্রীবিদ্যোপাসকঃ" এই বিশেষণের দ্বারা শ্রীবিদ্যার উপাসক বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আম[illegible]টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহা এই—আমি ব্যক্তিগতভাবে, কি সমিতির পক্ষ হইতে পু[illegible]লিপি প্রার্থনা করিতেছি; সমিতিকে তিনি প্রতিলিপি দিবেন না; কারণ, এই শা[illegible]তি গোপনীয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করিলে আমি ব্রাহ্মণ ও দীক্ষিত কি না, দীক্ষিত হইলেও শাক্ত কি না আমি এই সকল প্রশ্নের উত্তর এবং অস্মৎপূর্ব্বপুরুষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরির পরিচয় প্রদান করিলে তিনি আমাকে সভাষ্য "শক্তিসূত্র" ও সটীক "শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র" নামক দুইখানি শাক্তদর্শনের পুথির প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন,—তাঁহার নিকট আরও বহু দেবী-আগমের পুথি আছে, লিখিলে ক্রমে ক্রমে সেই সকল পুথিরও প্রতিলিপি দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রতিলিপিতে বহু খরচ পড়ে, ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে আর প্রতিলিপি আনাইতে পারি নাই; "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"। পাঠক দেখিবেন, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহার কিরূপ নিষ্ঠা, অনধিকারী সাধারণকে গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রদানেও অসম্মত।

* বাঙ্গালীর বেদব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। সময় পাইলে "বাঙ্গালীর বেদব্যাখ্যা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া, তাহাতে বাঙ্গালী কেন বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া বেদভ্রষ্ট আখ্যায় অভিহিত এবং কেবল তন্ত্রমার্গের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন এবং তান্ত্রিক সাধনা ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপে অনুরক্ত হইয়াছিল, কত দিন পূর্ব্ব হইতেই বা তাহার বেদাধ্যয়ন-রাহিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। জগদম্বা ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন কি না, তিনিই জানেন।

আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বামমার্গের আশ্রয় লইয়া, পরে কৌলমার্গ অবলম্বন করিতেন। এই জন্য দাক্ষিণাত্য নিবন্ধে বিশুদ্ধ কৌলাচার বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বামাচারের গন্ধও নাই; কিন্তু বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে প্রায়ই বামাচার ও কৌলাচার মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কোন্‌টি বামাচারের কথা, আর কোন্‌টি কৌলাচারের কথা, তাহা বাছিয়া নেওয়া অনভিজ্ঞের পক্ষে দুঃসাধ্য। নিবন্ধকারগণ যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ করিয়াছেন, তাহা নহে; বাঙ্গালী সাধকগণ বামাচারের ভিতর দিয়াই কৌলাচারে প্রবেশ করিতেন, এই জন্য তাঁহারা উভয় আচারের মধ্যে বিচ্ছেদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। বামমার্গের সাধনা তামসিক সাধনা, কৌলমার্গের সাধনা সাত্ত্বিক সাধনা। বেদাচারপরায়ণ সাধক সত্ত্বগুণপ্রধান, এই জন্য তাঁহার পক্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তামসিক সাধনার প্রয়োজন হয় না; ঐহিক ভোগ কামনা করিলে তিনিও তামসিক বামমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। বেদভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ তমোগুণপ্রধান, এই জন্য তাঁহার পক্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়ও তামসিক বামমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরে কৌলমার্গের আশ্রয় [illegible] করিতে হইবে। এই সকল কথা মনে রাখিয়া দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গীয় নিব[illegible]ের অনুশীলন করিতে হইবে।

বঙ্গদেশে পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষ কৌলমার্গের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া গিয়াছেন। এখনও বঙ্গদেশে কৌলমার্গের সাধনা অন্তর্হিত হয় নাই, তবে প্রকৃত কৌলসাধক অতিবিরল। প্রকৃত কৌলসাধক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া স্বীয় আচার গোপনে রাখেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে না। ভোগলম্পট বিষয়াসক্ত ভণ্ডগণ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া কৌলাচার বা বামাচারের ভাণ করত মদ্যপানে মত্ত হইয়া নানা কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকে; ইহা দেখিয়াই জনসাধারণ কৌলাচার বা বামাচারের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃত কৌলাচারী বা বামাচারী সাধকের সন্ধান লইবার সুযোগ পান না, যেহেতু তাঁহারা স্বীয় আচার অতি গোপনে রক্ষা করেন।

সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রকাশ্যেও স্বীয় আচার অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে দোষ হইবে না; যেহেতু তখন তিনি জনসমাজের স্তুতি-নিন্দার অতীত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ সাধক অতি বিরল, বহু ভাগ্যবলে কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

বীরভূম জেলায় তারাপুর নামক সিদ্ধপীঠ তারাপীঠের বামা ক্ষেপার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার আচরণ সাধারণের নিকট ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইলেও যাঁহারা তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বামাচরণ, তিনি সর্ব্বদা পাগলের মত ব্যবহার করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বামা ক্ষেপা বলিত। তিনি বেশী দিনের লোক নহেন, ১২৪১ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩১৮ সনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি লেখা পড়া জানিতেন না, কেবল পূর্ব্বজন্মের সাধনাবলে শ্রীগুরুর কৃপা লাভ করত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া লৌকিক ভাবে বিদ্যোপার্জ্জন না করিয়াও অলৌকিক উপায়ে সর্ব্বশাস্ত্রসারভূত পরা বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসুগণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়-প্রণীত "বামাক্ষেপা" নামক পুস্তকে তাঁহার বিবরণ জানিতে পারিবেন। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও ভক্ত জিজ্ঞাসুগণকে কৌলশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্তগুলি কিরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ "বামাক্ষেপা" হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য, বামাক্ষেপা কৌলমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। [illegible] একটী ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বাবা, তান্ত্রিক [illegible]র মহিমা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে দেখে শুনে বড়ই ঘৃণা হয়।" ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "ঐ ত দরকার। যাঁকে সকলে ঘৃণা করে, তাঁকে মা যে কোলে করেন, তা কি জানিস্?"

ভক্ত আর একজন গৃহস্থ তান্ত্রিকের কথা বলিলেন যে, সে অনবরত মদ মাংস খেতো। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—এ সব শাস্ত্রে আছে।

ইহার উত্তরে সাধক বামাচরণ বলেন, মায়ের নামে যে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে, তার নাম কর্ত্তে নাই। দেখ বাপু, ভক্তের সাধনা বড়ই গুপ্ত, ইহা লোক দেখাবার জিনিষ নয়, তাই গুরু বল্‌তেন—"গোপয়েন্মাতৃজারবৎ"। তুমি যে কেউ হও না কেন—সাধনা কখনও লোক দেখাইয়া করিবে না, তাতে তোমার সাধনা ভাল হবে না। লোক দেখাইয়া কেবল পূজাদি করিতে হয়। সাধকের সাধনা খুব গোপনে, কেউ না জান্‌তে পারে, জানলেই পণ্ড।*

* পাঠক দেখিবেন, বামাক্ষেপার এই উক্তির মূল—"প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" এই শাস্ত্রবাক্য।

ভক্তের আর একটী প্রশ্ন,—বীরাচারী কি বাহ্যিক ভাবে পঞ্চমকার করে দেবীকে সন্তুষ্ট করেন?

ইহার উত্তর,—তন্ত্রে আন্তরিক কিছুই নাই, সকলই বাহ্যিক; বাহ্যিক করতে করতে আন্তরিক আপনি হয়। যেমন স্বপ্ন দেখা—আগে প্রত্যক্ষ করা আছে, তাই ত স্বপ্ন দেখা যায়*। কিন্তু এটা ঠিক যে, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন না হইলে কেহই মায়ের কোলে উঠতে পারে না †। সাধনার দুইটি পথ আছে—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি—ভোগ। নিবৃত্তি—যোগ। যাহারা একেবারেই নিবৃত্তিপথে আসিয়াছে, তাহাদের এক জন্মের সাধনা নয়, জন্মজন্মান্তর হতে তারা ভোগবাসনা চরিতার্থ ক'রে, তবে নিবৃত্তিমার্গে এসেছে। এখন তাদের অরুচি হয়েছে—তাই নিবৃত্তি। ইহাদের আর পতনের ভয় নাই। আর যাহারা জোর করে নিবৃত্তি করতে যায়, তাদেরই পতন। ভোগ তোমাকে করতেই হবে, নতুবা নিবৃত্তি আসবে কেমন করে। [illegible] ও ভোগের শেষ না হ[illegible]ল মানুষ নিবৃত্তিমার্গে আসতে পারে না। তোমার একটি ভাল জিনি[illegible]তে ইচ্ছা [illegible] বা একটী ভাল বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, কি[illegible]র করে তাকে দমন করতে পার কি? ‡ একজনকে তুমি ভালবাস, যত [illegible] তাহার তৃপ্তি না হইবে, তত দিন তুমি তাহাকে ছাড়তে পার কি? যদি তৃপ্তি হতে না হতেই ছেড়ে দাও, তাহা হইলে এক সময় না এক সময় সে অতৃপ্তি তোমার পতনের কারণ হইবে। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে মহানির্ব্বাণ

---

*জাগ্রৎ অবস্থায় যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করা হয় নাই, তাহা স্বপ্নে দেখা যাইতে পারে না। অপ্রত্যক্ষ ঘটনা স্বপ্নে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সেই ঘটনার প্রত্যেক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করা আছে, সেই প্রত্যক্ষীভূত পদার্থগুলি স্বপ্নদৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ ঘটনায় সংযুক্ত হয় মাত্র।

† কৌলমার্গের সাধনা সাত্ত্বিক সাধনা, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শক্ত্যুপাসনায় কৌলমার্গ ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

‡ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় [৩.৬] ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তকে যে বলপূর্ব্বক দমন করিয়া রাখে, সে কপটাচারী। যথা,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।"

তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার প্রবৃত্তির পথে, আর আগমসারোক্ত পঞ্চমকার নিবৃত্তির পথে *। সধবা নারীর পতিপ্রেম আর বিধবা নারীর পতিপ্রেম যেমন তফাৎ, এ সেই রকম। রাধিকা বৃন্দাবনে কেলে ঠাকুরটির সঙ্গে খেলা করতেন, তখন তাঁর মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদির ভাব, আর যখন কেলে ছোঁড়া মথুরায় চলে গেল, তখনকার ভাব আগমসারাদির ভাব।

---

* মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বাহ্য পঞ্চমকার এবং আগমসারে আধ্যাত্মিক পঞ্চমকার কথিত হইয়াছে। আগমসারোক্ত আধ্যাত্মিক পঞ্চমকার এইরূপ,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্‌বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥
মাশব্দাদ্‌ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্‌ রসনাপ্রিয়ান্‌।
সদা যো ভক্ষয়েদ্‌ দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥
সহস্রারমহাপদ্মকর্ণিকামধ্যতো ভবেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ।
অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতঃ॥
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারণম্‌॥
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্‌।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকার-হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ॥
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্‌।"

আমরা বিশুদ্ধ আগমসার দেখিতে পাই নাই। উদ্ধৃত বচনগুলিতে অশুদ্ধি আছে। এই বচনগুলির তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মরন্ধ্রে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। যে সাধক যোগসাধনবলে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারপদ্মে শিব-শক্তি-সামরস্য সম্পাদন করিয়া, তজ্জনিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্ষরিত সুধাধারা পান করিতে সমর্থ, তিনিই মদ্যসাধক। যিনি রসনার দ্বারা উচ্চারিত বাক্যকে ভক্ষণ করিতে অর্থাৎ বাক্‌সংযম করিতে পারেন, তিনি মাংসসাধক। যিনি সাধনার দ্বারা ঈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীতে প্রবাহিত শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া মনকে নিশ্চল করিতে পারেন, তিনিই মৎস্যসাধক। যিনি সহস্রদলকমলকর্ণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তিনিই মুদ্রাসাধক।

ভালবাসা দুইপ্রকারে নিবৃত্তি হয়; এক—বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া, অপর—তাহাকে চিন্তা করিয়া। বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া যাহা, তাহা প্রবৃত্তিমার্গে; আর তাঁহাকে চিন্তা করিয়া যে তৃপ্তি, তাহা নিবৃত্তিমার্গে* । দেখ, কালের শক্তি কালী, তন্ত্রের মতে কালীসাধনা না করিলে লোক ঈশ্বর উপাসনায় অধিকারীই হইতে পারে না †। কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে

"র"-কার—শক্তি, কুণ্ডলিনী। ইনি দেহস্থিত কুণ্ডমধ্যে অর্থাৎ মূলাধারচক্রে অবস্থিত আছেন। "ম"-কার—পুরুষ, পরমাত্মা, পরমশিব। ইনি মহাযোনি অর্থাৎ সহস্রদলকমল-কর্ণিকাগত-ত্রিকোণমধ্যে অবস্থিত আছেন। "আ"-কার—শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সম্পাদিত "হংসঃ" এই অজপামন্ত্র। রকার কুণ্ডলিনী শক্তি আকাররূপ হংসে আরোহণ করিয়া মকাররূপ পরম-শিবের সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের সামরস্য-জনিত যে মৈথুনানন্দ অনুভূত হয়, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধক প্রকৃত মৈথুনানন্দ।

মৈথুনক্রিয়ার নাম রমণ। ক্রীড়ার্থক "রম" ধাতু হইতে রমণ, রাম এবং রামা, এই তিনটি শব্দই নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুরুষ নারীতে রমণ করে বলিয়া নারীর এক নাম রামা। পুরুষ নারীতে রমণ অর্থাৎ মৈথুন করিয়া যেমন আনন্দ অনুভব করে, সাধক ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ মনোলয়রূপ ক্রীড়া [illegible] সেইরূপ আনন্দ অনুভব করেন বলিয়া ঈশ্বরের এক নাম রাম। "রাম" এই শব্দে রকার নারীরূপা [illegible]ণী শক্তি, মকার পুরুষরূপ পরমশিব এবং আকার উভয়ের সংযোগসাধক।

এই কথার একটি কবিতা মনে পড়ে, তাহা এই,—

"সঙ্গম-বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা বিরহে তন্ময়ং জগৎ ॥"

কোনও নায়ক নায়িকার সম্বন্ধে বলিতেছে,—তাহার সঙ্গম এবং বিরহ, এই উভয়ের মধ্যে সঙ্গম অপেক্ষা বরং বিরহই ভাল। সঙ্গমে কেবল একা তাহাকেই দেখিতে পাই, আর বিরহে জগৎকেই তন্ময়রূপে দেখিতে পারি। ভক্ত সাধকও অভীষ্ট দেবতাকে জগন্ময়রূপে দেখিবার জন্যই ব্যাকুল। এই জন্যই একজন সাধক অভীষ্ট দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি ॥"

যুবকে যুবতীর মন এবং যুবতীতে যুবকের মন যেরূপ অভিরত হয়, আমার মনও তোমাতে সেইরূপ অভিরত হউক।

† প্রকৃতির সাধনার দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি সুলভ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বামাচরণও তাহাই বলিয়াছেন। ভাস্কর রায়ও নানা স্থানে বলিয়াছেন,—যে যে দেবতার উপাসনাই করুক না কেন, শেষে সকলকেই শক্তি উপাসনা করিতে হইবে, নতুবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না।

এইরূপ সাধনা করে থাকে। পূর্ব্বে তোমায় এবং আরও কয়েক জনকে পরোক্ষ অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবে পঞ্চমকার সাধনার কথা বলেছি। গুরুদেব বলতেন,—মেরুদণ্ডের দুই ধারে ঈড়া পিঙ্গলা নামে দুইটি স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ * ও তাহার মধ্যে সুষুম্নানামে একটি নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীর নীচে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে, যখন ঐ শক্তি জেগে উঠে, তখন ঐ নাড়ীর ভিতর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে, যতই সে উঠতে থাকে, ততই যোগীর নানারকম অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পায়। যোগিগণ প্রাণায়ামযোগদ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগায়, আর তান্ত্রিকগণ পঞ্চমকারের দ্বারা সহজে তা জাগাতে পারে †।

মদ খেলে জাতিপাত হয়। মদ খেয়ে মাতলামি করা বা কে এরূপ খারাপ আচার ব্যবহার করা কোন তন্ত্রের কোথাও লেখা নাই। তান্ত্রিক সাধনায় অভিষেক আছে। অভিষেক মানে গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে এক পদ থেকে অন্য পদে তুলিয়া দিতে পারেন, সেই তুলে দেবার নাম অভিষেক ‡। এই শোধিত মদ্যাদি নিয়মিত পরিমাণে পূজার সময় ব্যবহার করিলে নির্জ্জীব প্রাণ সজীব হইয়া উঠে; তাই শাস্ত্র উহাকে সঞ্জীবনী সুধা বলেছে। শিষ্য অভিষিক্ত না হইলে পঞ্চমকারের অধিকারী হইতে পারে না, এমন কি, ছুইলে নরকে পচতে হয় §। সাধক গুরুর কৃপায় অধিকারী হইলে কেবল নির্জ্জনে পূজার সময় মাত্র পঞ্চতোলা পরিমিত পঞ্চপাত্র গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যদি মত্ততা আসে, তাহা হইলে তাহাও করিতে

* তন্ত্রশাস্ত্রে ঈড়া ও পিঙ্গলা, এই দুইটি নাড়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। "স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ" এই শব্দ তন্ত্রে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। শাস্ত্রবিশ্বাসী বামাচরণ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, মনে হয়—গ্রন্থকার নিজে এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

† যোগসাধনা না করিয়া প্রত্যক্ষ পঞ্চমকারের দ্বারা কিরূপে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন—বামাচরণ নিরক্ষর হইয়াও কৌলশাস্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের মুখ্য সিদ্ধান্তটি কেমন অ[illegible]র ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা লেখক যোগীন্দ্র বাবু যোজনা করিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নাই। কারণ, ভাস্কর রায়ের ভাষ্য সহ ত্রিপুরামহোপনিষৎ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যোগীন্দ্র বাবুর "বামাক্ষেপা" প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিপুরামহোপনিষৎ এবং তাহার ভাষ্যেই এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

‡ পূর্ণাভিষেকের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

§ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরিও স্বকৃত শাক্তক্রমে পশ্বাচারী সাধকের মদ্যাদি স্পর্শের নিষেধ এবং স্পর্শ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পারিবে না *। পূজার সময় আসনে বসিয়া পঞ্চমকার শোধন ব্যতীত ব্যবহার করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যে করে, সে শাস্ত্রের কিছুই জানে না। যথার্থ মন্ত্রপূত শোধিত এইরূপ পঞ্চমকার এইরূপ পরিমাণে গ্রহণ করিলে সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য কিছুতেই হইবে না, ইহা শাস্ত্রসম্মত সত্য। তবে যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তাহা হইলে কি শাস্ত্র তার জন্য দায়ী? তুমি যদি বিধির বিধি উল্লঙ্ঘন কর ত দোষ কার? শোধিত পঞ্চমকারে আসুরিক বৃত্তি আসিয়া সাধককে উত্তেজিত করিতে পারে না, ঐ পরিমাণে খেলে। প্রকৃত অধিকারী হইয়া শুক্রাচার্য্য প্রভৃতির অভিশাপ মোচন না করিয়া খাইলে শূকরের প্রস্রাব পান করা হয়, তাহাতে আসুরিক প্রবৃত্তি বাড়বে না ত কি?

ধর্ম্ম করিতে গিয়া চরিত্র নষ্ট করিলে তাহার উন্নতি কোথায়? চরিত্রই ত মানুষের অমূল্য সম্পত্তি; চরিত্র নষ্ট করলে ত তুমি মনুষ্যত্ব নষ্ট করলে, তোমার উন্নতির আশা কোথায়? তবে সাধনাক্ষেত্রে একপ্রকার অঘোরী অবস্থা আছে, তাহা অবধূতের অবস্থা, ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা, সাধারণ চক্ষে মৃতের অবস্থা। তখন তাহা[illegible] কিছুই বি[illegible]র থাকে না, সে অবস্থা সাধনার চরম অবস্থা, তখন আর [illegible]সে থাকে না, তখন "তাঁহাতে" মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় †। বেটী যে ক[illegible] কোন্ পথ দিয়ে আপনার কোলে টেনে নেয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তারা মায়ের ইচ্ছা যেমন। আমি অত তত্ত্ব কিছু বুঝি না, কলিতে ভক্তি আর বিশ্বাসই সার, আর ইহাই অতি সহজ পন্থা। তবে ঐ অঘোরীরা, উহারা চতুর্থ আশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পথে। তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করেন না, লোকালয়ে কখন আসেন না, তাঁহারা আসব অর্থাৎ সিদ্ধমদ্য-পানে সর্ব্বদাই মত্তাবস্থায় অবস্থান করেন। তখন আর তাঁহাদের আমিত্ব থাকে না, "তত্ত্বমসি" লাভ হয়ে যায়। সে অবস্থার লোককে সহজে চেনা যায় না, তখন তাঁহাদের আর বাহ্যিক কোন বিষয়জ্ঞান থাকে না, তাঁহারা তখন দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যান। দেহের সহিত তাঁহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং জগতের সহিতও আর তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহারা মায়ের সহিত একমাত্র

* মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে মত্ততা কৌলোপনিষদে ও কল্পসূত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

† প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার, তাহার পরে যথেচ্ছাচার। যথেচ্ছাচারী সাধকের এই অবস্থা হয়।

সম্বন্ধ রাখিয়া অন্য সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। বাবা, সে অবস্থা কি সহজ?

এক জন স্কুল-পণ্ডিতের সহিত বামাচরণের যে আলাপ হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, মায়াই ত হয়েছে যত কাল, মায়া ত্যাগ করতে না পারলে তো কিছু হবে না।

উত্তরে বামাচরণ বলেন,—মায়া ত্যাগ করবি কি? মায়াই ত মা। যার মায়া নাই, সে ত মানুষ নয়, সে রাক্ষস, মায়া ত্যাগ করিলেই ত মানুষ মানুষ থেকে খারিজ হয়ে গেল। মায়া না থাকলে জগৎ থাক্‌বে না; মায়া ত্যাগ করা ত পতিত হবার লক্ষণ। মায়া থাকলে তবে মহামায়ার কাজ ভাল করে করা যায়। মায়া রাখতে হবে, তবে তাকে জয় করে রাখতে হবে। তার বশে যাবে না। তোমার ছেলে পিলে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের ভাল করবার চেষ্টা করতে হবে। এ সকল দয়া মায়া মানুষেই থাকে, যার না থাকে, সে মানুষ নয়। ছেলের বা অন্য কারুর অসুখ করেছে, তার প্রতি দয়া মায়া প্রকাশ করে খুব চেষ্টা করলি, তাতে সে বাঁচলো না—মরে গেল, তখন অভিভূত না হলেই হলো, [illegible]ই মায়াকে জয় করা হলো। তা না হলে একজন কষ্ট পাচ্ছে, তুমি [illegible] ত্যাগ করে চলে গেলে, তা হলে তুমি কি মানুষ? তুমি তাকে [illegible] করবার জন্য চেষ্টা করবে, তারপর তার কপালে যা আছে, তাই হবে। বাঁচান বা মরানের কর্ত্তা তুমি নও।

কর্ত্তব্য কর্ম্মই যে মহাধর্ম্ম। আর সে কাজ ত মায়েরই করছো; মা ছাড়া ত কিছুই নাই। মায়া ত্যাগ নয়, মায়া জয় করতে হবে। তা হলেই তুমি মহামায়াকে পাবে।

ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে অপরের সহিত যে আলাপ হইয়াছিল, তাহার বিষয় কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রশ্ন হইল,—তারা ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক কি না?

উত্তর,—তারা ব্রহ্মও বটে, আবার দয়াময়ী মাও বটে। জ্ঞানীর কাছে যিনি নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনি সাকার। নিরাকার সাধনা হয় না, বড় কঠিন। অব্যক্ত ব্রহ্মে মন রাখিয়া সাধনা করা কঠিন ব্যাপার, তাই তারা তারা, মা মা বলে ডেকে বড়ই সুখ পাই। ব্রহ্ম ও শক্তি, অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, অভেদ অভেদ। তিনি সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন। সাকার নিরাকার দুইই।

এক চৈতন্যে জগৎ চেতন। জড় পদার্থে যিনি, উদ্ভিদেও তিনি, মানুষেও তিনি। সমস্তই সত্য, তবে সেই চৈতন্যকে জানার ইতরবিশেষে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ *। মানুষই তাঁকে ভালরূপ জানতে পারে। তাঁকে ভাল করে অন্তরে এবং বাহিরে জানলেই মানুষ মহাপুরুষ—অবতার। জড়ে তিনি আছেন সত্য, তবে জড় তাহা জানে না, তাই সে চেতন নয়। তিন দিন মানুষ ভাত না খেলে মরার মত হয় কেন?

শক্তিমান্ পুরুষ আর তার শক্তি কি আলাদা? আগুন আর তার দাহিকাশক্তি পৃথক্ করলে কি থাকে? সমস্তই শক্তি রে বাবা, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করে জগতের সমস্তই শক্তিময়। যে এই অপরিসীম শক্তিতত্ত্ব-সাগরে ডুবিয়াছে, সে যে আর মা ভিন্ন কিছুই জানে না। তার পক্ষে যে মাই সব, সে মাকেই চিনিয়াছে, মাকেই বুঝিয়াছে, মাময় দৃষ্টিতে সে আপন ভুলিয়া আত্মহারা হইয়াছে। শক্তি মানে বল-বিক্রম বুঝলে হবে না, শক্তি মানে আত্মা। [illegible]রব্রহ্মের চিৎশক্তি আমার মা। বিষ্ণুর শক্তি বলিতে গেলে লক্ষ্মী[illegible] বুঝিয়া বিষ্ণুর আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মার শ[illegible]তে হইলে যেমন স্বয়ং ব্রহ্মাকে বুঝায়, শিবের শক্তি বুঝিতে হইলে যে[illegible] স্বয়ং শিবকেই বুঝায়, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে †। শক্তিহীন কিছু কিছুই নহে, জড় পদার্থ, শক্তিহীন শিব শবপ্রায়। তা হলেই বুঝিতে হইবে, মা ও বাবা এক। এখন বুঝতে পারলি? মাকে পেলেই বাবাকে পাওয়া যায়।

* দেবীভাগবতের টীকায় শৈব নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনির্ব্বাচ্য, ইহার নিগূঢ় রহস্য ঠিক-মত বলিয়া বুঝান যাইতে পারে না। উপাসনায় সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, এই জন্য গুরু, শিষ্যের অধিকার ও উপযোগিতা বুঝিয়া, যেরূপ ভাবে সৃষ্টিব্যাপারের উপদেশ দিলে শিষ্য বুঝিতে পারিবে এবং তাহার পক্ষে উপযোগী হইবে, সেই ভাবে শিষ্যকে উপদেশ দিবেন। এই জন্যই নানা শাস্ত্রে নানা গ্রন্থে বিভিন্নরূপে সৃষ্টিব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। সাধক সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে সৃষ্টিব্যাপারের প্রকৃত রহস্য নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

† ঘটের যে গুণ বা ধর্ম্ম থাকিলে তাহাকে আমরা ঘট বলিয়া চিনিতে পারি, যাহা না থাকিলে আর তাহাকে ঘট বলা যাইতে পারে না, তাহার নাম ঘটত্ব, এই ঘটত্বরূপ ধর্ম্মই ঘটের শক্তি। এইরূপ বিষ্ণুত্বই বিষ্ণুর শক্তি; এই বিষ্ণুত্ব বা বিষ্ণুর শক্তি না থাকিলে আর তাঁহাকে বিষ্ণু বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা।

তিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, জড়ও নন। তবে স্ত্রীবাচক শব্দ নাকি কল্পলতা, সর্ব্বফলদাত্রী। এই জন্য উপাসনার সময় স্ত্রীমূর্ত্তিতেই তাঁহাকে ডাকা হয়। যত দিন জন্মমরণ রহিত না হয়, তত দিন মা বাবাই ত সর্ব্বস্ব। আগে মা, তার পর বাবা। মা বাবাকে চিনিয়ে না দিলে, সে শক্তি না পেলে ত চিনিবার উপায় নাই। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ শক্তি অর্থাৎ আদ্যাই হলেন আমার তারা মা। ঐ আদ্যাশক্তি কালীমা, তাঁহারই ত্রিগুণে তিনের সৃষ্টি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। শক্তি সর্ব্বত্রই নিরাকার। তারা বেটী ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি, আদ্যশক্তি অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে এই চরাচর জগৎ ত্রিমূর্ত্তিতে সৃজন, পালন ও হরণ হইতেছে। মহাপ্রলয়ে মহাকালগর্ভে সকলেই লয়প্রাপ্ত হয়, আবার মহাকাল আমার মায়েতেই লয় হয় বলিয়া আমার মার নাম কালী। সকলের আদি বলিয়া তাঁহাকে আদ্যা বলে।

মদ্যপান সম্বন্ধে বামাচরণের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—মদ যে মায়ের চরণামৃত। এই সুধা খেয়েই ত আমার দেহ নীরোগ, কখন [illegible]রামের ধার ধারি না বাবা, যারা মদের জন্য মদ খায়, মাতাল হয়, তাদের ইহপর[illegible] নাই। শুক্রের শাপে তাদের নরকে পচতে হবে। আর যারা সদানন্দে[illegible] জন্য সদানন্দময়ীর চরণ-সুধা পান করে, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগায়, তারা [illegible] মাতাল?

অন্য সময়ে অন্য একজন ভক্তের সহিত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় কি না, এই বিষয়ে যেরূপ কথা হইয়াছিল, তাহা আংশিকভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে এবং ঐ সঙ্গে প্রকৃতি-ভেদে সাধক-ভেদের কথাও উল্লেখ করা যাইতেছে।

"সব জ্ঞান ঐ পাঁচেতে হয় না। বাহ্য জ্ঞান ঐ পাঁচেতে হয় বটে, কিন্তু অন্তরের অনেক জ্ঞান উহাতে হয় না, তখন মনকে আর একটি ইন্দ্রিয় ধরতে হয়। নতুবা সে সব জ্ঞানলাভের উপায় নাই। *

---

* ব্রহ্মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রস প্রভৃতি কিছুই নাই, কাজেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি পরম পুরুষার্থ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপরোক্ষানুভূতি—ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা। ব্রহ্ম চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত হইলেও মনের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে বলিয়াই ব্রহ্মবিষয়ে মানস প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে। এই জন্য মনকে নিয়া ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ। সুখ দুঃখের প্রত্যক্ষও মনের দ্বারা হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইতে পারে না।

মানুষ তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির। সাধকও ঐ তিন শ্রেণীর। তামসিক সাধক কিছুই নহে, তাহারা বাহ্যিক নাচ গান, তামাসা বলিদান প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কাজের বিষয়ে কিছু নয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে এইরূপ হয়। এ জন্মে যাহারা খুব অগ্রসর হয়ে থাকে, প্রবৃত্তি শেষ করে ফেলে, পরজন্মে তাহাদের সাত্ত্বিক ভাব হয়—সে জন্মে আর তাহাদের প্রবৃত্তির হাতে থাকিতে হয় না। রাজসিক ভাব—প্রবৃত্তি-মার্গ, ইহাই শাক্তগণের সাধনা, ইহার পরেই যে কৈলাসে উঠবে, সে কৈলাস থেকে আর নামতে হবে না, পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা, তান্ত্রিক সাধনায় অনেকেরই পতন হয়—তাহারা ভোগেই মজে থাকে। যার জন্য ভোগ, তার সহিত যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে না। সেই শালারাই ত তন্ত্রশাস্ত্রটাকে নষ্ট করলে। প্রবৃত্তির শেষ হয়েছে, অথচ সাত্ত্বিক ভাব এলেই হয়—এই অবস্থাপন্ন যাহারা, তাহারাই রাজসিক ভক্ত। কুলাচারী বা বীরাচারী যাহারা, তাহাদের সমস্ত ঠিক হয়েছে—ছাড়লেই হয়। এ অবস্থা থেকে পতনও হয়, আবার [illegible]ও হয়। সবই বাবা তারা মায়ের খেলা, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।"

[illegible] বামাচরণ বলেন,—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর থেকে দেশ শক্তিহীন হ[illegible] আর সেই হতে আমাদেরও অধঃপতন হয়েছে। অবতার গ্রহণও বন্ধ হয়ে গেছে।

অবতার তিন রকম—স্বরূপে, অংশে আর কলায়। স্বরূপে নয়টা অবতার হওয়া, দ্বাপরেই সমস্ত শেষ হয়ে গেছে; কলির শেষে মাত্র কল্কি অবতার বাকী। শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি অংশাবতার। ভক্ত বা সাধক-সম্প্রদায়কে কলাবতার বলা যায়। শ্রীচৈতন্য শঙ্কর প্রভৃতি শাক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণমাত্রেই শাক্ত। আর শাক্ত না হলে কি রাধা রাধা বলে চৈতন্য কেঁদে অচৈতন্য হয়ে পড়তো? শঙ্কর বার বৎসরে পণ্ডিতীতে দিগ্বিজয় করেছিল, এ কি পূর্ণ শক্তিমানের পরিচয় নয়? রামানুজ প্রভৃতিও যে তাই। কলিতে যারা সাধক হয়েছে, তাদের কে না শাক্ত? কলিতে শক্তি উপাসনা, আর শ্রীকৃষ্ণের নাম রসনায় রটনা ভিন্ন যে মুক্তির উপায় নাই।

তবে গুরুর দরকার। অন্ধকার জীবন-পথ বড় কাঁটা দেওয়া, তাই একজন জানা লোক সেই পথের সন্ধান না বলে দিলে জানতে পারবি না।

গুরু আর তোর দেবতা যে এক, এ যদি তোর মনে বিশ্বাস থাকে, আর

যদি অকপট হৃদয়ে ডাক্‌তে পারিস্‌, তা হলে তোর মনের সন্দেহ যে কেমন করে ঠিক হয়ে যাবে, তা করলেই বুঝতে পারবি। এখন থেকেই এত চঞ্চল হতে হবে না।

বীজমন্ত্র জপ ও নাম জপে প্রভেদ দেখাইয়া বামাচরণ বলিয়াছেন যে, মূল ধরে টানলেই সব পাওয়া যায়। বীজই যে দেবতা। তোকে গুরু যে বীজটি দেবেন, তোর জন্মবীজ তার সঙ্গে এক হলেই ফল হবে; যদি ফল না হয়—জানবি, ঠিক হয় নাই *। এই জন্য কুলগুরু চাই; কারণ, সে তোর সব জানে। যদি কুলগুরু না থাকে, নূতন গুরু করতে হলে উভয়ে এক বৎসর বসবাস করে, খুব জেনে শুনে তবে কর্ত্তে হয়।

সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে বামাচরণ বলেন,—একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাওয়া, ভাবে মজে যাওয়া, আপনার অস্তিত্ব লোপ করা, তুমি তিনি হয়ে যাওয়া, একেবারে মাতৃতত্ত্বে ডুবে আপনহারা হওয়া। তুই কখন খিচুড়ি রাঁধিসনি কি? যখন দেখবি, ডেলে চেলে মসলায় সব মিশে এক হয়ে গেছে, যখন ব্রহ্মসত্তা চালের কেবল একটু অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, [illegible] কড়া আকার [illegible]াই, তখন জানবি, খিচুড়ি ঠিক সিদ্ধ হয়েছে। সকলে আত্মহারা হয়ে [illegible]লে মিশে যাওয়ার নাম সিদ্ধ হওয়া, জানিস্‌।

সৃষ্টিবিষয়ে যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ,—পঞ্চভূতেই জগৎ-সৃষ্টি হয়েছে—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। জগৎ ধ্বংস হয়ে ইহাতে মিলিত হয়, আবার সেই থেকেই তৈয়ারি হয়। জগতের সব জিনিষই পঞ্চভূতময়। ধ্বংসের পর ঐ পাঁচ ভূতে লয় হয়। ক্রমে এই পাঁচ ভূতের মধ্যে চারটে শেষের ভূতে অর্থাৎ ব্যোমে মিশিয়ে গিয়ে মহাব্যোমরূপে পরিণত হয়। এই মহাব্যোম অর্থাৎ মহাকাশের একটা সারভূত বীজ অর্থাৎ শক্তি আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে কার্য্যে প্রকাশমান হয়†। এই বীজকে প্রকৃতি বল বা আদ্যাশক্তিই বল, ঐ থেকেই পুনরায় লুপ্ত ভূতসকলের উদয় বা সৃষ্টি হয়।

* কাহার সম্বন্ধে কোন্‌ বীজমন্ত্র হিতকর হইবে, তাহা নিরূপণের জন্য চক্রবিচার করিতে হয়। সেই কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

† ব্যোম সম্বন্ধে ভাস্কর রায় সৌভাগ্যভাস্করে [১৫৭ পৃঃ] দেবীর "পরাকাশা" এই নামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"পরাকাশা পরব্রহ্মেত্যর্থঃ। 'আকাশ ইতি হোবাচাকাশো হ্যেবেভ্যো

সমস্তই মহাকাশে শেষে লয় হয়। ঐ মহাকাশ আবার ঐ বীজে লয় হয়ে যায়। কেবল ঐ বীজটির কখন লয় হয় না, উহার ধ্বংস নাই। জগৎ কতবার ধ্বংস হয়েছে, আবার কতবার এইরূপে উৎপত্তি হয়েছে, তাহার ঠিক নাই। ঐ বীজ থেকে সকলের আগে যখন মহাকাশ অঙ্কুরিত হয়, তখন একটি ভীষণ শব্দে ঐ বীজটি দুখানা হয়ে ফেটে যায়, তাহাই আমাদের প্রণব, ওঁকার, নাদ*। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ সৃষ্টি হল, আর ঐ শব্দে বীজটি

জ্যায়ানাকাশং পরায়ণম্' ইতি ছান্দোগ্যে আকাশপদেন পরব্রহ্মৈবোচ্যতে, ন ভূতাকাশ ইতি, 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' ইতি ব্রহ্মসূত্রে নির্ণয়াৎ। কৌর্ম্মেঽপি,—

'যস্য সা পরমা দেবী শক্তিরাকাশসংস্থিতা।' ইতি।

'ইত্থং হি সা জগতো যোনিরেকা

সর্ব্বাত্মিকা সর্ব্বনিয়ামিকা চ।

মাহেশ্বরী শক্তিরনাদিসিদ্ধা

ব্যোমাভিধানা দিবি রাজতীব (?)॥' ইতি চ।

অথবা 'পর[illegible] ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা' ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং ব্যোম ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ডাণ্ডভেদেন দ্বিবিধমপি পরাকাশো [illegible]ভিব্যক্তিস্থানং[illegible]দ্রূপা। পরাকাশ—পরমব্যোম বা মহাব্যোম। ভাস্করের এই [illegible] ব্যোম বা মহাব্যোম' ইহা অবগত হওয়া যায়। আবার ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ড [দেহ], এই [illegible]লের যে স্থানে যোগিগণ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি অনুভব করিতে পারেন, তাহার নামও পরমব্যোম। শারদাতিলকে [১.৯] বীজকেই শক্তি বলা হইয়াছে।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্‌বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥

পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।

বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥

বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।

সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥

রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাজ্জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।

বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্র-ব্রহ্ম-রমাধিপাঃ॥

সংজ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ।

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্‌বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ॥

শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ।" [শারদাতিলক, ১।৭—১২]

ইহার মর্ম্ম এই—সচ্চিদানন্দস্বরূপ সগুণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, এবং নাদ হইতে বিন্দু আবির্ভূত হয়। এই পরশক্তিময় বিন্দু তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে বিন্দু, নাদ ও বীজ, এই তিন নামে আখ্যাত হয়। বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তি-স্বরূপ এবং নাদ

যে দুখণ্ড হয়ে গেল, উহার একটির নাম প্রকৃতি, একটির নাম পুরুষ। এই পুরুষ প্রকৃতিদ্বারা আবার মহাকাশের সৃষ্টি হল, তাঁহা হইতেই অন্ত ভূতসকলের উৎপত্তি হইয়া পুনরায় জগৎ সৃষ্টি হইল। এখন সৃষ্টিতত্ত্ব কি বুঝিলি? তাহা হইলে বুঝা গেল—সর্ব্বজগতের আদিকারণ মহাকাশ তাহার আদিকারণ পুরুষ-প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতি আবার সর্ব্বশক্তিস্বরূপ মহাবীজ হইতে সমুদ্ভূত। সেই বীজ হইল ব্রহ্ম, এবং উহার শক্তিই হইল আমার মা আদ্যা কালী। তাঁহার ক্ষয় নাই, তাঁহার ধ্বংস নাই। যাঁহার উৎপত্তি নাই, সীমা নাই, ধ্বংস নাই, যিনি সদা সর্ব্বদা পূর্ণ, তিনিই ভগবান্, সর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ। এখন তাঁহাতে স্ত্রীত্বও আরোপ করিতে পার, পুংস্ত্বও আরোপ করিতে পার। এই জন্য সাধনক্ষেত্রে কেহ তাঁহাকে মা বলে ডাকে, কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি বলে ডাকে, কেউ বা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলে ডাকে। আমার বিশ্বাস, মা বলে যত সাধনার জোর হয়, এত আর কিছুতেই হয় না।”

পাঠকগণ বামাচরণের উক্তিগুলি পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন —বামাচরণ নিরেট মূর্খ হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীগুরু[illegible] কৃপায় স[illegible]নার বলে কিরূপ উচ্চ জ্ঞান এবং কিরূপ শক্তি লাভ করিয়া, তাহার বলে[illegible] গূঢ় রহস্যগুলি কেমন সরল ভাবে বুঝাইয়াছেন। বামাচরণ কৌল[illegible]র আদর্শ পুরুষ। এইরূপ কত আদর্শ পুরুষ আত্মগোপনপূর্ব্বক আপন ভাবে বিভোর হইয়া এখনও কত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা তাহার খবর রাখি কৈ?

কৌলিকদিগের মদ্যপানই সাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া থাকে। মদ্য যে কত রূপে এবং কত ভাবে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইতেছে, তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই; যত অপরাধ কৌলিক সাধকগণের। আমরাও অবৈধ মদ্যপানের সমর্থন করি না; কৌলাচারের ভাণ করিয়া ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা মদ্যপান করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করি; কিন্তু প্রকৃত কৌলসাধকের মদ্যপান আমরা শ্রদ্ধার সহিত সমর্থন করি, এবং

শিব-শক্তি উভয়াত্মক। বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠাশক্তি, এবং বীজ হইতে বামাশক্তির আবির্ভাব। রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে বিষ্ণু, এবং বামাশক্তি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ইঁহারাই যথাক্রমে জ্ঞানা, ইচ্ছা, ক্রিয়া, এই তিন শক্তি এবং অগ্নি, চন্দ্র, ও সূর্য্য, এই তিন তেজরূপে বিরাজিত। পরবিন্দু অর্থাৎ প্রথম বিন্দু বিদীর্ণ হইয়া, তাহা হইতে অব্যক্ত রব অর্থাৎ শব্দ আবির্ভূত হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই অব্যক্ত শব্দকেই শব্দব্রহ্ম বলেন।

তাহার জন্যই আমার এই গ্রন্থ লেখার প্রয়াস। পূর্ব্বে সুরা কিরূপভাবে ব্যবহৃত হইত, উহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যজ্ঞে সুরাপান করিতেন। মাধবাচার্য্যকৃত অধিকরণ-মালায়* [১ম অঃ, ৪র্থ পাদ, ৬ষ্ঠ অধিকরণ] বাজপেয় যজ্ঞে এবং † [৩য় অঃ, ৫ম পাদ, ৩য় অধিকরণ] সৌত্রামণী যজ্ঞে ব্রাহ্মণের সুরাপান সমর্থিত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনেও [১ম অঃ, ৪র্থ পাদ এবং ৩য় অঃ, ৫ম পাদে] বাজপেয় ও সৌত্রামণী যাগে সুরাপানের বিধান আছে। তন্ত্রবার্ত্তিক নামক মীমাংসা-দর্শনটীকায় কুমারিল ভট্ট তাহার সমর্থন করিয়াছেন, ন্যায়সুধা নামক তন্ত্রবার্ত্তিকটীকায়ও তাহা সমর্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী প্রাচীন নিবন্ধকার ভবদেব ভট্টও স্বকৃত প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে তন্ত্রবার্ত্তিকের এই কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। গোতমীয় ধর্ম্মসূত্রের ৮ম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ সংস্কার উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সৌত্রামণী এবং বাজপেয়যাগও সংস্কারবিশে[illegible] বেদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণের এই উভয় যাগ জীবনের মধ্যে অন্ততঃ এক[illegible]ব করিতে হয়, অতএব বেদ[illegible]পরায়ণ ব্রাহ্মণের [illegible] সুরাপান অবশ্য ক[illegible]।

[illegible] ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—

[illegible]দি [illegible] অপি [illegible]ণম্ [illegible]য়মপি প্রমাণং ভবিতুমর্হতি

যদুদুম্বরব[illegible]নাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।

পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ ॥

প্রমত্তগীত এষঃ। তত্র ভবতো যস্ত্বপ্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্।" [মহাভাষ্য, ১।১।১]

ইহার মর্ম্মার্থ এই,—যদি শ্লোকমাত্রই প্রমাণ হয়, তবে এই শ্লোকটিও প্রমাণ হইতে পারে, যথা—প্রচুরপরিমাণে সুরাপান করিলেও তাহার দ্বারা স্বর্গে যাওয়া যায় না, আর সেই সুরা যজ্ঞে অল্পপরিমাণ পান করিলেই কি তাহার দ্বারা স্বর্গে যাওয়া যাইবে? এই শ্লোকটি প্রমত্ত অর্থাৎ অনবহিতের উক্তি। যাহা প্রমত্তের উক্তি নয়, তাহাই প্রমাণ হইবে।

কৈয়টাচার্য্য স্বকৃত ভাষ্যপ্রদীপ নামক টীকায় ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"অয়ং শ্লোকঃ সৌত্রামণীযাগে সুরাপানস্য দুষ্টত্বমুদ্ভাবয়তি। প্রমত্তগীত ইতি প্রমাদেন বিপ্রতিপন্নত্বেন গীত ইত্যর্থঃ।"

* "বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" ইত্যত্র বাজপেয়শব্দো গুণো বিধীয়তে। তত্রান্নবাচী বাজশব্দঃ। তচ্চান্নং পেয়ং সুরাদ্রব্যম্। সুরাগ্রহাণামন্নুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

† সৌত্রামণীনামকে যাগে শ্রূয়তে,—"পয়োগ্রহাঃ সুরাগ্রহাশ্চ গৃহ্যন্তে" ইতি।

অন্নোদ্ভব সুরার নাম বাজ, যে যজ্ঞে এই বাজ পেয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম বাজপেয় যজ্ঞ। "বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" এই শ্রুতির দ্বারা স্বর্গকামী ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বাজপেয়যজ্ঞ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। সৌত্রামণী যাগেও "পয়োগ্রহাঃ সুরাগ্রহাশ্চ গৃহ্যন্তে" এই শ্রুতির দ্বারা ব্রাহ্মণের সুরাপান বিহিত হইয়াছে। শ্রুতিবিধানের বিরুদ্ধে যে "যদুদুম্বরবর্ণানাং" ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছে, সে প্রমত্ত, প্রমত্তের উক্তি প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই ভাষ্যকারের উক্তির অভিপ্রায়। যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান শ্রীমদ্ভাগবতেও [১১।৫।১১ ও ১৩] সমর্থিত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞাঙ্গ সুরাপানের ভূরি প্রচলন ছিল ; যাহারা ইহার নিন্দা করিত, তাহারা প্রমত্ত বলিয়া পরিগণিত হইত।

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদি সামান্যবিধির দ্বারা হিংসার নিষেধ করিয়া আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি বিশেষবিধির দ্বারা যজ্ঞে পশুহনন বিহিত হইয়াছে। এই স্থলে যেমন সামান্য-বিশেষ [illegible] যজ্ঞাঙ্গ পশুহননের অন্যত্র হিংসার নিষেধ বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ যজ্ঞা[illegible]র অন্যত্র সুরাপান-নিষেধক বচনসমূহের বিষয় হইবে [illegible]র্থাৎ— [illegible] অঙ্গরূপে সুরাপান করিতে পারিবে, অন্যত্র সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, ইহাই ব্যবস্থা।

সমুদ্রমথনে সুরার উৎপত্তি, ইহা মহাভারতের—

"শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডুরবাসিনী।
সুরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাণ্ডুরস্তথা ॥"

[বঙ্গবাসীর মহাভারত, ১।১৮।৩৫]

এই বচনে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সুরা "দেবী"রূপে আখ্যাত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঘৃত শব্দের অর্থ জল বলিয়াছেন। লক্ষ্মী, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রভৃতির মত সুরাদেবীকেও দেবগণই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাও মহাভারতেই অবগত হওয়া যায়। যথা,—

"শ্রীঃ সুরা চৈব সোমশ্চ তুরগশ্চ মনোজবঃ।
যতো দেবাস্ততো জগ্মুরাদিত্যপথমাশ্রিতাঃ ॥" [মহাভারত, ১।১৮।৩৮]

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ভিন্নও যে সুরাপান করিতেন, তাহার নিদর্শন

শুক্রাচার্য্য ও কচের গল্পে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এইরূপ গল্প আছে,—বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শুক্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবার দ্বারা শুক্রকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শুক্রকন্যা দেবযানিও কচের প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন। অসুরগণ বিদ্বেষবশতঃ কচকে হত্যা করিয়া প্রথম বারে বৃকের উদরে এবং দ্বিতীয় বারে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে, শুক্র দুই বারই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা কচকে জীবিত করেন। তৃতীয় বারে অসুরগণ—

"ততস্তৃতীয়ং হত্বা তং দগ্ধ্বা কৃত্বা চ চূর্ণশঃ।
প্রাযচ্ছন্ ব্রাহ্মণায়ৈব সুরায়ামসুরাস্তথা॥"

[মহাভারত, ১।৭৬।৪৩]

কচকে হত্যা করত পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করত শুক্রাচার্য্যকে তাহা পান করাইয়াছিল। তখন কচের অদর্শনে দেবযানি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শুক্রের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা কচকে [illegible]আহ্বান করিলে কচ তাঁহার উদর হইতে উত্তর করিলেন,—

"অসুরৈঃ সুরায়াং ভবতোঽস্মি দত্তো
হ[illegible] চূর্ণয়িত্বা চ কাব্য।
ব্রাহ্মীং মায়াঞ্চাসুরীং বিপ্রমায়াং
ত্বয়ি স্থিতে কথমেবাতিবর্ত্তেৎ॥" [মহাভারত, ১।৭৬।৫৫]

"চাৎ দৈবীং মায়াম্। মায়াত্রয়বিদি ত্বয়ি সতি কো দেবোঽসুরো বা ব্রাহ্মণো বা অতিক্রামেৎ। অতস্ত্বদুদরভেদনং মম দুঃসাধ্যমেবেতি ভাবঃ।" [নীলকণ্ঠ]।

মর্ম্মার্থ—হে কাব্য! অসুরগণ আমাকে বধ করিয়া দগ্ধ ও চূর্ণ করতঃ সুরার সহিত মিশাইয়া তোমাকে ভক্ষণ করাইয়াছে, আমি এখন সেই অবস্থায় তোমার উদরে আছি। ব্রাহ্মী, দৈবী ও আসুরী, এই ত্রিবিধ মায়ায় অভিজ্ঞ তুমি বর্ত্তমান থাকিতে কে এই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? অতএব তোমার উদর ভেদ করিয়া নির্গত হওয়া আমার দুঃসাধ্য।

তখন শুক্র কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিলে কচ শুক্রের উদরভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া উদরভেদে মৃত শুক্রকে বিদ্যার দ্বারা আবার জীবিত করেন।

"সুরাপানাদ্‌বঞ্চনাং প্রাপ্য বিদ্বান্‌
সংজ্ঞানাশঞ্চৈব মহাতিঘোরম্‌।
দৃষ্ট্বা কচঞ্চাপি তথাভিরূপং
পীতং তদা সুরয়া মোহিতেন ॥
সমন্যুত্থায় মহানুভাব-
স্তদোশনা বিপ্রহিতং চিকীর্ষুঃ।
সুরাপানং প্রতি সঞ্জাতমন্যুঃ
কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ ॥
যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চি-
ন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যা-
দস্মিল্লোঁকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ ॥
ময়া চৈতাং বিপ্র[illegible]
মর্য্যাদাং বৈ স্থাপি[illegible]
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্র[illegible]
দেবা লোকাশ্চোপ[illegible]

[ম[illegible], ১।৭৬।৬৫—৬[illegible]]

মর্ম্মার্থ—শুক্রাচার্য্য সুরাপানে মোহিত হইয়াই এমন সুন্দর কচকে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন, সুরাপানে সংজ্ঞানাশহেতুই তিনি অসুরগণকর্তৃক এইরূপ প্রতারিত হইয়াছেন, সুরাপানই এই অনর্থের হেতু,—ইহা বিবেচনা করিয়া তখন মহানুভাব শুক্রাচার্য্য সুরাপানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের হিতকামনায় এই বাক্য বলিয়া সুরাপানের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন,—অদ্য হইতে যে কোন মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ সুরাপান করিবে, সে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট অর্থাৎ পতিত এবং ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া ইহলোক ও পরলোকে নিন্দার ভাজন হইবে। আমি এই উক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করিলাম। সাধু ব্রাহ্মণ, দেবতা ও লোকসকল সকলেই আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন।

শুক্রাচার্য্যের এই অভিসম্পাতের পরে ব্রাহ্মণসমাজে অবৈধ সুরাপান রহিত হইয়া যায়, বৈধ যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান রহিত হয় নাই। শুক্রের অভিশাপ-বাক্যে

দেখা যায়,—"যঃ মন্দবুদ্ধিঃ ব্রাহ্মণঃ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি" যে মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ সুরাপান করিবে, তাহার প্রতিই এই অভিশাপ। যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান মন্দবুদ্ধির কার্য্যও নহে, মোহবশতঃও নহে, অতএব যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান শুক্রশাপের বিষয় হইতে পারে না।* এই জন্যই শুক্রশাপের পরেও যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান প্রচলিত ছিল। কলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞাঙ্গ সুরাপানও নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা পরাশর-স্মৃতির মাধবাচার্য্যকৃত ভাষ্যে [১।৩৪] কলিতে বর্জ্যধর্ম্মপ্রকরণে,—

"সৌত্রামণ্যামপি সুরাগ্রহণস্য চ সংগ্রহঃ।" †

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ কণ্ডিকায় অষ্টকাশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। ৫ম কণ্ডিকায় অষ্টকার পরদিন অন্বষ্টক্য নামক কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। তাহাতে দ্বিতীয় সূত্রে ওদন, কৃসর, পায়স, দধিমন্থ ও মধুমন্থ, এই পাঁচ দ্রব্যের দ্বারা পিণ্ডদান বিহিত হইয়া, তাহার পরে পঞ্চম সূত্রে "স্ত্রীভ্যশ্চ সু[illegible] এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় গার্গ্য নারায়ণ [illegible]হৈ প্রপিতামহৈ চ পিণ্ডান্ নিপৃণীয়াৎ। তত্র [illegible]ধিকং ভবতীত্যর্থঃ। পিত্রাদিত্রয়াণামেব পিণ্ড[illegible]াণাং ন প্রাপ্নোতি কৃত্বা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ-কল্পেন[illegible]

[illegible]রাচামং হি মনীষিণঃ।
[illegible]গৌড়ী [illegible] চ পৈষ্টী চ সুরা তু ত্রিবিধা স্মৃতা॥

অধিকবচনং পঞ্চানামবাধনার্থম্।" ইহাতে দেখা যায়—মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর পিণ্ডে ভাতের ফেণ ও সুরা দিবার বিধান করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধেও সুরার প্রচলন ছিল, ইহা জানিতে পারা যায়।

এই ত গেল ব্রাহ্মণসমাজের কথা। প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়সমাজে সুরার ব্যবহার কিরূপ প্রচলিত ছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্বে [৮৯।৩৯] দেখিতে পাওয়া যায়—মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের পানীয় যোগাইবার জন্য পুকুর কাটিয়া তাহা

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে [১১।৫।১৩] উক্ত হইয়াছে,—অবৈধ সুরাপানের নাম "সুরাপান" এবং বৈধ যজ্ঞাঙ্গ সুরাপানের নাম "অবঘ্রাণ"—সুরাপান নহে। শাস্ত্রে সুরাপানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অবঘ্রাণ নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব যজ্ঞাঙ্গ সুরাপানে দোষ হইবে না।

† কলিতে যজ্ঞাঙ্গ সুরাপানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কৌলাচারে সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব কলিতেও কৌলাচারে বৈধ সুরাপানে দোষ হইবে না।

সুরায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিরাটপর্ব্বে [৭২।২৮] দেখিতে পাওয়া যায়,—অভিমন্যুবিবাহকালে মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সুরাও প্রভুতপরিমাণে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। যথা,

"উচ্চাবচান্ মৃগান্ জঘ্নুর্মেধ্যাংশ্চ শতশঃ পশূন্।

সুরা-মৈরেয়পানানি প্রভূতান্যুপহারয়ন্॥"

ইহার ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—"সুরা নানাদ্রব্যসাররূপং মদ্যং, মৈরেয়ং বৃক্ষরসরূপং মদ্যম্।" ইহাতে বুঝা যায়—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সুরাপানে বিরত ছিলেন না। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে [[illegible]৯।৫] দেখিতে পাওয়া যায়—কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে একসঙ্গে সুরাপান করিয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট এই কথার উল্লেখ করিয়া তন্ত্রবার্ত্তিকে [১।৩।৭] বলিয়াছেন,—

"সদাচারেষু হি দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাং প্রজাপ[illegible] বিশ্বামিত্র-যুধি[illegible]কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্র বা[illegible]নামস্ত-তনানাঞ্চ। * * * বাসুদেবার্জ্জুনয়োঃ [illegible]-পরিণয়নম্। "উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ" [ম[illegible] ইতি সুরাপানাচরণম্।"

ইহার মর্ম্মার্থ এই—প্রজাপতি, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, [illegible]পায়ন ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বাসুদেব, অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রাচীন এবং আধুনিকও [illegible] সদাচারে ধর্ম্মব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ধর্ম্মব্যতিক্রম—কৃষ্ণ মাতুলকন্যা রুক্মিণী এবং অর্জ্জুন মাতুলকন্যা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। [মহাভারতের] "উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ" এই বাক্যে তাঁহাদের সুরাপানরূপ ধর্ম্মব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমারিল ভট্ট এইরূপ বলিয়া ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে,—

"সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মাচ মলমুচ্যতে।

তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণ-রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥"

এই বচনবলে অন্নবিকাররূপ সুরাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ, আর "মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণস্য" ইত্যাদি বচনবলে মদ্যমাত্রই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। মধু ও সীধু নামক মদ্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিষিদ্ধ নহে। মহাভারত-বাক্যে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মধু-সীধু পান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়, অতএব তাঁহাদের মধু-সীধুপানে দোষ হয় নাই।

মহাকবি মাঘ শিশুপালবধে বর্ণনা করিয়াছেন—কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থগমনকালে গোশকট পূর্ণ হইয়া সুবৃহৎ মদ্যভাণ্ডসমূহ সঙ্গে গিয়াছিল। কবিবাক্যের মূলেও মহাভারতবচন।

এই সকল উক্তিতে বুঝা যায়—কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ও মদ্যপানে বিরত ছিলেন না। স্বয়ং রামচন্দ্রও সীতাদেবীর সহিত একসঙ্গে সুরাপান করিয়াছিলেন, ইহা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, বলরাম গোকুলে গিয়া যমুনাতটে গোপীদিগের সহিত বিহার ও তাহাদের সহিত বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন মৈরেয়-সুরা পান [illegible]

"প্র[illegible] বৃক্ষকোটরাৎ
[illegible] বনং [illegible] সুগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ
[illegible] বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
[illegible] ভিঃ সমং পপৌ॥"
[[illegible]সীর ভাগবত, ১০।৬৫।১৯, ২০]

ইহা[illegible] ছেন—"বারুণী সুধয়া সহ উৎপন্না মদিরা"। ইহার মর্মার্থ [illegible] বলার [illegible] উপযোগিতা মনে করিয়া বরুণদেব বলদেবের সেবার্থ ব[illegible] দেবী অর্থাৎ সুরা প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুরা বৃক্ষকোটর হইতে পতিত হইয়া নিজের সৌরভে সেই সমস্ত বন আমোদিত করিয়াছিল। বলদেব বায়ুকর্তৃক উপহৃত সেই মধুধারাগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তথায় গমন করত স্ত্রীগণের সহিত সেই সুরা পান করিয়াছিলেন।

বলরাম অতিশয় মদ্যপান করিতেন। সুরা তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল বলিয়া সুরার এক নাম "হলিপ্রিয়া"। বলরামের প্রধান আয়ুধ হল, এই জন্য তাঁহার এক নাম হলী।

প্রভাসতীর্থে যদুবংশীয়গণ অতিমাত্রায় সুরাপান করিয়াই মত্ততাবশতঃ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ॥

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥"
[ভাগবত, [illegible]]

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলিয়াছেন,—"পীয়তে ইতি পা[illegible]মরিদা-বিশেষঃ। মধু সুরসম্। দিষ্টেন দৈবেন বিভ্রংশিতধি[illegible]ন হত্বা তস্মিন্ স্থানে তদুচিতমিতি ভাবঃ। যদ্দ্রবৈঃ যস্য [illegible] রসৈঃ।"

রাজান্তঃপুরেও সুরাপান প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন মহা[illegible] বিরাট-পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সৈরি[illegible] কীচক দ্রৌপদীর নিকট প্রার্থনায় ফল না পাইয়া রা[illegible] পরামর্শ করিল—সুদেষ্ণা কোন ছল করিয়া দ্রৌপদীকে [illegible] সুদেষ্ণা কি কৌশলে পাঠাইবেন, তাহা বলিতেছেন,—

"পর্ব্বণি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরাম[illegible]কারয়।
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারীং ত[illegible]কম্॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই,—"আমি সুদেষ্ণার জন্য [illegible] ছি" এইরূপ প্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দশ্যাদি যে কোন [illegible] তুমি [illegible]ইবে। আমি সেই দিন সৈরিন্ধ্রীকে সুরা আনয়ন করিবার জন্য তোমার নিকট পাঠাইব।

পরে যথানির্দ্দিষ্ট দিনে সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে বলিতেছেন,—

"উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরিন্ধ্রি কীচকস্য নিবেশনম্।
পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে॥"

ইহার ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—"পানং মদ্যং 'সুরামন্নঞ্চ' ইত্যুপক্রমাৎ। তস্যৈব পিপাসা পাতুমিচ্ছা।"

ইহার মর্ম্মার্থ এই—হে সৈরিন্ধ্রি, তুমি উঠিয়া কীচকের গৃহে গমন করতঃ আমার জন্য সুরা আনয়ন কর। আমার সুরাপানের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণবলে বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়সমাজে সুরাপানের ভূরি প্রচলন ছিল, তাহার জন্য নিন্দা ছিল না; অন্তঃপুরবাসিনীরাও অবাধে সুরাপান করিতেন, তাহাও নিন্দার কারণ হইত না।

আয়ুর্ব্বেদে সুরা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"অযুক্তিযুক্তং বিষং স্যাদ্যুক্তিযুক্তং রসায়নম্।"

যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় পান করিলে সুরা রসায়ন, আর অযুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় পান করিলে সুরা বিষের কার্য্য করে। যে ঔষধ জরা দূর করিয়া দেহের বল, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম রসায়ন। পরিমিত-মাত্রায় পান করিলে সুরা অমৃতের কার্য্য করে, এই জন্য সুরার এক নাম সুধা। আয়ুর্ব্বেদে ঔষধার্থে নানাবিধ সুরা ও আসবের প্রস্তুতপ্রণালী উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজবিধানবিরোধী বলিয়া কবিরাজগণ এখন আর সেই সকল সুরা ও আসব প্রস্তুত ক[illegible] পারেন না।

[illegible] কথা। বর্ত্তমান সময়েও কতরূপে সুরা ব্যবহৃত হ[illegible] মাতালের ত কথাই নাই, শিক্ষিত সাধুচরিত্র ধ[illegible] নানারূপে সুরা ব্যবহার করিতেছেন। পূর্ব্বে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ [illegible] সেবন করিতেন না, এখন আর [illegible] কাহারও তাহাতে [illegible] ন[illegible]। [illegible]নেকে বলিয়া থাকেন—ঔষধার্থে সুরাপানে ব্রা[illegible] নাই। [illegible] তাহাদের ভুল ধারণা। ব্রাহ্মণের সুরাপানে প্র[illegible] স্মৃতিশাস্ত্রে [illegible] বিহিত হইয়াছে। যাহার সেবনে মৃত্যুই [illegible] [illegible] জন্যও তাহা সেবন করা যাইতে পারে না, [illegible]প্রবৃত্তির জন্য ত কথাই নাই। ব্রাহ্মণ ঔষধার্থেও সুরাপান করিতে পারেন না, অথচ তাহাতে এখন আর কোন দোষই মনে করা হয় না। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ঔষধে মিশ্রিতভাবে ত সুরা আছেই, তাহা ছাড়া "মেডিকেটেড ওয়াইন" নামে কতকগুলি বিশিষ্ট সুরা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পোর্ট, ভাইনাম গ্যালিসি, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি অবিমিশ্র সুরাগুলিও ঔষধার্থে ভূরি ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাতে এখন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও প্রায় আপত্তি করেন না। এমন অনেক দেখিয়াছি—ঔষধার্থে প্রত্যহ ভাইনাম গ্যালিসি সেবন করিয়া, পরে পূরা মাতালে পরিণত হইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা আধুনিক উচ্চশিক্ষাভিমানীদিগের মধ্যেই অধিক।

স্মৃতিশাস্ত্রে সুরার স্পর্শ—এমন কি, দর্শনেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। বর্ত্তমান সময়ে পান ভিন্ন অন্য নানারূপেও সুরা ব্যবহৃত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য বণিক্‌গণের অনুগ্রহে এখন দেশে এমন বহুবিধ বিলাসদ্রব্যের আমদানি হইতেছে, যাহাদের মধ্যে সুরা মিশ্রিত আছে। অনেকে হয় ত জানেন না যে, সেই সকল দ্রব্যে সুরা আছে; জানিলেও ব্যবহারে আপত্তি নাই। বর্ত্তমান সময়ে নানারূপে

স্পিরিটের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্পিরিট্ সুরাবিশেষ। হোমিওপ্যাথি ঔষধে ত প্রায় সমস্তই স্পিরিট্। স্পিরিট্ ব্যবহারে এখন আর কাহারও কোন আপত্তি নাই।

ব্রাহ্মণের সুরাপান পঞ্চ মহাপাপের অন্তর্গত একটি মহাপাপ। মহাপাপীর সংসর্গও একটি মহাপাপ, অথচ সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের সংসর্গে কাহারও কোন আপত্তি নাই।

যাঁহারা কৌলাচারে বৈধ সুরাপানের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত প্রকার অবৈধ সুরাব্যবহার যেন দেখিয়াও দেখেন [illegible] মুখমুদ্রণের জন্যই আমরা এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। [illegible] আমরাও সমর্থন করি না। কৌলাচারপরায়ণ সা[illegible] অবৈ[illegible]র ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ [illegible] কৌ[illegible] ব্যবহার উল্লেখ করিতেছি—একজন প্রসিদ্ধবংশীয় কৌল সাধক পিতার [illegible] একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছেন। শ্রাদ্ধে মধুর প্রয়োজন, ঘরে একটি [illegible] মধু রক্ষিত ছিল, গৃহিণী তাহা আনিয়া দিলেন, সাধক [illegible] গ্রহণ করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—[illegible]টি [illegible], মদের বোতল, অপবিত্র সুরাভাণ্ডস্থ মধু শ্রাদ্ধে দেওয়া যাইতে পারে না। পুরোহিত ইহা শুনিয়া বলিলেন—আপনিও সুরাভাণ্ডকে অপবিত্র [illegible]ন? তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—কৌলাচারে পূজার সময়ে শোধনের দ্বারা সুরা পবিত্র হয়, তদ্ভিন্ন সুরা অতিশয় অপবিত্র, সুরাভাণ্ডও অপবিত্র; শ্রাদ্ধে সুরা, সুরাভাণ্ড বা তৎসংসৃষ্ট দ্রব্যমাত্রই অপবিত্র, তাহা শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে, পিতৃলোক তাহা গ্রহণ করিবেন না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলিতেছি। পূজাকালে মন্ত্রশোধন-সময়ে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা মন্ত্রের শাপমোচন করিতে হয়। এই শাপমোচন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক সম্প্রদায় বলেন—যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ সুরাপান করিবেন, তাঁহাদের প্রতিই শুক্রের অভিশাপ। কৌল-সাধক মন্দবুদ্ধি নহেন, তিনি মোহবশতঃও সুরাপান করেন না, কাজেই তাঁহার প্রতি শুক্রের শাপ পতিত হইতে পারে না। এই জন্যই কল্পসূত্র প্রভৃতিতে সুরাশুদ্ধিপ্রকরণে শাপোদ্ধারের কোন উল্লেখ নাই। অতএব শাপোদ্ধারের প্রয়োজন নাই, কেবল মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা শোধন করিলেই মন্ত্র পবিত্র হইবে।

অপর সম্প্রদায় বলেন,—শুক্রের অভিশাপে মন্ত্রের স্বাভাবিক দোষ ব্যতিরেকে অন্য একটি বিশেষ দোষ তাহাতে নিহিত হইয়াছে। মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা স্বাভাবিক দোষ দুর হইবে, কিন্তু সেই বিশেষ দোষটি দুর হইবে না, তাহার জন্য শাপ-বিমোচনরূপ সংস্কার করিতে হইবে। শুক্রের বাক্যে "মন্দবুদ্ধি" ও "মোহবশতঃ" এই দুইটী কথা উপলক্ষণ মাত্র। গৌড়ীয় সম্প্রদায় শাপবিমোচনের পক্ষপাতী। এই জন্য বঙ্গদেশীয় নিবন্ধগুলিতে শাপবিমোচনরূপ সংস্কার বিহিত হইয়াছে, এবং তদনুসারে বাঙ্গালী সাধকগণ শাপবিমোচন করিয়া থাকেন।

শাপবিমোচন [illegible] তিনটি শাপমোচন করিতে হয়—ব্রহ্মশাপ, শুক্রশাপ ও কৃষ্ণশাপ [illegible] মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ কোন্ সম[illegible] [illegible] প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে [illegible] সুযোগ [illegible] নাই।

এখন [illegible] আধার দুর্গানাম স্মরণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শুভমস্তু।

--

সমাপ্ত